

গোবিন্দমঙ্গল



৪৭৬৫

শ্রীমদ্ভাগবতার্থ সংকলন পূর্বক

ঃঈশ্বরদাস বিরাচিত

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসু কর্তৃক

প্রকৃত পাঠ নিবন্ধনপুস্তক বঙ্গবাসীর জন্য

প্রকাশিত।



শ্রীমদ্ভাগবতঃ পুরাণমঙ্গলং যদৈক্যবানং ধনং

* * * *

তৎ শৃণু সুপঠনু বিচারণপরো ভক্ত্যা প্রমুচ্যেত্ত্বয়ঃ ॥

কলিকাতা,

৩৪১১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী প্রীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৮ শকাব্দ।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দেশক পত্র

পনের দিগের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

[illegible]



স্বজ্ঞাপন ।

নিগম কল্পতরুর গ্লিভ ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সর্বসাধারণের এমন পরিচিত ও সমাদৃত যে তাহার প্রতি লোকের চিত্তাকর্ষণ জন্ত আমাদের অধিক কিছু বলিতে হইবে না। উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে বেদব্যাস সর্বার্থযুক্ত সারগন্তীর অতি বিস্তৃত মহাভারত রচনা করিয়াও মনের তৃপ্তি পাইলেন না। অতএব তিনি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। একথা পরিব্যক্ত না থাকিলেও মহাভারতাদি পাঠের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে পাঠকের মনে সহজে ঐ সিদ্ধান্ত উদ্ভিত হইতে পারে।

মহাভারতে পাণ্ডব-সহায় যে পুরুষোত্তমের কেবল মহাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার সমস্তসাম্রাজ্য অপরূপ লীলাকাহিনী ও ষড়ৈশ্বর্য্য বিচিত্র রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গের মধ্যে যেরূপ অনুপাত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের মধ্যে সেইরূপ অনুপাত। মহাভারত নীতিজ্ঞান-প্রধান; শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান। মহাভারতে স্মৃতিবিহিত লোক-বর্ষ্য্য বিবিধ উদাহরণ সহকারে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি বেদান্তবেদ্য, পরব্রহ্মের তত্ত্বোপদেশ নানা উপলক্ষে ও নানা প্রকারে কথিত হইয়াছে। অতীত পুরাণ অপেক্ষা এই মহাপুরাণের উৎকর্ষ এই যে অন্যান্য পুরাণের প্রধান উপদেশ কামনামূলক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান; শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ ফলাভিসন্ধান-রহিত অহেতুকী ভক্তি। পুরাণ ও ভারতাদিগ্রন্থ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকর্ষ তাহার শ্রোতা, বক্তা, স্থান, কাল, উপলক্ষ, উপদেশ, আরাধ্য, আরাধনা, এবং ভাষা ও রচনা প্রণালী,— এই সকল অংশেই পরিলক্ষিত হয়।

লোকহিতচিকীর্ষু ভগবান্ বেদব্যাস বেদের নির্ঘাস-রূপ তত্ত্বমহৌষধকে কৃষ্ণলীলামৃত রসে মিশ্রিত করিয়া ভরোগগ্রস্ত জনগণের অতি সুখসেবা ও উপাদেয় করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষার কঠিনতর আবরণে আবৃত থাকাতে সর্বসাধারণ লোকে তাহা সেবন করিতে পারে নাই। যখন সংস্কৃত চর্চা ক্রমশঃ ধ্বংস এবং বাক্সালা হিন্দী প্রভৃতি ভাষা উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ঋষি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের ঐ সকল স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে দীন ভক্ত দ্বঃখীশ্যাম দাস প্রাহর্তু হইলেন।

দ্বঃখীশ্যাম দাস, কৃতিবাস কৃত রামায়ণানুবাদ এবং কালীদাস কৃত
মহাভারতানুবাদের জ্ঞান শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন।

মুখ্য বর্ণনায় বিষয় দৈবকীন্দন শ্রীকৃষ্ণ চরিত। প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষি ইহাই প্রশ্ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কথার অবতারণা করেন। আনুসঙ্গিক ভগবানের অস্তিত্ব অবতার ও সাধু ভক্তদিগের বৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অবধি অধিকাংশ উল্লিখিত হইয়াছে। ছঃখীশ্যাম সেই দশম স্কন্ধকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া এবং প্রথম দুই স্কন্ধ ও শেষ দুই স্কন্ধ হইতে আবশ্যকীয় কথা লইয়া, গোবিন্দমঙ্গল নাম দিয়া, এই ভাগবতার্থ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণবাস ও কাশীরাম যেমন স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত গ্রন্থের সঙ্গে অস্তিত্ব পুরাণাদির কথাও মিশ্রিত করিয়াছেন, ছঃখীশ্যামও সেইরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণাদি হইতে কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করিয়া ভাগবতার্থ পরিপুষ্ট করিয়াছেন।

ছঃখীশ্যাম ভিন্ন আরো কোন কোন ব্যক্তি ভাগবতার্থ সঙ্কলন পূর্বক এক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ কৃষ্ণ চরিত প্রকাশ করেন নাই। কেহ রাস, কেহ প্রভাস, কেহ বা কেবল গোকুল বৃত্তান্ত বা দ্বারকা লীলা বর্ণন করিয়াছেন। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্রীকৃষ্ণের অন্তরূপ সমস্ত কৃষ্ণচরিত আছে:—

বিব্রহপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশঃ

কন্যাচরন্ ভূবি রমঙ্গলমাণ্ডকামঃ।

আম্বায় ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ

সংহর্তু মৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ ॥ ১১।১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশরূপ কলেবর ধারণ করিলেন; পৃথিবীতে মঙ্গল জনক কন্যা সকল সাধন করিলেন; দ্বারকা ধামে পরমারামে অবস্থান করিলেন। সেই আশুতাম ঈশ্বর কেবল কীর্তি প্রচারজন্য এই সকল করিয়া শেষে আপনার সমস্ত কুল সংহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

যেমন এক স্থানিক লীলা দ্বারা কৃষ্ণচরিত সম্যক বিদিত হয় না, সেইরূপ প্রথম দৃষ্টিতে কৃষ্ণ লীলার যেদৃশ্য দেখা যাইবে, তাহাতেই তাহার পর্যাপ্তদর্শন হয় না। বাঁহাকে তুমি যশোদার গহাস্তান্তরে দেখিতেছ, তাঁহাকে মুখ ব্যাদন করিতে বল, তাঁহার উদরাভ্যন্তরে চতুর্দশ ভুবন দেখিবে; বাহাকে তুমি বৃন্দাবনের লতা কুঞ্জ রূপে দেখিতেছ, তাহার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, তথায় বোগপৃষ্ঠগত মণিমণ্ডপ দেখিতে পাইবে। ছঃখীশ্যাম দেখাইয়াছেন যে মায়াময় ঈশ্বরের বৃন্দাবন লীলা গোলোকের নিত্য লীলার প্রতিক্রম মাত্র। পূর্বাপর বিশেষ আলোচনা করিয়া বিশিষ্ট ভক্তেরা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতীতি হইবে যে যেমন আকাশস্থ সূর্য্যের প্রতিবিস্ব দর্পণে

প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশ পায়, যেমন বহিঃ নটের ক্রোড়া সকল কাচ গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নভোগিন্ধ ঈশ্বরের বিচিত্র কৰ্ম, তিনি যেমন দেখান, তুমি তেমন দেখিতে পাইবে।

এই গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। হুঃখীশ্বাম দাস কাশীরাম দাসের আয় সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না। আর তিনি কৃষ্ণ গুণ কীর্তন দ্বারা ভক্তোচিত কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইহাতে তিনি কেবল রচনা নৈপুণ্য দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। গোবিন্দমঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ; কাব্য গ্রন্থ নহে। তথাপি ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণমুনোহর বিচিত্র লীলা বিলাসের অপূর্ণ বর্ণনা থাকতে ইহা সৰ্ব্ব রস ও সৰ্ব্বালঙ্কার যুক্ত মহাই কাব্য পদবীতে অধিকৃত হইয়াছে।

আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত কয়েকখানি পুস্তক হইতে প্রকৃত পাঠ নির্বাচনপূর্ব্বক এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। আমরা শব্দ সকলের বর্ণাঙ্কিত ও বর্ণবৈরুপ্য প্রভৃতি দোষ নিরাকরণ ভিন্ন আদর্শ গ্রন্থের আর কোন ব্যত্যয় করি নাই। ২০০ বৎসর পূর্ব্বের হুঃখীশ্বামের ভাষা ও বচনা প্রণালী যেমন বুঝিয়াছি তেমন রাখিয়া দিয়াছি।

হুঃখীশ্বাম গোবিন্দমঙ্গলের প্রথমে বিষ্ণু-বন্দনা ও পরে সৰ্বদেব বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। বিষ্ণুবন্দনার শেষে ধরিয়া লেখা আছে, “বিষ্ণু বন্দি বন্দো দেবগণে”। কিন্তু কোন কোন হস্তলিখিত পুথিতে চৈতন্য বন্দনা গুরু বন্দনা, ও শ্রীরাম বন্দনা আছে। হয়ত হুঃখীশ্বাম এইগুলি পরে রচনা করিয়াছিলেন, অথবা আর কেহ রচনা করিয়া এই গ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক ভুল থাকতে সেগুলি আমরা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দমঙ্গলের কোন্ অধ্যায়ের সাহিত শ্রীমদ্ভাগবতের কোন্ স্কন্ধের কোন্ অধ্যায়ের মিল আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত ইহার স্তম্ভপটে সেই স্কন্ধের প্রথমাক্ষর ও তাহার অধ্যায়ের অঙ্ক লিখিয়া দিলাম।

হুঃখীশ্বাম দাসের জীবনরাস্তা ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব-বর্ত্তী। এই গ্রামে হুঃখীশ্বাম দাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রিয় দে-বংশীয় কায়স্থ।

হুঃখীশ্যামের সময়ে কুতিবাসকৃত রামায়ণের অনুবাদ ও কাশীরামকৃত মহাভারতের অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে চৈতন্যচরিত বিষয়ে হুঃখীশ্যাম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্যও প্রচারিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া হুঃখীশ্যাম শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধান আখ্যান কৃষ্ণচরিত অবলম্বনপূর্বক গোবিন্দমঙ্গল রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল ও শিবায়নাদি নবগীতিকাব্য রচনা জন্ম কোন কোন রাজার সাহায্য ও উৎসাহদান আবশ্যক হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বঙ্গানুবাদ পক্ষে হুঃখীশ্যামের সেরূপ কোন প্রয়োজন হয় নাই। ভগবদ্ভক্তদিগের সাহায্য ও উৎসাহদানই যথেষ্ট ছিল। সংকীৰ্ত্তন-প্রিয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গোবিন্দমঙ্গল গীত সহজেই পরিগৃহীত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ দ্বারা হুঃখীশ্যামের বশ বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং তিনি পরম জ্ঞানী, প্রগাঢ় প্রেমী, ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সকল বৈষ্ণবের সংকীৰ্ত্তনাদির কিছু কিছু অভ্যাস থাকে। হুঃখীশ্যামের ন্যায় কবিত্বপূর্ণ প্রেমিক ব্যক্তির যে সম্ভ্রান্তপটুতা থাকিবে, তাহা অসম্ভব নহে। কথিত আছে, তিনি স্বয়ং তাঁহার রচিত এই গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ কখন গাইয়া, কখন পাঠ করিয়া, দেশে দেশে লোককে শুনাইতেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইত, এবং অনেকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিত। এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী কথিত হয়। 'এমন কি, জয়দেবের গ্রন্থে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত-লিখিত "দেছি পদপল্লবমুদারং" বাক্য সন্নিবেশিত হওয়ার প্রবাদ আছে, গোবিন্দমঙ্গলের মধ্যেও তদ্রূপ কিছু ঈশ্বরাক্ষর থাকার প্রবাদ আছে। ফলতঃ হুঃখীশ্যামের প্রেম, ভক্তি ও তাঁহার কবিত্বগুণে তাঁহাকে সাধারণতঃ লোকে দেবানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিত। তিনি পরে তাৎকালিক মেদিনীপুরের রাজাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পরগণার কতক ভূমি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোকের মৃত্যুর পর তাহার শশঃকীর্তি বিস্তারিত হয়। হুঃখীশ্যামের জীবনকালে তিনি নিজেই লোকের সেবা আরাধনার পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার লিখিত পুস্তকখানিকে তাঁহার স্থানীয় ও পূজারী বস্তু করিয়া তোলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি নিজেই ঐ গ্রন্থখানিকে প্রতিদিন পুষ্প চন্দনে পূজা করিতেন; পরে সেই গ্রন্থখানি ইষ্টপূজার "যন্ত্র" বা মন্ত্রের রূপে নিত্য পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ইরাজদিগের রাজত্বের প্রথমে দশশালা বন্দোবস্তের সময়, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি ঋথেরাজ ভূমির নতন সনন্দ দেওয়া হয়। তখন

হুঃখীশ্বামের বংশীয় গৌরাজ্জ অধিকারী এক সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। সেই সনন্দে হুঃখীশ্বামের প্রাপ্ত ভূমিসকলকে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হয়। সেই সনন্দে উদ্দিষ্ট দেবতার কোন নামকরণ হয় নাই। “ত্রিত্রী৮ সেবার কারণ” এইমাত্র লিখিত আছে। পরে জমীদারী সেরেস্তায় ঐ দেবতার নাম “গোবিন্দজী” উল্লিখিত হয়। গোবিন্দজী নামে কোন বিগ্রহ বা শিলা বা ঘট পটাদি বস্তু নাই। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থখানিই সেই দেবতা। হুঃখীশ্বামের বংশের স্ত্রীরাও তাহাদের নিত্য সেবিত সেই দেবতার ঠিক নাম জানে না। তাহারা বলে, হুঃখীশ্বাম ঠাকুর।

গাঁহার অসামান্য উদার শিক্ষাপ্রভাবে এই ব্রাহ্মণপ্রধান হিন্দুদিগের মধ্যে— “চণ্ডালোহপি মুনঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ” বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালও মুনি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই চৈতন্যদেবের প্রসাদে কায়স্থ হুঃখীশ্বাম দাসও অনেকের মন্তদাতা গুরু হইয়াছিলেন। এখনো ইঁহার বংশধরেরা ঐ সকল শিষ্যবংশের দীক্ষামন্ত্র দ্বান ইত্যাদি গুরুকার্য করিয়া আসিতেছেন। হুঃখীশ্বাম জাতিভ্যাগ করিয়া বৈরাগী হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে বৈরাগী। তাঁহার গৃহস্থ শিষ্যগণ কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক।

গোবিন্দমঙ্গলের নথিতায় “হুঃখীশ্বাম দাস” এই মাত্র তাঁহার পূর্ণ নাম ব্যক্ত হইয়াছে। হুঃখীশ্বাম তাঁহার প্রকৃত নাম; দাস শুদ্রবাচক ও ভক্তি ব্যঞ্জক উপাধি মাত্র। হুঃখীশ্বামের ছায় কানীরাণ ও “দে” বংশীয় ছিলেন। তিনিও উঁহার ছায় তাঁহার নামের সঙ্গে সর্বত্র “দাস” শব্দ যুক্ত করিয়া “কানীরাণ দাস” নামে খ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু হুঃখীশ্বামের বংশীয় যে কয় পুরুষের নাম আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তাঁহারা সকলে “অধিকারী” উপাধি ধারণ করিয়াছেন। বোধ হয়, দীক্ষাদানাদি কার্য ইঁহাদের বংশে প্রথিত হইলে, সেই কার্য্যাহুবোধক “অধিকারী” বিশেষণটা উপাধিতে পরিণত হইয়াছে।

যেমন অস্ত্রান্ত্র প্রাচীন গ্রন্থকারগণের সবিস্তার জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না, হুঃখীশ্বামেরও তাহাই স্ফটিয়াছে। কিন্তু যেমন অস্ত্রান্ত্র প্রাচীন গ্রন্থকারের বংশের কোন লোককে পাওয়া যায় না, হুঃখীশ্বামের সেরূপ নহে। তাঁহার উত্তরাধিকারী এক বংশধর এখনও তাঁহার বাস্তুতে তাঁহার কীর্ত্তি মুহূর্ত্তের মূল রক্ষা করিতেছেন। ইনি হুঃখীশ্বামের পিতা হইতে প্রায় ষাটশ পুরুষ। খ্যাতকীর্ত্তি গ্রন্থকারগণের নাম লোপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব গ্রন্থকারগণের নাম রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের বংশাবলীর প্রয়োজন

হয় নাই। হুঃখীশ্যামদাসের বংশ সম্বন্ধেও আংশিক এই লক্ষণ ঘটিয়াছে। তাঁহার বংশের শাখা প্রশাখায় বৃদ্ধি নাই। ইহাও একটী অসাধারণ ঘটনা যে, এই দ্বাদশ পুরুষ পর্যন্ত তৎবংশে কেবল একটী করিয়া পুরুষ—প্রায়ই কনিষ্ঠ সন্তান-জীবিত থাকিয়া বংশপ্রবাহ রক্ষা করিতেছেন।

হুঃখীশ্যামের পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির কোন পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে বা অন্য কোথাও নাই। সৰ্ব্বনিম্নে ছয় পুরুষের নাম এই,—

১ দ্বারকানাথ অধিকারী।

২ আত্মারাম অধিকারী।

৩ গৌরান্ধ চরণ আধিকারী।

৪ রামকানাই অধিকারী।

৫ বিনোদমোহন অধিকারী।

শ্রীসীতানাথ অধিকারী।

ভক্ত হুঃখীশ্যাম কেবল সম্ভার সাগরোত্তরণ উদ্দেশে, কেবল হরিগুণা-মুকান্তন জ্ঞাত, গোবিন্দমঙ্গলের রচনা কারয়াছিলেন। এতাদৃশ এই গ্রন্থ-রচনাতে তাঁহার আর কোন আভিপ্রায় বা প্রয়োজন দেখা যায় না।

হুঃখীশ্যাম যখন “ভজ কৃষ্ণ” “ভজ কৃষ্ণ” বলিয়া, ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ সমাপন করেন, তখন তাহার দিগ্দেশ কালাদির প্রতি লক্ষ্য থাকা সম্ভব নহে। তান তাহার গ্রন্থ লিখনের উপযোগী কোন ঘটনা বা তাহার সময় বাচক কোন কথা সেই গ্রন্থে ব্যক্ত করেন নাই। চণ্ডীমঙ্গলাদি গ্রন্থের শেষে গ্রন্থরচনার সময় নির্দেশক যেমন একএকটী কবিতা আছে, গোবিন্দমঙ্গলের ইহা লাঘত কোন পুস্তকে সেরূপ কিছু পাইলাম না। গৌরান্ধ অধিকারীর লব্ধ ১৭৮৩ খৃঃাব্দের লাঘত সনন্দে ব্যক্ত আছে যে, এই সকল জাম “মন দেওয়ানীর পূর্ব হইতে” ইহাদের দখলে আছে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের দেওয়ানী প্রাপ্তি হয়। হুঃখীশ্যাম দাস এত পূর্বের লোক যে ১৭৮৩ অব্দেও তাঁহার দান প্রাপ্তির কালাদির নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এজন্য উক্ত সনন্দে তাঁহার কথা কিছু উল্লেখ নাই। ১৭৬৫ অব্দের পূর্বে অর্থাৎ দ্বারকানাথ অধিকারীর চারি পাঁচ পুরুষ পূর্ব হইলে - হুঃখীশ্যাম ২০০ বৎসরের লোক, ইহা জানা বাইতেছে।

সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিষ্ণু বন্দনা ...	১	অন্ন বিজয়ের ব্রহ্ম শাপ (হৃ। ১৫)	১৮
সর্বদেব বন্দনা ...	২	দেবতাদিগের ক্ষীরোদে গমন (দ। ১)	১৯
গ্রহাৱলম্ব—সৃষ্টি প্রকরণ ৩		বিষ্ণুর অবতার স্বীকার ...	২০
দশ অবতার বর্ণন ...	২	দৈবকীর বিবাহ ...	২১
পরাক্ষতের রাজত্ব (প্র। ১৫) *	৪	দৈবকীর ছয় পুত্রের জন্ম (দ। ১)	২২
পরাক্ষতের রাজ্য দর্শন (প্র। ১৬)	৫	কংসের সভায় নারদের আগমন	২৩
কাল ও ধর্মের সহিত রাজার		বলরামের জন্ম ...	২৪
সাক্ষাৎ (প্র। ১৭) ...	৬	শ্রীকৃষ্ণের গর্ভ বাস ...	২৫
কাল দমন ...	৭	ব্রহ্মার স্তুতি ...	২৬
পরাক্ষতের প্রাত মুনির শাপ (প্র। ১৮)	৮	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম (দ। ২) ...	২৬
পরাক্ষত নারদ সন্বাদ ...	৯	বহুদেবের স্তব ও পূর্বজন্মের বিবরণ (৩)	২৭
পরাক্ষতের গজাবাত্রা (প্র। ১৯)	১০	কৃষ্ণকে লইয়া বহুদেবের নন্দালয়ে গমন	২৮
পরাক্ষতের ধর্মসভায় ঋষিদিগের আগমন	১০	কংসের প্রতি মহামায়ার চেতনা দান (৪)	২৯
শুকদেবের আগমন (প্র। ১৯)	১১	দৈত্যদিগের প্রতাপ ...	৩০
খট্ভাজ রাজার উপাখ্যান ...	১২	নন্দোৎসব (৫)	৩১
খট্ভাজ রাজার উদ্ধার	১৩	নন্দের মথুরায় গমন ...	৩২
ব্রহ্ম নারদ সংবাদ (দ্বি। ৫) ...	১৪	পুতনার মায়্যা (৬) ...	৩৩
কৃষ্ণলীলা কথার সূচনা ...	১৫	পুতনা বধ ...	৩৪
কৃষ্ণলীলার সংক্ষেপ বর্ণন (হৃ। ২-৪)	১৫	শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার্থে নানা শাস্তি ...	৩৫
শুকদেবের কথা আরম্ভ ...	১৭	শকট তত্ত্বন (৭) ...	৩৬
		তৃণাবর্ত বধ ...	৩৭
		শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান	৩৫
		গর্গমুনির গোকুলে আগমন ..	৩৯
		শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ ও অন্নপ্রাশন (৮)	৪০
		শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ...	৪১
		গোপাল ও গোপালিনাদিগের সহিত	
		কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া ...	৪২

* প্র, দ্বি, ত্র, দ, একা, দ্বা, দ্বারা

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমাবধি কৃষ্ণের সঙ্কেত লিখিত হইল। যেখানে এরূপ কোন অক্ষর নাই, সেখানে দশম স্বরূপ বৃষ্টিতে হইবে। অক্ষর গুণি ঐ ঐ কৃষ্ণের অধ্যায়ের অক্ষর।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যশোদার নিকট গোপীদিগের গোহারি	৪৩	গুরুদেবের আহারাভ্যেদন ...	৭০
কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ...	৪৪	গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ	৭০
শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ হলে বদনে		গুরুদেবের গজ কচ্ছপ শিকার ...	৭১
ত্রক্ষাণু দেখান (৯) ...	৪৫	বালখিল্য উপাখ্যান - ...	৭২
নন্দ যশোদার পূর্ব বৃত্তান্ত ...	৪৬	বালখিল্য মুনিদিগের গোপীজন্ম কথা	৭৩
দধি মগ্নন ...	৪৭	গুরুদেবের অমৃত আনয়ন ...	৭৫
যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণের উদ্বলনে বন্ধন	৪৮	গুরুদেব কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন	৭৬
যমলাজ্ঞান ভঙ্গ (১০) ...	৪৯	কালিয় সর্পের পূর্ব বিবরণ ...	৭৭
যমলাজ্ঞানের পূর্ব বৃত্তান্ত ...	৫০	কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা ...	৭৮
গোকুলবাসীগণের বৃন্দাবনে বাস	৫০	কৃষ্ণের কালিয় দহে বাঁপ (১৬)	৭৮
৩য় কর্তৃক কুলপাত্র স্তব্ধ করণ	৫১	কৃষ্ণের জন্য গোপবালকদিগের রোদন	৭৯
শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস চারণ ও বৎসাসুর		গোপগণের কৃষ্ণ অধেষণে গমন	৮০
বধ (১১) ...	৫২	নন্দ যশোদার খেদ ও বলরামের	৮১
কৃষ্ণ বিনাশার্থ বকাসুরের গমন	৫৩	প্রবোধ বাক্য ...	৮১
বকাসুর বধ ...	৫৪	কৃষ্ণের কালিয় যুগে উত্থান ...	৮২
কৃষ্ণ বিনাশার্থ অঘাসুরের গমন	৫৫	কালিয়দমন.....	৮২
অঘাসুর বধ (১২) ...	৫৬	কালিয় পত্নীদিগের স্তুতি ...	৮৩
কৃষ্ণের বনভোজন ও ত্রক্ষা কর্তৃক		কালিয় দহের মাহাত্ম্য স্থাপন	৮৩
গোবৎসাদি হরণ (১৩) ..	৫৬	কৃষ্ণের দাবাগ্নি পান (১৭)	৮৪
গোবৎসাদির পুনঃ সৃষ্টি ...	৫৭	বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার	৮৫
ত্রক্ষার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ...	৫৮	প্রলম্বাসুর বধ (১৮) ...	৮৬
ত্রক্ষার মোহ ...	৬০	পুনশ্চ দাবাগ্নি উৎপত্তি ...	৮৭
ত্রক্ষাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব (১৪)	৬১	কৃষ্ণের পুনশ্চ দাবাগ্নি পান (১৯)	৮৭
ত্রক্ষার স্তবে কৃষ্ণের প্রসন্নতা	৬২	ঋতুবর্ণন—বর্ষা সমাগম (২০)	৮৮
শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ...	৬৪	কৃষ্ণের কৈশোর লীলা (২১)	৮৯
কৃষ্ণ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া ...	৬৫	গোপীগণের ব্রহ্মহরণ (২২)	৯০
ধেনুকাসুর বধ ও তাল ভক্ষণ	৬৫	গোপীগণের আক্কেপ ...	৯১
কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ...	৬৬	গোপীদিগের বস্ত্র প্রার্থনা ...	৯১
ব্রজ শিশুগণের কালিদহ-জলপান	৬৭	গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথা	৯২
অরুণ ও গুরুদেবের জন্ম কথা ...	৬৮	গোপীগণকোষের প্রদান ...	৯৩
গুরুদেবের মাতৃ বিমুক্তির চেষ্টা	৬৯	বিপ্রগণের নিকট অন্ন বাচঞা	৯৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিপ্রপত্নীগণের নিকট অন্ন বাচ্ঞা (২৩)	৯৪	কৃষ্ণ গোপীগণকে যমুনা পার করেন	১১৫
কৃষ্ণের নিকট বিপ্রপত্নীগণের আগমন	৯৫	রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের জলঃ স্নান ও "	
বিপ্রপত্নীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা	৯৫	গোপীগণের খেদ	১১৬
বিপ্রপত্নীগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রসন্নতা	৯৬	যমুনার জলে রাধার সহিত কৃষ্ণের বিহার	১১৭
নিপ্রগণের চৈতন্যোদয় ...	৯৭	গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বরণ	১১৮
ইন্দ্র পূজা ভঙ্গ (২৪) ...	৯৭	ব্রজবিনীতাগণের মথুরায় গোরস বিক্রয়	১১৯
ইন্দ্র কৃত বিষম বৃষ্ট্যপত্রব ...	৯৮	গোপাঙ্গনাগণের যমুনা প্রতিপার হওন	১২০
কৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধন ধাঙ্গণ (২৫)	৯৯	রাসলীলা প্রসঙ্গ (২৯)	১২১
বৃষ্টিভয় হইতে গোপগণের পরিত্রাণ	৯৯	কৃষ্ণের বেণু গীতে চরাচরের মোহ	১২১
গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অদ্বুত কণ্ঠের আলোচনা ...	১০০	কৃষ্ণের মুরলী রবে গোপীগণের আগমন	১২৩
ইন্দ্রের অপরাধ মার্জ্জন ..	১০১	ব্রজবধুগণের স্নৈরিতা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রস্ত	১২৪
কুরুণালব্ধ হইতে নন্দের উদ্ধার (২৮)	১০২	ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রশ্ন	১২৫
রাধাকৃষ্ণ মিলন প্রসঙ্গ—		গোপরমণীদিগের প্রার্থনা ও কৃষ্ণের উপদেশ ...	১২৬
বড়াই সমাগম ...	১০৩	গোপিকাগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ	১২৭
বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অমুরোধ	১০৫	গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার	১২৮
বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের ব্যাকুলতা	১০৫	কৃষ্ণ অন্তর্দানে গোপীদিগের খেদ (৩০)	১২৮
বড়াইর প্রবোধ বচন ...	১০৬	গোপিকাগণের কৃষ্ণ অবেষণ (৩০)	১২৯
রাধিকার সহিত বড়াইর কথা	১০৬	কৃষ্ণপ্রেম-গর্ষিতার গর্ষ ভঙ্গ (৩১)	১৩০
রাধার প্রতি বড়াই দ্বিতীয় প্রেরোচনা	১০৭	গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের আবি-র্ভাব (৩২) .	১৩১
দানখণ্ড—বড়াইর মন্ত্রণা ...	১০৮	গোপকামিনীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন	১৩২
গোপীগণের মথুরায় গমনোদ্যোগ	১০৯	রাধাকৃষ্ণের রাস বিবরণ ...	১৩২
সরা লইয়া গোপীগণের মথুরা যাত্রা	১১০	রাসমণ্ডল বর্ণন	১৩৩
শ্রীকৃষ্ণের দান বাচ্ঞা ...	১১০	লীলা-বৃন্দাবনের আবরণ রহস্ত	১৩৪
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে রাধিকার প্রত্যুত্তর	১১১	রাস রস কেলি ...	১৩৬
বড়াইর প্রতি লীলা-নিগ্রহ ...	১১১	রাধাকৃষ্ণের রাসবিহার ...	১৩৬
কৃষ্ণের দানের দাবীকরণ ...	১১২	গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাস বিহার	১৩৭
রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেরোচনা	১১২	সখীগণের রাধাকৃষ্ণ সেবা	১৩৮
রাধিকার কাতরোক্তি ...	১১৩	রাসান্তে জলকেলি (৩৩) ...	১৩৮
নৌকাখণ্ড—নাবিক রূপে কৃষ্ণের আগমন ...	১১৪		

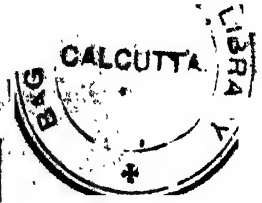
বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গোপগণের হরগৌরী পূজা ...	১৩৯	অক্রুরের নিকট বশোদার অমুবোণ	১৬০
ইন্দ্রপুত্র সুদর্শনের শাপ মুক্তি .	১৪০	কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোগ	১৬০
ইন্দ্রপুত্র সুদর্শনের পূর্ব কণা	১৪১	কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা (৩৯)	১৬১
শংখচূড়ের আক্রমণ ...	১৪২	কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা দর্শনে গোপী-	
শংখচূড় বধ (৩৪) ...	১৪৩	গণের খেদ ...	১৬২
বশোদার নিকট গোপীগণের কৃষ্ণাহ্বারাগ		গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথধারণ	১৬২
প্রকাশ ...	১৪৪	কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার	১৬৩
অরিষ্টাসুর বধ (৩৬) ...	১৪৪	গোকুল বাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন শেষ	১৬৪
কংসের সহিত নারদের কথোপকথন (৩৬)	১৪৫	যমুনাভ্রমে অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন	১৬৪
কংসের কোপ ও মন্ত্রণা ...	১৪৬	অক্রুর কর্তৃক জগৎ মধ্যগত কৃষ্ণ	
কংসের ধনুর্যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেশী		বলরামের রূপ নিরীক্ষণ ...	১৬৫
অম্বর বধ (৩৭) ...	১৪৭	অক্রুর কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি	
ব্যোমাসুরের বালকরূপ ধারণ	১৪৮	মহিমা বর্ণন	১৬৬
ব্যোমাসুর বধ (৩৭) ...	১৪৮	অক্রুর কৃত কৃষ্ণের বিহৃতি তত্ত্ব	
অক্রুর আগমন প্রসঙ্গ—		বর্ণন ও স্তব ...	১৬৭
অক্রুরের বৃন্দাবন যাত্রা (৩৮)	১৫০	রাম কৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ (৪০)	১৬৮
অক্রুরের কৃষ্ণ সমাগম চিন্তা	১৫১	পথিমধ্যে গোপগণের মধুবনে	
অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণাহ্বাণ ...	১৫১	অবস্থিতি	১৬৮
অক্রুরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও		রাম কৃষ্ণ ও ব্রজবালকগণের	
কৃষ্ণাবেষণ (৩৮) ...	১৫২	মথুরা নগরী দর্শন ...	১৬৯
অক্রুরের রামকৃষ্ণ দর্শন ...	১৫৩	মথুরা বাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন	১৭০
অক্রুরের অভিযর্থনা ...	১৫৪	ব্রজক বধ (৪১)	১৭১
কৃষ্ণকৃত অক্রুরের সেবা ...	১৫৫	কংসের লুপ্তিত বস্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ	১৭২
কৃষ্ণের নিকট অক্রুরের সংবাদ দান	১৫৫	মালাকারের পূজা গ্রহণ ...	১৭২
নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্রদান	১৫৬	কুজাকে মুরূপ দান (৪২) ...	১৭৩
কৃষ্ণের বিচ্ছেদনিমিত্ত গোপিকাগণের		কৃষ্ণের প্রতি কুজার প্রেরণ ...	১৭৪
বিলাপ ...	১৫৭	রাম কৃষ্ণের ধনুর্গৃহে প্রবেশ ...	১৭৫
অক্রুরের নিকট গোকুলবাসিনীগণের		ধনুর্ভঙ্গ (৪২)	১৭৫
অমুবোণ ...	১৫৮	কংসের অমলল চিত্র দর্শন ...	১৭৬
নন্দের মথুরা গমনার্থ অক্রুরের দাড়া	১৫৮	কংসের রজ সত্য দর্শক রাজাগণের	
কৃষ্ণের জন্য বশোদার বিলাপ...	১৫৯	আগমন ...	১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রঙ্গ সভাস্থগণ সমীপে কংসের		নন্দ বশোদ্ধার প্রতি উদ্ধবের উপদেশ	১৯৫
কোণ-হেতু কথন ...	১৭৭	উদ্ধবের নিকট গোপীগণের খেদ (৪৭)	১৯৬
কংসের রঙ্গসভার রামকৃষ্ণের আনয়ন	১৭৮	কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অহুযোগ	
রঙ্গসভা দ্বারে রামকৃষ্ণের আগমন	১৭৯	ও উদ্ধবের উপদেশ	১৯৭
কুবলয় হস্তী বধ (৪৩) ...	১৮০	রাধিকা উদ্ধব সংবাদ ...	১৯৮
রঙ্গ সভাস্থ জন কর্তৃক কৃষ্ণের		রাধিকার খেদোক্তি	১৯৮
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন ...	১৮০	উদ্ধব চোতিশা	১৯৯
রঙ্গ ভূমিতে রণবাদ্য ০ ...	১৮১	উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম কথন	২০৩
মল্লযুদ্ধের উপক্রম ...	১৮২	উদ্ধব বারমাসি ...	২০৪
চানুর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণ বলরামের		উদ্ধব বিদায় ...	২০৫
মল্লযুদ্ধ ...	১৮৩	উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোপুল-	
চানুর মুষ্টিক ও অষ্ট মল্ল বধ ..	১৮৩	সংবাদ প্রবণ ...	২০৬
মর্শাহত কংসের কৃষ্ণ সম্পর্কীয়		জরাসন্ধের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ (৫০)	২০৬
সকলের উচ্ছেদের আদেশ	১৮৪	দ্বারকাপুরী নির্যাতন ...	২০৭
কংস বধ (৪৪) ...	১৮৪	কৃষ্ণের দ্বারকায় বসতি ...	২০৭
রামকৃষ্ণের প্রভাব দর্শনে বহু		কাল যবনের আক্রমণ ...	২০৭
দৈবকীর লুপ্তরোচ্ছ্বাস	১৮৫	কালযবনের নিধন (৫১) ...	২০৯
কংসমহিষীগণের বিলাপ ও		মুচুকুন্দ উপাখ্যান ...	২০৯
কৃষ্ণের প্রবোধ দান ...	১৮৬	মুচুকুন্দের কৃষ্ণ পদ প্রাপ্তি ...	২১০
উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক (৪৫)	১৮৭	শ্বেতভীরু নিমিত্ত বর অন্বেষণ	২১১
নন্দ বিনায় ...	১৮৭	বলরামের বিবাহ ...	২১২
রামকৃষ্ণের অবস্তা নগরে গমন	১৮৮	ক্লান্তিগী হরণ প্রসঙ্গ (৫২)	২১৩
কৃষ্ণ বলরামের- বিদ্যা অধ্যয়ন	১৮৯	ক্লান্তিগীর যোগ্য বর বিচার ...	২১৩
শঙ্খাসুর বধ ...	১৯০	ক্লান্তিগীর ব্রাহ্মণ দূত সংবাদ ...	২১৪
বসুপুত্রী হইতে মুনিপুত্রের উদ্ধার	১৯১	বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণের আগমন	২১৫
গুরুদক্ষিণা দান পূর্বক রাম-		গুরুভাগমন ...	২১৫
কৃষ্ণের মথুরা প্রত্যাগমন	১৯১	কৌশিক গৃহে কৃষ্ণের অভিষেক	২১৬
শ্রীকৃষ্ণের কুজার সহিত বিলাস (৪৮)	১৯২	কচ শুক্র বৃত্তান্ত ...	২১৭
কৃষ্ণের অক্রুর-গৃহে গমন (৪৮)...	১৯৩	শুক্রের সর্গীবিনী মন্ত্র বিবরণ ...	২১৮
উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন (৪৬)	১৯৪	যযাতির সহিত দৈবধানীর বিবাহ (৫৩)২১৯	
উদ্ধবের সহিত নন্দ বশোদ্ধার কথা	১৯৪		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বহুবংশের শাপ বিবরণ ও কল্পিণীর		কৃষ্ণের মূলকণা বিবাহ ...	২৩৮
চণ্ডিকা পূজা ...	২১৯	কৃষ্ণের স্মৃশীলা বিবাহ ...	২৩৮
কল্পিণী হরণ (৫০) ...	২২০	নরকাসুরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ	২৩৯
কল্পিণীর সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ...	২২১	কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র কন্যা বিবাহ(৫৯)	২৪০
কল্পিণীর বিবাহ (৫৪) ...	২২২	নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের রজনী বিহার	"
কৃষ্ণের কল্পিণী সহবাস ...	২২২	দর্শন (৬৯) ...	২৪১
কামদেবের জন্ম (৫৫) ...	২২৩	পারিজাত হরণ প্রসঙ্গ—সত্যভামার	
সম্বরাসুর কর্তৃক কামদেব হরণ	২২৩	অভিমান ...	২৪১
রতি কামের মিলন ...	২২৪	কৃষ্ণের কর্তৃক সত্যভামার অভিমা ভঞ্জন	২৪২
সম্বরাসুর বধ ...	২২৫	ইন্দ্র পুরী হইতে পারিজাত যুদ্ধ	
রতি কামদেবের দ্বারক। প্রবেশ	২২৬	আনয়ন (৫৯) ...	২৪৩
মণিহরণ প্রসঙ্গ—শত্রুজিতের		সুদামাচরিত কথন (৮০)	২৪৩
সুদামাকর্মণি লাভ (৫৬)	২২৬	সুদামার সম্পদ বিধান (৮১)	২৪৪
বনমধ্যে কৃষ্ণের মণি অন্বেষণ	২২৭	উষাহরণ প্রসঙ্গ—উষার স্বপ্নযোগ (৬২)	২৪৫
ঋক যুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ	২২৮	চিত্রেখেণা কর্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন	২৪৬
পাতালে ভল্লকের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ	২২৮	অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন	২৪৬
ঋকযুদ্ধে কৃষ্ণের জয়লাভ ...	২২৮	বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ (৬৩)	২৪৭
কৃষ্ণের জাম্ববতী বিবাহ ...	২২৯	হরিহরের যুদ্ধ ও তদন্তে উষা	
শত্রুজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ	২৩০	অনিরুদ্ধের মিলন ...	২৪৮
সত্যভামার বিবাহ ...	২৩১	যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় বজ্ঞ প্রসঙ্গ (৭১)	২৪৯
শত্রুজিত হস্তে মণি স্থাপন	২৩১	জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ (৭২)	২৫০
রাম কৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শতধনু		জরাসন্ধ বধ ও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ	
কর্তৃক শত্রুজিত বধ ...	২৩২	কৃষ্ণের বরণ ...	২৫০
শতধনুর পলায়ন ..	২৩৩	শিশুপাল বধ (৭৪) ...	২৫১
শতধনু বধ ও অক্রুরের পলায়ন (৫৭)	২৩৩	যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় বজ্ঞ ...	২৫২
অক্রুরের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা	২৩৪	যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, দান ও দক্ষিণা	২৫২
কৃষ্ণার্জুনের যুগ্ম ও কালিন্দী সমাগম	২৩৫		২৫৩
কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহ ও অর্জুনের ধাওব		কৃষ্ণ কর্তৃক দত্তবক্র বধ (৭৮)	২৫৪
দহন (৫৮) ...	২৩৬	লক্ষণা হরণ বিবরণ (৬৮)...	২৫৪
কৃষ্ণের বিদ্যাবতী বিবাহ ...	২৩৬	শাস্ত্রের সহিত লক্ষণার বিবাহ	২৫৫
কৃষ্ণের লক্ষ্মিতা বিবাহ ...	২৩৭	শাস্ত্রের সহিত রাম কৃষ্ণের যুদ্ধ	২৫৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
শাশ্বৎ বধ (৭৭) ...	২৫৭	ঋষিদিগের বস্ত্র ও কুকের প্রতি বৈকুণ্ঠ	
দ্বিবিধ বানর বধ ...	২৫৭	গমনের সংকেত (৮৯) ...	২৬৩
বিজয়ের উচ্চার (৬৪) ...	২৫৮	বহুবংশ ধ্বংস ও ঋককের পদে	
বহুবংশীয়গণের তীর্থ যাত্রা (৮২)	২৫৯	শরাঘাত (একা। ৩০)	২৬৪
কনুদেবের তীর্থ-বস্ত্র	২৫৯	কুকের যোগমার্গে অরণ ও পাণ্ডবদিগের	
বিপ্রপুত্র রক্ষা বিবরণ ...	২৬০	স্বর্গে গমন (একা। ৩১) ...	২৬৫
কুকের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও বিপ্রপুত্র		কনুদেবের জন্ম কথা—	
আনয়ন • ..	২৬১	গোলোক চিত্র ...	২৬৬
বিপ্রের দশ পুত্র ও কনুদেবের ছয় পুত্র		গোলোকে রাখাকুকের নিত্য বিহার	২৬৭
পুনঃ প্রাপ্তি (৮৫) ...	২৬১	শাপগ্রস্ত কুকের মর্ত্যলোকে জন্ম	২৬৭
সুভদ্রা হরণ (৮৬) ...	২৬২	পরীক্ষিতের বৈকুণ্ঠে গমন (দ্বা। ৬)	২৬৮

গোবিন্দমঙ্গল ।



নুমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

বিষ্ণু বন্দনা ।

প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন ধন

৫ পরম পুরুষ কৃপানিধি ।

পতিত পাবন নাম ত্রিভুবনে অমুপম

দীন-দাতা দয়ার অবধি ॥

অখিল ভুবন মাঝে কৃষ্ণ হেন কেবী আছে
বিধি তত্ত্ব না পায় দেখানে ।*

নারদ আকুল হৈয়া করে বীণাবন্ধ লৈয়া

অস্ত নাহি বুঝয়ে নয়নে ॥

করিয়া কষ্ণের সেবা অমর শঙ্কর দেবা

যুগে যুগে নাম মৃত্যুঞ্জয় ।

শিলা ডগুর লৈয়া নাচে গায় হুট্ট হৈয়া

পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম কর ॥

রাতুল চরণতলে কমলা সেবন করে

ইন্দ্রসুখে কোন প্রয়োজন ।

হেন হরি আরাধনে কষ্ট নহে কোন স্থানে

ক্লেশ দিতে না পারে শমন ॥

হেলায় হিংস্রকগণ কৈল কৃষ্ণ উদ্ধারণ

পুতনা পাইল মাতৃপুত্রী ।

পাঁচ বৎসরের প্রব এতাদৃশ ভাবিয়া প্রভু

অখিল উপরে অধিকারী ॥

শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিদ্ধ প্রণত জনার বহু

জ্যোপদীর মান উদ্ধারণে ।

গজ নিস্তারিলে জলে কুজী পাইল প্রেমফলে

* নরসিংহ প্রহ্লাদ রক্ষণে ॥

যে জন একান্ত হৈয়া প্রভুপদে চিত্ত দিয়া

মন করিবারে পারে দঢ় ।

কি দিব তুলনা তায় সর্ব স্মৃৎ সেই পায়

তারে বলি ভাগ্যবান বড় ॥

গোবিন্দের নামগুণ জপ মন পুনঃপুনঃ

এড়াইবে দারুণ সংসার ।

পরম কৈবল্য গতি শ্রবণে অক্ষয় মুক্তি

মুখ তরি পিঙ্গু স্রুধাধার ॥

বসি সাধুজন সঙ্গে কৃষ্ণকথা শুনি রঞ্জে

বৈষ্ণবের করহ সেবন ।

মাতিয়া পরম স্মৃথে হরি হরি বল মুখে

পরলোক গতির কারণ ॥

আগম পুরাণ বেদে বাহার মহিমা থেদে

যোগিগণ না পান যতনে ।

গোবিন্দমঙ্গল রসে হৃৎখীঅাম হাস ভাবে

বিস্ময় বন্দি বন্দো দেবগণে ॥ ১ ॥

সর্বদেব বন্দনা ।

‘রাগ কল্যাণ ।

নম্র শিরে প্রণিপাত বন্দো দেব গণনাথ
বিস্বক্স হয় তুয়া দৃষ্টে ।
বাহুকি করয়ে স্তুতি দেখিতে সুধীর মূর্তি
আরোহণ মুখিকের পৃষ্ঠে ॥
বন্দোহঁ কমলাসন হংসরাজ আরোহণ
অরুণ বরণ কণ্ঠবরে ।
সুজিয়া সকল পুরী আনন্দে ভঞ্জন হরি
বেদ পুথি জাপ্যমালা করে ॥
বন্দো দেব ত্রিপুরারি আসন বৃষভোপরি
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চ নাম ।
ডম্বর মধুর স্বরে পুলকে নয়ন বুঝে
বামে শিক্ষা ডাকে রাম রাম ॥
বন্দোহঁ হরের রামা আমি কি কহিব গীমা
ব্রহ্মা আদি দেব করে পূজা ।
তুমি যারে কর দয়া সে যায় মুকুতি পাইয়া
নমো নমো দেবী দশভুজা ॥
হরির ঘরণী লক্ষ্মী বন্দোহঁ কমলমুখী
দরিদ্রের হুঃখবিনাশিনী ।
সরস্বতী বন্দো আগে মধুর পঞ্চম রাগে
বিষ্ণুর বল্লভা বীণাপাণি ॥
গুরু চরণরাজ বন্দোহঁ হৃদয় মাঝ
দিব্য দৃষ্টি হয় যার বরে ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব হরি একান্ত ভাবনা করি
গঙ্গা তুলসী বন্দো শিরে ॥
সনসনি সমীরণ শশী সূর্য্য তারাগণ
শচী সঙ্গে বন্দো পুরন্দর ।
বৃহস্পতি আদি যত স্তরমুনি শত শত
বন্দো ব্যাস মহাকবিবর ॥
বিষ্ণু অবতার মুনি পুরাণ আঠার খানি
গোবিন্দের নামে উচ্চারিল ।

শুক পরীক্ষিতে কহে পরম কৈবল্য তাহে
শুদ্ধভাবে যে জন গুনিল ॥

স্বর্ণ মর্ত্য রসাতল বলিরাজ্য নাগবল
দশ দিকপাল রুদ্রগণে ।
কুবের বরুণ রাজে পঞ্চ ভূত আস্ত্রা মাঝে
নব গ্রহ বন্দোহঁ যতনে ॥
শ্রীমুখ জনমদাতা স্তুমতি ভবানী মাতা
যার পুণ্যে নিরমিল তহু ।
হুগ্ধ ভ জগত রক্ষা দেখি গুনি সাধু সজ
শিরে বন্দো পিতৃপদরেণু ॥
ব্যাস কৈল যত গ্রহ কেহ না পাইল অন্ত
অগোচর গোবিন্দের লীলা ।
গোবিন্দমঙ্গল কহি ভুবনে হুগ্ধ এহি
ভবসিদ্ধ তরিবার ভেলা ॥
গগনে গরুড় গতি তা দেখি বায়স মতি
মন করে উড়িবার তরে ।
কেশবী গঙ্গাত্ম যেন মৃগ ধৈর্যে আসে তেন
হুঃখীশ্যাম বৈষ্ণব গোচরে ॥ ২ ॥

এছারভু ।

সৃষ্টি প্রকরণ ও দশ অবতার বর্ণন ।

রাগ টোড়ী ।

শুক নারদ মহিমা গায় ।
রামনাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ৫ ॥

পরম কারণ কৃষ্ণ জগত আধার ।
যাঁহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসার ॥
ত্রিগুণ ধরিল সে ঠাকুর বিষ্ণুরূপে ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈষে এক লোমকূপে ॥
তাসায়ে ব্রহ্মাণ্ড কোটী একাধর জলে ।
বটপুটে ডাসিয়া শ্রময়ে যোগবলে ॥

মায়াৰূপে যোগনিষ্ঠা কর্ণে দিয়া কর ।
 তিল সম মণি উঠি জন্মে দৈত্যেশ্বর ॥
 হুই গোটা মুখ তার এক কলেশ্বরে ।
 আঁচু না ভুবন তার প্রলয় সাগরে ॥
 সেকালে জখিলা ব্রহ্মা ও নাভিকমলে ॥
 প্রকৃতি প্রবোধ কহে প্রভু পদতলে ॥
 মায়া প্রকাশিলা হরি মধুটেকট মারে ।
 প্রলয়-পয়োধি হেতু উরাত উপরে ॥
 মধুরিপু নাম হৈল এই সে কারণ ।
 ব্রহ্মাকে পৃথিবী দিয়া হৈল অন্তর্ধান ॥
 শেষব্যাগ্য করি রঞ্জে সঙ্গে সত্যভামা ।
 দক্ষিণে সূন্দরী লক্ষ্মী অতি অল্পপমা ॥
 জয় বিজয় হুই বৈকুণ্ঠ-দ্বারী ।
 নৃত্য-গীতে আনন্দিত কহিতে না পারি ॥
 কোতুকে রহিলা হরি বৈকুণ্ঠভুবনে ।
 মানব স্বজিতে ব্রহ্মা করে অহুমান ॥
 মানব কারণে ব্রহ্মা বোপে মন দিল ।
 সেই কালে শঙ্খাসুর বেদ হরি নিল ॥
 বেদ হারাইয়া ব্রহ্মা ডাকিল আকুলে ।
 তথির কারণে কৃষ্ণ মৌনরূপ জলে ॥
 শঙ্খাসুর বধ করি বেদ উদ্ধারিল ।
 স্বজহু সংসার সূত্রে বিধিরে বলিল ॥
 কাঙ্ক্ষের পইতা ব্রহ্মা ছিড়িল তখন ।
 তাহাতে জখিল সর্প সহস্র-বদন ॥
 শাস্ত্রিক উপরে ব্রহ্মা দিলা ক্ষিত্তিভার ॥
 দলিল উপরে সর্প চঞ্চল অপার ॥
 হবে ব্রহ্মা উগ্র তর্প করিলা কৃষ্ণেরে ।
 তকারণে গোবিন্দ কহুপ রূপ ধরে ॥
 গবে ভোর হয়ে প্রভু ভাসে নিরন্তর ।
 হ্রৈসম সর্পরাজ কর্মঠ উপর ॥
 লে কুর্শ পরে ফণী-মস্তকে ধরী ।
 বৈ প্রজাপতি সে স্বজিল বহু প্রাণী ॥

দিতির তনয় হৈল হিরণ্যাক নামে ।
 পৃথিবী পাতাল পেল ডাহার বিক্রমে ॥
 তবে উর্জমুখে ব্রহ্মা কৃষ্ণ আরাধিলা ।
 দক্ষিণ নাসার পুটে বরাহ জখিলা ॥
 প্রবেশ করিল প্রভু প্রলয়ের জলে ।
 দন্তে উদ্ধারিলা ক্ষিতি নিল বাহুবলে ॥
 দশনে চিরিয়া হিরণ্যাক বীরে মারে ।
 অন্তর্ধান হৈল ক্ষিতি দিয়া বিধাতারে ॥
 তবেত সুসিংহ রূপ প্রহ্লাদ রক্ষণে ।
 হিরণ্যকশিপু মারি বোর দরশনে ॥
 লক্ষ্মী আদি দেবগণ পলাইল ডরে ।
 ভকত প্রহ্লাদ সে ঠাকুরে শাস্ত করে ॥
 তবেত বাহ্ননরূপে প্রভু ভগবান ।
 মাগিল ত্রিপাদ ভূমি বলি বিদ্যমান ॥
 ত্রিপাদ ধরনী রাজা গোবিন্দেব্রোদিল ।
 এক পদে নারায়ণ পৃথিবী যুড়িল ॥
 আর এক পদ উঠে ব্রহ্মপুর ভেদি ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিতে সচকিত ভেল বিধি ॥
 নীর না পাইয়া ব্রহ্মা-কমণ্ডলু আনি ।
 পদাধুজে দিল জল করি বেদধ্বনি ॥
 ত্রিধারা হইয়া স্বর্গে বহে মল্যাকিনী ।
 পঞ্চ মহাপাপ হরে পরশিলে পানী ॥
 আর এক পদ বলি-শিরে আরোপিল ।
 পাতালে রাখিয়া তারে চিরজীবী কৈল ॥
 তবে প্রভু হৈলা ভৃগুরাম অবতার ।
 নিঃকল করিল ক্ষিতি ভিন সাত বার ॥
 পৃথিবীর হুই দৈত্য করি নিবারণ ।
 কল্পপ মুনিরে পৃথী কৈল সমর্পণ ॥
 তবেত ত্রীরাম রূপে করি দেহবন্ধ ।
 উদ্ধারিল জানকী বধিয়া দশদুহ ॥
 তবে হল্লারাম রূপে ক্ষিতি বিদীরিল ।
 সেই ভেদ হৈতে নদী-বহুনা জখিল ॥

তবে বুদ্ধ অবতার স্থান নীলাচলে ।
 জলধি উত্তরতটে অঙ্গর ঝটমূলে ॥
 হরি অবতার সে হইল যথা যথা ।
 বাজারে বিকায় অর হেন নাহি কোথা ॥
 তবেত হইবে কৃষ্ণ কন্ঠি অবতার ।
 যার রণে স্নেহগণ পাইবে নিস্তার ॥
 যত অবতার বিষ্ণু অংশ রূপ ধরে ।
 পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ দৈতকী উদরে ॥
 করিল অনেক ক্রৌড়া সঙ্গে পার্থ লৈয়া ।
 মারিল অনেক দৈত্য প্রকার করিয়া ॥
 যুধিষ্ঠিরে করিয়া ভবিষ্য বিবরণ ।
 তবেত বৈকুণ্ঠ, গেলা লৈয়া যদুগণ ॥
 কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
 কলি আগমন শুনি মহাভয় মানি ॥
 মন্ত্ৰণা করিল সঙ্গে পাঁচ ভাই লৈয়া ।
 চল স্বর্গে যাব পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ॥
 পরীক্ষিতে আনি রাজা কৈল অধিবাস ।
 পয়ার প্রবন্ধে গায় হুঃখীশ্যাম দাস ॥ ১ ॥

পরীক্ষিতের রাজত্ব ।

রাগ—ধানশ্রী ।

কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
 কলি আগমনে কম্পমান ।
 বীর অভিমত-সুত নাম তার পরীক্ষিত
 রূপে শুণে প্রহ্মস্ব সমান ॥
 অধিবাস করি তার দিয়া দিব্য অলঙ্কার
 কনক মুকুট মহিহার ।
 শিরে নব ছত্রাণ্ড সমর্পিল রাজ্যখণ্ড
 পাত্র পুরোহিত পরিবার ॥
 ভৃত্য অশ্ব রথ রথী দিল তারে স্রপতি
 ছিল যত ভাণ্ডারের ধন ।

তবে ভাই পঞ্চজনে দ্রৌপদী সুন্দরী সনে
 স্বর্ণপথে করিলা গমন ॥
 হেথা পরীক্ষিত রাজা পুত্রসম পালে প্রজা
 ধর্ম অংশ বিকৃতভিত্তি ॥
 জরা শোক মৃত্যুভয় তার দেশে নাহি হয়
 সুখে লোক করয়ে বসতি ॥
 পরমুখে ঘোষে কীর্তি ব্রাহ্মণে অনেক বৃদ্ধি
 দিল রাজা দ্রিগুণ করিয়া ।
 অনাথ ভ্রুঃখিত জনে দিল রাজা বহু ধনে
 মধুর বচন প্রকাশিয়া ॥
 কৃষ্ণকথা বিনা কর্ণে অস্ত্র কিছু নাহি শুনে
 অহর্নিশি জপে হরিনাম ।
 বৈষ্ণব গভীর রাজা দেবদ্ব্যধি করে পূজা
 দাতা বলি কর্ণের সমান ॥
 দয়া ধর্ম বিনা তাঁর অস্ত্র চেষ্টা নাহি আর
 রিপু দেখে শমন সমান ।
 বীণীযন্ত্রক পীযুষে থাকিয়ে সঙ্গীত রসে
 সঙ্গের থাকে ভারত পুরাণ ॥
 এক দিন নরনাথ পাত্র পুরোহিত সাথ
 বসিয়া গোবিন্দ গুণ শুনে ।
 হেনকালে এক দূত কহে কথা অদ্ভুত
 শুন রাজা মোর নিবেদনে ॥
 উত্তর কোশল দেশ কলি কৈল প্রবেশ
 অনেক অনীতি কর্ম করে ।
 গো ব্রাহ্মণে দেয় শাস্তি মা বাপে মারয় নাথি
 পরের রমণী বলে হরে ॥
 দেখি অতি অনাচার যেন স্নেহ অবতার
 লোভেতে দেবেন্দ্র জব্য থায় ॥
 তার বাক্য শেবা হেলে সংহার করয় শূলে
 ভোমার প্রতাপে না ডরায় ॥
 তপ জপ যজ্ঞ ব্রহ্ম ধর্ম কর্ম কৈল নষ্ট
 অহর্নিশি সুরাপান তার ।

বিপ্র তথা নোহে-পাই গরু বৈষ্ণব আর খাই
 শূদ্র করে মুনির আচার ॥
 এত শুনি নৃপমণি ছই কর্ণে দিল পাণি
 বিহু বিহু তিনবার বলে ॥
 পরম ক্রোধিত হৈয়া অনেক বাহিনী লৈয়া
 কলি বান্ধিবার মনে চলে ॥
 পরীক্ষিত রাজা সাজে বিবিধ বাজনা বাজে
 কোলাহলে চলে সৈন্যগণ ॥
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছল্লত কথা
 হুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ২ ॥

পরীক্ষিতের রাজ্য দর্শন ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

অঙ্গনি আলো আজু মুরলী অপরূপ বাজে ।
 না জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে ॥ ১ ॥
 হুতের বচনে পরীক্ষিত নরপতি ।
 পাত্র মঞ্জী লৈয়া রাজা করেন যুক্তি ॥
 শ্মশ্রুত স্বর্ণে গেলা যে কলি প্রতাপে ।
 হন কলি অয় হয় কহ কোন রূপে ॥
 হুবুন্ধি নামেতে পাত্র ষোড় করি কর ।
 শ্রুতি করিয়া কহে নৃপতি গোচর ॥
 শ্মশ্রুত তার তুমি বৈকুণ্ঠ-ভকতি ।
 কলি বান্ধিবারে আছে তোমার শক্তি ॥
 পান্য মায়া ধরে কলি দেখিবে সাক্ষাত ।
 আমার বচনে শীঘ্র লড় নরনাথ ॥
 সাজনি করিতে রাজ্য দিল অমরপতি ।
 চতুরঙ্গ দল লড়ে নৃপতি সংহতি ॥
 মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ রথের উপর ।
 অসিপত্র লৈয়া চলে পাইক প্রবর ॥
 ছল্লতি দগড় বাজে দামা শব্দ চোলা ।
 অনেক বাহিনী চলে করি কোলাহল ॥

বাইতে প্রথমে পুরী নাম জ্ঞানবতী ।
 যুবকেতু-হুত হুত তথা নরপতি ॥
 পরীক্ষিত আইল হেন দূতযুগে তিনি ।
 আশু বাড়াইয়া রাজ্য আইল আপনি ॥
 বহু করি লৈয়া গেল পুরীর ভিতরে ।
 নানাবিধ প্রকারে নৃপত্রে পূজা করে ॥
 তার দেশে দেখে রাজ্য আছে ধর্ম্মনীত ।
 উত্তর কোশলযুগে লড়ে পরীক্ষিত ॥
 নন্দনা হইয়া পার তাহার উত্তরে ।
 হিমালয় বামে করি গেল মণিপুরে ॥
 তাম্রধ্বজ পুত্র তথা বীরভদ্র রাজা ।
 অনেক বাহিনী সেনা রণে মহাতেজা ॥
 পরীক্ষিত নাম শুনি আইল সত্তর ।
 নিজপুরে লৈয়া গেল করিয়া আদর ॥
 নান্য বিধিমতে কৈল ভূপতি পূজন ।
 রথধ্বজ গজ দিল অনেক কাকন ॥
 তার ভাব দেখি অভিমতের নন্দন ।
 পরম হরষে তারে দিল আলিঙ্গন ॥
 রজনী প্রভাতে রাজ্য করিলা গমন ।
 কোলাহল করি চলে সর্ব সেনাগণ ॥
 উত্তর কোশল দেশে করিল গমন ।
 দধি লৈয়া যায় দ্বিজ বিক্রম কারণ ॥
 নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে সন্মুখে আনিয়া ।
 কেবা তুমি কোথা বাহ কি জবাব লইয়া ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন রাজ্য এই বৃত্তি করি ।
 শুনিয়া বলেন তারে নৃপতি-কেশরী ॥
 কুবর্জ করিয়া নষ্ট গেলে হে ব্রাহ্মণ ।
 উপোষনে ভজ গিয়া গোবিন্দচরণ ॥
 ভূপ উপদেশে দ্বিজ পাইল নিস্তার ।
 সেই দেশে দেখে রাজ্য অতি অনাচার ॥
 অন্যোন্মোহে কলহ লোক করে নিরন্তর ।
 বাপ মায়ে গঞ্জে করে ভাৰ্য্যারে আদর ॥

লোভেতে করয়ে লোক পরনার চুরি ।
 পরনিন্দা প্রলাপ করয়ে বরাবরি ॥
 অনীত আচার কথা কহিতে না পারি ।
 পরীক্ষিত স্থানে লোক করয়ে গোহারি ।
 সবারে প্রবোধ করে রাজা পরীক্ষিত ।
 রাজাকে দেখিয়া লোক কতে ধর্ম্মনীত ॥
 কলি বলে না টৈল আমার অধিকার ।
 পরীক্ষিত রাজা বড় ধর্ম্ম অবতার ॥
 ধর্ম্মের চরণ কলি স্মরে নিরন্তরে ।
 অনড়হরুণে ধর্ম্ম দেখা দিলা তারে ॥
 ধর্ম্ম তিনপদহীন কলি দরশনে ।
 পৃথিবী কপিলা টৈলা ধর্ম্মবিদ্যামানে ॥
 রক্ষক হইল কলি আগে দুইজন ।
 খেদাড়ি আনিছে কলি দেখিল রাজন ॥
 রাখ রাজা পরীক্ষিত ডাকে বুধথেহ ॥
 অন্য কেহ রাখিতে নারিব তোমা বিহু ॥
 দৈত্য বলি কলিকে ধরিল নৃপবর ।
 রাখিল যতন করি দিয়া অমৃতর ॥
 বুধত কপিলা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন ।
 ছঃষীশ্যাম আশা করে গোবিন্দচরণ ॥ ৩ ॥

কলি ও ধর্ম্মের সহিত রাজার সাক্ষাত ।

রাগ করুণা ।

এক পদ বুধ দেখি নৃপতি করুণ-অঁখি
 জিজ্ঞাসেন সম্মুখে আনিয়া ।
 শুন শুন অনড়হ স্বরূপ বচন কহ
 ভ্রম তুমি কেমন করিয়া ॥
 তোমা দেখি লাগে ব্যাধি তিন পদ গেল কোথা
 হেন কর্ম্ম কে করিল তোরে ।

হই আমি নরপতি করিব তাহার শাস্তি
 কহ না আমার বরাবরে ॥
 স্বরিত কর্ণ হৃদে ভ্রম তুমি এক পদে
 নাহি জানি কোন মায়্যা ধরে ।
 স্বরূপ বচন কহ নিজ পরিচয় দেহ
 কহি যে তোমার বরাবরে ॥
 বুধত বলিল বাণী শুন তুমি নৃপমণি
 তোমা দেখি হরিল বেদনা ।
 শুন রাজা বিবরণ আমি ধর্ম্ম নিরঞ্জন
 কলি ভয়ে পাইল তাড়না ॥
 ঘোর কলি পরকাশে তপ জপ যজ্ঞ নাশে
 সত্য শৌচ দয়া দূরে গেল ।
 তথির কারণে হের তিন পদ গেল মোর
 সবে ধর্ম্ম নাম সে রহিল ॥
 তুমি রাজচক্রবর্তী জগতে তোমার কীর্তি
 কেবল কৃষ্ণের পরায়ণ ।
 তোমারে কহিহু দঢ় পৃথিবী কম্পিত বড়
 দেখি কলি ঘোর দরশন ॥
 কহে রাজা পরীক্ষিত করিব তোমার হিত
 ঘোর কলি করিব নিবার ।
 ধন্তিও ক্ষিত্তির ভীত ধর্ম্মপথ রাজনীত
 জগতে হইবে সুবিচার ॥
 বুঝিয়া রাজার ভাবে পৃথিবী বলেন তবে
 ধন্য রাজা তোমার জীবন ।
 পাণ্ডব নির্মূল বংশ কেবল কৃষ্ণের অংশ
 যুগে যুগে আছরে ঘোষণ ॥
 তব পিতামহ পূর্বে নিবাত রাখিয়া স্বর্গে
 দেয়লোকে কৈল অব্যাহতি ।
 কুরুক্ষেত্র মহারণে একক অর্জুন জিনে
 দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতি ॥
 কৃষ্ণের তক্ষিণী হুতা তারে পার্থ করে বিতা
 সে গর্ভে জন্মিলা অতিমহ্য ।

ভূম নৃপ তাঁর স্তূত রূপে এনে কলিযুগে
পৃথিবী বাখানে ধস্ত ধস্ত ॥

তোমাতে স্বরূপ কহি কলিযুগ বটে এই
প্রকৃতি প্রমাণে দেহ স্থান ।

এত বলি নৃপ স্থানে বহুমতী নিরঞ্জে
নিজ পুরী করিল প্রয়াণ ॥

পরীক্ষিত নরপতি ডাকিয়া ভবিষ্য প্রতি
কহে রাজা করিয়া তাড়ন ।

হের দেখে খড়্গ মোর কাটিল সস্তক তোর
দুষ্ট মায়্যা করিব ছেদন ॥

অনীতি আচার কর ধর্মপথ নাহি ধর
কেবা তুমি কিসে অধিকার ।

রাজার বচন শুনি করিয়া যুগল পাণি
ভবিষ্য করয়ে পরিহার ॥

শুন রাজা কহি তব আমার চরিত্র যত
বেক্রপে ভ্রমি যে একেখরে ।

গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে
কহে কলি নৃপতি গোচরে ॥ ৪ ॥

কলিদমন ।

রাগ টোড়ী ।

কে জানে রামের গুণ

বেশে দিতে নারে সীমা ॥ ৫ ॥

রাজার বচন শুনি কলি কম্পমান ।

রাজারে কহিল কিছু বিনয় বিধান ॥

যজ্ঞি বা আমায়ে শান্তি কর অবিচারে ।

ব্রহ্মবধ পাবে রাজা কহিছ তোমায়ে ॥

ব্রহ্মার কুমার আমি শুন নৃপশি ।

যে রূপে আমায়ে রাজ্য দিলা চক্রপাণি ॥

সত্য আদি যুগ গেল কৃষ্ণ বংশধরে ।

পাণ্ডাটরা করে না চাহিল নারায়ণে ॥

তবে পিতা বৈষ্ণব মোরে গোবিন্দ আদেশে ।

বৈকুণ্ঠে গেলাম আমি দিশম্বর কেনে ॥

আমায়ে দেখিয়া হরষিত নারায়ণে ।

আলিঙ্গন দিয়া মোরে বসাল আসনে ॥

মোরে জিজ্ঞাসিল প্রভু কমললোচন ।

তোর পিতা কৈল যত পীপকুণ্ডগণ ॥

তিন যুগে তিন কুণ্ড হইল পূরণ ।

আছয়ে একাশী কুণ্ড তোমার কারণ ॥

তখন কহিছ আমি শ্রীকৃষ্ণের পাশে ।

পূরিব একাশী কুণ্ড একাশী দিবসে ॥

এতেক শুনিয়া প্রভুর হস্ত উপজিল ।

তাহার কারণ কৃষ্ণ মোরে জিজ্ঞাসিল ।

তখনি কহিছ আমি দেব গন্ডধরে ।

হইকে যুগল পথ মম অধিকারে ॥

কায়মনোবাক্যে যেবা পুণ্য চেষ্টা করে ।

অভিমত ফল দান পায় সেই নরে ॥

কলিযুগে নরলোক হবে ক্ষীণ ধল ।

দিনে দিনে ধর্মপথ ছাড়িবে সকল ॥

আপনার পাপে লোক আপনি মরিবে ।

আপনার পুণ্যে লোক আপনি তরিবে ॥

কলিযুগে বাহিত পাপের নাহি দায় ।

প্রকৃতি পরম পাপ খণ্ডন না যায় ॥

কলিযুগে এক কল্পা যদি করে দান ।

সত্যযুগে শত কল্পা দানের সমান ॥

কলিযুগে এক দ্বিজ ভোজন করায় ।

অশ্বমেধ যজ্ঞকল সেই জন পায় ॥

কলিযুগে দেউল পুষ্করিনী দেয় দান ।

ত্রিভুবনে দাতা নাহি তাহার সমান ॥

মহোৎসব করে যেবা হরির কীর্তন ।

সত্যযুগে সম নহে যজ্ঞ আরাধন ॥

কলিযুগে বিষ্ণুর ভকতি যেহু করে ।

তার অগোচর পুণ্য নারি বলিবারে ॥

এতক শুনিয়া কৃষ্ণ দিলেন মেলানি ।
 কলি অধিকার লৈয়া আইতাম তখনি ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞার আমি আমি কুতূহলে ।
 বলি বলী করি আমি রাখিল পাতাতে ॥
 প্রকার করিয়া কৃষ্ণ আমা উদ্ধারিলা ।
 ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির তাঁর সঙ্গে ছিলো ॥
 এবে কি করিব আজ্ঞা কহ নৃপমণি ।
 তোমার চরিত্র দেখি মহাত্ম্য মানি ॥
 শুনিয়া হাসিল রাজা কলির বচনে ।
 আছরে তোমার ভোগ শুনেছি পুরাণে ॥
 কলি কহে অবধান কর নরপতি ।
 স্থল যদি দেহ মোরে করিব বসতি ॥
 কলির বচন শুনি রাজা হরষিত ।
 দিব ত যে স্থল হয় তোমার উচিত ॥
 রাজা বলে পাপ চেষ্টা পরদার চুরি ।
 এই তিন স্থল দিহু তোমা অধিকারী ॥
 কলি কহে একা নহি আছে পরিবার ।
 এই তিন স্থলে কিছু নহিব আমার ॥
 রাজা বলে প্রলাপ বচন সুরাপান ।
 যত যত পাপস্থলে তুমি সে প্রধান ॥
 শুনিয়া আনন্দে কলি মাগিল বিদায় ।
 নৃপতি সম্মুখে স্থখে নাচিয়া বেড়ায় ॥
 অতিমহ্য-সুত দিল কলিকে মেলানি ।
 সেনাগণ সঙ্গে লৈয়া চলে রাজধানী ॥
 মৃগ আশে প্রবেশিল অন্ধকের বনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃদীভ্যাম দাস গানে ॥ ৫ ॥

পরীক্ষিতের প্রতি মূনির শাপ ।

রাগ ধানত্রী ।

ভবিষ্যে বিদায় দিবা প্রবল বাহিনী লৈয়া
 পরীক্ষিত নিজ দেশে যায় ।

অন্ধকের তপোবনে দিল রাজা দরশনে
 দৈবের নিকরু আছে তার ॥
 পঞ্চভ্রাতৃ নরপতি অথ আরোহণ তথি
 তুষাযুক্ত হইয়া রাজন ।
 আদেশিল সেনাগণে সগিল সঙ্কানে বনে
 দেখিল অন্ধক তপোবন ॥
 তপ করে মূনিবর উর্দ্ধ করি হুই কর
 নাসা অগ্র নিরধি নয়নে ।
 মৌনব্রত আরোহণে নিঃশব্দ সুধীর মনে
 ধ্যান করে শ্রীমধুসূদনে ॥
 দূতমুখে বার্তা পাইয়া অন্ধক নিকটে গিয়া
 নীর না পাইল নরপতি ।
 পাত্র পুরোহিত কহি কপট তপস্বী এহি
 আতিথেয় না করে অহুমতি ॥
 নৃপতি কুপিত মতি করিতে উচিত শাস্তি
 মৃত সর্প আছিল তথায় ।
 আদেশিল নৃপবর ততক্ষণে অহুচর
 বান্ধে লৈয়া মূনির গলায় ॥
 অপমান করি তারে রাজা গৃহে আশুসারে
 শৃঙ্গী মূনি অন্ধক-কুমার ।
 কোশিকী নদীর কূলে ধ্বিগুপ্ত সঙ্গে খেলে
 জানিল রাজার অবিচার ॥
 কাপে দ্বিজ কোপানলে কোশিকী নদীর জলে
 শম্ভুরি নীর নিল করে ।
 মনে পেয়ে মহাতাপ পরীক্ষিতে দিল শাপ
 সাক্ষী করি কণ্ঠগ কুমারে ॥
 হৈয়া রাজচক্রবর্তী ব্রাহ্মণে করয়ে শাস্তি
 সহনে না বায় কলেশবরে ।
 দিল রাজা বত তাপ ডাহারে খাউক সাপ
 এই সপ্ত দিবস তিতরে ॥
 রাজাকে সন্ধ্যাত দিবা পিতার নিকটে গিয়া
 খসাইল অন্ধকের দুঃখ ।

রাধাকৃষ্ণ পদ আশে শ্রীমুখনন্দন ভাবে
গোবিন্দমঙ্গল-সুপ্রসঙ্গ ॥ ৬ ॥

পরীক্ষিত-নারদ সংবাদ ।

রাগ বরাড়ি ।

রাম গোবিন্দ গুণ গাও ।

ওই নামে এ ভবসংসার তরি যাও ॥ প্রা

রাজাকে সম্প্রদা দিয়া শূদ্রী মহাধাষি ।
হয় ক্রোশ পথ শিশু মুহূর্ত্তকে আসি ॥
পিতার নিকটে গিয়া শূদ্রী মহামুনি ।
দেখিয়া ভুজঙ্গ-হার সক্রমণ বাণী ॥
ধসারে কেলিল সর্প পিতৃকণ্ঠ হৈতে ।
রাজ অপমানে মুনি লাগিলা কহিতে ॥
কিবা দোষ কৈল পিতা নৃপতির স্থানে ।
না বুঝিয়া শাস্তি করে অরু তপোধনে ॥
চোরখণ্ড থাকে কত রাজার নগরে ।
ধর্ম্মশীল রাজা হৈলে তাহাকে সম্বরে ॥
ব্রাহ্মণের অপমান করে অবিচারে ।
উচিত না হয় বাস ইহার নগরে ॥
কহিতে কহিতে মুনি কালে উঠেঃস্বরে ।
অরু সমাধি ভাঙ্গে পুত্রের প্রকারে ॥
ধৈর্য্যানে জানিল মুনি যত বিবরণ ।
পুত্রেরে কহিল মুনি করিয়া গজ্ঞন ॥
পাণ্ডবের বংশে পরীক্ষিতে অধিকার ।
তঁহার পালনে সুখে আছে সংসার ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা করয়ে পালন ।
পরম ধার্ম্মিক রাজা বিষ্ণুপরাধন ॥
হেন জনে শাপ তুমি দিলে কি লাগিয়া ।
পতিত হইলে তুমি তাঁরে শাপ দিয়া ॥
পঞ্চভ্রাত্তে আইল রাজা আশ্রয় বলিবে ।
মুনি হৈয়া আদর না কৈল অসিধিরে ॥

তথির কারণে রাজা কৈল অপমান ।
তাঁর কিবা দোষ আছে শুনি রে অজান ॥
নৃপতি শুনিবে তোর শাপ বিবরণ ।
ধর্ম্ম সভাকরিবে লইয়া মুনিগণ ॥
শুক পরীক্ষিত ভাগবত উপজিবে ।
তঁহার আলাপে লোক নিস্তার পাইবে ॥
সেই সভা মধ্যে তুমি চল শীতগতি ।
ইহার সংবাদ শুনি পাইবে মুকতি ॥
পিতা পুত্রে বসিয়াইহ এতক চিত্তারে ।
হেনকালে নারদ আইল তথাকারে ॥
নারদ দেখিয়া মুনি পান্য অর্ঘ্য দিল ।
যত বিবরণ মুনি নারদে বলিল ॥
শুনিয়া হুঃখিত মুনি হইলা তখন ।
রাজাকে কহিতে মুনি করিল গমন ॥
সভা করি বসিয়াছে রাজা পরীক্ষিত ।
হেনকালে নারদ হইল উপনীত ॥
উত্তিয়া দাণ্ডার রাজা নারদে দেখিয়া ।
আসনে বসান তাঁরে বড়ঙ্গে পুজিয়া ॥
কুসুম কস্তুরি অঙ্গে করিলা লেপন ।
করযোড় করি রাজা করে নিবেদন ॥
তোমা দরশনে আজি সফল জীবন ।
কহ কোন কার্য্যে প্রভু কৈলে আগমন ॥
মুনি বলে শুন রাজা আমার বচন ।
ক্রোধে শাস্তি দিলে তুমি অরু তপোধন ॥
তার পুত্র শূদ্রা মুনি শাপিল তোমারে ।
তরুণ দংশিবে তোমা এ সপ্ত বাসরে ॥
ব্রহ্মশাপ পরমাদ না হয় ধ্বংস ।
রাজা বলে কি করিব কহ তপোধন ॥
মুনি বলে চল তুমি বিপ্রগণ লৈয়া ।
ধর্ম্মসভা কর তুমি গঙ্গাতীরে গিয়া ॥
হরিপুত্র চিন্তা কর শুন শূণ্ডবরে
ভাগবত কহি শুক ভাবিবে তোমারে ॥

এত বলি অন্তর্ধান হৈল মুনিবরে ।
পাত্র মন্ত্রী লৈয়া রাজা বসিলা বিচারে ॥
আপনারে তিরস্কার করেন রাজন ।
গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীড়াম বিরচন ॥ ৭ ॥

পরীক্ষিতের গঙ্গা যাত্রা ।

রাগ করুণা ।

নারদের কথা শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি
বন্ধুগণে ডাক দিয়া আনি ।
জন্মেজয় পুত্রে আনি চিত্ররেখা পাটরাণী
কহে রাজা সুরুষণ বাণী ॥
শুন শুন সভাজন দৈবের যে নিবন্ধন
খণ্ডন না হয় কোন জনে ।
তামসী করিয়া মনে শাস্তি করি তপোধনে
সেই পাপ ফলিল আপনে ॥
তক্ষক দংশিবে মোরে এই সপ্ত দিনান্তরে
ইহাতে অত্যাধা কিছু নাঞি ।
মরমে রহিল ব্যথা না জপিলাম কৃষ্ণকথা
তেঞি হেন করিল গোসাঞি ॥
পাণ্ডব সকল রঙ্গে খেলিল কৃষ্ণের সঙ্গে
যেই প্রভু পতিতপাবন ।
মোর কর্ম হীন ছিল অবতার শেষ ভেল
না দেখিছ গোবিন্দচরণ ॥
সেই হরিরস পানে না বসিছ সাধুসনে
না করিছ বৈষ্ণব সেবনা ।
রাজ্যমুখ ভোগ রঙ্গে রমিছ রমণী সঙ্গে
হুধা ভাজে গরল পারণা ॥
বাল্য বৃদ্ধ যৌবন গোড়াইছ অকারণ
ভরমে না ভজিছ বীকেশে ।
এবে সে জানিছ কীৰ্ত্তি কৃষ্ণবিনে নাঞি গতি
কি করিব এ সপ্ত দিবসে ॥

তোমরা এখন কর জন্মেজয় দণ্ডধর
পাল প্রজা পরম আনন্দে ।
আছে চিরদিন আশ চিতে ভেল অভিলাষ
নতি করি হরি পদারবিন্দে ॥
চল তীর্থ বারাণসী ধর্মসভা করি বসি
ডাকিয়া আনহ মুনিগণে ।
প্রকাশিব কৃষ্ণকথা শ্রবণে শুনিব তথা
পরলোক গতির কারণে ॥
পেয়ে রাজ অহুমতি দূত চলে শীঘ্রগতি
আনিবারে স্বত মুনিগণে ।
জন্মেজয়ে রাজ্য দিয়া আচার্য্য ব্রাহ্মণে লৈয়া
চলে রাজা গঙ্গা দরশনে ॥
হস্তিনা নগর ছাড়ি চলে রাজা তড়বড়ি
অখোর নয়নে লোক কান্দে ।
আর নাকি হবে হেন পরীক্ষিত রাজা যেন
গুণে প্রাণ স্থির নাঞি বান্দে ॥
পুরনারীগণ যত সবে ভেল মৃত্যুবত
কান্দে সবে নৃপতির গুণে ।
নৃপতি চলিয়া যায় সুরুষণে লোক ধায়
উত্তরিল বারাণসী স্থানে ॥
তবে রাজা পরীক্ষিত ধর্মসভা স্নিগ্ধিত
অপূর্ব আসন পাতি তথা ।
হৃৎখীড়াম দাস গায় মুনিগণ তথা যায়
রাজা বলে কহ কৃষ্ণ কথা ॥ ৮ ॥

পরীক্ষিতের ধর্মসভায় ঋষি-

দিগের আগমন ।

রাগ টোড়ি ।

শুক নারদ মহিমা গায় ।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ৯ ॥

ধর্মসভা করিয়া বসিল পরীক্ষিত ।
 দূতমুখে শুনি মুনি চলিলা ত্বরিত ॥
 অগত্য গোতম ভৃগু মুনি পরাশর ।
 জনক সনক বিশ্বামিত্র মুনিবর ॥
 বায়ীকি বশিষ্ঠ মহামুনি হই জন ।
 চমস লোমশ দক্ষ গর্গ ভপোধন ॥
 অশ্বরীষ অঙ্গিরা সনন্দ সনাতন ।
 নারদ ভৃগু জাহ্নু মুনি ককায়ন ॥
 ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাবন্ত মেধুস শাশির ।
 সশিষ্যে তুর্কসা মুনি গেল গঙ্গাতীর ॥
 পৌলস্ত্য বৈশম্পায়ন সে শাশলিধিত ।
 জৈমিনির সঙ্গে ব্যাস চলিলা ত্বরিত ॥
 শ্রেবন্ত ঔর্য্য কেতু আদি মহামুনি ।
 বকদন্ত ত্রিজট জটিল যামদগ্নি ॥
 শান্তব স্তুতি মুনি মরীচি পিজল ।
 ভরদ্বাজ মহামুনি ধর্ম অম্বল ॥
 হেনমতে সর্বমুনি ধর্মসভা যায় ।
 অশ্বখমা কৃপাচার্য্য চলিলা তথায় ॥
 বেদগর্ভ কশ্যপ চলিল বিশ্বত্রাব ॥
 ত্রিনিবাস মহামুনি চলে ধর্মসভা ।
 পুণ্ডরীক কঙ্কভদ্র দাক্ষ্য মুনিবর ॥
 বৈবস্বত মহামুনি চলে ত্রয়্যাপর ।
 কপিল সৌভরি আদি যত মুনিজন ॥
 গঙ্গাতীর গেলা সবে রাজার সদন ।
 মন্তকে জটীর ভার জাপ্যমালা করে ।
 লোহিত বরণ কেহ গৌর কলেবরে ॥
 কেহ দণ্ড করে ধরে কেহ যুগহাল ।
 কেহ কেহ কুশাগন স্রুতি বিশাল ॥
 বেদ বিদ্যা বিশ্বাস বচন গভীর ।
 সমুহ হইয়া সবে গেলা গঙ্গাতীর ॥
 পুলকিত বপু সব মুখে হরিধ্বনি ।
 মুনি দেখি উঠিয়া দাণ্ডায় নুপমণি ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা প্রতি জনে জনে ।
 কুন্তলে চরণ মুছি বসায় আসনে ॥
 দেখিয়া রাজার ভাব মুনি হরষিত ।
 আশীর্বাদ কৈল মুনি কৃষ্ণে রহ চিত ॥
 রাজা বলে শুনি মুনি বচন আমার ।
 আজু সে সফল দিন দরশে তোমার ॥
 বড়ই পাতকী আমি শুনি মুনিবরে ।
 কৃষ্ণামৃত দিয়া সবে উদ্ধার আমারে ॥
 মুনি বলে চিন্তা নী করিহ পরীক্ষিত ।
 তোমাতে কহিবে শুক গোবিন্দ চরিত ॥
 এইমত ভাবি রাজা আছে সভাতলে ।
 হৃৎখীণ্যাম কহে শুক আইল হেন কালে ॥ ৯ ॥

শুকদেবের আগমন ।

রাগ কেদারা ।

তীর্থ বান্ধাঙ্গী স্থানে ধর্মসভা বিদ্যমানে
 হেন কালে শুক আগমন ।
 উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর অতি
 কোটি সূর্য্য জিনিয়া কিরণ ॥
 যজ্ঞহৃত্র অমূল্য শ্রীহরিমন্দির নাম
 চন্দন তিলক শোভে ভালে ।
 জিনিয়া হাটক ছটা মন্তকে মণ্ডল জটা
 কুণ্ডল তপন ক্রটিমূলে ॥
 করকহে কুশাজুরী কোটি কাম বেশধারী
 নাভিকূপ সম স্রুগভীর ॥
 শান্ত দান্ত সদাশয় কেবল করুণাময়
 কৃষ্ণাগ্রেমে পুলক শরীর ॥
 ভাগবত দক্ষিণেতে যথি কৃষ্ণ নামামৃতে
 বামে কৃষ্ণাজীন ধরে মুনি ।
 নয়ন নির্মল অতি বদন পঙ্কজ ভাঙি
 অঙ্গহাস মধুরস বাণী ॥

জ্যোতির্নয় পরকাশ ঘোর অন্ধকার নাশ

গলে দোলে চম্পকের দাম ।

জিতেন্দ্রিয় ক্রোধ ক্ষমা গুণের নাহিক সীমা

রূপে মূরছিত কত কাম ॥

বৈষ্ণব গভীর ধীর নয়নে প্রেমের নীর

গদ গদ গোবিন্দের গুণে ।

দেখি শুক ভাগবত সবে আনন্দিত চিত

আদর করিল মুনিগণে ॥

আসন ত্যজিয়া রাজা করিল চরণ পূজা

পাদ্য অর্ঘ্য দিল দিব্যাসন ।

মধুপর্ক আরাধনে কুসুম চন্দন দানে

করযুড়ি কহেন রাজন ॥

আজি বিধি সুপ্রসন্ন সফল হইল দিন

দেখি প্রভু-চরণ তোমার ।

শুন মুনি নিবেদন মোরে কাল উপাসন

সপ্ত দিন আছে অধিকার ॥

আগন করম দোষে দৈবের লিখন বশে

হরিরসে হইলু বঞ্চিত ।

ভুমি ব্রহ্ম-য় যোগী প্রেমানন্দ অহুরাগী

কৃষ্ণপ্রেম সিঞ্চিহ কিঞ্চিৎ ॥

শুকদেব বলে বাণী শুন মহা নৃপমণি

যদি আছে সাত দিন তোর ।

খট্টাক নৃপতি পূর্বে মুহূর্ত্তেকে গেল স্বর্গে

শুন রাজা উপদেশ মোর ॥

পরীক্ষিত রাজা কয় শুন মহা তেজোময়

কহিবে খট্টাক বিবরণ ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছল্লভ কথা

দুঃখীশ্রাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১০ ॥

খট্টাক রাজার উপাখ্যান ।

রাগ চৌড়ী ।

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী

খট্টাক নামেতে রাজা ।

জন্ম চন্দ্রবংশে গোবিন্দের অংশে

বিশ্বজনে করে পূজা ॥

পবিত্র শরীর বৈষ্ণব গভীর

গোবিন্দ ভজনে দঢ় ।

পুস্ত্রের তুলন পালে প্রজাগণ

অতিথি আদর বড় ॥

বাজি গজ রথ বাহিনী বহুত

রণে নৃপ থরশাণ ।

অধিকার গুরু দানে কল্লতরু

জগতে বশ বাধান ॥

তার সভাজন বিম্বুপরাণ

হরিরসে সবে রত ।

রাজার আশ্রমে সুখে প্রজা বৈসে

নগর আনন্দযুত ॥

রাজা হেনমতে বৈসয়ে দেশেতে

শুন পরীক্ষিত রাজা ।

হেনকালে স্বর্গে যত দেববর্গে

দানব হইল তেজা ॥

স্বর্ঘ্য আদি করি স্বর্গ অধিকারী

হারিল দানব রণে ।

পেয়ে পরাভব যত দেব সব

স্বর্গ ত্যজে ভয় মনে ॥

খট্টাক নৃপতি পাশে উপনীতি

যতেক দেবতাগণ ।

দেখি দেবতায় নৃপতি স্বরায়

দিল পাদ্য অর্ঘ্যাসন ॥

মধুর ভোজন, কুসুম চন্দন

দিল সব দেবতারে ।

করি পুটপাণি কহে নৃপমণি
কি নিমিত্ত আগুসারে ॥
দেবতা সকল হইল বিকল
রাখ রাজা এইবার ।
গোবিন্দ চরণে হুঃখীগ্রাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল সার ॥ ১১ ॥

খট্টাঙ্গরাজার উদ্ধার ।

রাগ টোড়ী ।

কি আর কহিব রাজ্য পায় ।
চরণে শ্রবণ দিয়া রাখহ আমায় ॥ ৫ ॥

রাজা বলে কহ দেব কি হেতু কাতর ।
দেবতা সকলে বলে শুন নৃপবর ॥
দানব হইল স্বর্গে বড় বলবান ।
তার ভয়ে ত্যজিলাম অমরাবতী স্থান ॥
ইন্দ্র আদি দেবতা হারিল তার রণে ।
‘নিস্তার না পেয়ে আসি তোমা বিদ্যমানে ॥
পরম বৈষ্ণব তুমি গোবিন্দের জন ।
তোমার সে বধ্য হয় শুনহ রাজন ॥
এত যদি বলিল আপনি প্রজাপতি ।
সাজিয়া চলিল রাজা সৈন্তের সংহতি ॥
দেবতা সকল রাখি আপন মন্দিরে ।
দিব্য স্থল অন্ন জল নিয়োজিল চরে ॥
রহিল দেবতা সব খট্টাঙ্গের দেশে ।
সাজিয়া চলিলা রাজা যুদ্ধ সমাবেশে ॥
রথধ্বজ গজ বাজী সাজিয়া স্থরিত ।
অমর নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
শুনিল দানব খট্টাঙ্গের আগমন ।
সংগ্রামে সাজিয়া চলে সঙ্গে সেনাগণ ॥
একত্রে মিলন হৈল দুই সেনাপতি ।
মহুয সংগ্রাম করি দানব সংহতি ॥

দুই দলে হৈল যুদ্ধ অতি ঘোরতর !
প্রথর সংগ্রাম বাটি সহস্র বৎসর ॥
মহুয দানব দৌহে হয় ঘোর রণ ।
বিষ্ণুচক্র এড়ে তবে খট্টাঙ্গ রাজন ॥
বিষ্ণুচক্রে যত সব দানব কাটিল ।
মহাজুই হয়ে রাজা দেশেতে চলিল ॥
আসিয়া প্রণতি কৈল সর্বদেবগণে ।
জিনিল বিপক্ষ যত অমর ভুবনে ॥
রাজার বচনে সবে ত্যজিল বিবাদ ।
বেদধ্বনি করি সবে করে আশীর্বাদ ॥
বর মাগ নরপতি বলে দেবগণ ।
রাজা বলে শুন দেব আমার বচন ॥
জীব আমি কত কাল কই প্রজাপতি ।
তার মত বর লব নিবেদন ইতি ॥
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিল তবে চিত্রগুপ্তে আনি ।
কত কাল জীবক খট্টাঙ্গ নৃপমণি ॥
পাঞ্জি বিচারিয়া চিত্রগুপ্ত বলে বাণী ।
মুহূর্ত্তাঙ্ক আছে আয়ু শুন পন্নবোনি ॥
নিকটে মরিবে রাজা দেখি প্রজাপতি ।
মৌন হয়ে রহে সব দেবতা সংহতি ॥
রাজা বলে মৌন কেন হৈলে পদ্মাসন ।
কত পরমায়ু আছে কহ নিরূপণ ॥
বিধি বলে শুন রাজা কি কহিব আর ।
মুহূর্ত্তাঙ্ক পরমায়ু আছেয়ে তোমার ॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা মনেতে বিচারে ।
বিলম্ব নাহিক দান ধর্ম্ম করিবারে ॥
মনে উৎসর্গিল রাজা যত ধন ছিল ।
রথধ্বজ গজ বাজি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
হরিপদে চিত্ত দিয়া খট্টাঙ্গ রাজন ।
অন্তরে গোবিন্দ দেখি ত্যজিল জীবন ॥
হেনকালে পুষ্পরথ আইল আচসিতে ।
বিমানে চড়িয়া রাজা যায় হরষিতে ॥

ইহা দেখি হরষিত যত দেবগণ ।
 নুপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
 খট্টাঙ্গে লইয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 মুহূর্ত্তার্দ্ধে পাইল রাজা সেই নারায়ণ ॥
 শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
 সপ্ত দিন আছে তোর কি লাগি চিন্তিত ॥
 পরীক্ষিত রাজা বলে শুন মহামুনি ।
 গোবিন্দ ভজন প্রভু আমি নাহি জানি ॥
 কেমন মুরতি তেঁহ কেমন ঠাকুর ।
 তব্ব কহ কেমনে এড়াক্ষমপুর ॥
 কহিতে কহিতে নীর খুরয়ে নয়নে ।
 দেখিয়া সদয় হৈল ব্যাসের নন্দনে ॥
 শুক কহে পরীক্ষিত না ভাবিহ ব্যথা ।
 তোমারে কহি অপূর্ব্ব ভাগবত কথা ॥
 কোতুকে কহিল কৃষ্ণ বিধি বিদ্যমানে ।
 আনন্দে মজিয়া ব্রহ্মা বেদেতে বাখানে ॥
 কহিতে লাগিলা শুক রাজার গোচরে ।
 ভাগবত ধর্ম্মকথা কহিব তোমারে ॥
 নারদে কাহল ব্রহ্মা যত বিবরণ ।
 সেই কথা প্রকাশিব তোমার সদন ॥
 যে মতে গোবিন্দ গুণ হইল প্রচার ।
 হুংখীগ্রাম দাস কহে শুনহ সংসার ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ ।

রাগ কেদার ।

এক কালে প্রজাপতি বিরলে বসিয়া নিতি
 কৃষ্ণ পূজা করিল মানসে ।
 স্নাত মধু হৃদ্ধ দধি গন্ধ পুষ্প দ্রব্য আদি
 নৈবেদ্য অনেক সমাবেশে ॥
 'অমৃত আসন করি বসিয়া বদন চারি
 ফোঁটাশিখা করি আচমন ।

গয়া গঙ্গা বারাগসী পঞ্চ তীর্থ মুখে ভাষি
 শুদ্ধ কৈল ভুঞ্চারে তোরন ॥
 ভাসে নিরোজিয়া মন বীজাক্ষর উচ্চারণ
 করকহ দিয়া নাসারন্ধ্রে ।
 পাপ পুতলিকে মারি অমিয় উদরে স্তরি
 ধ্যানে আরাধিলা কৃষ্ণচন্দ্রে ॥
 ব্রহ্মরন্ধু উর্দ্ধ দলে কর্ণিকা কমলস্থলে
 ভাবিল পুরুষ পুরাতন ।
 নিগম সে রম্য স্থল আবৃত সহস্রদল
 নাহি তথা চন্দ্রার্ক পবন ॥
 গঙ্গা যমুনা নদী উর্দ্ধরেখা নিরবধি
 মৃণাল ভেদিয়া বিন্দু রধ ।
 লগাট বোড়শ দলে পার্বতী করিয়া কোলে
 নিরবধি থাকে মৃত্যুঞ্জয় ॥
 সেই পুরী অভ্যন্তরে অতিশয় মনোহরে
 দ্বিভূজ সুন্দর শ্যাম রাজে ।
 পূর্ব্ব সদা নিশাপতি পূর্ণব্রহ্মময় জ্যোতি
 বামে বিনোদিনী রাখা সাজে ॥
 কণ্ঠক কমল দেশে দুই পাঁচ দল বৈসে
 মান সরোবর বিকসিত ।
 অমৃত শীতল নীরে হংস হংসী কেলি করে
 সুধীর সমীর বহে নিত ॥
 রাথে সে বিষ্ণুর পুরা দ্বাদশ দল উপরি
 গরুড় বাহনে নারায়ণ ।
 দুই চারি ছুজ কলা গলে পারিজাত মালা
 অষ্ট নারী সেবে অলুক্ষণ ॥
 নাভিদেশে শতদল তাহে বিধাতার স্থল
 ধ্যানে দেখিল প্রজাপতি ।
 উর্দ্ধদেশে অধ আদি ষট্চক্র তাহে ভেদি
 কৃষ্ণপদে নিবেশিয়া মতি ॥
 ধ্যানে নিবেশিয়া চিত্ত বিধি বড় আনন্দিত
 শরীরে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় ।

নম্র শির হৈয়া ভূমে প্রণতি করিয়া কাম্যে
অষ্ট চক্ষু প্রেমধারা বয় ॥
এমন প্রকার বিধি ভাবি কৃষ্ণ গুণনিধি
বিরল মন্দিরে একেশ্বর ।
আচম্বিতে হেন কালে নারদ তথায় চলে
ব্রহ্মায় দেখি করে ঘোড়কর ॥
তুমি-দেব-শিরোমণি কহ মোরে কান্দ কেনি
সেবা দণ্ডবৎ কর কারে ।
গৌবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দ্রুত কথা
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥

কৃষ্ণলীলা-কথার সূচনা ।

রাগ ভাটিয়ারি ।
আনন্দ করিয়া, বদন ভরিয়া,
রামনারায়ণ বল ॥ ১ ॥

দেখিয়া পিতার ভাব নারদ কাতর ।
নিবেদন করে শিশু যুড়ি দুই কর ॥
তোমা হৈতে হয় সৃষ্টি সংহার পালন ।
তোমার অধিক দেব আছে কোন জন ॥
কারে দণ্ডবৎ কর ক্ষতি লোটাইয়া ।
অবোর নয়নে কান্দ কাহারে ভাবিয়া ॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্পে করি আরাধন ।
কোন দেবে পূজা কর কহ নিরূপণ ॥
তোমার অধিক কেবা আছে ত্রিভুবনে ।
এতেক সমাধি কর কিসের কারণে ॥
শুনিয়া হাসিল বিধি নারদের বোলে ।
মানসে সেবিয়ে আমি কৃষ্ণপদতলে ॥
না জান অবোধ তুমি ছাওয়াল মুরতি ।
কিবা জানি কৃষ্ণসেবা আমার শক্তি ॥
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ মনোহর রূপ ।

কোটি ব্রহ্মা ধরে কৃষ্ণ এক লোকরূপ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর শমন শরীরে ।
নিমেষেতে কোটি কোটি সৃষ্টিবারে পারে ॥
ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ পতিত পাবন ।
হর্ষা কর্তা জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে ।
চারি বেদে নারে ধীর তত্ত্ব বলিবারে ॥
মৎস্য কুর্শ বরাহ যে নৃসিংহ বামন ।
নানা রূপ ধরে সৃষ্টি করিতে পালন ॥
সহজে ছাওয়াল তুমি না জান কারণ ।
ভজহ পরমানন্দে পাবে নিস্তারণ ॥
শুনিয়া নারদ কহে বিধাতার পায় ।
কেমন মুরতি কৃষ্ণ কহ না আমায় ॥
কিবা স্থান কিবা সেবা কিবা অবতার ।
কহ মোরে ধ্যান পূজা ভজন তাহার ॥
শুনিয়া আনন্দ বিধি নারদের বোলে ।
গৌবিন্দের মঙ্গ দীক্ষা দিল সেই কালে ॥
ধ্যান পূজা আরাধন কহিল সকল ।
এক চিন্তে ভজ কৃষ্ণ ভকতবৎসল ॥
কহিব তোমারে সে কৃষ্ণের অবতার ।
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥
নারদে কহিল বিধি কৃষ্ণরসলীলা ।
হৃথীশ্রাম কহে কৃষ্ণ ভব জলে ভেলা ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ লীলার সংক্ষেপ বর্ণন ।

রাগ কল্যাণ ।

তোমারে কহিব শুন যে বলিল নারায়ণ
সাম বেদ বিচারিয়া মোরে ।
আগম নিগম বেদে না জানিয়ে শাস্ত্র ভেদে
তত্ত্বকথা কৃষ্ণ অবতারে ॥

শব্দ চক্রে পদ্ম গদা পাণি মধ্যে শোভে সদা
 অঙ্গদ বলয়া করে সাজে ।
 কত শলিকলা জিনি মস্তকে মুকুট মণি
 কুণ্ডল দোলয়ে কর্ণ মাঝে ॥
 কপালে চন্দন চাঁদ অপাঙ্গ অনঙ্গ ফাঁদ
 তিলফুল জিনি নাসাবর ।
 বদনমণ্ডল আভা নিন্দিত শরদিমু শোভা
 উষা রবি জিনিয়া অধর ॥
 সীমুখ জিনিয়া ভাব লীলায় মধুর হাস
 ভুবনমোহন-দেহ হরি ।
 তরুণচি জলধর গলে দিব্য মণিবর
 মালা দোলে জিনিয়া বিজুরি ॥
 সীতাম্বর কটি মাঝে চরণে নুপুর বাজে
 পদতলে কি দিব উপমা ।
 রাতুল চরণরাজ রাখিয়া হৃদয় মাঝ
 তবে লক্ষ্মী না পাইল সীমা ॥
 সেই দেব নিরঞ্জন তাহার মহিমা গুণ
 কে কহিতে পারে তিন পুরে ।
 ইন্দ্র চক্রে প্রজাপতি না জানে তাঁহার গতি
 সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ॥
 দৈবকী ভঠরে জন্ম নন্দগৃহে ক্রৌড়া কশ্ব
 পুতনা শকট মারি ছলে ।
 তৃণাবন্ত বীরে মারি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি
 কুবেররুমারে উদ্ধারিলে ॥
 গোকুলে উৎপাত দেখি গোপগোপী মনে হুঃখী
 বসতি করিল বৃন্দাবনে ।
 দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দরাম
 বাছুরী চরায়ে শিশুগণে ॥
 বনে বৎসাসুর মারি জল পানে বক চিরি
 অঘাসুরে করিল সংহার ।
 অন্ন দহি লৈয়া বনে ভুঞ্জায় বালকগণে
 দেখি ব্রহ্মা চকিত অপার ॥

মনের কোঁতুক করি ব্রহ্মারে মোহিলা হরি
 ব্রজশিশু সঙ্গে নন্দলাল ।
 শিক্কা বেণু বাজাইয়া তালবনে প্রবেশিয়া
 দেখুকা বখিয়া খাইল তাল ॥
 অখিল ভুবনপতি কে জানে তাঁহার গতি
 বেদে তত্ত্ব জানিতে না পারে ।
 কালি দলি ষড়মণি অমৃত করিয়া পানী
 নাচে প্রভু কালিয়ার শিরে ॥
 রামকৃষ্ণ শিশু সনে দেখে রাখে বৃন্দাবনে
 আচম্বিতে বেড়িল আগুনি ।
 বিশ্বরূপ হৈয়া রঞ্জে অগ্নি ধরি কর সঙ্গে
 উদরে ভরিল চিন্তামণি ॥
 প্রকারে প্রণম্যাসুরে পাঠাইল যমঘরে
 হেন প্রভু কে হইবে আর ।
 ইন্দ্র পূজা করি তঞ্জে গোবর্দ্ধন ধরি রঞ্জে
 দেখি ইন্দ্র কৈল পরিহার ॥
 বক্রণের পুরী হৈতে উদ্ধারিলা ব্রজনাথে
 দেখিরা উষত গোপপুরী ।
 আনন্দে অমরকুলে পুষ্পবৃষ্টি কুতূহলে
 গোবিন্দে ধন্য ধন্য করি ॥
 বজ্র আনরণ আর হরি যত গোপিকার
 অন্ন মাগি খায় নারায়ণ ।
 বিকে যায় গোপনারী গোরস পসরা করি
 পথে প্রেম মাগেন মোহন ॥
 কদম্ব তলাতে কান মুরলিতে দিয়া স্থান
 মোহিত করিল ব্রজনারী ।
 রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে কেহ তাহা নাহি জানে
 যোগমায়া সৃজিয়া মুরারি ॥
 প্রবেশিয়া মধুপুরী মুষ্টিক চাহুর মারি
 কংস ধ্বংস কৈল চক্রপাণি ।
 বাপ মায়ে পরিচয় দিল প্রভু দয়াময়
 উগ্রসেনে দিয়া রাজধানী ॥

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গিয়া সে গুরুর ঠাঞি
চৌষটি বিদ্যা শিক্ষা কৈল ।

কে জানে কৃষ্ণের মায়া যমের পুরেতে গিয়া
গুরুর নন্দন আনি দিল ॥

কুজা অকুর ঘর খেল প্রভু দামোদর
উদ্ধবে ডাকিয়া আনি বৈল ।

বুদ্ধাবন পাঠাইয়া তত্ত্বকথা শিখাইয়া
গোপাঙ্গনাগণে শাস্তি কৈল ॥

দত্তবক্র শিশুপাল জরসেন বত আর
দহুজেন্দ্রে করিল নিধন ।

তমোগুণে ছর্ঘ্যোদন না ভজিল নারায়ণ
কুরুক্ষেত্রে তাহার মরণ ॥

কৃষ্ণেরে করিয়া ভক্তি অকস্ম অব্যব মুক্তি
পাইল পাণ্ডব পঞ্চজন ।

গোবিন্দ মঙ্গল পোখা ভুবনে দুর্জয় কথা
দুঃখীশ্যাম কিকিৎ ভাষণ ॥ ১৫ ॥

• শুকদেবের কথা আরম্ভ ।

রাগ বরাড়ী ।

হেদেরে ভকত ভাই রাখাকৃষ্ণ বলহ বদনে ।
হেলায় জিনিয়া যাবে দারুণ শমনে ॥ ১ ॥

ভোমাকে কহিল যত কৃষ্ণ অবতার ।
শুণেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥
ত্রিভবনে এই কথা কেহ নাহি জানে ।
বেকত হইল কথা ভোমার কারণে ॥

• শীঘ্রগতি চল তুমি আমার বচনে ।
সরসভী তীরে বধা ব্যাস তপোধনে ॥
অষ্টাদশ পুরাণ করিল ব্যাস মুনি ।

তাঁহাতে না হৈল কিছু কৃষ্ণের কাহিনী ॥
তখির কারণে ব্যাস কৈল ক্ষান্তমান ।
তপস্বী হইয়া আছেন সরসভী তীরে ॥

তাঁহাকে কহিবে তুমি এই সব কথা ।
ইহাতে করিবে ব্যাস ভাগবত গাথা ॥

নিস্তার পাইবে লোক তাহার আলাপে ।
শুনিয়া নারদ চলে ব্যাসের সমীপে ॥

নারদে দেখিয়া ব্যাস পান্য অর্ঘ্য মিল ।
কোথা হৈতে আইলে মুনি নারদে কহিল ॥

নারদ কহিল আমি ব্রহ্মার নন্দন ।
পাঠাইয়া দিল পিতা তোমার স্নদন ॥

তোমার যতেক চেষ্টা জানিল বিধাতা ।
পুরাণেতে না কহিলে গোবিন্দের কথা ॥

সামবেদ করি কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সঁপিল ।
সেই তত্ত্বকথা ব্রহ্মা আমাকে কহিল ॥

ব্যাসের বাসনা আছে কৃষ্ণ গুণ আশে ।
তোমা হৈতে ভাগবত হইবে প্রকাশে ॥

শুকদেব জনমিবে তোমার মন্দিরে ।
নিগম প্রকাশ হবে তাহার অধরে ॥

কহিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়া ।
ব্যাস আনন্দিত হৈল কৃষ্ণ কথা পাইয়া ॥

নারদ বচনে মুনি জানিল কারণ ।
ভাগবত কৈল মুনি কৃষ্ণে দিয়া মন ॥

এমন সময় শুক ব্যাস নারী গর্ভে ।
বিষ্ণুমায়ী রাখিয়া জন্মিলা ভূমিভাগে ॥

ব্যাস বোধ করি অঙ্গুলোকে সে প্রমাণে ।
গঙ্গা স্নান করি গেলা কৃষ্ণ দরশনে ॥

মুনিগণ বৈল তারে শুক করিবারে ।
সবার সম্মতে গেলা জনক গোচরে ॥

শুক দেখি জনক হইল হ্রস্বিত ।
পরীক্ষা তাহারে দিয়া পাইল প্রতীত ॥

গোবিন্দের নাম দীক্ষা শুকদেবে দিল ।
পাইয়া সন্তোষ শুক দৃঢ় মন কৈল ॥

কি কহিব কহ মোরে তারণ কারণ ।
শুনিয়া জনক বৈল প্রয়োধ বচন ॥

ভাগবত করিয়াছে ব্যাস মহামুনি ।
 সংসার তারিবে তুমি সে কথা বাখানি ॥
 শুনিয়া সন্তোষ গুণ করিল গমন ।
 উপনীত হৈল যথা ব্যাস উপোদন ॥
 সকল কহিল গুণ ব্যাস বিদ্যামানে ।
 বৃত্তান্ত জানিয়া ব্যাস আনন্দিত মনে ॥
 ভাগবত দিলা মোরে পড়িবার তরে ।
 তবে ব্যাস মহামুনি কহিল আমারে ॥
 ভাগবত আছে কৃষ্ণ কথা মধুরাশি ।
 সংসার তারণ কথা পাঠ কর বসি ॥
 গুন পরীক্ষিত রাজা কহিব তোমারে ।
 হের দেখ ভাগবত আছে মোর করে ॥
 প্রকাশিব এই কথা তোমা বিদ্যামানে ।
 ব্রহ্মশাপ হৈল তোরে এই তো কারণে ॥
 তক্ষক দংশনে তুমি না করিহ ভয় ।
 গুনহ কৃষ্ণের কথা আনন্দ হৃদয় ॥
 শ্রবণ-মঙ্গল কথা পতিতপাবন ।
 একচিত্তে গুন রাজা পাবে উদ্ধারণ ॥
 শুনিয়া সন্তোষ রাজা করি ধোড় কর ।
 বিনতি করিয়া কহে হইয়া কাতর ॥
 কহ কহ গুনি মুনি কৃষ্ণের কথন ।
 যে দেখি নিস্তার পাব তোমা দরশন ॥
 গুণদেব বলে গুন রাজা পরীক্ষিত ।
 কহিব তোমার আগে কৃষ্ণকথামৃত ॥
 যেমন প্রকারে কৃষ্ণ জন্মিলা সংসারে ।
 পৃথিবী উদ্ধার কৈল বধিয়া অশুরে ॥
 গোবিন্দমঙ্গল রসে হৃৎকীৰ্ত্তন্যম ভাবে ।
 উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলিকলুষে ॥ ১৬ ॥

জয় বিজয়ের ব্রহ্মশাপ ।

রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ ছে বলরাম রাম ॥ ১ ॥

পূর্বেতে বৈকুণ্ঠপুরে দেব নারায়ণ ।
 লক্ষী সরস্বতী সঙ্গে পারিষদগণ ॥
 চতুর্ভুজ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র করে ।
 শ্রীবৎস কোমল চিহ্ন হৃদয় উপরে ॥
 গলে দোলে বনমালা শ্রবণে কুণ্ডল ।
 রতনমঞ্জরী বাজে চরণ যুগল ॥
 বিচিত্র বৈকুণ্ঠ-কথা কহিতে অপার ।
 জয় বিজয় হই জনে রাখয়ে ছয়ার ॥
 কোতুকে আছেন হরি বৈকুণ্ঠের পুরে ।
 আনন্দ বাড়িল চিত্তে যুদ্ধ করিবারে ॥
 হেন কালে সনক সনন্দ সনাঁতন ।
 কৃষ্ণ দরশনে যান বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 জয় বিজয় ছহে ছয়ারে আছিল ।
 মুনিগণে অভ্যস্তরে যাইতে নিষেধিল ॥
 দেখিয়া ক্রোধিত হৈল যত মুনিগণ ।
 জয় বিজয়ে শাপ দিল ততক্ষণ ॥
 ভিন্ন ভাব নাহি এথা সবে এক সৃষ্টি ।
 হেন ঠাই যাইতে কেন কর ভিন্ন দৃষ্টি ॥
 ভিন্ন ভাব কর যদি হইয়া নিষ্ঠুর ।
 পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হইয়া অশুর ॥
 শাপ দিয়া অন্তরীক্ষে গেল মুনিবর ।
 জয় বিজয় হই জন হইল কাতর ॥
 কান্দিয়া কহিল গিয়া গোবিন্দের পায় ।
 ব্রহ্মশাপ হৈল প্রভু রাখহ আমায় ॥
 শুনিয়া তাহারে বলে দেব চক্রধারী ।
 ব্রাহ্মণের শাপ আমি খণ্ডাবারে নারি ॥
 পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হইয়া দৈত্যপতি ।
 করিবে অনেক যুদ্ধ আমার সংহতি ॥
 বৈরী ভাব করি মোরে সদাই চিন্তিবে
 তিন জন্মে তোমা দোহে মুকতি পাইবে
 চারিরাশে আমি তোমা বধিব সমরে ।
 এসব আমার দায়ী কহিলা তোমারে ॥

তোমা আমা যুদ্ধকথা হইবে প্রচার ।
 তাহার আগাগে লোক পাইবে নিস্তার ॥
 এতক প্রবেশ কৃষ্ণ দিলা হুই জনে ।
 মুনিরে বলিষ তোর শাপান্ত কারণে ॥
 মুনিরে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলিলা বচন ।
 এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥
 এই হুই জনে মোর আছে বড় কাজ ।
 বর দেহ আইসে যেন বৈকুণ্ঠের মাঝ ॥
 শুনিয়া কহিলা মুনি সেই হুই জনে ।
 প্রভু মুখ দেখি প্রাণ তেরাগিবে রণে ॥
 তিন জন্ম দৈত্যরূপে সংসারে জন্মিবে ॥
 চারি রূপ ধরি তোমা বধিবে মাধবে ॥
 পুনরপি দ্বারী হবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।
 কৃষ্ণপদ পাবে চিন্তা না করিহ মনে ॥
 হেনকালে হুই তাই চলিলা সত্তরে ॥
 দৈত্য জনমিল গিয়া দিতির উদরে ॥
 অনেক অরিষ্ট হৈল জন্মিতে সংসারে ।
 হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম ধরে ॥
 ত্রিভুবন জিনি রাজা হুই তাই হইল ॥
 বরাহ রূপেতে হিরণ্যাক্ষে বিহারিল ॥
 হিরণ্যকশিপু-মৃত প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠ ॥
 হিরণ্যকশিপু ক্রোধে দেখি তার ত্যাব ॥
 করিল অনেক হিংসা প্রহ্লাদ নন্দনে ।
 নরসিংহ রূপ হরি প্রহ্লাদ রক্ষণে ॥
 নখেতে বিদারি হরি তাহারে মারিল ।
 প্রভু মুখ দেখি বীর শরীর ত্যজিল ॥
 এক জন্ম ব্রহ্মশাপ গোড়াইয়া গেল ।
 ব্রহ্মার কুলেতে গিয়া জনম লইল ॥
 বিবশ্রবা বীৰ্য্যে জন্ম নিকষা উদরে ॥
 রাবণ কুন্তকর্ণ হৈল হুই সহোদরে ॥
 অহঙ্ক সোদির তার রাজা বিভীষণ ।
 মূর্ণনখা ত্রিজটা ভগিনী হুই জন ॥

ত্রিভুবন জিনে রাবণ ব্রহ্মার বরে ।
 ময়দানব জিনি মন্দোদরী বিভা করে ॥
 ইন্দ্রে বেদাভিরা নিল স্বর্গ অধিকার ।
 দেবহুঃখঃ দেখি হরি রাম অবতার ॥
 পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেল বন ।
 মায়া পাতি সীতা চুরি করিল রাবণ ॥
 কপি মিত্র করি সিঙ্ঘ বাকিল শ্রীরাম ।
 রাবণ কুন্তকর্ণে মারে করিয়া সংগ্রাম ॥
 অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া সীতা শুদ্ধ হৈল ।
 বিভীষণে শ্রীরাম লঙ্কায় রাজ্য দিল ॥
 দেশে গিয়া রঘুনাথ নৃপতি হইল ।
 চিরকাল রাজ্য ভুজি বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
 হুই জন্ম গোড়াইল সেই হুই বীরে ।
 পুনর্জন্ম নিল গিয়া দমবোধ ঘরে ॥
 শিশুপাল দন্তবক্র হৈল হুই জন ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ॥
 শ্রী গুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়া মন ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুইখীড়াম বিরচন ॥ ১৭ ॥

দেবতাদিগের ক্ষোরোদে গমন ।

রাগিনী কল্পণা ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত কহি ভাগবত নীত
 যেন মতে ভাবাবতারণ ।
 শিশুপাল আদি বত জন্মিল দিতির মৃত
 ভরে ক্রিতি চমকিত মন ॥
 সহিতে না পারি ভর কাপে ক্রিতি ধরধর ॥
 মায়াতে অরতি রূপ ধরে ।
 অবনী ভাবিল মনে পার পাব কোন্ স্থানে
 গেলা দেবী ব্রহ্মার গোচর ॥
 করযোড়ে স্থিরমতি দণ্ডক করে ক্রিতি
 শুন দেব কমল আসন ।

জন্মিল অম্বর যত বলিবারে পারি কত
তার ভার না যায় সহন ॥

অম্বরের ভয় ত্রাসে আইল তোমার পাশে
এ হুঃখ করিতে নিবেদন ।

সৃষ্টির করতা তুমি নিশ্চয় কহিলু আমি
রসাতলে করিব গমন ॥

ভয়ে সর্প খরহর কুর্শ করে টলবল
দেখিয়া দমুজ বলবান ।

শুন শুন দেবরাজ বুঝিয়া করহ কাজ
কহিলাম তোমা বিদ্যমান ॥

ক্ষিতির বচন শুনি ব্রহ্মা মনে হুঃখ মানি
কেমনেতে রাখিব সংসার ।

তবে দেব পদ্মাসন ডাকি আনি দেবগণ
সবে মেলি করিল বিচার ॥

শুন দেব সুরপতি রসাতল যায় ক্ষিতি,
দেখিয়া দমুজ ঘোরতর ।

ঈহাতে অস্ত্রাথা নাই কেমনে নিস্তার পাই
চল সবে প্রভুর গোচর ॥

ব্রহ্মা আদি দেবমেলি ক্ষীরোদ উত্তরে চলি
নগা প্রভু অনন্তশয়ন ।

দেবগণ করে স্তুতি প্রভু পদে দিয়া মতি
দুঃখীজ্ঞাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণুর অবতার স্বীকার ।

রাগিণী গৌরী ।

নারায়ণ প্রভু দেহ হে শরণ ।

তুমি সে কারণ প্রভু আমি অকারণ ॥ ১ ॥

ক্ষীরোদ উত্তর কূলে যত দেবগণ ।

চতুমুখে প্রজাপতি করেন স্তবন ॥

অম্বর গ্রহ কর প্রভু কমললোচন ।

তোমা বিনা কেবা আছে বিপদনাশন ॥

ভুবন-মঙ্গল তুমি গতি সবাচার ।

তোমার স্বজিত সৃষ্টি সকল সংসার ॥

সবার নিস্তার তুমি ব্রহ্ম নিরূপণ ।

নিবেদন করি প্রভু শুন নারায়ণ ॥

পৃথিবী স্বজিলে তুমি যত চরাচর ।

দ্রষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥

হরষে আছিল ক্ষিতি তোমার কৃপায় ।

হেন ক্ষিতি দৈত্যভরে রসাতলে যায় ॥

বড় বড় দৈত্য সব জন্মিল সংসারে ।

তার ভর ধরণী ধরিতে নাই পারে ॥

শিশুপাল দন্তবক্র কংস মহামুর ।

বৎসক প্রলম্ব কেশি মুষ্টিক চানুর ॥

অঘা বকা তৃণাবর্ত শকট পূতনী ।

বাণ ভেল বলবান সহস্রেক পাণি ॥

ধেহুক অরিষ্ট আর বিবিধ বানর ।

জরাসন্ধ মহারাজা মগধ দৈশ্বর ॥

শালু হুঃশাসন চুষ্ট রাজা দুৰ্যোধন ॥

কীচক দুর্জয় রুক্মী সে কাল যবন ।

এমন অনেক দৈত্য জন্মিল সংসারে ॥

তা সবার ভরে ক্ষিতি টলমল করে ।

দৈত্যভয়ে চন্দ্র স্বর্ঘ্য না হয় উদয় ॥

প্রসন্ন সলিল নাই নদ নদী বয় ।

পবন অচল প্রভু দৈত্যের তরাসে ।

ভয় পায়ে প্রভু আইলাম তোমা পাশে ॥

কৃপা কর জগদীশ রক্ষ একবার ।

অম্বর বধিয়া কর পৃথিবী উদ্ধার ॥

তুমি দেব নিরঞ্জন স্বজহ সংসার ।

তুমি সবাচার প্রাণ জগত আধার ॥

তুমি জপ তুমি তপ তুমি মুখ্য জ্ঞান ।

তুমি হর্তা তুমি কর্তা তুমি ভগবান ॥

দিবস রজনী দণ্ড নিমিষ প্রহর ॥

আদ্য অন্ত মুখ্য তুমি বেদ অগোচর ॥

নিগমে বসিয়া যোগী তোমারে ধেরায় ।
 তোমার মহিমা প্রভু কহেন না যায় ॥
 তোমা হেন ঠাকুর থাকিতে বিদ্যমান ।
 অমুরের ভয়ে ক্ষিতি রসাতলে যান ॥
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার নিমিখে ।
 কিবা তেজ ধরে দৈত্য তোমার সম্মুখে ॥
 নিজ সৃষ্টি শুভ দৃষ্টি দেহ নারায়ণ ।
 অমুর বধিয়া কর পৃথিবী পালন ॥
 তোমা বিনে গতি নাহি কহিল নিদান ।
 রাখ রাখ মহাপ্রভু দেহ প্রাণদান ॥
 এতক কহিলা ব্রহ্ম পুটাঞ্জলি হৈয়া ।
 গড়িল প্রভুর পায় চিত্ত নিবেশিয়া ॥
 দেবের বৈকল্য দেখি দেব চক্রপাণি ।
 হাসিয়া দেবেরে বৈল অমুগ্রহ বাণী ॥
 শুন দেবগণ হুঃখ না ভাবিহ মনে ।
 আছয় আমার দৃষ্টি সকল ভুবনে ॥
 আমি জানি জন্মিল যৈতেক দৈত্যগণ ।
 প্রকারে বধিব আমি শুনহ কারণ ॥ •
 আমার বচন শুন দেবতা সকল ।
 শীঘ্রগতি চল সবে অবনীমণ্ডল ॥
 বড় বড় নরপতি আছয়ে সংসারে ।
 ক্রমে জন্ম গিয়া তা সবার ঘরে ॥
 : তিলেপ্তমা আদি করি যত নারীগণে ।
 তা সবারে জন্মাইহ রাজার ভবনে ॥
 আমিহ জন্মিব গিয়া বহুদেব ঘরে ।
 দৈরকীনন্দন হব দৈত্য বধিবারে ॥
 বাল্যখেলা হর্বে মোর নন্দেব ভবনে ।
 একে বধিব সকল দৈত্যগণে ॥
 চিন্তা না করিহ শুন দেব প্রজাপতি ।
 অবনীমণ্ডলে গিয়া জন্ম শীঘ্রগতি ॥
 প্রভুর আদেশে সবে বশবৎ হৈয়া ।
 আনন্দে চলিল আজ্ঞা মন্তকে ধরিয়া ॥

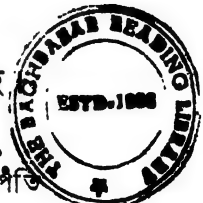
দেবেরে বিদায় দিয়া দেব গদাধর ।
 মহামায়া আনি তবে বলিল বিস্তর ॥
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়িনী তুমি নারায়ণী ।
 জগত আধার তুমি আদ্যা ঠাকুরাণী ॥
 সৃষ্টি রাখ ভগবতি শুনহ বচন ।
 দৈত্যভরে যায় ক্ষিতি পাতাল ভুবন ॥
 পৃথিবী উদ্ধার হেতু আনিহু তোমারে ।
 আমার বচনে তুমি চকহ সংসারে ॥
 নন্দগোপ যশোদা আছেন ব্রজপুরে ।
 বৈদ্যে দৈবকী বহু মথুরানগরে ॥
 যোগবলে ছয় গর্ভ আনিয়া সহরে ।
 বারে বারে জন্মাইহ দৈবকী উদরে ॥
 সপ্তমেতে অংশুরূপে দৈবকী উদরে ।
 পাঁচ মাস গেলে খোবে রোহিণী জঠরে ॥
 মায়াতে জন্মিহ তুমি যশোদা নন্দিরে ।
 কংস মীরিবার তরে গোকুল নগরে ॥
 দৈবকী অষ্টম গর্ভে জনম আমার ।
 আমা নন্দে যাবে বহু নন্দেব ছয়ার ॥
 আমাকে রাখিয়া তথা যশোদার ক্রোড়ে ।
 তোমাকে লইয়া দিবে কংসের গোচরে ॥
 কংসেরে ভাঙিয়া তুমি যাবে নিজপুরী ॥
 জগতে পাইবে পূজা শুন মহেশ্বরী ॥
 আদ্যাকে কহিল যত দেব নারায়ণ ।
 আজ্ঞা লৈয়া ভগবতী করিলা গমন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচরণাধুজে মজাইয়া চিত ।
 কহে হুঃখীশ্রাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ১০ ॥

দৈবকীর বিবাহ

রাগ মঙ্গল ।

করিয়া প্রণতি কহে নরপতি

শুনি কর অবধান ।



দেবে আজ্ঞা দিয়া কি রূপে আসিয়া

জন্ম লৈল ভক্তবান ॥

কৃষ্ণের কখন শুনহ রাজন

কংস বৈসে মধুপুরে ।

দেবকী কুমারী দৈবকী স্মরী

বিভার উদ্যোগ করে ॥

মথুরা নগরে মহোৎসব করে

আনন্দিত কংস রায় ।

দগড় ছন্দুভি বাজে পঞ্চ শকী

সে ধনি গগণে যায় ॥

নানা গীত করি নাচে বিদ্যাধরী

কিন্নর কিন্নরী গায় ।

গৃহের উপর কলস স্মর

নেতের পতাকা তায় ॥

কুল নীল গুণে বর বাহি আনে

যহবংশের নন্দন ।

বহুদেব নাম রূপে মোহে কাম

তাহারে কৈল বরণ ॥

নানা আভরণ বসন ভূষণ

করিয়া বহু সন্মান ।

দৈবকী স্মরী অলঙ্কারে ভরি

বহুদেবে দিল দান ॥

অশ্ব গজ রথ দিলেন বহুত

যৌতুক করিয়া তারে ।

গাভী দিল যুথ বৎসক সহিত

কনক রচিয়া খুরে ॥

অনেক কাঞ্চন রাজ্য দিল দান

রত্নধটা সিংহাসন ।

বহুদেব তবে কংসে কহে ভাবে

বিদায় দেহ রাজন ॥

তবে নৃপবর রথের উপর

কন্তা বর বসাইয়া ।

নানা গীত রজে বহুগণ সঙ্গে

যায় আশু বাড়াইয়া ॥

রাজা হেনমতে চলে হরষিতে

রথের সারথি হৈয়া ।

নগর চত্বর এড়ায়ে সত্বর

যায় রথ চালাইয়া ॥

হেনকালে বাণী শ্রুত্রে হৈল ধনি

শুন শুন কংসাস্বর ।

কৃষ্ণ পদ রঞ্জে হৃৎখীণাম ভাষে

গোবিন্দ গীত মধুর ॥ ২০ ॥

দৈবকীর ছয় পুত্রের জন্ম ।

রাগ কল্যাণ ।

যে করিবে হরি তুমি সে জান ।

পদছায়া দিয়া বারেক কিন ॥ ৬ ॥

আকাশে থাকিয়া দেবী কহে বীণাপাণি ।

শুন শুন দৈত্যেশ্বর কংস নৃপমণি ॥

দৈবকী ভগিনী তোর তাহার উদরে ।

জন্মিবে ভাগিনা তোমা বধিবার তরে ॥

দৈবকী অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ ।

নিশ্চয় কহিলা তোরে শুনহ রাজন ॥

এতেক আকাশবাণী শুনি দৈত্যপতি ।

শিবিরে সত্বরে গেল হৈয়া ক্রোধমতি ॥

দন্তে দন্তে কড়মড়ি করে দৈত্যেশ্বর ।

দৈবকী বধিবই হেন ভাবিল অন্তর ॥

ইহার উদরে যদি মৃত্যু উপজিবে ।

ইহাকে বধিলে তবে শত্রু না জন্মিবে ॥

এতেক ভাবিয়া রাজা ক্রোধিত হইয়া ।

দৈবকীর কেশে রাজা ধরিলেক গিয়া ॥

রক্ত নয়ন করি চাহে নরপতি ।

জা দৈবকী বহু দাব করিল বিনতি ॥

শুন শুন কংশ রাজা আমার বচন ।
নারীবধ না করিহ শুনহ রাজন ॥
ইহার উদরে যদি কুমার জন্মিব ।
যত শিশু হবে তাহা তোমা আনি দিব ॥
ভগিনী-স্নীবনে তব মোর বড় কাজ ।
প্রাণ দান দেহ মোরে শুন দৈত্যরাজ ॥
সত্য সত্য বলি আমি শুন নৃপবর ।
পুত্র হৈলে সমর্পিব তোমার গোচর ॥
নারীবধ মহাপাপ না যায় ধুওন ।
কেন হেন কর্ম কর শুন মহাজন ॥
বহুদেব করুণা শুনিয়া দৈত্যেশ্বর ।
দয়া উপজিল তার হৃদয় ভিতর ॥
ছাড়িয়া দৈবকী কেশ কহেন রাজন ।
শুন শুন বহুদেব আমার বচন ॥
তোমার বচন যদি না হইবে দড় ।
তবে ত আমার ঠাই ক্রেশ পাবে বড় ॥
এতেক বলিয়া ভারে দিলেন মেলানি ।
হতভ্রঙ্ক হৈয়া কংস চলে রাজধানী ॥
তবে বহুদেব দেবী দৈবকী লইয়া ।
নিজ গৃহে গেল যেন পুনর্জন্ম পাইয়া ॥
দেখিয়া কংসের চেষ্টা যত্ন নন্দন ।
বংশ না রহিবে বলি ভাবে মনে মন ॥
তবে বহুদেব বংশ রক্ষার কারণে ।
গুপ্তবেশে রোহিণীকে বিভা করি আনে ॥
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী ।
বহুদেব সঙ্গে থাকি ঋতু মান করি ॥
দৈবের নির্বন্ধ যত না যায় ধুওন ।
দৈবকী প্রথম গর্ভ শুনিল রাজন ॥
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ ।
পুত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥
তবে বহুদেব সত্য রাখিবার তরে ।
পুত্র কোলে করি গেলা কংসের গোচরে ॥

প্রতীতি পাইয়া তার কংস নৃপবধি ।
ইহা হৈতে মুঢ়া মোর না বলিল বাণী ॥
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জন্মিবে যে জন ।
তারে আনি দিবে তুমি আমার সদন ॥
তবে সে প্রতীতি আমি পাইব তোমার ।
গৃহে লয়ে যাহ তুমি আপন কুমার ॥
পুত্র লয়ে বহুদেব করিল গমন ।
দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মন ॥
হেন মতে বহুদেব দৈবকী স্মৃতি ।
ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র হইল উৎপত্তি ॥
তাহা না মারিল কংস মহা দৈত্যপতি ।
আনন্দেতে বহুদেব করেন বসতি ॥
মথুরা নগরে কংস বসেছে সভায় ।
হেনকালে নারদ আইল তথাকায় ॥
ক্লীকৃষ্ণ চরণাশুজে মজাইয়া চিত ।
ছঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দ সংগীত ॥ ২১ ॥

কংসের সভায় নারদের আগমন ।

রাগ শ্রী ।

আচম্বিতে হেনকালে কংসরাজ সভাতলে
নারদ মুনির আগমন ।
উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর ভাতি
কোটি সূর্য্য জ্বলিয়া বরণ ॥
সুন্দর মন্দার আভা জটোর উপরে শোভা
উজ্জ্বল তিলক ভালে সাজে ।
প্রবণে কুণ্ডল দোন্ডে রত্নমণিহার গলে
মুখ দেখি কত শশী লাজে ॥
ছটকে তিমির অন্ত কামালীল শান্ত দান্ত
গুণের নিধান মুনিবর ।
সর্ব্বজীবে সম দয়া কৃষ্ণ চিত্ত নিবেশিয়া
রূপে মোহে কত ফলশর ॥

এ হেন বৈষ্ণব তেজে কংসের সভার মাঝে
আইসে মুনি বীণা বাজাইয়া ।

দেখিয়া নারদ গতি কংস রাজ হৃষ্টমতি
দণ্ডবৎ করিল উঠিয়া ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে স্থান দিল বসিবারে
কহে রাজা করপুট হৈয়া ।

দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে জন্মিল সুখ
ভাগ্যে মোর মিলিলে আসিয়া ॥

অবগতি তপোধন কোথা হৈতে আগমন
অপূর্ব মুরতি তোমা দেখি ।

শুভ্র হৈল পুরীধান ধন্য ধন্য মোর প্রাণ
সফল হইল হুঁটা আঁধি ॥

বচনে সন্তোষ পেয়ে কংসের বদন চেয়ে
কহে মুনি শুন দৈত্যপতি ।

তোমা সবাকার ভারে ধরনী ধরিতে নারে
রসাতল যায় বহুমতী ॥

এত দেখি পদ্মাসন সঙ্গে লয়ে দেবগণ
ক্ষীরোদে জানাইল গদাধরে ।

দেখিয়া দেবের হুঃখ আজ্ঞা দিল পদ্মমুখ
সর্বদেব জন্মিল সংসারে ॥

তোমারে কহিহু মর্শ্ব ত্রীকৃষ্ণ লভিবে জন্ম
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে ।

জন্মিয়া অবনী মধ্যে তোমাকে মারিবে যুদ্ধে
হেন সব দেবতার চিতে ॥

নিশ্চয় কহিয়া যাই ইহাতে অগ্রথা নাই
তোমারে বধিবে নারায়ণ ।

শুন শুন দৈত্যরাজ বুঝিয়া করহ কাজ
তোমারে কহিহু নিরূপণ ॥

এত বলি কংসাসুরে গেলা মুনি স্বর্গপুরে
আনন্দেতে বীণা বাজাইয়া ।

নারদের বাক্য শুনি কংস চমকিত গণি
যুক্তি করে সভাজন লৈয়া ॥

নারদ কহিল যত দৈব কথা পরম তত্ত্ব
দেবগণ বৈরী হৈল মোর ।

গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে
পার কর নাগর কিশোর ॥ ২২ ॥

বলরামের জন্ম ।

রাগ বরাড়ি ।

কানাই আইল রে ।

ভুলাইতে গোয়ালার মেয়ে ।

যুবতী পাগল কৈল মুরলী বাজারে ॥ ১ ॥

নারদের বাক্য শুনি কংস দৈত্যপতি ।

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করেন যুক্তি ॥

শত্রু হৈয়া জন্মিল সকল দেবগণ ।

দৈবকীর উদরে জন্মিবে নারায়ণ ॥

নারদ বলিল যত মিথ্যা কিছু নহয় ।

বুঝিয়া বিচার কর ভাল যেন হয় ॥

দেব দ্বিজ গুরুজনে করহ হিংসন ।

তপ জপ গুরু যজ্ঞ হিংস দৈত্যগণ ॥

বহুদেব দৈবকী আনিয়া দৌহাকারে ।

লৌহপাশ দিয়া বন্দী কর কারাগারে ॥

দৈবকীর ছয় পুত্র আনি দৈত্যেশ্বর ।

আছাড়িয়া মারে বজ্র শিলার উপর ॥

বহুদেব দৈবকী দৌহারে বন্দী কৈল ।

বন্দীঘরে রাখিয়া অনেক চর দিল ॥

বন্দী হয়ে বহুদেব দৈবকী সুন্দরী ।

অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে মুকুন্দমুরারী ॥

পাঁচ মাস দৈবকীর গর্ভ হেনকালে ।

যোগমায়ায়ী দুর্গা আইল বন্দীশালে ॥

নিজাছলে গর্ভ কাড়ি লইল সত্তরে ।

প্রবেশ করিল লৈয়া রোহিণী উদরে ॥

অন্তর্ধান হয়ে দেবী ধৈলী নিজ পুরে।
 দিনে দিন বাড়ি গর্ত রোহিণী উদরে ॥
 যেই দিন বন্দী হৈল যত্ন নন্দন।
 রোহিণীয়ে যাইতে বৈল নন্দের ভবন ॥
 রোহিণী স্তম্ভরা গেল। নন্দের মন্দিরে।
 বন্দী হৈয়া বহুদেব পাঠাইলা মোরে ॥
 “তোমা বিনা সধা মোর নাহি ত্রিভুবনে।
 লুকাইয়া থুবে নারী পরম যতনে ॥”
 এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে।
 যতনে রোহিণী লৈয়া থুইল অভ্যস্তরে ॥
 হেনরূপে রহে দেবী নন্দের মন্দিরে।
 বিহ্বলভ্রোময় গর্ত ধরিয়া উদরে ॥
 দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
 পুত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ ॥
 মাতা পুত্রে রহে দেবী নন্দের ভবনে।
 গুপ্তবেশে আছে দেবী কেহ নাহি জানে
 ওথা বহুদেব ও দৈবকী বন্দীশালে। •
 গর্তপাত হৈল চর জানিল সকালে ॥
 অবিলম্বে কংসে গিয়া করিল গোচর।
 হতভ্রম হৈয়া রাজা না দিল উত্তর ॥
 তবে কত দিনে দেবী দৈবকী স্তম্ভরা।
 বহুদেব সঙ্গে থাকি ঋতুমান করি ॥
 দৈবের নির্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন।
 পুনরপি বন্দীশালে গর্ত নিবন্ধন ॥
 হরি হরি মহাপ্রভু লৈল গর্তবাস।
 পয়ার প্রবন্ধে কহে হুখীশ্যাম দাস ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গর্তবাস।

কে জানে রাধের নাম
 বেদে দিও নারে সীমা ॥ ১ ॥

ধরিল অষ্টম গর্ত দৈবকী স্তম্ভরা।
 আপনি জন্মিল ত্রিভুবন অধিকারী ॥
 তেজোময় গর্ত দেখি দৈবকী উদরে।
 দুই মাস হৈল গর্ত জানে অহুচরে ॥
 কংসেরে কহিল গিয়া স্তম্ভরিত গমন।
 দৈবকী অষ্টম গর্ত শুনহ রাজন ॥
 উখড়িয়া উঠে রাজা গর্ত নাম শুনি।
 শীঘ্র চলে বন্দীঘরে দেখিতে ভগিনী ॥
 দেখিল দৈবকীগর্ত ব্রহ্মময় জ্যোতি।
 কংস বলে কাল মোর হইল উৎপত্তি ॥
 গর্ততেজ দেখিয়া কংসের লাগে ভয়।
 আশ্বাস করিয়া কংস অহুচরে কর ॥
 এই গর্তে জন্মিয়াছে দেব গদাধর।
 রাখিঁ যতন করি শুন অহুচর ॥
 দৈবকীর গর্ত নহে কংসের মরণ।
 গর্ত দেখি শ্রীমৎ কান্দে শুন বন্ধুগণ ॥
 দ্বিগুণ করিয়া বন্দী কর দোহাকারে।
 প্রতিদিন গিয়া তুমি জানাবে আমারে ॥
 প্রসব হইলে শত্রু করিব সংহার।
 তবে সে হরষ চিত্ত হইবে আমার ॥
 কাল উপজিল মোর বলে কংস রায়।
 দ্বিগুণ করিয়া বন্দী করে দোহাকায় ॥
 অন্তরে বিপক্ষ ভাব ভাবি নারায়ণে।
 রাজধানী গেল কংস বিধাদিত মনে ॥
 দিনে দিনে বাড়ি গর্ত দৈবকী উদরে।
 প্রতিমােসে অহুচর জানায় কংসেরে ॥
 দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ।
 গর্ত দেখিবারে আইলা যত দেবগণ ॥
 দৈবকী উদরে গর্ত দেখি তেজোময়।
 প্রণতি করেন বিধি আনন্দ হৃদয় ॥
 শ্রীশঙ্কর-গৌরীন্দ-পদে মজাইয়া চিত।
 কহে হুখীশ্যাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মার স্তুতি ।

রাগ কল্যাণ ।

দৈবকীউদরে হরি দেখিয়া বদন চারি

স্বব করে নানা পরকারে ।

জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপরায়ণ

দেব হৃৎথে জন্মিলে সংসারে ॥

তোমার মাহাত্ম্য যত কে বলিতে পারে তত

তুমি প্রভু পতিতপাবন ।

কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণা হিয়া

দীনদাতা ভুবনমোহন ॥

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি ত্রিভুবনপতি

তুমি প্রভু জীবের জীবন ।

তুমি দিবা তুমি রাত্রি শুভাশুভ লগ্ন তিথি

দশ মাস প্রহর লক্ষণ ॥

তুমি দেব দয়াময় তোমা হৈতে সর্ব হয়

ভবন-মঙ্গল তব নাম ।

তুমি সবাকার বন্ধু কেবল করুণাসিদ্ধ

সজল জলদ ঘনশ্রাম ॥

তুমি একাধ্ব জলে নিদ্রা গেলে যোগ বলে

ত্রিভুবন হইল প্রলয় ।

তুমি সেজাগিলে যবে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিল তবে

মধু কৈটভ হইল ক্ষয় ॥

তুমি দেব বিবেকধর যত সব চরাচর

জন্ম লভিল তুমি দেহে ।

তুমি আদি দেববর তুমি ব্রহ্মা হরিহর

তব রূপে কোটি কাম মোহে ॥

অবনী তারণ আশে জন্মিলে যহর বংশে

ভাগ্যবতী দৈবকী উদরে ।

মত্তব্য শরীর ধরি অবনীমণ্ডলে হরি

মোহিয়া মারিবে কংসাত্মরে ॥

প্রজাপতি হৃষ্টমুখি সঙ্গে লৈয়া অন্নপতি

পুষ্পবৃষ্টি করিল তথাহ ॥

বহুদেব দৈবকীরে বাধানিয়া দৌহাকারে

প্রভুপদে মাগিল বিদায় ॥

দৈবকীর বন্দীশালে কষ্ট ব্যথা হেন কালে

না জানিল প্রভুর মায়ার ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলভ কথা

শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ।

শ্রীরাগ ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি । প্র ।

তবে হেনমতে দেবী দৈবকী স্মরী ।

কত না কামনা ফলে কৃষ্ণে গর্ভে ধরি ॥

দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ ।

কষ্ট ব্যথা জানাইল শুনহ রাজন ॥

যতেক কংসের চর নিদ্রায় মোহিত ।

ঘোর অন্ধকার নিশি হৈল উপস্থিত ॥

ভাদ্র মাস কৃষ্ণাষ্টমী শুভযোগ অতি ।

শুভ ক্ষণে সু দিনে রোহিণী নিশাপতি ॥

ছই প্রহর রাত্রি গেল উদয় শশধর ।

লগনেতে সুর-গুরু ভৃগুর কুমার ॥

বৃষে উচ্চ চন্দ্র বৈসে মকরে মঙ্গল ।

তুলা শশী কণ্ঠা বুধ সুযোগ সকল ।

চক্রে বৈভোগ দেখি ত্রৈলোক্য শোভয় ।

শুভ গ্রহে দৈত্য গুরু মিথুনে অর্জু কার ।

প্রসন্নতো নদ নদী বামিনী প্রসন্ন ।

সম্পূর্ণ নক্ষত্র চক্রে রোহিণী মিলন ॥

প্রসন্ন ত দশ দিক পর্বত সাগর ।

দেবগণ সঙ্গে স্তুতে দেখে পুরন্দর ॥

এমন সময় কণ্ঠ মাহেন্দ্র হইল ।

স্মরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল ॥

শংখ চক্রে গদা পদ্ম বনমালা ধরে ।
 কিঙ্কণী কনক নানা আভরণ পরে ॥
 মস্তকে মুকুট মণি করে ঝলমল ।
 ভ্রূবণে রহিয়া দোলে মকর কুণ্ডল ॥
 শ্রীবৎস কোমল চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে ।
 কেশরী জিনিয়া মাঝা পীতাম্বর সাজে ॥
 তহু বিভূষিত গন্ধ শ্রীহরি চন্দনে ।
 তরুণ তুলসী শোভে রাতুল চরণে ॥
 সমাধি সাধিয়া যোগী না দেখে বাহারে ।
 দেখিল দৈবকী বহু চক্ষুর গোচরে ॥
 পারিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি ।
 সম্মুখে দাণ্ডায় স্তব করে ধ্বংসপতি ॥
 দক্ষিণে সারদা বামে ক্ষীরোদ-নন্দিনী ।
 চতুর্দিকে স্তব করে সুর নর মুনি ॥
 পতিতপাবন হরি গুণের নিধান ।
 দেখিয়া দৈবকী বহু চঞ্চল নয়ন ॥
 সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি গণে মনে মনে
 'কি করিব কি বলিব প্রভু বিদ্যমানে ॥
 জোড় কর করি স্তুতি করে হই জনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল প্রায় শ্রীমুখ নন্দনে ॥ ২৬ ॥

বহুদেবের স্তব ও পূর্বজন্মের
 বিবরণ ।

রাগ করুণা ।

বহুদেব দৈবকী কৃষ্ণের বদন দেখি
 দৃগুৎ করেন স্তবন ।
 স্তবের নাহিক গুর আনন্দে হইয়া তোর
 প্রেমভাবে খুরয়ে নয়ন ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে বার তব নাহি জানে
 বোগীগণ রূপ পায় খেলানে ।

আমা সবে পূর্ব জন্মে না জানি কতক ধর্মে
 প্রভু মুখ দেখিছ নয়নে ॥
 ব্রহ্মদেব বলে বাণী শুন প্রভু চক্রেপাশি
 ভকতবৎসল নারায়ণে ।
 কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণা হয়
 জনমিলে ভারাবভারণে ॥
 কংস মহা হুষ্ঠ মতি আমা দৌহাকারে শাস্তি
 করিয়াছে তোমার কারণে ॥
 দেখি তুমি চাঁদমুখ অন্তরে বিদরে বুক
 প্রাণ কাঁপে পাছে কংস শুনে ॥
 মোর গতি এত দূর তব রিপু কংসাসুর
 কহ প্রভু কি করি উপায় ।
 শুনিয়া দৌহার বাণী কৃপানিধি বাহ্মণি
 হাঁসিতে লাগিল শ্যামরায় ॥
 কহে প্রভু নারায়ণ শুন তুমি ছই জন
 ত্রেতায় অদিতি জন্মে ছিলে ।
 অন্যরূপে মন নাই আমাকে একান্ত ধ্যায়ি
 অনেক কামনা দৌহে কৈলে ॥
 কায়েরে মহা ক্রেশ করি বৎসর নির্ণয় করি
 দ্বাদশ বৎসর দেব মানে ।
 তোমা দৌহাকার ধ্যানে ভ্যাজিয়া বৈকুণ্ঠস্থানে
 বর দিতে আইছ কাননে ॥
 তোমারে করিয়া দয়া কহিছ সাক্ষাত হয়ে
 বর সাগ মমের ইচ্ছায় ।
 অনেক স্তবন কৈলে মুক্তিপদ না মাগিলে
 কেবল সে আমার মায়ায় ॥
 কহিলে আমার ঠাই অন্য বরে কার্য্য নাই
 যদি প্রভু হইলে প্রসন্ন ।
 নিবেদি তোমার আগে এই সাধ মনে লা
 তুমি মোর হইবে নন্দন ॥
 তখনি বলিছ আমি অবনীতে থাক তুমি
 চিরদিন আমার বচনে ।

ধাপরে দৈবকী রূপে জনমিবে জন্মরিপে
মোর জন্ম ভাবাবতারণে ॥

শুন তুমি হুঁই জন পূর্বের সে বিবরণ
মনে হুংখ না ভাবিহ আর ।

দৈত্য দলন আশে জনমিহু তব অংশে
কংস হৈতে কি ভয় আমার ॥

আমার বচন ধর কোলে করি লয়ে চল
রাখ আমার যশোদার কোলে ।

কহি এ সকল কথা মহামায়া আছে তথা
তারে আনি দেহ কংসাসুরে ॥

আমা প্রতি বদলিয়া কংসেরে মোহিবে মায়া
শুন বহু দৈবকী সুলক্ষী ।

কহে হুংখীশ্রাম দাস দৈবকীর পূর্ণ আশ
চলে বহু কৃষ্ণ কোলে করি ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণকে লইয়া বহুদেবের
নন্দালয়ে গমন ।

রাগ করুণা ।

আজি বড় শুভ দিন রে

আমার জীবন বাহুমাণি ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণের আজ্ঞায় বহু আনন্দ সকল ।

উঠিয়া দাণ্ডাইতে খসে পায়ের শিকল ॥

কৃষ্ণের রূপায় খসে নিগূঢ় বন্ধন ।

কোলে কৈল বহু বাল্যরূপী নারায়ণ ॥

চৌকী প্রহরী সব নিজায় মোহিত ।

কপাট খসিল কৃষ্ণ দেখিয়া বিদিত ॥

ঘোর অঙ্ককার বৃষ্টি করে মেঘ মাঝে ।

বিজুরি কাড়ায় পথ বহুদেব চলে ॥

গোবিন্দ ভিত্তিবে হেন কণীশ্র দেখিয়া ।

কৃষ্ণের উপরে যায় কণা আচ্ছাদিয়া ॥

উপনীত হৈল বহু কালিন্দী কিনারে ।

যমুনা তরঙ্গ দেখি পড়িল কাঁপরে ॥

যমের ভগিনী সে যমুনা নাম ধরে ।

গোবিন্দ দেখিয়া বড় হরষ অন্তরে ॥

বালিবন্ধ দিয়া পথ কৈল বিদ্যমানে ।

বিষ্ণু মায়া ভ্রমে বহুদেব নাহি জানে ॥

এমন সময় আদ্যা শৃগালী হইয়া ।

যমুনার মধ্যে যায় পথ কাড়াইয়া ॥

সে পথ বাহিয়া বহুদেবের গমন ।

কালিন্দী স্নান হেতু খসে নারায়ণ ॥

কোলে না দেখিয়া কৃষ্ণ ভুবনমোহন ।

কাতর হইয়া বহু করয়ে রোদন ॥

হাহা কৃষ্ণ বলি কান্দে শিরে মারে ঘাত ।

কি দোষে বঞ্চিত মোরে প্রভু জগন্নাথ ॥

আপনি করিলে দয়া আপনার গুণে ।

পাথারে ফেলিয়া মোরে গেলে কোন্ স্থানে ।

কংসাসুরে প্রাণ দিব কি ডর তাঁহারে ।

জীৱন্ত পাকিতে মোরা বিচ্ছেদ তোমারে ॥

বহুদেব ভাব কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া ।

উঠিলা পিতার কোলে স্নান আচরিয়া ॥

কোলে কৃষ্ণ দেখি বহু মহাভাগ্য মানি ।

মরার শরীরে যেন বাহড়ে পরাণি ॥

নদী পার হয়ে গেল গোবুল নগরে ।

প্রবেশ হইল গিয়া নন্দের মন্দিরে ॥

নিজায় বিভোল দেখি নন্দের ঘরগী ।

প্রসব হয়েছে কন্যা তাহা নাহি জানি ॥

যশোদার কোলে রাধি মুকুন্দমুরারি ।

কথা কোলে করি বহু চলে তঁরা পরি ॥

যমুনা হইয়া পার গেলা মধুপুরী ।

দৈবকীর কোলে দিল দেবী মহেশ্বরী ॥

ছায়ায় কপাট লাগে প্রভুর মায়ায় ।

লোহার শিকল লাগে বহুদেব পার ॥

পাঁচ দণ্ড রাত্রি আছে প্রহরী জাগিল ।
দৈবকীর কোলে কল্প কান্দিতে লাগিল ॥
দৈবকী প্রসব হৈল জানি অতুচর ।
আন্তে ব্যস্তে ধেরে গেল কংসের গোচর ॥
দৈবকী প্রসব হৈল শুন দৈত্যপতি ।
হুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দ ভক্তি ॥২৮॥

কংসের প্রতি মহামায়ার
চেতনা দান ।

রাগ বরাড়ি ।

দূতমুখে পেয়ে বার্তা কংসের লাগিল চিন্তা
বলে রিপু জন্মিল মরতে ।
কালরূপী ভগবান তার নামে কাঁপে প্রাণ
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে ॥
নারদ কহিল পূর্বে পৃথিবীর দৈত্য সর্পে
সংগ্রামেতে করিব সংহার ।
আপনি জন্মিল হুত সাজি সবে চলে দ্রুত
সংগ্রামেতে করিব সংহার ।
কংস কাঁপে ক্রোধভরে সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে
ক্লেশ দেখিবারে কারাগারে ॥
কারাগারে প্রবেশিয়ে দৈবকীবদন চেয়ে
বলে দেখি তোমার নন্দন ॥
পার্বতী করিয়া কোলে দৈবকী কহিল ছলে
কান্দিয়া কান্দিয়া কংস আগে ।
অষ্টম গর্ভেতে কন্যা জন্মিলা ত্রিলোক ধন্য
ইহা দিতে প্রাণে হুঃখ লাগে ॥
দৈত্যপতি ভাই তুমি হুঃখিনী ভগিনী আমি
যে বা ছয় পুত্র হৈল জাত ।
তব রিপু দেবগণ মোর পুত্রে অকারুণ
ক্রোধে জ্বলি করিলে নিপাত ॥

বয়স নাহিক আর কন্যা পুত্র জন্মিবার
সত্য কহি তোমা বিদ্যমানে ।
ভ্রাতা রাধ বৃদ্ধ কালে এই কন্যা কুত্বলে
তব পুত্রে দিব সম্প্রদানে ॥
কহে কংস নৃপমণি দৈবকী শুনহ বাণী
তুমি তো অবলা অচেতন ।
যার যে বিপক্ষগণ শুন পূর্ব বিবরণ
স্ত্রী হইতে মৈল পুরোচন ॥
এত বলি কংস রায় ঠেলিয়া দৈবকী পায়
কোলে হৈতে কল্প কাড়ি লৈল ।
চরণে ধরিয়া ক্রোধে আছাড়িতে শিলা মথো
হস্ত হৈতে পার্করী ধসিল ॥
পিছলিয়া কংস হাতে চলিল অশ্রুপথে
গগনে হইল অষ্টভুজা ।
ডাকিয়া কংসের বাণী বলে দেবী নারায়ণী
শুন রে পার্শ্বিষ্ঠ কংস রাজা ॥
তুমি কি বধিবে মোরে যে জন বধিবে তোরে
সে জন জন্মিল মহীতলে ।
তোমা আদি দৈত্য সর্প ইজিতে করিয়া ধ্বংস
ক্ষতিভার উদ্ধারিবে হেলে ॥
শুন দৈত্য কহি তোরে কষ্ট দিলি দৈবকীরে
সে পাপে তোমার নাহি গতি ।
আমার বচন ধর বহুদেবে সেবা কর
যত্নে ভোষ দৈবকীর মতি ॥
অথ না করিহ মনে মরিবে কক্ষের রণে
তোমা লাগ নররূপ হরি ।
জন্মিলে মরণ লেখা কে তাহা করিবে রক্ষা
চিন্তা ত্যজ দৈত্য অধিকারী ॥
এত বলি মহামায়া গেলা অন্তর্ধান হৈয়া
শুনি কংস মহা ভয়াকুল ।
দেবীর বচনে গিয়া কারাগারে প্রবেশিয়া
খসাইল দৌহার শিকলি ॥

পড়িয়া দৌহারি পার, সকলগে কংসরাজ
বলে দৌড়ে দয়া কর মোরে ।
না বুঝিয়া দৈবগতি দহজ শরীরে মাতি
কষ্ট দিহু তোমা দৌহাকারে ॥
পুত্রের মরণ কথা মনে না করিহ ব্যথা
জন্ম মৃত্যু কে খণ্ডিতে পারে ।
না লবে আমার দোষ একবার ক্ষম রোষ
ভূতাপণে সেবিব তোমায়ে ॥
এত বলি দৌহাকারে লৈয়া গেল নিজ ঘরে
অন্ন দান করাইল ভোজন ।
করিল অনেক মান না না রহ দিল দান
অলঙ্কার অপূর্ব বসন ॥
বহুদেব দেবকা কংসের আদর দেখি
ভুট্ট হৈয়া কৃষ্ণে দিল মন ।
ভূষিয়া দৌহারি মতি তবে কংস নরপতি
রাজধানী করিল গমন ॥
ডাকি আনি দৈত্যগণ ইষ্ট মিত্র বহুজন
সবে মেলি করয়ে বিচার ।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীশুখ নন্দন ভাষে
ভবভয় করহ উদ্ধার ॥ ২৯ ॥

দৈত্যাদিগের প্রতাপ ।

রাগ কানোড়া ।
যা করিবে হরি তুমি, সে জান ।
পদহারা দিয়া বারেক কিন ॥ ৩০ ॥

মতাজন লৈয়া যুক্তি করে কংসাসুর ।
সকলগে হৈয়া বলে বচন মধুর ।
যে বোল বলিল বাণী আকাশ উপর ।
দেবহুখে মরতে জন্মিল বিবেচন ।
একে একে আমা দবা করিবে সংহার ।
দেবীর বচনে মনে লসি চরিত্যর ॥

বিগত বিনাশ হেতু করহ যুক্তি ।
গুনি দৈত্যগণ বলে গুন দৈত্যপতি ॥
আজিকালি বত শিশু জন্মিল ভূতলে ।
ঘরে ঘরে তন্নাসিয়া মারিব সকলে ॥
শিশুকালে ক্ষর কৈলে বত রিপুগণ ।
তবে আর কারে ভয় গুন হে রাজন ॥
তপন পবন যম শশী সুররাজ ।
এ সব তোমায়ে সেবে হারি রণ মাঝ ॥
আর যেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বর ।
তারে কিছু ভয় নাই গুন দৈত্যেশ্বর ॥
সৃষ্টিহেতু প্রজাপতি ভ্রমে নিরন্তর ।
বেদ পাঠ করে সদা রজোগুণধর ॥
সংগ্রাম কেমনে করে না জানে কখন ।
সংসার পালনে সদা বিষ্ণুর ভ্রমণ ॥
মহেশ বিভোল সদা দুর্গা করি কোলে ।
কখন না যায় হর ঘোর রণস্থলে ॥
আর যত দেবগণে নাহিক কিস্কর ।
দেবের দুর্গত হরি তারে করি ভয় ॥
মায়ায় পুতলি সেই দেবতা শ্রীহরি ।
অলঙ্কিত হৈয়া বুলে লঙ্কিতে না পারি ॥
তপ জপ যজ্ঞ দান গুরু দ্বিজগণ ।
বত যত যজ্ঞস্থল করিব হিংসন ॥
সুজন-হিংসনে হরি দরশন দিবে ।
তবে যত করি সবে হরিকে ধরিবে ॥
হরিব হযির প্রাণ ছুটাবলোকনে ॥
আমরা থাকিতে তুমি হুঁখ ভাব কেনে ॥
গুনিয়া সবার বোল উষত হইল ।
পান প্রসাদ সাড়ি সবাকারে দিল ॥
নিরোজিল কংসরাজ অহুচরণ ।
দেব দ্বিজ গুরু জন করিতে হিংসন ॥
সদাই কংসের চর করয়ে ভ্রমণ ।
তপ জপ যজ্ঞ হিংসা করে দৈত্যগণ ॥

ওথা পরীক্ষিত রাজা অভিমত হুত ।
 শুকের চরণ ধরি করুণা বহুত ॥
 হরি জন্ম কথা কহি পবিত্র করিলে ।
 নিবেদন করি কিছু তুয়া পদতলে ॥
 কংসেরে কহিয়া দেবী গেলা অন্তর্ধানে ।
 নম্রদেব থুইল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে ॥
 কল্পে যশোদা নন্দ করিল পালন ।
 কহু কহু শুনি যুনি কৃষ্ণের কথন ॥
 নৃশংস চাহিয়া কহেন তপোধন ।
 মহাভাগবত তুমি গোবিন্দের জন ॥
 তোমা হৈতে কত লোক নিস্তার পাইব
 কৃষ্ণ বাণ্যকলি কথা তোমারে কহিব ॥
 যেক্ষেপে যশোদা নন্দ পালে নারায়ণ ।
 গোবিন্দমঙ্গল হংসীশ্যাম বিরচন ॥ ৩০ ॥

নন্দোৎসব ।

রাগধানত্রী ।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ কথা রসামৃত
 জপিলে জনম নাহি আর ।
 দৈবকী কামনা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণে ধরিল গর্ভে
 হেন হরি নন্দের কুমার ॥
 বিষ্ণুর বিশেষ মায়া কে জানিতে পারে ভাষা
 যশোদার কোলে কাল্পে হরি ।
 যত সব সহচরী সবে উচরব করি ॥
 চিত্রাইল যশোদা স্তনরী ।
 রত দীপ জালি সখি যশোমতী চন্দ্রমুখা
 কোলে কৈল পুত্র নারায়ণ ।
 দেখিয়া পুত্রের মুখ অন্তরে বাড়িল সুখ
 মননশে করিল চুখন ॥
 যশোদা-প্রসব বাণী রোহিণী স্তনরী শুনি
 শীঘ্রগতি সেই গৃহে গেলা ।

দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে অনেক সুখ
 ওরূপ দেখিয়া হৈল ভোলা ॥
 আর যত সহচরী বিবিধ প্রকার করি
 আঁহুড়ি জালিল প্রসূত্রে ।
 নারীর কোতুক নানা ধেরে গেল কোন জনা
 জানাইল নন্দের গোচরে ॥
 উল্লসিত ব্রজনাথ বৃদ্ধকালে পুত্রজাত
 আশি বিধি হৈল সুপ্রসন্ন ।
 আনিয়া ব্রাহ্মণগণে লক্ষ ধেনু দিল দানে
 পুত্রমুখ করিল দর্শন ॥
 নন্দ আনন্দিত হৈয়া গোপগণ সঙ্গে লৈয়া
 পুত্রোৎসব করে কুতূহলে ।
 ক্ষীর ননী লৈয়া সুখে দেয় সবাচার মুখে
 হরিজা তৈল শিরে ঢালে ॥

গোয়লা সকল সঙ্গে নাচে গায় নানা রঙ্গে
 শিঙ্গা বীণা বেণু বাজাইয়া ।

রাধা আদিরসবতী মঙ্গল কলস পাতি
 খেলে রঙ্গে ধামালি করিয়া ॥

কেহ কারে ননী মারে কেহ কার কুচ ধরে
 নানা কেলি করে ব্রজনারী ।

নাহিক সুখের ওর নবরঙ্গ ভাবে তোর
 যশোদার কোলে দেখি হরি ॥

সিন্ধুর কঙ্কাল-পান গোপীগণে দিল দান
 রোহিণী স্তনরী সুখচিত্তে ।

স্বর্ণ-সীতি দিল শিরে দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে
 বিবিধ মিষ্টার ব্রজমুতে ॥

নন্দে মন্দির মাঝে বিবিধ বাজনা বাজে
 শব্দ গেল সকল ভুবনে ।

নন্দ নিধি প্রাপ্ত হৈল বধাবিধি কৃপা কৈল
 বাহু বিহু অন্য নাহি জানে

অহর্নিশ আনন্দিত ইহোৎসব নৃত্য রীত
 জয়ধ্বনি গোকুল নগরে ।

হেনকালে কংসদুহ লেখা লগ্নে আইল ক্রত

রাজকর লইবার তরে ॥

নন্দ লেখা নিল শিরে যত্ন কৈল অমুচরে

যাব কালি প্রভুষ বিহানে ।

শুনিয়া ভেটের যত দধি হৃৎক মধু যত

ইরসাল বাঞ্ছিল বসনে ॥

প্রভাতে পবিত্র হৈয়া শকটেতে দ্রব্য লৈয়া

চলে নন্দ অমুচর সাথে ।

হুঃখীশ্যাম দাস গায় মধুপুরী নন্দ যায়

কর দিতে কংস ভোজনাত্মে ॥ ৩১ ॥

নন্দে মথুরায় গমন ।

রাগ সিদ্ধুড়া ।

আজি বড় হুঃখ উঠে মনে ।

ভজিতে না পাত্ত রাজা দুখানি চরণে

মধুপুরী নন্দ যায় কংস বরাবর :

নানা দ্রব্য ভেট নিল বংসরের কর ॥

শকটে পুরিয়া দ্রব্য করিল গমন ।

মথুরা নগরে গিয়া দিল দরশন ॥

সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজরায় ।

হেনকালে নন্দঘোষ গেলেন তথায় ॥

রাজনীতি ব্যবহারে দণ্ডবৎ কৈল ।

ভেট দ্রব্য ইরসাল সম্মুখে রাখিল ॥

নন্দে করে করিল কংস অনেক আদর ।

বসাইল দক্ষিণ পাশে আসন উপর ॥

নন্দে করে করিল রাজা অনেক সম্মান ।

কপূর তাম্বুল দিব্য বস্ত্র দিল দান ॥

বৃদ্ধ বয়সে তব জন্মিল কুমার ।

শুনিয়া হরষ চিত্ত হইল আমার ॥

রাজার প্রসাদ পেয়ে নন্দ ব্রজরাজ ।

শকট চালায়ে চলে গোঁকুল সমাজ ॥

আত্ম জাম্বু নিল নন্দ খুনা নারিকেল ।

পণস কদলী কিয়া জামীর ক্রীড়ল ॥

নানা উপহার দ্রব্য কিনিল বিস্তর ।

শকটে পুরিয়া সজ্জা চলিল সত্তর ॥

হেনকালে বহুদেব নন্দকে দেখিয়া ।

নন্দে নিকটে গেলা নীত্ৰগতি হৈয়া ॥

দৌহে দৌহা দেখি কৈল প্রেম আলিঙ্গন

হুঃখ মুখ দেখি খুরে দৌহার নয়ন ॥

বহুদেব বলে নন্দ ক্রি বলিব আর ।

কহ কহ স্তম্ভল জিজ্ঞাসি তোমার ॥

বড় ভাগ্যবান তুমি গোপ অধিপতি ।

বৃদ্ধকালে পুত্র তব হৈল উৎপত্তি ॥

আমার হুঃখের কথা শুনিয়াছ কাণে ।

বংশ রক্ষা হৈল মোর তোমার কারণে ॥

রোহিণী-নন্দন সঙ্গে মন্দিরে তোমার ।

এত পাঠান্তরে দেখে বসতি আমার ॥

আমার সে পুত্র নহে কেবল তোমার ।

শুধিতে নারিব আমি তোমার সে ধার ॥

নন্দ বলে বহুদেব শুন মোর বাণী ।

দেখিয়া তোমার হুঃখ বিদরে পরাগী ॥

অভাগিনী নাহি কেহ দৈবকীর পারা ।

হাতে দিয়া রত্ন নিধি বিধি কৈল হারা ॥

বৃদ্ধ কালে যদি এক হইল তমসা ।

শূন্ত-পথে গেল কংস হাতে পিছলিয়া ॥

যেবা ছয়-পুত্র হৈল কংস কৈল নাশ ।

হরি হরি মহাপ্রভু করিল নিরাশ ॥

হরষ বিবাদে দৌহে কান্দিয়া অপার ।

নয়নের লোহে বস্ত্র তিতিল দৌহার ॥

বহুদেব বলে নন্দ শুন মোর বাণী ।

গোঁকুল নগরে নীত্ৰ চলহ আপনি ॥

বড় ভাগ্যবান তুমি পূর্ব তপ ফলে

ভাগ্যবতী যশোমতী অবনীমণ্ডলে ॥

জানিয়াছে যেই জন তোমার ভবনে ।
 ভুঞ্জিবে অনেক সুখ পুত্রের কারণে ॥
 আঁথে আঁথে না ছাড়িহ করিহ পালন ।
 ইহাতে রহস্য আছে শুন নিরূপণ ॥
 কালি যুক্তি কৈল কংস অম্বর সংহতি ।
 আজি কালি যত শিশু হইল উৎপত্তি ॥
 শিশু-সংহারিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যেশ্বর ।
 শিশু ধরিবারে ফিরে কংস অম্বর ॥
 না কর বিলম্ব নন্দ চল শীঘ্রগতি ।
 শুনিয়া নন্দের বড় চমকিত মতি ॥
 তবে বহুদেব নন্দে দিলেন মেলানি ।
 শকট চালায়ে চলে ব্রজ শিরোমণি ॥
 নদী পার হইয়া গেলা গোবুল নগরে ।
 প্রবেশ করিল গিয়া নিজ অন্তঃপুরে ॥
 নানা দ্রব্য নিয়োজিল যশোদার করে ।
 যাচ কোলে করি চুম্ব দিলেন অধরে ॥
 যশোদা রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধ চিতে ।
 ভোজন করিল নন্দ গোপগণ সমথে ॥
 রজনী প্রভাতে নন্দ গেলা মথুরন ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের বধন ॥
 দেবীর বচনে কংসে লোকেছে তরাসে ।
 দৈত্যগণে নিয়োজিল বালক বিনাশে ॥
 কংসের ভগিনী সে পুতনা নাম ধরে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে কংস বরাবরে ॥
 বিষস্তন লয়ে যাব শিশু বধিবারে ।
 আজিকালি যত শিশু জন্মিল সংসারে ॥
 গুয়া পান দিল কংস পুতনীর তরে ।
 ভয়ী বিনা ভ্রাতৃ হুঃখ কে থণ্ডিতে পারে ॥
 নগরে প্রবেশ করে রাক্ষসী পুতনা ॥
 ভ্রামরুণী দেখি তারে ভুলে সর্বজন ।
 মথুরা নগরে যান শিশু ছয় বুড়ি ।
 গোবুল নগর যুখে যান তড়বড়ি ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত পুতনা প্রয়াণ ।
 গোবিন্দমঙ্গল তুখীশ্যাম দাস গান ॥ ৩ ॥

পুতনার মায়া ।

রাগ কেদার ।

শুন পরীক্ষিত রায় পুতনা চলিয়া যায়
 কালকুট বিষ স্তনে ভরি ।
 তার কথা কি কহিব দেখি ভুলে সর্বদেব
 বিদ্যাধরী জিনিয়া সুন্দরী ॥
 মস্তকে দীঘল কেশ নানা ফুলে করি বেশ
 নোটন টানিয়া বাম পাশে ।
 স্বর্ণস্টমি শোভে শিরে সীংখিতে সিন্দূর পরে
 চন্দন চর্চিত চারি পাশে ॥
 তার তলে কাদম্বিনী ভুরু ফুলচাপ জিনি
 হররিপ সন্ধান নয়নে ।
 হেম মকড় আর নাসায় শোভিত তার
 রত্ন কাড়ি যুগল শ্রবণে ॥
 অধরে মধুর হাসি কথা যেন মধু রাশি
 অস্তরে কুটিল অভিযয় ।
 গলে দোলে মণিহার কাঁচলি মণ্ডিত আর
 নানা অলঙ্কার রত্নময় ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ শংখ অতি অপরূপ রত্ন
 আগ্রে কড়ে হাটক কঙ্কণ ।
 অঙ্গদ মাণিক ছন্দ তার তলে বাজু বন্ধ
 অঙ্গুলে অঙ্গুরী সুশোভন ॥
 মাঝা জিনি জালন্ধরী লোহিত বসন পরি
 কাঁচা সোণা জিনিয়া বরণ ।
 চরণে নুপুর বাজে চলি যায় পথ মাঝে
 রূপ দেখি মোহিত মদন ॥
 স্বর্ণ বিদ্যাধরী রূপে পুতনা প্রবেশে গোপে
 মোহিনী সন্ধান ধরি যায় ॥

গোপ গোপী শত শত নগরে নাগরী যত
 পুতনা জিজ্ঞাসা করে তার ॥
 হাম নারী দুঃখমতি পুত্র মৈল কাল রাত
 ঠুনকায় না রহে পরাণ ।
 জিজ্ঞাসি তোমার কাছে কার ঘরে পুত্র আছে
 কহ তারে দিও স্তন পান ॥
 হৈয়া মহাশোকাতুর ত্যাগিছ নিজ পুর
 পুত্র বিনা প্রাণে কিবা কাজ ।
 না দেখি পুত্রের মুখ অন্তরে বিদরে বুক
 সত্য কহি সবার সমাজ ॥
 পুতনা করুণা শুনি ব্রজবালা বলে বাণী
 উপদেশ বলি গো তোমারে ।
 আমার বচন ধর চলহ নন্দের ঘর
 যশোদা রোহিণী বরাবরে ॥
 যশোমতি চন্দ্রমুখী তব মহাদুঃখ দেখি
 পুত্র দিবে করিতে পালন ।
 দুঃখীশ্যাম দাস গায় কেহ তারে লয়ে যায়
 যথায় যশোদা নারীগণ ॥ ৩৩ ॥

পুতনা বধ ।

রাগ করুণা ।

কৃষ্ণরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।

শিব নাচেন গান ছুঁয়া করতালি ॥ ৳ ॥

তবে পরীক্ষিত রাজ্য করি যোড় কর ।
 শুকের চরণ ধরি করুণা বিস্তর ॥
 যেরূপে পুতনা গেলা কৃষ্ণ বিদ্যমানে ।
 কহ কি করিল কৃষ্ণ পুতনা দর্শনে ॥
 কহেন রাজার আগে শুক মহা যতি ।
 শুনহ পুরাণ কথা হৈয়া একমতি ॥
 দয়ার ঠাকুর সেই দৈবকী নন্দন ।
 অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পুতনা গমন ॥

মারিবারে আইসে মরণ নাহি জানে ।
 নিশ্চর পুতনা আজি বধিব স্তনপানে ॥
 এত চিন্তি খেলে কৃষ্ণ যশোদার কোলে ।
 গোপী সঙ্গে পুতনা নন্দের গৃহে চলে ॥
 যশোমতি বাসিয়াছে রোহিণী সংহতি ।
 হেনকালে পুতনা হইল উপনীতি ॥
 কে জানিতে পারে সেই পুতনার মায়া ।
 যশোদার কাছে কহে সক্রূণ হৈয়া ॥
 আমার দুঃখের কথা না যায় কখন ।
 পুত্র শোকে ত্যাগিছ আপন ভবন ॥
 জঠোর যাতনা কথা তুমি ভাল জান ।
 ত্রিভুবনে ভাগ্যবতা নাই তোমা হেন ॥
 শুন গো স্নন্দরী তব আছরে কুমার ।
 স্তন পান দিয়া থাকি যদি দেহ ভার ॥
 যশোদা বিচার করে রোহিণীর সনে ।
 ভাল হৈল আইল এই আমার ভবনে ॥
 বাছয়ার ধাত্রী করি রাখিব ইহারে ।
 এত চিন্তি দিলা কৃষ্ণ পুতনার করে ॥
 চাহে পুতনার মুখ দেব নারায়ণ ।
 পুতনা করিল কৃষ্ণ বদনে চুষন ॥
 মরি মরি পুত্র তোর বালাই লইয়া ।
 কাল রূপে কত চাঁদ যায় লজ্জা পাইয়া ॥
 অন্তরে ভাবয়ে যেন প্রাণের বৈরী ।
 বিষ স্তন দিল লয়ে কৃষ্ণ মুখে ভরি ।
 জানিল গোবিন্দ যত পুতনার মতি ।
 পরম দয়াল সে ঠাকুর লক্ষ্মীপতি ॥
 পুতনার স্তন পিয়ে দেব ভগবান ।
 হৃৎকের সহিত শোষে পুতনা পরাণ ॥
 সমুদ্র শোষণে যেন শোষক বাণেতে ।
 পুতনার প্রাণ গেল কৃষ্ণের অঙ্গেতে ॥
 উপাড়িয়া পড়ে যেন পর্কণ্ডের গোড়া ।
 পুতনার তরু পড়ে যোজনেক বোড়া ॥

কুপ হেন চক্ষু ছুটী দেখি লাগে চর ।
 মাথার মুকুট পড়ে যোজন অন্তর ॥
 ছই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িয়া ।
 হোগলের ডোল কর্ণ রহিল পড়িয়া ॥
 পুরুর্গীর জাঠি যেন দস্ত সারি সারি ।
 স্নানাল শরীর মুখ অতি ভয়ঙ্করী ॥
 চোখ চোখ ছুরি যেন নথ বিপরীত ।
 নাসিকা বিশাল দীর্ঘ ছয়ার প্রমিত ॥
 পর্ষভের শব্দ যেন স্তন ছই গোটা ।
 তর্থ পরে খেলে কৃষ্ণ কোটিচন্দ্র ছটা ॥
 লাগিল চকার শব্দ গোকুল নগরে ।
 যশোদা বিকল হৈল না দেখি বাহরে ॥
 পুত্র বিনে চারিদিক অন্ধকার দেখে ।
 রোহিণী দেখেন কৃষ্ণ পুতনার বুক ॥
 পুতনার বুক হৈতে আনিল বাহরে ।
 যশোদা পাইল প্রাণ কৃষ্ণ করি কোলে ॥
 দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি গ্রহ শাস্তি কৈল ।
 বৎসক সহিত নব ধেনু দান দিল ॥
 রজত কাঞ্চন তাম্র তিল আদি যত ।
 বাহুরে নিছিয়া নিজ স্তখে দিল তত ॥
 আঁখি আড় নাহি করে গোবিন্দ গোপালে ।
 তোর লাগে পুত্র ভার রোহিণীরে বলে ॥
 মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেন কালে ।
 হৃৎখীণ্যাম দাস পান গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রক্ষার্থে নানা শাস্তি

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ১ ॥

মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেনকালে ।
 পুতনার কথা কহে গোয়ালী সকলে ॥
 দেবীয়া বিশ্বয় নন্দ হইলা তখন ।
 আজ্ঞা দিল নন্দবোষ স্তন গোপগণ

আমার বচনে সবে চলহ সস্তর ।
 অগ্নি দিয়া দাহ পুতনার কলেবর ॥
 পাইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগণ ।
 কুণ্ড খুলি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালে হতাশন ॥
 খণ্ড খণ্ড করি দ্বাহে পুতনা কলেবর ।
 দহিতে আমোদ গন্ধ প্রকাশে বিস্তর ॥
 যার স্তনপান কৈল দেব শ্রীহরি ।
 দাহনে উঠিলা গন্ধ জ্বিনিয়া কন্তুরী ॥
 হেন কালে পুষ্প রথ নাশিল আকাশে ।
 শত সূর্য্য সম তেজ আলো করি আইসে ।
 সেই রথে পুতনা করিল আরোহণ ॥
 বৈকুণ্ঠ পাইল সে গোবিন্দে দিয়া স্তন ॥
 এমন দয়াল হরি কে হইবে আর ।
 মাতৃস্থল দিল তারে পিয়া ক্ষীরধার ॥
 ধাতু ধাতু পুতনা বাথানে দেবগণ ।
 পুতনা উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
 পুতনা দাহন করি গোয়ালী সকলে ।
 স্নান দান আচরিয়া গেল নন্দ স্থলে ॥
 তবে নন্দবোষ দ্বিজ আচার্য্য আনিয়া ।
 বাহুর কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্গিয়া ॥
 গোয়ালী সকলে দিল বস্ত্র আভরণ ।
 গোপীগণ দিল মাল্য অংকি চন্দন ॥
 মন্ত্র করি সবাকারে দিল গুয়া পান ।
 আমার বাহুরে সবে করহ কল্যাণ ॥
 গোবিন্দে আশীর্বাদ করে ব্রজনারী ।
 বিশ্ব করে আশীর্বাদ বেদপাঠ করি
 চরণে অনন্ত তোরে রাখুন আপনি ।
 অঙ্গ রক্ষা করুন কপর্দী চক্রপাণি ॥
 কটিতটে অচ্যুত রাখুন অহঙ্কণ ।
 জঠরেতে পদ্মনাভ করুন পালন ॥
 বাহুদেব সদা তোর রাখুন হৃদয় ।
 কণ্ঠ রক্ষা করুন সে দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥

হুই ভুজ অহর্নিশ রাখুন পুরন্দর ।
 মুখ রক্ষা করুন গ্রহরাজ দিবাকর ॥
 ললাটে রাখুন তোরে লোহিত লোচন ।
 দক্ষিণে কেশব রাখুন অগ্রে হৃদর্শন ॥
 পৃষ্ঠেতে রাখুন তোরে দেব গদাধর ।
 রক্ষুন শঙ্ক পাণি প্রেমে নিরস্তর ॥
 কমলা রাখুন বক্ষ নাভিতে মুরারি ।
 উদর রাখুন তোরে দেব নরহরি ॥
 ঋগপতি-নাথ তোরে করুন রক্ষণ ।
 অধর দশন রক্ষু শ্রীমধুসূদন ॥
 দশ দিকপাল তোমা রক্ষু অরক্ষণ ।
 শ্রীগোবিন্দ পঞ্চভূত করুন পালন ॥
 সন্তোষে সদাই তোরে রাখুন দিকপতি ।
 আপনি মাধব তোরে রাখুন বুদ্ধি মতি ॥
 ত্রিবিক্রম রাখুন তোরে জীবন সংশয়ে ।
 সর্বত্র রাখুন কৃষ্ণ আনন্দ হৃদয়ে ॥
 ভোজনে শয়নে রাখুন দেব জ্ঞানর্দন ।
 ভূতলে রাখুন তোরে আদ্যাদেবীগণ ॥
 সর্বক্ষণ রাখুন কৃষ্ণ শরীর কুশলে ।
 এত বলি দিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥
 পুতনার বধ বার্তা কংসাসুর পায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্রাম দাস গায় ॥ ৩৫ ॥

শকট ভঞ্জন ।

রাগ কল্যাণ ।

শুন পরীক্ষিত ভাগবত গীত
 পুতনা বধিল হরি ।
 শব্দ গেলা দূর শুনি কংসাসুর
 মনে মহাভয় করি ॥
 যত দৈত্যগণ সচকিত মন
 পুতনা মরণ শুনি ।

করি হায় হায় কান্দে কংস রায়
 কে মাইল মোর ভয়ী ॥
 যত বৈল বাণী সত্য তাহা জানি
 মরতে জন্মিলা হরি ।
 দৈত্য বধিবারে আছে সংসারে
 নররূপে অবতরি ॥
 প্রাণে লাগে ভয় কাঁপিল হৃদয়
 পুতনা মরণ শুনি ।
 সঙ্কট এবার না দেখি নিস্তার
 শোকাতুর ভোজমণি ॥
 কংস হেনমতে বসিয়া সভাতে
 যুক্তি করে ভোজপতি ।
 হেথা গোপপুরে নন্দের মন্দিরে
 গোবিন্দ বালক মতি ॥
 যশোদা রমণী কোলে কৃষ্ণ আনি
 স্তন দিল চাঁদমুখে ।
 অপূর্ব আসনে শোয়ায়ে নন্দনে
 গৃহকর্ম গিয়া দেখে ॥
 আসনে শুইয়া চরণ নাচায়্যা
 খেলে ত্রিভুবন পতি ।
 প্রভুর নিকট আছিল শকট
 তত্বপরে বাজে নাথি ॥
 চরণের ঘায় ভাঙ্গিল ত্বরায়
 দশ দিক গেল ধ্বনি ।
 কংস চর্মকিল আসন টলিল
 স্বর্গে কাঁপে সুরমণি ॥
 শুনি গোপনাথ বলে বজ্রাঘাত
 ধেয়ে গেল গৃহবাসে ।
 যশোমতি নন্দ চাহেন গোবিন্দ
 দেখিল শকট পাশে ॥
 বলে কি হইল বড় পুণ্য ছিল
 বালক বাঁচিল মোর ।

মুখে চুস দিয়া কোলে কৃষ্ণ লৈয়া
বলে কত রিষ্ট তোর ॥
কৃষ্ণের কল্যাণে ভাট বিপ্রগণে
নানা ধন দিল দান ।
হুঃখীশ্যাম গায় তৃণাবর্ত যায়
পাইয়া কংসের পান ॥ ৩৬ ॥

তৃণাবর্ত বধ ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

হরি কথা বড়ই মধুর ।
শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ ১ ॥

তবে পরীক্ষিত ধরে মূনির চরণ ।
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥
পুতনা বধিয়া কৃষ্ণ শকট ভাঙ্গিল ।
কহ কোন মতে কৃষ্ণ গোকুলে বাঙ্গিল ॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
কহিব তোমার আগে কৃষ্ণ কথামৃত ॥
দিনে দিনে নন্দগৃহে বাড়ে নারায়ণ ।
যশোদা রোহিণী পালে দৈবকীনন্দন ॥
একদিন যশোমতি পুত্র কোলে লৈয়া ।
চুষন করেন চাঁদমুখে স্তন দিয়া ॥
নানা গীত নাট করে যশোদা রোহিণী ।
যাহ চাঁদ বিনা মনে অশ্রু নাহি জানি ॥
তৃণাবর্ত আসে কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া ।
জননীর কোল হইতে পড়ে পিছলিয়া ॥
কোলে করে যশোমতি আপন কুমার ।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ হৈল বড় ভার ॥
যশোমতি বলে শুন শুন গো রোহিণী ।
আজি বিধি কিবা করে কিছুই না জানি ॥

অচল মন্দার ভার যাহ লাগে কোলে ।
জননীর কোলে কৃষ্ণ আছে নিজাহলে ॥
আমন পাতিয়া মাতা শোয়াইল কোলে ।
তোমাতে যাহর ভার রোহিণীয়ে বলে ॥
পুত্র শোয়াইয়া গৃহকর্ণে মন দিল ।
গোবিন্দ-মায়ায় চিন্তে স্থিরতা হইল ॥
হেনকালে তৃণাবর্ত আকাশ উপরে ।
কোন রূপে বিনাশিব নন্দের কুমারে ॥
সজীবে লইয়া যাব কংস বরাবরে ।
আপন বিপক্ষে যেন ভোজপতি মারে ॥
তবে তৃণাবর্ত মায়া করিল সৃজন ।
ঘোর অন্ধকার ভেল সকল ভুবন ॥
বড়ে উপাড়িয়া পাড়ে যত তরুগণ ।
মহা ভয়াকুল হৈল গোকুল ভুবন ॥
হেনকালে তৃণাবর্ত নামিলা অলঙ্কে ।
চক্রবায়ু রূপে কৃষ্ণে তুলে অন্তরীক্ষে ॥
কোলে করি লৈয়া যায় নন্দের নন্দন ।
কোলেতে থাকিয়া কৃষ্ণ হইল চেতন ॥
তৃণাবর্ত কোলে কৃষ্ণ হয় গুরুভার ।
অতুল মহিমা কৃষ্ণ মহাশক্তি ধর ॥
হৈল মহাভার দৈত্য ধরিতে না পারে ।
আছাড়িয়া ফেলি যেন ভূমে পড়ি মরে ॥
এত চিন্তি চাহে কৃষ্ণ কেলিবার তরে ।
তবে গোবিন্দাই তার গলা চাপিধরে ॥
নানা শক্তি ধরে দৈত্য না যায় ছাড়ান ।
হু হু শব্দ করি দৈত্য ত্যজিল পরাণ ॥
যোজনেক যুড়ি তৃণাবর্তের শরীর ।
উপরে রহিল কৃষ্ণ পরম সুধীর ॥
মায়া পাতি কান্দে কৃষ্ণ অশ্রুরে গলে ।
হুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখান ।

রাগ টোড়ী ।

হরিনাম বড়ই মধুর ।

শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ ৫ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।
পতিত পাবন নাম ভবজলে ভেলা ॥
যেই মুখে না বলিল গোবিন্দের নাম ।
বিষের সমান সেই মুখে কোন কাম ॥
কৃষ্ণের মহিমা না শুনিল যেই কর্ণে ।
হেন সে পাপিষ্ঠ কর্ণ ধরে কি কারণে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যার না জপিল জিহ্বা ।
বড় মূর্থ বলি তারে জন্ম নিল কিবা ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন না কৈল যার আঁখি ।
কি কারণে চক্ষু তার ব্যর্থ করি লিখি ॥
একান্তে যে জন ভজে গোবিন্দচরণ ।
তার সঙ্গে কৃষ্ণ সদা করেন ভ্রমণ ॥
হিংসাক্রমে যেই চেষ্টা করে নারায়ণে ।
কালরূপে মৃত্যু তারে দেই সেইজনে ॥
তৃণাবর্ত্ত গলে ধরি কান্দেন মুরারি ।
পুত্র চাহি বলে তথা যশোদা সুন্দরী ॥
আপনা খাইয়া পুত্রে ভূমে শোয়াইন্তু ।
কোন দৈত্য লয়ে গেল কিছু না জানিন্তু ॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে যশোদা রোহিণী ।
কোথাকারে গেল রে জীবন বাহুমণি ॥
কান্দয়ে গোয়াল নন্দ শিরে মারে যায় ।
আরে বাছা যাড় বলি ডাকে উচ্চরায় ॥
ব্রজশিশু বলে কৃষ্ণ তৃণাবর্ত্ত গলে ।
যশোদা রোহিণী তথা নীভ্রগতি চলে ॥
মুখে চুম্ব দিয়া কোন্সে করে বাহুমণি ।
মড়ার শরীরে যেন বাহুড়ে পুরাণি ॥

অরিষ্ট শাস্তি কৈল নন্দ আনি দ্বিজগণ ।
মিত্রের বচন সদা করয়ে শ্রবণ ॥
শিশু পুত্রে কত রিটি আছে বিদ্যমান ।
আমা সব পুণ্য পুত্র পায় প্রাণদান ॥
নন্দ বলে যশোদা শুনহ মোর বাণী ।
আঁখে আঁখে রাখিও জীবন বাহুমণি ॥
দৈত্যের শরীর দাহ বলিল কিস্করে ।
নন্দের বচনে সবে দহিল অস্থরে ॥
মুক্ত হইয়া গেল দৈত্য বৈকুণ্ঠের পুর ।
তৃণাবর্ত্ত বধ বার্তা পাইল কংসাসুর ॥
তবে কত দিনে দেবী যশোমতি মাই ।
পুত্র কোলে করিয়া মঙ্গল গীত গাই ॥
ছয় মাস হৈল কৃষ্ণ বসিতে জানিল ।
আকাশের চাঁদ দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
যশোদা প্রবোধে কৃষ্ণে অনেক প্রকারে ।
পুত্র বিনে অন্ত নাহি তাহার অন্তরে ॥
আর একদিন মাতা পুত্র কোলে লৈয়া ।
আঙ্গিনায় রাখেন কৃষ্ণে স্তন পিয়াইয়া ॥
ভুবন মঙ্গল কৃষ্ণ তুলিলেন হাই ।
মুখে ত্রিভুবন দেখে যশোমতি মাই ॥
সরিং সাগর গিরি নগর জাঙ্গাল ।
নারিল লক্ষিতে মুগ্ধ গোপিকা গোপাল ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অমর নগর ।
এক ভিতে দেখে কংস আদি দৈত্যেশ্বর ॥
বসুদেব দৈবকী দেখিল এক ভিতে ।
নন্দ যশোমতি আর গোপ গোপী সাথে ॥
গংগা কানী বারাগসী দ্বারকা নগর ।
আশ্চর্য্য দেখিল যেন স্বপন গোচর ॥
বিষ্ণু মায়া কে জানিবে মোহে নন্দলাল ।
নারিল লক্ষিতে মুখ মুদিল গোপাল ॥
কিকি বলি যশোদা পুত্রের মুখে দেখে ।
গোবিন্দের মায়া হৈল স্বপ্ন হেন লখে ॥

নানা বস্ত্র পাতি ক্রমে গুয়াইয়া রাখে ।
 গড়াগড়ি বলে কৃষ্ণ শয্যায় না থাকে ॥
 ধূলায় ধূসর কৃষ্ণ অখিলের নাথ ।
 বুড়া বাড়ে মাথা গায় ফিরাইয়া হাত ॥
 হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ বলেন আজিন্দে ।
 সলাই যশোদা থাকে পুত্রের সন্ধানে ॥
 যাত্রা বিনে অন্য চিন্তা নাহিক তাহার ।
 নয়নের তারা যাহ পুতুলি হিয়ার ॥
 এখা মধুপুরে বহুদেব মহীমতি ।
 গর্গ মুনি তাঁর ঘরে হৈল উপনীতি ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল তাঁরে যত্নর নন্দন ।
 প্রণতি করিয়া কহে বিনয় বচন ॥
 শুন মহামনি মোর চিন্তের কথন ।
 কুল পুরোহিত তুমি মহা তপোধন ॥
 মরুৎকথা কহি আমি তোমার গোচরে ।
 আমার বচনে বাহে গোকুল নগরে ॥
 নন্দ গৃহে আছে মোর রোহিণী তনয় ।
 নামকরণ কর তার শুন মহাশয় ॥
 শুশ্রূষেণে আছে সেই নন্দের ভবনে ।
 হেন রূপে যাবে যেন কেহ নাহি জানে ।
 মুনি বলে সফল হইল আজি দিন ।
 আশ্রয় পাইয়া চলে মুনি নন্দের ভবন ॥
 আপনা আপনি মুনি মনেতে প্রশংসা ।
 হৃৎখীণ্যাম বলে ঐভূ চরণ ভরসা ॥ ৩৮

গর্গ মুনির গোকুলে আগমন ।

রাগ বরাড়ি ।

বহুদেব বলে যত শুনিয়া আনন্দযুত
 গর্গ মুনি হরষ অন্তর ।
 মোর বড় ভাগ্য পুণ্য জীবন জনম ধন
 আজি সে দেখিব গদাধর ॥

সমাধি সাধিয়া যার প্রজাপতি নাহি পায়
 সদাশিব পঞ্চমুখ গান ।
 সেই ঐভূ শিশুরূপে উদ্ধারিতে ভবকূপে
 নন্দমুত রূপে ভগবান ॥
 সূজন জনের গুরু সেই বাঞ্ছা কল্প
 সে রূপ দেখিব দৃষ্টিভরি ।
 আপনা প্রশংসা করি চলে মুনি দ্বারতরি
 যথা আছে মুকুন্দ মুরারি ॥
 নন্দ সিংহদ্বার স্থানে গর্গ মুনি নাম শুনে
 আইল নন্দ পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া ।
 ধরিয়া মুনির কবে লয়ে গেল অভ্যন্তরে
 সিংহাসনে বসাল পুজিয়া ॥
 কর ঝোড় করি নন্দ কহে কথা মন্দ মন্দ
 তোমা দেখি সফল জীবন ।
 *কত না কামনা ফলে ও পদপঙ্কজ মিলে
 • শুদ্ধ হৈল গোকুল ভবন ॥
 মনের মানস আছে কহিব তোমার কাছে
 যদি রূপা কর তপোধন । *
 বৃদ্ধকালে মোর ঘরে জন্মিল কুমারবরে
 কর তার নামকরণ ॥
 বিশারদ সর্প তন্ত্র নানা গুণ জ্ঞান মন্ত্র
 জান তুমি মুনি মহাশয় ।
 মহাবুদ্ধ মুনি তুমি নিবেদন করি আমি
 নাম রাখ শাস্ত্রে যেরা কল্প ॥
 গর্গ বলে শুন নন্দ তোর বোলে লাগে ধন
 ভোজকূলে আমি পুরোহিত ।
 ইহা পাছে কংস শুনে তোমা আমা বধে প্রাণে
 শিশুরে করয়ে কিবা রীত ॥
 করিয়া যুগল হাত কহে নন্দ ব্রজনাথ
 বিরল মন্দির আছে মোর ।
 রাখিয়া পুত্রের নাম যাই তুমি নিজ ধাম
 কি লাগি কংসের ভয়ে ভোর ॥

শুনিয়া নন্দের বাণী অহুমতি দিল মুনি
 আন দেখি তোমার কুমার ।
 আমার বচন ধর কোলিক আচার কর
 তখি নাম রাখিব হুঁ হার ॥
 মুনির বচন পাইয়া নন্দ আনন্দিত হৈয়া
 দুই শিশু আনে বিদ্যমান ।
 গোবিন্দ মঙ্গল পোখা ভুবনে ছল্লভ কথা
 শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ।

রাগিণী টোড়ি ।

কে জানে রামের নাম বেদে দিতে নারে সীমা
 তবে গর্গ মুনিবর শাস্ত্রের বিধানে ।
 মুণ্ডন করাহল তবে রাম নারায়ণে ॥
 যথাবিধি ক্রিয়া কৈল ছই সহোদরে ।
 বাছিয়া আনিল নাম বেদের ভিতরে ॥
 কহিতে লাগিল মুনি নন্দের গোচরে ।
 দেবের ছল্লভ দোঁহে তোমার মন্দিরে ॥
 রোহিণী নন্দন রূপে গুণে অল্পম ।
 বলে সম নহে কেহ নাম বলরাম ॥
 গর্ভ হৈতে প্রকারে হরিল দেবগণ ।
 তাথর কারণে নাম দিল সঙ্কষণ ॥
 শরৎ পূর্ণিমা জিনি তহু অল্পম ।
 হল মুঘলধারি হলায়ুধ নাম ॥
 কৃপা অল্পম রূপে যশোদা কুমার ।
 শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নাম ঘুবিবে সংসার ॥
 পূর্বে বান্দেব ঘরে জনম লাভিল ।
 তখির কারণে বান্দেব নাম হৈল ॥
 আর বত যত নাম আছরে ইহার ।
 চারি মুখে ব্রহ্মা ইহা নারে কহিবার ॥
 পঞ্চ মুখে পঞ্চানন যার গুণ গানে ।
 অনন্ত সহস্র গুণে যে নাম ধাখালে ॥

যে নাম সইলে ভব তরে অবহেলে !
 দেবতা ডাকয়ে সদা দৈত্য কোপানলে ॥
 সুদর্শন চক্রে হরি দৈত্য গংহারিবে ।
 সকল ভুবন কৃষ্ণ নাম উদ্ধারিবে ॥
 কত যে কৃষ্ণের নাম বলিতে না পারি ।
 তপ ফলে তোর ঘরে মুকুন্দমুরারি ॥
 বড় ভাগ্যবান তুমি সংসার ভিতরে ।
 তোমার পুণ্যের কথা নারি বালবারে ॥
 সিদ্ধ য়ানগণ চন্তে যে পদকমলে ।
 পুত্র বলি হেন জনে তুমি কর কোলে ॥
 পালিহ যতন করি নয়নে নয়নে ।
 পাপিষ্ঠ কংসের দূত না দেখে যেমনে ॥
 কহিয়া চলিলা মুনি ঝরিত গমনে ।
 রোহিণী করিল কোলে দৈবকা নন্দনে ॥
 যশোদা রমণী বলরামে নিল কোলে ।
 আনন্দ হইয়া নন্দ বৈসয়ে গোকুলে ॥
 গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ বাল্যকৈলি ।
 হেন রূপে নন্দ ঘরে বাড়ে বনমালী ॥
 দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ।
 নানা রঙ্গে ছটী ভাই ক্রীড়া করি ফিরে ॥
 প্রতি দিন যশোদা বাছুর বেশ করে ।
 বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ নাহি রহে ঘরে ॥
 ভুজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে যায় ।
 প্রজ্বল অনলে কৃষ্ণ হস্ত যে বাড়ায় ॥
 বৎসক শুভিয়া থাকে তার পাছে ধায় ।
 লাজুল ধরিয়া তার টানে যহ্মায় ॥
 প্রাণভয়ে বাছুরি পলায়ে যায় দূরে ।
 হাঁটু ভাঙ্গি পাড়ে কৃষ্ণ শোণিত নিকলে ॥
 শূকর ভুগেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি ।
 মার্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালি ॥
 শ্বানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত ।
 যশোদা না ছাড়ে তিলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ॥

নবম মাসের কৃষ্ণ হইল যখন ।
 বাহির হইল মুখে যুগল দর্শন ॥
 দেখিয়া যশোদা নন্দ আনন্দ অপার ।
 যাদুর ভোজন হেতু করিল বিচার ॥
 কুল পুরোহিত নন্দ আনে ডাক দিয়া ।
 নির্ণয় করিল দিন সুযোগ পাইয়া ॥
 নিমন্ত্রণ দিল নন্দ যত বন্ধুগণে ।
 আনন্দে হৃদ্য ভাজে নন্দের ভবনে ॥
 বৈশাখে সুযোগ তাই অক্ষয় তৃতীয়া ।
 বিবিধ বিধানে কৃষ্ণে বরণ করিয়া ॥
 দশ দণ্ড দিবস করিয়া পরিমিতে ।
 যশোদা রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধচিত্তে ॥
 বিবিধ মিন্দির অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
 নন্দ কৃষ্ণে কারি কোলে লহল তখন ॥
 অন্ন বলয় রত্নহার মাণি গলে ।
 অগুরু চন্দন চুরা কুসুম শিখালে ॥
 পরাইল পাতিধড়া গলে পুষ্পমালা ।
 চরণে নুপুর দল বড়ই রসাল ॥
 যাহ কোলে করি নন্দ বাসল আসনে ।
 ভোজন করান কৃষ্ণে আনন্দিত মনে ॥
 নাচে গায় ব্রজনারী আনন্দিত হৈয়া ।
 পুষ্পবাটী করে দেব নন্দ প্রশংসয়া ॥
 অখিল ভুবনপাত নন্দ কোলে সাজে ।
 ভোজনে বাসন নন্দ কুটুম্ব সমাজে ॥
 আচমন স্নান ভোগ কৈল শুশ্রূষাপান ।
 বিপ্র ভাটে করে নন্দ নানা রত্ন দান ॥
 হৈল রূপে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মান্দরে ।
 মাসাবধি গেল বাড়ে বৎসরে বৎসরে ॥
 তিন উদ্ধ হৈল কৃষ্ণ চতুর্থ বৎসরে ।
 নবনীর আশে ফিরে গোপিনীর ঘরে ॥
 শুকদেব বলে গুন রাজা পরাক্রিত ।
 গোবিন্দরঙ্গ হৃৎকান্দ্য বিরচিত ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বালালীল ।

রাগ কল্যাণ ।

পরীক্ষিত রাজা গুন কৃষ্ণের নির্মল গুণ
 গোকূলে গোবিন্দ অবতার ।
 স্বর সিদ্ধ মুনগণে বাহারে না পায় ধ্যানে
 হেন হরি নন্দের কুমার ॥
 ভাগ্যবতী নন্দরাণী কোলে লৈয়া নীলমণি
 চাঁদমুখ দেখে নেহারিয়া ।
 সূর্য চূড়ন শিরে • অঙ্গদ বলয় করে
 ভোল ভোল মুখে চুম্ব দিয়া ॥
 দোহতী মুকুতা গলে ব্যাঘ্রনখ বুক দোলে
 ঞ্জিত গঞ্জিত রত্নমাণি ।
 পরাইল পীত ধড়া কটিতে কিকিণী বেড়া
 • পায় শোভে নুপুর বাজনি ॥
 করিয়া কৃষ্ণের বেশ যশোমতি পরবেশ
 গৃহ কর্ম করিবার তরে ।
 তবে কৃষ্ণ মনোরথে চলি যায় রাজপথে
 উপনীত গোপীর মন্দিরে ॥
 হেনকালে সেই নারী কাণ্ডেতে কলঙ্গী করি
 যমুনা চলিল জগ আশে ।
 তার শ্রুত ঘরে যাহ নবনী শর্করা মধু
 খায় আর চাহে চারি পাশে ॥
 পাইয়া দধির লেশ চতুর সে মথুরেশ
 অভ্যস্তরে গেল নারায়ণ ।
 অন্ধকার ঘরখান হৈল মহা দীপ্তিমান
 পাইয়া প্রভুর দরশন ॥
 সিকায় দধির হাঁড়ি কৃষ্ণ বলে খাব পাড়ি
 দেখে প্রভু না পাইল হাত ।
 চতুর ঠাকুর হরি উৎখল ভর করি
 দধি চুরি করে জগন্নাথ ॥
 হাঁড়ি ভাঙ্গে নড়ি দিয়া দধিপড়ে ভেদ পাইয়া
 উর্দ্ধে মুখ পাতেন মুরারি ।

খাইয়া সকল দধি দ্বারে বৈস' গুণনিধি
 হেনকালে আইসে সেই নারী ॥
 কৃষ্ণ বলে শুনি ধনি গেলে গো আনিতে পানী
 এতক্ষণ কোথায় আছিলে ।
 গৃহে গিয়া দেখ তুমি রাখিতে নারিছ আমি
 সব দধি খাইল বিড়ালে ॥
 এত বলি গোপিকারে চলি গেল নিজ ঘরে
 গোপী গৃহে দেখে প্রবেশিয়া ।
 দধির ঘটকী দেখি জানিল চতুরা সখী
 খাইল কৃষ্ণ দধি চোরাইয়া ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের বালক নীত
 গোপিগৃহে করে নানা খেলা ।
 হুঃখীশ্যাম দাস কয় শুনিলে জনম নয়
 তরি নাম ভব জলে ভেলা ॥ ৪১ ॥

গোপাল ও গোপাঙ্গনাদিগের
 সহিত কৃষ্ণের বাল্য ক্রীড়া ।

রাগিণী সুরিনী ।

কত রঙ্গ জান হে কানাই ।
 তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই ॥
 কাল অঙ্গে ঢলে মণি মুকুতার মালা ।
 সতীপনা ছাড়িল গোকুলের কুলবালা ॥
 আঁখির নিমিখে শ্যাম জাতি কুল নিলে ।
 সুরলির ঘোরে সবে রহিতে না দিলে ॥
 সে ধনী কেমনে জীয়ে না দেখিলে তোমা ।
 ও রাজা চরণে ধূলি মাগে হুঃখীশ্যামা ॥ ৪২ ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
 যশোদা কৃষ্ণের বেশ করে নীতি নীতি ॥
 তুল্য বেশ শিশু সঙ্গে রঙ্গে ছই তাই ।
 বাড়ীর বাহিরে গিয়া কোতুকে খেলাই ॥

দলিত অঙ্কন জিনি তবু কাঁচা সোণা ।
 শিরোমণি পৃষ্ঠে দোলে পাটের ধোপান ॥
 একে সে ভঙ্গিমা কটি পীত ধড়া তায় ।
 রসাল কিঙ্কণী বর পঞ্চমত গায় ॥
 বদন বিমল চাঁদ দিগে নাই সীমা ।
 হেন মুখে চন্দ্র দেয় যশোমতী রামা ॥
 বালা বয়সে রঙ্গে খেলে ছটি ভাই ।
 বাহিরে বাহিরে গিয়া কোতুকে খেলাই ॥
 ক্রীড়া সাজ কর তব দেব চক্রধর ।
 গেলা এক গোপী ঘরে চোরাইতে সর ॥
 গৃহে গিয়া প্রবেশিলা দেব গোবিন্দাই ।
 দধির ঘটকী তথা দেখিবারে পাই ॥
 খাইল সকল সর দেব নরহরি ।

দোলায় বালক আছে দেখিল মুরারি ॥
 তার মুণ্ডে ঢালে কৃষ্ণ পূর্ণ জল ঘট ।
 হেনকালে তার মাতা আইল নিকট ॥
 গোপীরে দেখিয়া কৃষ্ণ যায় পলাইয়, ।
 কৃষ্ণের পশ্চাতে গোপী যায় খেদাড়িয়া ॥
 হাতাহাতি পলাইয়া গেল বনমালী ।
 ভেট না পাওয়া তবে বাতড়ে গোয়ালী ॥
 তবে এক দিন কৃষ্ণ বিচারিয়া মনে ।
 উপনীত হৈল এক গোপীর ভবনে ॥
 শুন গো সুন্দরি এক উপদেশ বাণী ।
 কর পূর্ণ কুরি সর দেহ গোয়ালিনি ॥
 তোমার ঘরেতে তবে না আসিবে চোর ।
 সত্য কথা কহি আমি বরাবর তোর ॥
 শুনিল্য উষতচিত্ত হৈল গোয়ালী ।
 ছুয়েক মোহনা হৈতে সর আনে তুলি ॥
 গোবিন্দের কর তাহে নহিল পুরণ ।
 কৃষ্ণ বলে সর আন শুন গোপীগণ ॥
 ব্যস্ত হৈল গোয়ালিনী ইহা দেখি শুনি ।
 পড়সীর ঘর হৈতে সর মাগি আনি ॥

শতেক হাঁড়ির সর এমন প্রকারে ।
 বারে বারে দিল লৈয়া গোবিন্দের করে ॥
 কর পূর্ণ না হইল বাহুমণি হাসে ।
 ধাইল সে সব সর একই গরাসে ॥
 দেখি চমকিত গোপী নাকে দিল হাত ।
 মচকি হাসিয়া গৃহে গেল গোপীনাথ ॥
 তবে দিনান্তরে কৃষ্ণ বিচারিল মনে ॥
 উপনীত হৈল এক গোপীর ভবনে ॥
 আঙ্গিনে বসিয়া গোবিন্দাই ধূলি খেলে ।
 দেখিয়া স্তন্দরী রাধা কৃষ্ণ কৈল কোলে ॥
 ঝাড়িল অঙ্গের ধূলা নেতের আঁচলে ।
 চাঁদমুখে চন্দ্র দিয়া চাপিল বিছোলে ॥
 কোলে দেখি কিশোর মুরতি নারায়ণ ।
 রাধারে দিলেন কৃষ্ণ গাচ আলিঙ্গন ॥
 কবীর খসায় কৃষ্ণ পাইয়া কৌতুকে ।
 কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচযুগ দেখে ॥
 রাধা বলে না জামিয়া কোলে কৈহু কেনে ।
 শিশুমুর্তি দেখিতে এমন কেবা জানে ॥
 এমত লইয়া যাব যশোদার ঠাঁই ।
 এমন ঢামাল শিশু কার ঘরে নাই ॥
 রাধিকার কোলে হৈতে গোবিন্দ খসিল ।
 রাম আদি শিশু যথা তথাকারে গেল ॥
 শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলেন গোবিন্দ ।
 যাচিয়া কানাই সব সঙ্গে করে দ্বন্দ্ব ॥
 ঠেঁকাঠেকি করি মারে ধরি মুণ্ডে মুণ্ডে ।
 অবনীর ধূলি তুলি দেয় কার তুণ্ডে ॥
 কান্দিয়া সে সব শিশু নিজ ঘরে যায় ।
 কান্ধুর চরিত্র গিয়া কহে বাপ মথ্য ॥
 অনেক জঞ্জাল কৃষ্ণ করিল গোকুলে ।
 নখ ফুটাইয়া কৃষ্ণ কান্দায় ছাওয়ালে ॥
 কার দধি ভাণ্ড ভাঙে কাহার ঘটকী ।
 জঞ্জাল দেখিয়া সবে হৈল মনোহুঃখী ॥

তবে আর এক গৃহে গিয়া গোবিন্দাই ।
 দধির ঘটকী কৃষ্ণ দেখিল তথাই ॥
 স্তূথে সর খায় কৃষ্ণ বসিয়া ছুরারে ।
 আচম্বিতে গোপী আসি কৃষ্ণ হাতে ধরে ॥
 চোর চোর বলি ডাক দিল গোয়ালিনী ।
 ধাইল সকল গোপী চোর নাম শুনি ॥
 সব মেলি লৈয়া গেল নন্দের মন্দিরে ।
 নোত সঙ্গে চোর দিল যশোদার করে ॥
 শুন গো যশোদা তোঁর পুত্রের সন্ধান ।
 গোবিন্দমঙ্গল ভঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ৪২ ॥

যশোদার নিকট গোপীদিগের

• • গোহারী ।

• এমন কেবা জানে গো
 • এমন কেবা জানে ॥ ৩ ॥
 হেনমতে ব্রজাঙ্গণা কৃষ্ণহাতে ধরি ।
 উপনীত হৈল যশোদার বরাবরি ॥
 লাজে নম্র মুখ হৈয়া কেহ কেহ চাহে ।
 মুখরিত হৈয়া কেহ যশোদারে কহে ॥
 শুন শুন যশোদা নন্দের পাটরাণী ।
 বড়ই জঞ্জাল করে তোঁর বাহুমণি ॥
 গোরস ঘটকী কত লুকাইতে নারি ।
 অলক্ষিতে গিয়া কৃষ্ণ দধি করে চুরি ॥
 এক সখী বলে কান্ধ গেল মোর ঘরে ।
 হেনকালে যাই আমি জল আনিবারে ॥
 অন্ধকার ঘর দধি সিকাতে আছিল ।
 দধির উদ্দেশে কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গেল ॥
 না জানি তোঁমার বাহু কি জানে সাধন ।
 বাহুমার রূপে আলো হৈল নিকেতন ॥
 সিকায় দধির হাঁড়ি দেখিল লাক্ষাতে ।
 উত্থলে ভর করি মা পাইল হাতে ॥

নড়ি দিয়া সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যছরায় ।
 দধি পড়ে হেট হৈতে মুখ পাতি ধায় ॥
 হেনরূপে দধি খাইয়া খেলায় ছয়ায়ে ।
 স্নান করি জল লৈয়া আইলাম ঘরে ॥
 মোরে বলে সব দধি খাইল বিভাল ।
 সেই হৈতে জানি দধি-চোর নন্দলাল ॥
 আর এক সখী বলে শুন নন্দনারী ।
 চুলাতে বসায় হুঙ্ গৃহ কর্ম করি ॥
 দোলাতে বালক মুক্তি ছিহুত গুয়াইয়া ।
 হেনকালে মোর ঘরে গেলেন যাছয়া ॥
 হাঁড়ি ভাঙ্গি ক্ষীর সর খাইল সকল ।
 দোলায় বালক তার মুণ্ডে ঢালে জল ॥
 আমারে নিকটে দেখি পলাইয়া গেল ।
 ধাইয়া গেলাম তার লাগালি না পাইল ॥
 এক সখী বলে কাহু খেলায় বসিয়া ।
 কোলে টেকু তারে ধূলি ধূসর দেখিয়া ॥
 চুষ দিতে চুষ দেয় আমার অধরে ।
 কেশ্বর কঙ্কণ হার ছিড়ি ফেলে দূরে ॥
 কাঁচলি চিরিয়া নখে কুচয়ুগ দেখে ।
 কারে কি বলিব লাজে রহি হেট মুখে ॥
 আর এক সখী বলে শুন নন্দনাগী ।
 তোর কৃষ্ণ বলে মোরে শুন গোয়ালিনী ॥
 কর পূর্ণ করি সর দেহ মোর করে ।
 তবে কভু চোর না আসিবে তোর ঘরে ॥
 উষত হইল মুক্তি তারে দিতে সর ।
 শতেক হাঁড়ির সরে না পুরিল কর ॥
 কৃষ্ণের চরিত্র দেখি লাগিল তরাসে ।
 খাইল সকল সর একই গরাসে ॥
 আর যত কর্ম করে তোমার কানাই ।
 হেন বুঝি গোকুলে বসতি হবে নাই ॥
 সামালিয়া রাখ তুমি আপন ছাওয়ালে ।
 নহিলে আমরা নাহি ব্রহ্মি গোকুলে ॥

গুনিয়া যশোদা ক্রোধে এ সব বচনে ।
 এ কথা পরীক্ষা লব সবা বিদ্যামানে ॥
 শীঘ্র করি সর আন বলে রোহিণীয়ে ।
 দেখি কত সর ধরে যাছরায় করে ॥
 ইঙ্গিতে রোহিণী সর আনিল সম্মুখে ।
 ভাটা এক প্রায় সরে দুই কর ঢাকে ॥
 যশোদা বলেন হের কি দেখ গোয়ালি ।
 কেমনে সে সব সর খাইল বনমালী ॥
 বল যে শতেক হাঁড়ির সর আমি দিহু ।
 তোমা সবাকার কথা প্রত্যক্ষ জানিহু ॥
 এইমত দোষ দেহ আমার গোপালে ।
 আমার যাছরে কেহ না করিহ কোলে ॥
 কোলে কৈলে সবে বল বড়ই ঢামাল ।
 কিবা রতি রঙ্গ জানে দুহের ছাওয়াল ॥
 যৌবনের ভরে দেহ ধরিতে না পার ।
 আমার যাছর রূপে পুড়িয়া সে মর ॥
 বড়র বহুয়ারি বল নাই লাজ ভয় ।
 গত কহ সুব মিথ্যা সত্য কিছু নয় ॥
 আজি হৈতে যাছয়া না যাবে কার দ্বার ।
 গৌরব রাখিয়া যাহ ঘর আপনার ॥
 গোপিনী পাইল লাজ যশোদার বোলে ।
 লাজে নম্র হৈয়া সবে মুখ করে তলে ॥
 হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ ।
 সর্ব কথা পাসরিল পাইল বড় সুখ ॥
 তবে সবে চলি গেলা আপনার ঘরে ।
 যশোদা করিল কোলে বালক সুন্দরে ॥
 লক্ষ চুষ দিয়া পিয়াইল দুই স্তন ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীশ্রাম বিরচন ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণের মুক্তিকা ভক্ষণ ।

রাগ ধানত্রী ।

এক দিন যশোমতি হইয়া আনন্দ অঁ
 যাছয়া চাঁদের বেশ করে ।

মঞ্জিয়া রসের পুঞ্জ নয়নে অঞ্জন রঞ্জে
 সুরঙ্গ চূড়না দিল শিরে ॥
 অলকা গিরি ছটা কপালে চন্দন কৌটা
 . আপনি সাজায় নন্দরাণী ।
 ভুঞ্জে ঝাঁপা বাজুবন্দ অঙ্গদ মাণিক ছন্দ
 . বলয়া বিচিত্র রত্নমণি ॥
 গলে দোলে মণিহার কৌজ্জভ মণ্ডিত তার
 . কটিতে পরায় পীতধড়া ।
 বাজনি নৃপুত্র পায় বাঁহুরে বলেন মায়
 না যাইহ গোয়ালার পাড়া ॥
 থাকিহ বলাইর সঙ্গে ঘরে বসি থেল রঞ্জে
 . ক্ষীর সর যত খাবে ষাও ।
 আমার বচন শুন ওহে রাম নারায়ণ
 . আজিনাতে বসিয়া থেলাও ॥
 এত বলি দৌহাকারে যশোদা গেলেন ঘরে
 যথোচিত কর্ম করিবারে ।
 তবে রাম গোবিন্দাই সঙ্গে খেলে ছুটী ভাই
 চলি গেল বাড়ীর বাহিরে ॥
 ক্রীড়া কোতুক করি পরম দয়াল হরি
 মৃত্তিকা ভক্ষয়ে বহুরায় ।
 এত দেখি বলরাম ধায়্যা গেল নিজ ধাম
 জানাইতে যশোমতি মায় ॥
 শুন শুন ওগো মাতা তোমার বাহুর কথা
 মৃত্তিকা ভক্ষয় এক ঢেলা ।
 শুনিয়া রামের বাণী ততক্ষণে নন্দরাণী
 শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে গেলা ॥
 সর ক্ষীর দূরে ফেলি হংস যেন মাটি গিলি
 না জানি পাইলা কত সুখ ।
 ক্রোধে রাণী বলে তারে ছাট তুলে মারিবারে
 . মরমে পাইয়া বড় হুঃখ ॥
 কৃষ্ণ বলে যশোদারে বলাই প্রলাপ বলে
 ক্রোধভঙ্গ না হও জননী ।

স্বরূপ কহিল মাই মৃত্তিকা নাহিক খাই
 মুখমেলি দেখহ আপনি ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি ততক্ষণে নন্দরাণী
 কোলে করি দেখিল বদন ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হুস্ত কথা
 হুঃখী শ্রাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥৪৪॥
 শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে বদনে
 ব্রহ্মাণ্ড দেখান ।
 আরে আমার জীবন বাহুমার্গ ॥ ৪৫ ॥
 যশোদা বাহুর বাল পরীক্ষা লাগিয়া ।
 ততক্ষণে চাঁদ মুখ দেখে নেহালিয়া ॥
 অধর ধরিয়া করে দেখে নন্দরাণী ।
 কৃষ্ণের উদরে দেখে ত্রিজগত প্রাণী ॥
 স্রমেরু সাহিত্য দেখে পর্বত শিখর ।
 গঙ্গা আদি নদী দেখে এ সপ্তসাগর ॥
 মুনিগণ তপ করে কৃষ্ণের উদরে ।
 পদাতিকগণ তথা মল্লযুদ্ধ করে ॥
 নানা রূপ গজ বাজী দেখিল অপার ।
 পশু পক্ষী লক্ষ লক্ষ জীব জন্তু আর ॥
 নগর চত্বর দেখে দেউল জাজ্বাল ।
 নবগ্রহগণ দেখে অষ্ট লোকপাণ ॥
 ইন্দ্র সুররাজ দেখে সঙ্গে শচী নারা ।
 নাচে গায় বিদ্যাধরী কিন্নর কিন্নরা ॥
 শ্রাবর জঙ্গম দেখে তরুলতাগণ ।
 স্থানে স্থানে দেখে মহা রাজ-আয়োজন ॥
 গয়া কানী হরিদ্বার বদরিকা স্থান ।
 গর্তে বসি যোগীগণ ধরিয়াছে ধ্যান ॥
 চন্দ্র সূর্য্য আদি দেখে দর্শ দিকপাল ।
 নাগলোক আদি করি এ সপ্ত পাতাল ॥

মথুরা নগর দেখে কংস ভোজপতি ।
 বহুদেব দৈবকা শে দৌহার মুরতি ॥
 গোবর্জন গিরি দেখে কালিন্দার কুল ।
 গোলোক অধিক স্থান দেখিল গোকুল ॥
 নন্দ ব্রজরাজ দেখে যশোদা সুলক্ষী ।
 আনন্দে বসিয়া আছে কৃষ্ণ কোলে করি ॥
 বলাই করিয়া কোলে বসেছে রোহিণী ।
 কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তব করে সুর মুনি ॥
 চতুর্দশ প্রজাপতি বেদ পাঠ করে ।
 পঞ্চ মুখে পঞ্চানন পঞ্চ নাম ধরে ॥
 গোপিগণ নাচে গায় নানা রঙ্গরসে ।
 রাধা রসবতা মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে ॥
 ধেনু বৃথিবৃথ দেবে সঙ্গ বংশ তার ।
 বেত হস্তে কারি বলে ব্রজের কুমার ॥
 দেখিয়া মোহিত দেবা নন্দের ঘরণী ।
 লক্ষিতে না পারে সে বালক যত্মণি ॥
 কি জানি দোথহু গ্রাম কৃষ্ণের বদনে ।
 প্রত্যক্ষ দোথহু কবচ নিন্দার স্থপনে ॥
 না জানি কি মায়া মোরে কেল দেবগণ ।
 এই বা ক শিশু রূপে দেব নারায়ণ ॥
 এত বাণ কোলে হুণ নইল কুমার ।
 শৌভ্রগাত মান্দরে করিল আগুসার ॥
 নন্দকে কাহতে চাহে না আহসে বদনে ।
 গোবিন্দ মোহল মন স্থর নাহি জানে ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত অপূর্ণ ভুবনে ।
 হৃৎকাম্য দাস কহে গাত নারায়ণে ॥ ৪৫ ॥

নন্দ যশোদার পূর্ববৃত্তান্ত ।

রাগিণী স্নেহিনী ।

এতক শুনিয়া পরীক্ষিত নরপতি ।
 শুকদেবে জিজ্ঞাসিল করিয়া প্রণতি ॥

যুগল করিয়া কর পুছিল রাজন ।
 এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥
 অচিন্ত্য কৃষ্ণের রূপ চিন্তননা যায় ।
 সমাধি সাধিয়া বিধি জনম গোষ্ঠায় ॥
 যার প্রেম লাগি হর বলেন বৈরাগ্যে ।
 মুনিগণ যার নাম গায় বেদমার্গে ॥
 যার নামে পতিত পরম পদ পায় ।
 কি লাগি এতক দয়া নন্দ যশোদায় ॥
 রাজার বচনে কহে ব্যাসের নন্দন ।
 তোমাকে কহিব শুন পুরাণ বচন ॥
 প্রথম যুগেতে বিশ্বধাতা তাম্র নাম ।
 অষ্টবহু হৈল তার আত অহুপম ॥
 অষ্টবহু বলী নাম দিল পুত্রগণে ।
 জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রোণবহু বিদিত ভুবনে ॥
 তার মুখ্য মহাদেবী নাম ধরে ধরা ।
 রূপে গুণে অহুপম দেখি যে অপ্সরা ॥
 পুত্রবধু প্রশংসিয়া বলে পদ্মাসন ।
 অধিকারী হৈয়া কর স্থষ্টির পালন ॥
 পিতার বচনে দ্রোণ ছই কর যুড়ে ।
 প্রণতি করিয়া কহি পিতার নিয়ড়ে ।
 ভাল আজ্ঞা দিল মোরে দেব প্রজাপতি ।
 বর দেহ রহ মোর কৃষ্ণপদে মতি ॥
 তবেত তোমার আজ্ঞা করি অঙ্গীকার ।
 বিনয় বচন ব্রহ্মা শুনিয়া দৌহার ॥
 পুত্রবধু প্রশংসিয়া প্রজাপতি বলে ।
 রহিবে তোমার মতি কৃষ্ণপদতলে ॥
 বর দিয়া প্রজাপতি হৈল অভ্যর্থন ।
 ধরাসঙ্গে কৈল যহু গৌবিন্দ ধ্যান ॥
 শরীর স্থখিয়া জন্ম লৈল মহীতলে ।
 নন্দ যশোমতি নাম প্রকাশে গোকুলে ॥
 কামনার ফলে সে গোবিন্দ পাইল কোলে
 পরম আনন্দে নন্দ কৃষ্ণ প্রতিপালে ॥

নন্দ যশোদার কথা কহিছু তোমায়ে ।
পূর্ব জন্ম ছিল তার বিধাতার ঘরে ॥
শুনিয়া সন্তোষ রাজা শুক মুখে ভাষ ।
কৃষ্ণ বাল্যকলি কথা পুণ্যের প্রকাশ ॥
শুকদেব যেন শুন রাজা পরীক্ষিত ।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্রাম বিরচিত ॥ ৪৬ ॥

দধি মন্দন ।

রাগ গান্ধার ।

শুক বলে শুন রাজা পুরাণ কাহিনী ।
নন্দ যশোদার কথা পুরাণে বাখানি ॥
অবতার চূড়ামণি নন্দ্র মন্দিরে ।
সমাধি সাধিয়া বিধি না পায় যাহারে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ধীর অস্ত নাহি পান ।
তপোফলে নন্দ্র মন্দিরে ভগবান ॥
হেন প্রভু যশোদার মাগে স্তনপান ।
পরম কারণ কৃষ্ণ গুণের নিধান ॥ •
যথা তথা থাকে নন্দ কাহ্ন পড়ে মনে ।
যশোদা পালেন কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥
নন্দ যশোদার তপ জগতে বিদিত্তি ।
যার কোলে নারায়ণ বালক মুরতি ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী ।
এক দিন প্রভাতে উঠিল নন্দরাণী ॥ •
নিরমল নারে মুখ প্রক্ষালন করি ।
সহচরীগণে বলে যশোদা স্তনদ্রী ॥
নিতি নিতি কর সব গোরস মখন ।
কতেক নবনী হয় না কহ কখন ॥
গোরস মখন আজি করিব আপনি ।
নির্ধর আশ্রিব হয় কতেক নবনী ॥
আনহ দধির হাণ্ডী ছান্দনি মখনি ।
সেইরূপে লব নিত্য যত হয় ননী ॥

যশোদার বোল এত শুনিয়া কিকরী ।
আনিল দধির হাণ্ডী জন দশ ধরি ॥
ছান্দনি মখন আনি দিল বিদ্যামানে ।
যশোদা মথয়ে দধি দাণ্ডায়ে অঙ্গনে ॥
সীঁতাতে সিন্দূর তার উজ্জল কপালে ।
উপরে অলকা শোভে কাদম্বিনী তলে ॥
ডাহিনে লোটন টানি নানা ফুল গাভা ।
আধ উড়নি তছপরে করে শোভা ॥
মাণিক খচিত রত্ন কড়ো দুই কাণে ।
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি অঙ্গন রঞ্জে ॥
পূর্ণ সূত্র নামাপুটে মুকুতার ফল ।
বদন বিমল চাঁদ জিনিয়া স্তন ॥
রতন কঁচলি পরে কুচের উপর ।
প্রবাল মুকতা গলে হার মণিবর ॥
সুঁনাতি গভীর কূপ অতি ক্ষীণমায়া ।
দেখি লাজে বিপিনে বিহরে মৃগরাজা ॥
তপ্ত কাঞ্চন গেইর দেহের বরণ ।
দুই করে রত্ন চুড়ি হাটক কঙ্কণ ॥
অপূর্ব অঙ্গন শোভে অঙ্গুলে অঙ্গুরী ।
বল্লকী জিনিয়া তাঁর বচন মাঝুরী ॥
কটিতে মেখলা সাজে রসাল কিকিণী ।
জলদবরণ বস্ত্র পরে নন্দরাণী ॥
রামরত্না জিনি উরু যুগল স্তনান ।
কনক নুপুর পায় পুরে নানা তান ॥
চম্পক কলিকা জিনি চরণ অঙ্গুলি ।
তাহে সারি সারি শোভে স্তবর্ণ পাহুলি ॥
হেন রূপে গোরস মখন নন্দরাণী ।
রসাল কিকিণী অঙ্গে করে নানা ধনি ॥
হেনকালে আলস্য ত্যাজিয়া যত্নমণি ।
কান্দিয়া বেড়ান কৃষ্ণ চাহিয়া জননী ॥
রোহিণী যাহুরে দিল যশোদার পাশ ।
গোবিন্দমঙ্গল গায় দুঃখীশ্রামদাস ॥ ৪৭ ॥

যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণের উদুখলে বন্ধন ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

এমন কেবা জানে গো এমন কেবাজানে ॥

গোরস মথন করে যশোদা স্তন্দরী ।

মায়া পাতি কান্দে কৃষ্ণ মকন্দ মুরারি ॥

গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণ ধরণী উপর ।

লালে জর জর তন্তু ধলায় ধূসর ॥

এত দেখি যশোদা যাড়ের কৈল কোলে

মুখানি মুছিল তঁর নেতের আঁচলে ॥

ঝাড়িয়া গায়ের ধূলা পিয়াইল স্তন ।

মুখ নেহালিয়া বলে মধুর বচন ॥

আচ্ছিনাতে বসিয়া খেলাও যাডমণি ।

গোরস মথিয়া দিব এ ক্ষীর নবনী ॥

কৃষ্ণে বসাইয়া ভূমে যশোদা স্তন্দরী ।

গোরস মথন করে দণ্ড করে ধরি ॥

ভাসিয়া ভাসিয়া কৃষ্ণ ভামাণ্ডি যায় ।

দণ্ড করে ধরি রঞ্জে নাচে যত্নরায় ॥

দশন স্নকতা পাতি দেখান হাসিয়া ।

খাইব নবনী কিছু দেহ না তুলিয়া ॥

যশোদা বলেন যাড দণ্ড পরিহর ।

মথন না হয় যে জঞ্জাল কেন কর ॥

এত বলি কোলে তুলি লইল যতনে ।

করেতে নবনী দিয়া বসায় অঙ্গনে ॥

পুনরপি গিয়া কৃষ্ণ ঘটকী ধরিল ।

ভট করে দণ্ড ধরি নাচিতে লাগিল ॥

যশোদা বলেন শুন স্তন্দর গোপাল ।

কিসের কারণে কর এতেক জঞ্জাল ॥

পুনরপি কোলে করি লইল কৃষ্ণেরে ।

যাড কোলে কর বলি দিল রৌহিণীরে ॥

রৌহিণীর কোলে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল ।

অনেক প্রকারে বোধি রাখিতে নারিল ॥

লালেতে আবৃত তনু হৈল কলেবর ।

কান্দিয়া কান্দিয়া গেলা মায়ের গোচর ॥

ধাইয়া যশোদা দেবী কৃষ্ণ কৈল কোলে ।

মুছিল বদন চান্দ নেতের আঁচলে ॥

স্তন নাহি খায় কৃষ্ণ না ছাড়ে করুণ ।

কোলেতে থাকিয়া দণ্ড ধরে পুনঃ পুনঃ ॥

যশোদা বলেন কৃষ্ণ প্রমাদীয়া বড় ।

এত দিনে জানিহু গোপিনী বোল দঢ় ॥

রত্ন খাড়ু, দিয়া যাছ চূর্ণ কৈল হাঁড়ি ।

ক্রোধ করি যশোমতি করে নিল দড়ি ॥

দেখিয়া পলায় কৃষ্ণ ভুবনমোহন ।

খেয়াড়িয়া যায় সে যশোদা নারী জন ॥

ধাইয়া ছুটিল দেবী নন্দের রমণী ।

ধরিতে নারিল সে বালক যত্নমণি ॥

আছাড় খাইয়া পড়ে হয় রক্তপাত ।

দেখিয়া মায়ের মুখ রহে গোপীনাথ ॥

যশোদা ধরিল তবে বাছুরায় করে ।

কান্দিয়া বলেন কৃষ্ণ না মারিহ মোরে ॥

ধরিয়া লইল তবে আপনার ঘরে ।

উদুখলে রজ্জু দিয়া বান্ধিব কৃষ্ণেরে ॥

আনিল অনেক দড়ি কল্পিয়া যতন ।

ত্রিভুবন-পতি কৃষ্ণ না যায় বন্ধন ॥

শ্রমভরে বস্ম দিল বান্ধিতে নারিল ।

দেখিয়া মায়ের ডঃখ দয়া উপজিল ॥

আগম নিগম বেদে না জানে যাঁহারে ।

গোকণ্টক পাশেতে যশোদা বান্ধে তাঁরে ॥

যাডের বান্ধিয়া করে গোরস মথন ।

গোবিন্দমঙ্গল গায় শ্রীমুখনন্দন ॥ ৪৮ ॥

ভঙ্গ ।

রাগিনী করুণা ।

নন্দরাণী ক্রোধ চিত্তে বান্ধিয়া ভুবননাথে

করে দেবী গোরস মথন ।

পরম দয়ালু হরি ষারে ভাবে বেদ চারি

ধ্যানে নাহি পায় মুনিগণ ॥

সে প্রভু কমল অঁখি যমল অর্জুন দেখি

হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ যায় ।

এক শিখে ছই তরু মণ্ডে রহে মহামেরু

ঠেলা দিয়া ভাস্ত্রে যছায় ॥

সে বৃক্ষ ভান্ধিয়া পড়ে অর্দেক গোঁকুল যুড়ে

ভান্ধিল সকল ঘর দ্বার ।

শব্দ করে ঘোরতর দশ দিকে লাগে ডর

শুনি লোকে লাগে চমৎকার ॥

গৌবিন্দের অহুঁরাগে সে বৃক্ষের মধ্য ভাগে

উঠিয়া দাণ্ডায় ছই জন ।

গৌবিন্দচরণ ধরি ভক্তি প্রাণপণ করি

তোমা হৈতে শাপ বিমোচন ॥

কুবেরের কুলে জন্ম তোমা দেখি শুভ কৰ্ম্ম

কৰ্ম্মদোষে হইহু বঞ্চিত ।

নারদের শাপ নয় কেবল আনন্দময়

পদরসে করিলে সিঞ্চিত ॥

পরম পুরুষ তুমি সর্ব ঘটে অন্তর্ধামী

কেবল করুণা অবতার ।

সুজন জনের গুরু তুমি বাঞ্ছা-কল্পভঁরু

গুণগ্রাহী দোষ পরিহর ॥

গৌবিন্দের দয়া হৈতে পুষ্পরথ আচম্বিতে

আইল দৌহার বিদ্যমান ।

গৌবিন্দে প্রণতি করি পুষ্পরথে অহুঁসরি

গেলা দৌহে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥

হেধার নন্দের রাণী না দেখিয়া বাহুমণি

দশ দিক লাগে অন্ধকার ।

আপনা আপনি থাহু বাহুয়ারে বন্দী কৈহু

কোথা গেল বাহুয়া আমার ॥

শিরে করাঘাত মারে আছাড় খাইয়া পড়ে

অচেতন হৈল নন্দরাণী ।

কি করিব কোথা যাব কোথা গেনে কৃষ্ণ পাব

না দেখিলে না রহে পরাণী ॥

যশোদার করে ধরি কান্দে নন্দ অধিকারী

বুক বিদরিয়া যায় প্রাণ ।

পড়ি মহা শোকারুলে বাহুরে চাহিয়া বুলে

ঘর দ্বার নগর উদ্যান ॥

স্ববল স্তম্ভ কয় শুন নন্দ মহাশয়

বাহুয়ার অদ্বুত কথনু ।

বন্দী উদ্বল সঙ্গে নীপমাঝে হেলি অঙ্গে

ভাস্ত্রে কৃষ্ণ যমল অর্জুন ॥

নন্দ এত বার্তা পেয়ে অবিলম্বে গেল ধেয়ে

অর্জুন নিকটে উপনীত ।

উদ্বল ফেলিতেলে বাহুরে করিল কোলে

ভগ্নতরু দেখিয়া বিস্মিত ॥

নন্দ বলে শিশুগণ কহ মোরে নিরূপণ

কে ভান্ধিল হেন তরুবর ।

শিশুগণ নন্দে কয় গাছ ভাস্ত্রে শ্যামরায়,

সত্য কহি সবার গোচর ॥

নন্দ বলে বড় তাগ্যে গাছ নাহি গায় লাগে

তেত্রি পুত্র বাঁচিল পরাণে ।

উল্লাসিত গোপ সব নন্দ করে মহোৎসব

দ্বিজ দিল মহা রত্ন দানে ॥

ঘট স্থাপি নন্দরাণী পূজা করে ত্রিনয়নী

তুমি দেবী বিপদনাশিনী ।

পূজিব পরম স্তখে বাহুয়ারে অঁখে অঁখে

আপনি রাখিবো নারায়ণী ॥

নন্দ আনন্দিত হৈয়া রাঘু নারায়ণ লৈয়া

প্রাণপণে করেন পালনে ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছল্লভ কথা
হুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণে ॥ ৪৯ ॥

যমলার্জুনের পূর্ববৃত্তান্ত ।

রাগ শ্রী ।

পরীক্ষিত রাজা কহে শুন তপোধনে ।
এক নিবেদন করি তোমার চরণে ॥
বৃক্ষ জন্ম হৈয়া দৌহে ছিল গোপপুত্রে ।
যমল অর্জুন নাম প্রকাশি সংসারে ॥
কোন অংশে জন্ম কোথা বসতি তাহার ।
কি নিমিত্ত হৈল দৌহে বৃক্ষ অবতার ॥
কৃষ্ণ দরশনে কেন পাইল নিস্তার ।
কহ কহ শুনি মুনি কারণ তাহার ॥
শুনিয়া কহেন মুনি রাজার গোচরে ।
তার যত বিবরণ কহিব তোমাতে ॥
পূর্ব জন্ম ছিল তার কুবেরের ঘর ।
নলকুবের নাম দিল দৌহাকারে ॥
যমজ সোদর দৌহে একই পরাণ ।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বড় বলবান ॥
অহর্নিশ ছই ভাই একত্র মিলন ।
গজান্বানে গেলা দৌহে লৈয়া নারীগণ ॥
নানা রঙ্গে ছই ভাই করে জলকেলি ।
দৌহাকারে মারে জল নারীগণ মেলি ॥
নয়ন ঘূর্ণিত দৌহে মধুরস পানে ।
মদন তরঙ্গে দিবানিশি নাহি জানে ॥
নারীগণ-আলাপে মজিয়া রক্তরসে ।
জলক্রীড়া করে দৌহে দিগম্বর বেশে ॥
হেনকালে নারদ কৈলাস গিরি হৈতে ।
বীণা বাজাইয়া স্মৃখে যায় স্বর্গপথে ॥
নারদে দেখিয়া তবে যত নারীগণ ।
আস্বে ব্যস্বে কূলে উঠি পল্লি বসন ॥

কেহ কূলে কেহ জলে নম্রমতি হয় ।
কূলে উঠি করে কেহ প্রণতি বিনয় ॥
মদে মত্ত ছই ভাই নিঃশব্দ হইয়া ।
বস্ত্র না পরিল দৌহে মুনিরে দেখিয়া ॥
সেবা দণ্ডবৎ স্তুতি না কৈল আদর ।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল মহা মুনিবর ॥
হেদেরে পাপিষ্ঠ মতি করি অহঙ্কার ।
দাণ্ডাইয়া আছ দৌহে একি ব্যবহার ॥
মদে মত্ত হৈয়া না জানিস দিবা রাত্টি ।
মর্ত্যলোকে জন্ম গিয়া হয়ে বৃক্ষ জাতি ॥
সম্পাত পাইয়া দৌহে হইল চেতন ।
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ ॥
হেন গতি হৈল মোর করমের ফলে ।
কহ দৌহে মুক্তি পদ পাব কত কালে ॥
করুণা দেখিয়া মুনি দয়া উপজিল ।
শাপান্ত বচন মুনি দৌহারে কহিল ॥
ছাপরে দৈবকীগর্ভে গোবিন্দ জন্মিবে ।
কংসভয়ে কৃষ্ণ বসু নন্দঘরে থোবে ॥
কৃষ্ণ বাল্য কেলি হবে নন্দ্রের মন্দিরে ।
যমল অর্জুন হবে নন্দ-সিংহদ্বারে ॥
তোমাকে ভাস্কিবে কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া ।
কৃষ্ণপদ স্পর্শে দৌহে যাবে মুক্ত হৈয়া ॥
শুনিয়া চলিলা তবে সেই ছই জন ।
চিরকাল হৈয়া ছিল যমল অর্জুন ॥
কৃষ্ণপদ পরশনে পাইল মুকতি ।
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ ভারতী ॥
হুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী ।
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৫০ ॥

গোকুলবাসী গণের বৃন্দাবনে বাস

রাগ সারঙ্গ ।

পরীক্ষিত রাজা কর শুন মুনি মহাশয়
কহ কৃষ্ণ বাল্য কেলি রস ।

ভাদ্রিমা অর্জুন তরু কি করিল মহামেরু
পূর্ণ কর মনের মানস ॥

নৃপতি বদন সেধি মূনি মনে মহাসুখী
অধরে মধুর মৃদ হাস ॥

তন মন এক করি শুন ক্ষিতি-অধিকারী
গোবিন্দমঙ্গল ইতিহাস ॥

তবে নন্দ অধিকারী ডাকি আনি সভা করি
যুক্তি করে ডাকি গোপগণে ।

মহানন্দ বহু নন্দ সুনন্দ আনন্দকন্দ
বিচারে বসিলা এক স্থানে ॥

তরে নন্দ সভাতলে গোয়ালা সকলে বলে
শুন সবে বচন আমার ।

এই গোপপুত্র থাকি অরিষ্ট সংশয় দেখি
মনেতে লাগিল চমৎকার ॥

শিশু পুত্র হৈয়া আর জিনিবেক কতবার
খলমতি কংসের তাড়না ।

আদেশিল অমুচরে যাহা সকলে মারে
তুণ্যবর্ত শকট পুতনা ॥

গর্গ মূনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল
বুধা নহে মূনির বচন ।

যমল অর্জুন হৈতে বড় ভয় লাগে চিন্তে
পুণ্যে পুত্র পাইল জীবন ॥

কহিয়ে সবার ঠাই গোকুলে বসতি নাই
চল সবে যাব বৃন্দাবনে ।

পুষ্প রম্য কুঞ্জ যথা বসতি করিব তথা
হল জল অপূর্ণ সদনে ॥

সেই বৃন্দাবন মাঝে রবিসুতা নদী আছে
হুই পাশে মহা রম্য বন ।

পাশে গোবর্জন গিরি বহু তৃণ তরুগরি
সুখে চরিবেক গাভীপন ॥

সবে মেলি এক মতি নিরুপণ কৈল যুক্তি
না রহিব গোকুল নন্দরে ।

প্রভাতে একত্র হৈয়া ধেমুৎস চালাইয়া
ধন রত্ন শকট উপরে ॥

ধেমুৎস করি আগে পরিবার মধ্যভাগে
পিছে গোপগণের গমন ।

যমুনা পুলিনে গিয়া অপূর্ণ বসত পাইয়া
নানা গৃহ করিল গঠন ॥

বৃন্দাবনে লতাকুঞ্জ দেখি নানা সুখপুঞ্জ
করি সবে দিব্য বাড়ী ঘর ।

বিশ্বকর্ষ্মাজিত কিবা গোকুল জিনিয়া শোভা
পুরীধান বড়ই সুন্দর ॥

নন্দ্রের বিচিত্র ঘর কনক বসন পর
নেতের পতাকা উড়ে তায় ।

নন্দ সিংহ দ্বারখান দেখি অতি দীপ্তিমান
কিন্নর কিন্নরী চিত্র তায় ॥

সদাই আনন্দে পুরি নাচে গায় বিন্যাধরা
যথা কৃষ্ণ বশোদানন্দন ।

দেখি বৃন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দ রাম
রঙ্গে খেলে সঙ্গে শিশুগণ ॥

তবে নন্দ ব্রজরাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঝ
রাম কৃষ্ণ করেন পালন ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে চর্লত কথা
হুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক কুল-পাত্র স্তবর্ণ করণ ।

ও মোর যাদব ছালালিয়া ।

রাতুল চরণে বনে কেমনে যাবে ধাইয়া ॥ ৫২ ॥

হেনমতে বৈসে নন্দ বৃন্দাবন পুরে ।

অধিল ভুবননাথ যাহার মন্দিরে ॥

একদিন নন্দবোষ গেলেন বাখানে ।

রাম দামোদর খেলে বালকের সনে ॥

ঠেকানড়ি তাঁটা কড়ি পেণ্ডার খেলা ।
 সদাই গোবিন্দ রাম শিশু সঙ্গে মেলা ॥
 শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলে বনমালী ।
 নগরে হুঃখিনী বলে শিরে লৈয়া কুলি ॥
 তা দেখি গোবিন্দ বলে দেহ পাকা কুলি ।
 হুঃখিনী বলেন আন ধাত্ত কতগুলি ॥
 গোবিন্দ বলেন এস জননীর পাশে ।
 পূর্ণ করি ধাত্ত দিব লয়ে যাবে বাসে ॥
 সঙ্গে করি লয়ে গেল জননীর পাশে ।
 কুল কিনে দেহ বলি মন্দ মন্দ হাসে ॥
 যশোদা বলেন পালি আন ঘর হৈতে ।
 ধাত্ত দিয়া কুল কিনি দিব তোর হাতে ॥
 গৃহে গিয়া গোবিন্দাই নানা দ্রব্য আনে ।
 শিল নোড়া বাহির করে পালি নাহি জানে ॥
 বাহুর বৈকল্য দেখি যশোদা রমণী ।
 পালি করি ধাত্ত লৈয়া আইল আপনি ॥
 কুল কিনি দিল রাণী রাম দামোদরে ।
 হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ কুলের পসারে ॥
 কুলের পসারে দৃষ্টি দিল দয়াময় ।
 শুভদৃষ্টি পাইয়া সে সুবর্ণময় হয় ॥
 দেখিয়া হুঃখিনী নারী আনন্দিত হৈয়া ।
 আপন মন্দিরে গেল সুবর্ণ লইয়া ॥
 দারিদ্র্য খণ্ডিল তার গোবিন্দের বরে ।
 কেলি কথা শুন রাজা কৃষ্ণ অবতারে ॥
 বাল্যক্রীড়া করে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে ।
 হাতাহাতি মাথামাথি ব্রজ শিশুসনে ॥
 কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুঞ্জ ।
 সদাই বসন্ত তথা রহে সুখপুঞ্জ ॥
 দেখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে ।
 বাছুরি রাখিব আজি যমুনা পুলিনে ॥
 এত বিচারিয়া কৃষ্ণ গেল নিজ ঘরে ।
 ক্রীড়া রঙ্গে দুই ভাই রাম দামোদরে ॥

বাথানে থাকিরা নন্দ আইল সন্ধ্যাকালে ।
 লক্ষ লক্ষ চুস দিল কৃষ্ণ লইয়া কোলে ॥
 আগনি যশোদা টেকল রন্ধনের সাজ ।
 ভোজনেন বসিল গিয়া নন্দ ব্রজরাজ ॥
 দুই পাশে বসে গিয়া রাম দামোদর ।
 ভোজনের শেষে কৃষ্ণ দিলেন উত্তর ॥
 যমুনা পুলিনে তুণ আছে সুকোমল ।
 আজ্ঞা দিলে চরাইব বাছুরি সকল ॥
 ভাল ভাল বলি নন্দ বলিল বচন
 পাইয়া নন্দের বোল রাম নারায়ণ ॥
 প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ চরায় বাছুরি ।
 হুঃখীশ্রাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস চারণ ও বৎসাস্তর বধ ।

রাগ শ্রী ।

শুক বলে শুন পরীক্ষিত নরপতি ।
 পাইয়া গোবিন্দ সে নন্দের অহুমতি ॥
 প্রত্যহ বিহানে উঠি ভাই দুই জন ।
 বাছুরি রাখিতে কৃষ্ণ করেন সাজন ॥
 উভ করি বাঞ্জে চূড়া হুচাক সে কেশে ।
 প্রফুল্ল মালতী গাভা শোভে গারি পাশে ॥
 শিখিপুচ্ছ শোভা করে চূড়ার উপরে ।
 অলকা তিলকা চান্দ অতি দীপ্তি করে ॥
 ভুরু কামধনু জিনি নয়ন রাতুল ।
 সপত্র সহিত কানে কদম্বের ফুল ॥
 তিলফুল জিনি নাঙ্গা অতি মনোহর ।
 বদন বিমল চান্দ সুরজ অধর ॥
 কষুকের শোভা করে মুকতার মালা ।
 শ্রীবৎস কৌজল যশি ধরে নন্দলালা ॥

কীর্ণমাক্ষা পরিধান শিয়ল বসন ।
 চরণে নুপুর বাজে গজেন্দ্রগমন ॥
 সাজনি কাছনি করে ধরে শিখা বেণু ।
 আভরণ বিকুরি জনন শ্রাম তহু ॥
 ইন্দু কন্দ জিনি বলরামের বরণ ।
 মধুগানে মত্ত সনা ঘূর্ণিত লোচন ॥
 নীল পাগড়ি মাথে হাতে রাজা ঢাল ।
 আভারুলস্থিত বাহু নানা ফুলমাল ॥
 নীল ধূতি পরিধান রাজা লাঠি করে ।
 স্রবল স্রদাম দাম নামে শিখা পুরে ॥
 শ্রীদাম স্রদাম আদি যত শিশুগণ ।
 সম বেশ হৈয়া সবে করিল সাজন ॥
 দধি অন্ন ভুজাইল বিহানে জননী ।
 বাছুরি রাখিতে চলে ব্রজ নিরোমণি ॥
 শিখা বেণু পুরে কেহ মুরলী বাজায় ।
 তার মধ্যে নবরঙ্গে চলে শ্রামরায় ॥
 রক্তরসে প্রবেশিল যমুনা পুলিনে ।
 বাছুরি ছাড়িয়া দিল স্রকোমল তৃণে ॥
 দেখিল কপিখ বৃক্ষ যত শিশুগণ ।
 বলরামে বলে সবে করিয়া যতন ॥
 বলে বলবান তুমি দেখিতে দীর্ঘ বট ।
 আমা সবা বচনে কপিখ বৃক্ষে উঠ ॥
 বৃক্ষে উঠে বলরাম পাড়িবারে ফল ।
 শিশু সঙ্গে রহে কৃষ্ণ সেই তরুতল ॥
 কংসের আদেশে তবে বৎসক অহুর ॥
 বৃন্দাবনে প্রবেশিল যারার প্রচুর ॥
 আপনা আপনি যুক্তি করে মনে মনে ।
 কি রূপে বধিব আমি নন্দের নন্দনে ॥
 বৎস সঙ্গে থাকিব বাছুরি রূপ ধরি ।
 পাশে পাইলে নিপাতিব কংসের আইরি ॥
 মারাপাতি বৎসাহুর হইল বাছুর ।
 তা দেখিয়া হাসে কৃষ্ণ মারার ঠাহুর ॥

বলরামে ডাকি কৃষ্ণ বলেন মধুর ।
 বৎস সঙ্গে ঐ দেখ বৎসক অহুর ॥
 এত বলি গেল কৃষ্ণ বৎসক গোচরে ।
 চরণে ধরিয়া তারে কিরায় সত্তরে ॥
 কপিখ বৃক্ষেতে তারে মারিল আছাড় ।
 মরিল সে বৎসাহুর চূর্ণ হৈল হাড় ॥
 বড়িল কপিখ ফল খায় শিশুগণ ।
 যত যত বলে সবে নন্দের নন্দন ॥
 পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে দেব পুরন্দর ।
 বিমানে বৎসক গেল বৈকুণ্ঠ নগর ॥
 প্রতিদিন রাম কৃষ্ণ রাখেন বাছুরি ।
 ছাখীশ্রাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ বিনাশার্থ বকাসুরের গমন ।

রাগ করুণা ।

বৎসক নিপাত শুনি কংসাহুর ভয় গণি
 ডাকিয়া আনিল দৈত্যগণে ।
 মনে অহুতাপ পেয়ে সবার বদন চেয়ে
 কহে রাজা করুণ বচনে ॥
 নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ত্ব
 শ্রীকৃষ্ণ হইল মোর বৈরী ।
 শকট পুতনা মারে ভ্রূণবর্ত বধ করে
 বনে বৎস রাখিল মুরারি ॥
 প্রকার করি অহুরে বধিতে না পারে তার
 ● মোর মনে লাগিল বিন্দ্রয় ।
 দর্পযুত হৈয়া মনে কংস রাজা বিদ্যমানে
 বক বলে শুন মহাশয় ॥
 পান আজ্ঞা কর মোরে বাব বৃন্দাবন পুরে
 রামকৃষ্ণ গিলিব ইজিতে ।
 কহি কংস তব আগে স্তম্বে কর রাজ্য ভোগে
 কৌনু চিত্ত আমরা থাকিতে ॥

শুনি তবে নরপতি হইয়া আনন্দ মতি
 বকাস্থরে দিল গুয়া পান ।
 বক সবিক্রম হৈয়া বৃন্দাবনে গেল ধৈয়া
 মনে মনে করে অনুমান ॥
 বক মনে বিচারিয়া যমুনা পুলিনে গিয়া
 বক রূপ ধরিল মায়ায় ।
 দেখিতে সুন্দর অতি তহু যেন চন্দ্রকান্তি
 গিরি অঙ্গথান জিনি কায় ॥
 এই হলে আছে ভণে রাম কৃষ্ণ হেনকালে
 বাছুরি চরায় বৃন্দাবনে ।
 শিক্ষা বেণ বীণা রঞ্জে ব্রজের বালক সঙ্গে
 গোষ্ঠ ক্রীড়া যমুনা পুলিনে ॥
 ক্রীড়াশান্ত কলেবর শিশু সঙ্গে দামোদর
 যমুনা চলিল জলপানে ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলত কথা
 হুঃখীশ্যাম দাস রস গানে ॥ ৫৪ ॥

বকাস্থর বধ ।

রাগ ক্রী।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী ।
 চারি বেদে যাহার মহিমা নাহি জানি ॥
 সমাদি সাধিয়া বিধি জনম গোঙায় ।
 হেন প্রভু বৃন্দাবনে বাছুরি চরায় ॥
 ক্রীড়া রঞ্জে তৃষ্ণাতুর হৈল রাম কানে ।
 শিশু সঙ্গে চলিলা যমুনা জলপানে ॥
 শিশু সঙ্গে জলপান করে বনমালী ।
 অলঙ্কিতে আসি বকাস্থর কৃষ্ণ গিলি ॥
 স্বর্গে থাকি হাহাকার করে দেবগণ ।
 কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে ব্রজ শিশুগণ ॥
 কোথায় আছিলি রে পাপিষ্ঠ বকাস্থর ।
 অদেখা গিলিলি মোর ত্রৈলোক্য-ঠাকুর ॥

কৃষ্ণ না দেখিয়া সবে ত্যজিব পরাণ ।
 বকমুখে থাকিয়া জানিল ভগবান ॥
 আড় হৈয়া লাগে কৃষ্ণ বকের গলায় ।
 গিলিতে নারিল বকা উদগারি ফেলায় ॥
 বকমুখ হইতে বাহির হৈলা হরি ।
 বকাস্থর দেখে কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥
 মনে মনে বকাস্থর করয়ে বিচার ।
 ঠোঁটে চিরি মারি আজি নন্দের কুমার ॥
 মুখ মেলি আইসে বকাস্থর মহাকায় ।
 ধাইয়া তাহার ঠোঁট ধরে যত্নরায় ॥
 দুই ঠোঁট ধরিয়া গোবিন্দ দিল টান ।
 পড়িয়া মরিল বকা হৈল দুইখান ॥
 জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে ।
 পুষ্পরুষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে ॥
 কৃষ্ণমুখ দেখি বক ত্যজিল পরাণ ।
 মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ॥
 অদোষ-দরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর ।
 রথে চড়ি বৈকুণ্ঠে চলিল বকাস্থর ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ যত শিশুগণ ।
 ধাত ধাত কৃষ্ণেরে বাথানে সর্বজন ॥
 দ্বিবস হইল শেষ দেখি দামোদর ।
 বাছুরী চালায়ে চলে গোকুলনগর ॥
 নিজ নিজ গৃহে গেল যত শিশুগণ ।
 ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন ॥
 স্নাত্রে বসিয়াছে নন্দ ব্রজ শিরোমণি ।
 কৃষ্ণ কোলে করি তথা বসেছে রোহিণী ॥
 হেনকালে শিশুগণ গেল তথাকারে ।
 কৃষ্ণের বিক্রম কহে সবার গোচরে ॥
 শুন নন্দ যশোদা কৃষ্ণের গুণবাণী ।
 বিক্রমে বিশাল কৃষ্ণ ত্রিভুবন জিনি ॥
 আজি কৃষ্ণ বকাস্থর গিলিয়া আছিল ।
 সেযান গোবিন্দ তার গলে আড় হৈল ॥

শিলিতে না পারে বকা ফেলে উদ্ধারিয়া।
 টোটে ধরি কৃষ্ণ তারে ফেলিল চিরিয়া ॥ -
 পড়িয়া মরিল বকা পর্বত প্রমাণ।
 দেখিয়া আমরা সবে কম্পিত পরাণ ॥
 শুনিয়া যশোদা নন্দ স্নরে হরি হরি।
 পুরোহিত লয়ে নন্দ রিষ্ট শাস্তি করি ॥
 হুঃখীশ্রাম দাস মজে গোবিন্দের চরণে।
 বারেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ বিনাশার্থে অঘাসুরের গমন।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ৫৬ ॥

শুন পরীক্ষিত নৃপ কৃষ্ণের চরিত।
 কলুষ নাশন কথা শুনিতে অমৃত ॥
 হুই দণ্ড রাত্রি আছে জাগিল কানাই।
 উঠিয়া গেলেন কৃষ্ণ জননীর ঠাঞি ॥
 শুন গো জননি কিছু কহি যে তোমারে।
 ভোজন করিয়া নিত্য যাই বনান্তরে ॥
 পুনরপি সন্ধ্যাকালে আসি অন্ন পাই।
 সমস্ত দিবস আমি ক্ষুধায় বেড়াই ॥
 ভোজন করিয়া থাকি প্রতুষ বিহানে।
 গোষ্ঠকৌড়া করি ক্ষুধা লাগয়ে কাননে ॥
 অন্ন ব্যঞ্জন দধি খণ্ড দেহ মোরে।
 ভোজন করিব বনে ক্ষুধা অহুসারে ॥
 শুনিয়া যশোদা দেবী আনন্দ হইয়া।
 অন্ন ব্যঞ্জন দিল পুড়ায় বান্ধিয়া ॥
 ওদন ব্যঞ্জন কৃষ্ণ-সাজাইল ভার।
 সাজনি কাছনি করে পরে অলঙ্কার ॥
 বালকের নাম ধরি দিল বেণু স্থান।
 নিড়া ত্যজি গেল সবে যথা রাম কান ॥

গোবিন্দ বলেন সবে সাজ এইমতে।
 শুনিয়া ধাইল শিশু আপন গৃহেতে ॥
 ওদন ব্যঞ্জন সবে ভার সাজাইয়া।
 গোবিন্দের পাশে শিশু উত্তরিল গিয়া ॥
 বাছুরি সকল দিল আগে চালাইয়া।
 রাম কৃষ্ণ যায় রঙ্গে চামালি করিয়া ॥
 তাড় তোড়ন হাতে গলে বনমালা।
 ক্রীবৎস কোঁজত চিহ্ন ধরে নন্দবালা ॥
 নব ঘন নীল মণি জিনিয়া বরণ।
 অরুণ অধর শর্শী-লজ্জিত বদন ॥
 অলক তিলক শোভে শ্রবণে কুণ্ডল।
 পীত ধটী পরিপাটি অঞ্জন চঞ্চল ॥
 নানা বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া।
 বনে প্রবেশিলা শিক্ষা বেণু বাজাইয়া ॥
 বংশী বাজাইয়া কেহ নানা তান পুরে।
 শুক পিক রবে কেহ গায়েন সুরস্বরে ॥
 ময়ূরের নাদ কেহ করে ঘনেঘন।
 কার কার অন্ন কাড়ি লয় কোনজন ॥
 গোবিন্দের স্থানে শিশু করেন গোহারি।
 আজ্ঞা মাত্রে দেয় লয়ে কৃষ্ণ বরাবরি ॥
 বানরের বাচ্ছা কেহ ধরি আনে বলে।
 পুনঃ ছাড়ি দেয় সেহ উঠে তরুডালে ॥
 নানা রঙ্গরসে শিশু চলি আসে যায়।
 আগে বৎস মাঝে শিশু পাছে রামুরায় ॥
 হেন বেশে যায় শিশু যমুনা পুলিনে।
 হেনকালে অঘাসুর দিল দরশনে ॥
 হুঃখীশ্রাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
 হেলায় তরিয়া যাবে বোর তরঙ্গিণী ॥ ৫৬ ॥

অঘাসুর বধ ।

শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায় ।
 সর্পরূপ ধরে অঘাসুর মহাকায় ॥
 সঘনে নিখাস ঘেন যুগান্ত পবন ।
 গগনে ফিরায় লৈয়া যুগল রসন ॥
 রক্তবর্ণ ছই আঁখি অতি খরশাণ ।
 পিঙ্গল বরণ তহু যোজন প্রমাণ ॥
 বিস্তারিয়া ছই পাটি আকাশে পাতালে ।
 পশ্চিমে লান্ধুল নীঘ্র পূর্বমুখে চলে ॥
 সর্প দেখি চমকিত যত শিশুগণ ।
 কি কি বলি বলে সবে করে নিরীক্ষণ ॥
 কেহ বলে কামরূপী মেঘ এ নিশ্চয় ।
 কেহ বলে সর্প এই খর শ্বাস বয় ॥
 আজু সে সবার পিছে নন্দের নন্দন ।
 কান্ধু আইস আইস বলি ডাকে সর্বজন ॥
 শিশুগণে ডাকিয়া বলেন গদাধর ।
 প্রবেশ নহিও কেহ সর্পের উদর ॥
 কহিতে কহিতে সর্প আইল নিকটে ।
 শিশু সঙ্গে বৎস প্রবেশিল তার পেটে ॥
 পাটি নাই পাড়ে অথা ভাবে মনে মন ।
 মোর পেটে না পশিল নন্দের নন্দন ॥
 অকার্য্যে গিলিলু মুহ যতেক রাখাল ।
 পাটি না পাড়িব তবে আসিবে গোপাল ॥
 অঘার মন্ত্রণা কৃষ্ণ জানিয়া অন্তরে ।
 তবে ত ত্রিকুঞ্চচন্দ্র মনেতে বিচারে ॥
 সর্পের উদরে যদি প্রবেশ না হব ।
 শিশু বৎস বলরাম ভাই কোথা পাব ॥
 সর্পের উদরে আমি প্রবেশ হইব ।
 অঘাসুর বধি শিশু বৎস জীয়াইব ॥
 এত চিন্তি প্রবেশিল সর্পের উদরে ।
 পাটি পাড়ে অঘাসুর হর্ষিত অন্তরে ॥

সর্পের তালুর মধ্যে রহে নারায়ণ ।
 অগ্নিরূপ ধরে কৃষ্ণ-রোধিয়া পবন ॥
 ছটকট করে অথা শ্বাস না ক্ষুর ।
 কুলিখ অধিক অগ্নি তালুহুটি বয় ।
 ব্রহ্মরক্ষা দিয়া তার প্রাণ বাহিরায় ।
 পড়িয়া মরিল অঘাসুর মহাকায় ॥
 বাহির হইয়া প্রাণ গেল শূন্য পথে ।
 বাহুড়িয়া কৃষ্ণপাশে রহে ষোড় হাতে ॥
 মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ।
 বৈকুণ্ঠে চলিল অথা চাপিয়া বিমান ॥
 শিশু বৎস পানে কৃষ্ণ চাহে মধুদুগ্ধে ।
 প্রাণ পেয়ে বাহির হইল তালু বাটে ॥
 হান্ধা রব করে বৎস শিশু পূরে বেণু ।
 প্রশংসা করিয়া সবে বলে ধন্য কান্ধু ॥
 আকাশে থাকিয়া দেব দেবে কুতূহলে ।
 পুষ্পবৃষ্টি করে সবে আনন্দ বিহ্বলে ॥
 অঘার প্রতাপ দেবে বড় ভয় ছিল ।
 কৃষ্ণের প্রতাপে আজ ভয় দূরে গেল ॥
 শিশু সঙ্গে গোষ্ঠকীড়া করে নারায়ণ ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥
 অঘাসুর বধ যত কহিল তোমারে ।
 এই কথা গৃহে শিশু কহে বৎসরাস্তরে ॥
 রাজা বলে শুনি মোরে বিস্ময় লাগিল ।
 বৎসরেক শিশু সব কোথায় আছিল ॥
 এত শুনি কহে মুনি নৃপতির আগে ।
 গোবিন্দ-ভকতি হুঃখোন্মাদ দাস ম'গে

কৃষ্ণের বনুভোজব ও ব্রজাকর্তৃক

গোবৎসাদি হরণ ।

রাস পঠমঙ্গলী ।

অঘাসুর বধি বনে গোবিন্দ আনন্দ মনে
 ব্রজের বাসক সঙ্গে করি ।

ক্রীড়া করি কুন্দাবনে স্নান লাগে নারায়ণে
 তরুতলে বসিলা মুরারি ॥
 বালকে আশ্বাস করি কহেন দয়াল ইরি
 আশে আন ওদন ব্যঞ্জন ।
 কদম্ব তরুর তলে বসি আজু একস্থলে
 সবে মেলি করিব ভোজন ॥
 গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে সবে উল্লাসিত হয়ে
 অন্নপূড়া আনি বিদ্যামানে ।
 আহীরী বালক সঙ্গে একত্রে বসিয়া রঞ্জে
 ভোজন করেন রাম কানে ॥
 পরম আনন্দ স্থখে কেহ দেয় কার মুখে
 মাথাইয়া সে ক্ষীর নবনী ।
 কেহ পত্র পলাশেতে কেহ দেয় কার হাতে
 কেহ লর করি পুটপাণি ॥
 হেন মতে শ্রাম রাম সঙ্গে শিশু সে শ্রী নাম
 বিপিনে ভোজন করে হরি ।
 শূন্তে থাকি প্রজ্ঞাপতি দেখিয়া কৃষ্ণের রীতি
 মনে মনে ভাবে মুখ চারি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ গোলোকপতি ব্রজের বালক সাধি
 বিপিনে ভোজন করে স্থখে ।
 এ বড় প্রমাদ কর্ম না রাখিল কুল-ধর্ম
 কেহ অন্ন বেয় কার মুখে ॥
 শিশু বৎস চুরি করি আজি সে ছলিব হরি
 দেখি কৃষ্ণ কি করে উপায় ।
 এতেক ভাবিয়া মনে দাণ্ডাইয়া আছে শূন্তে
 গোবিন্দের অবসর চার ॥
 ব্রহ্মার মানস বত মনে আনি নন্দমুত
 শিশুগণে বলেন মুরারি ।
 তন রে বালকগণ বৎস গেল দূর বন
 ফিরাইয়া আন কাঁটি করি ॥
 শিশুগণে এক কই বামহাতে বেত লই
 গেল কৃষ্ণ আনিতে বাছুরি ।

হুগিতে ত্রৈলোক্যপতি ব্রহ্মা আসি শীতল
 শিশু বৎস কমণ্ডলু ভরি ॥
 লয়ে শিশু বৎসগণ গৃহে করি আগমন
 দেখে কৃষ্ণ বিধির চরিত ।
 গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ-নন্দন ভাবে
 হরিপদে বহুক ভকতি ৫৮
 গোবৎসাদির পুনঃ সৃষ্টি ।
 কে জানে রামের নাম
 বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ৫৯ ॥
 হেনমতে প্রজ্ঞাপতি ছলিয়া মুরারি ।
 শিশু বৎস লয়ে গেল কমণ্ডলু ভরি ॥
 ব্রহ্মার মানস কৃষ্ণ জানিয়া অন্তরে ।
 ঈষৎ হাসিল কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥
 ভাল হৈল প্রজ্ঞাপতি ছলিল আমারে ।
 ইহার উচিত ফল ভুঞ্জাইব তারে ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে কমলগোচন ।
 বলরামে না বলিল এসব বচন ॥
 বালকের নাম ধরি ডাকেন মুরারি ।
 শব্দ মাত্র আসে শিশু চালায়ে বাছুরি ॥
 শ্রী নাম সুদাম বসুদাম মহাবল ।
 তোক কৃষ্ণ আদি বত বালক সকল ॥
 সুবাহ সুবল আদি অর্জুন লবঙ্গ ।
 বাছুরি চরায়ে আশে করি ক্রীড়া রঙ্গ ॥
 ডাহিনে অন্নের গ্রাস বেত বাম হাতে ।
 সেই রূপে শিশু বৎস সকল সাক্ষাতে ॥
 দেখি আনন্দিত কৃষ্ণ পুলকিত তহ ।
 শিশু সঙ্গে জলপান করে রাম কান্থ ॥
 হাত পাখালিয়া সবে করি আচমন ।
 কুলে উঠি শঙ্ক। বেণু গুরে শিশুগণ ॥
 ধস্ত ধস্ত বলে শিশু নন্দনের নন্দনে ।
 এইরূপে অন্ন অণুনি ভুঞ্জিব বিপিনে ॥

ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ বলিল বালকে ।
 হেনমতে রাম কান্ন ক্রীড়ার কৌতুকে ॥
 দিবস হইল শেষ দেখি নন্দলাল ।
 গোকুল নগরে কৃষ্ণ চালাইল পাল ॥
 নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন ।
 গোবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন ॥
 শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে ।
 নিতি নিতি দেখে কৃষ্ণ রাখে বন ভাগে ॥
 যশোদা সমান ভাগ্যবতী ব্রজনারী ।
 পুঞ্জভাবে কোলে কৈল মুকুন্দমুরারি ॥
 প্রভাত হইলে কৃষ্ণ যান বৃন্দাবনে ।
 সন্ধ্যা হৈলে গৃহে আইসে বালক সন্ধান ॥
 প্রতি দিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ ।
 বাছুরি রাখিয়া বুলে কাননে কানন ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ।
 হেন রূপে বৎসরেক হইল পূরণ ॥
 এক দিন রাম কৃষ্ণ ক্রীড়া রঙ্গরসে ।
 বাছুরি রাখিতে গেল গোবর্দ্ধন পাশে ॥
 স্মরণি সকল ছিল পর্কত উপরে ।
 তলে উলে তারা সব দেখিয়া বাছুরে ॥
 বাছুরির মুখে মুখ দিয়া গাভীগণ ।
 হান্মালে বাছুর গায় বলায় রসন ॥
 জননী দেখিয়া বৎস করে পয়োপান ।
 ল' ল' কার করে গাভী উভ করি কান ॥
 গিরিশঙ্গে আছিল সে যতেক গোয়াল ।
 তলে উলে তারা সব দেখিয়া ছাওয়াল ॥
 পুঞ্জ কোলে করি দিল বদনে চুষন ।
 গোপ গোপনের স্নেহ দেখে সঙ্কর্ষণ ॥
 বলরাম বলে হেন বা দেখি সংসারে ।
 গাছের আড়তে রহি তাহারে নেহারে ॥
 গাভী বৎস প্রেম দেখি হইল বিস্ময় ।
 কিবা গোবিন্দের মায়া বলেন বলাই ॥

পর্কত উপরে গেল যত গোপ গাই ।
 যোগদৃষ্টে শিশু বৎস নেহালে বলাই ॥
 বিষ্ণু তেজোময় দেখে বালক বাছুরি ।
 চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী ॥
 নীল জলধর কাস্তি সবার বরণ ।
 ত্রীবৎস কৌস্তভ মণি পিয়ল বসন ॥
 কিরীটি কেয়ুর হার মুকুট মণ্ডন ।
 দেখিয়া বিস্মিত মতি রোহিণী নন্দন ॥
 চারু চতুর্ভুজ দেখি শিশু বৎসগণে ।
 গোবিন্দে জিজ্ঞাসে রাম মধুর বচনে ॥
 শুন কান্ন মোর মনে লাগিল বিস্ময় ।
 ইহার কারণ মোরে কহিবৈ নিশ্চয় ॥
 দেব রূপী নহে এই বালক বাছুরি ।
 তোমা তুল্য দেখি সব চতুর্ভুজধারী ॥
 হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ।
 স্বয়ম্ভু ছলিল আমি শুন সঙ্কর্ষণ ॥
 বিপিনে ভোজন রঙ্গ দেখিয়া আমার ।
 মনে মনে পদ্মাসন করিল বিচার ॥
 শিশু বৎস চুরি করি নিল প্রজাপতি ।
 এসব স্বজিহ্ন আমি যার যেন ভাতি ॥
 এত শুনি আনন্দ হইল বলরাম ।
 চুষ দিয়া কোলে তুলি ভাই ঘনশ্যাম ॥
 রাম কান্ন কোলাকুলি করিল কাননে ।
 শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা পুলিনে ॥
 রজনী সম্মুখ হৈল দেখি রাম কান্ন ।
 বাছুরি চালায়ে শিশু পূরে শিক্ষা বেণু ॥
 নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুত্র ।
 নর নারী আনন্দে মজল ধ্বনি করে ॥
 বাছুরি বালক গেল যার যেন ঘর ।
 মন্দিরে চলিলা প্রভু রাম দামোদর ॥
 দৌহার দেহের ধুলি ঝাড়িল রোহিণী ।
 সর স্রীর হৃদয় দেখি ভূজায় জননী ॥

স্রাচমন সারি ভোগ তাহুল কপূরে ।
 ছই ভাই শুভিলেন পালক উপরে ॥
 রজনী প্রভাতে শিশু সঙ্গে রাম কানে ।
 বাছুরি চরায় কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে ॥
 ওধা প্রজাপতি মনে করয়ে বিচার ।
 আজু সে দেখিব গিয়া নন্দের কুমার ॥
 মর্ত্যের বৎসর গেল মোর এক দিনে ।
 কি রূপে আছয় কৃষ্ণ দেখিব কাননে ॥
 এত ভাবি বৃন্দাবনে গেলা প্রজাপতি ।
 হৃদীশ্বাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি ॥৫৯॥

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ।

রাগ ধানশ্রী ।

শুন পরীক্ষিত রায় বৃন্দাবনে বিধি যায়
 বুঝিতে মনের ত ভিলাষ ।
 যমুনা পুলিনে গিয়া শূন্য পথে রথে রয়া
 দেখে সে কৃষ্ণের পরকাশ ॥
 ভুবন মোহন লীলা তরুতলে নন্দ বালা
 ছই ভাই গোবিন্দ গোপাল ।
 যমুনা পুলিন বনে স্থখে চরে বৎসগণে
 শিক্ষা বেণু পুরে ব্রজবাল ॥
 ইহা দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন
 সেই শিশু বৎস হেন দেখি ।
 তারে রাখি নিজা ছলে কৃষ্ণ কিবা যোগবলে
 সে সব আনিল হেন লখি ॥
 এত ভাবি মুখ চারি দেখে গিয়া গুহাগিরি
 শুভিয়াছে শিশু বৎসগণ ।
 হইয়া চঞ্চল মতি চলে বিধি শীঘ্রগতি
 বৃন্দাবনে যথা নারায়ণ ॥
 কদম্ব ভুলায় হরি নটবর বেশ ধরি
 ডাহিনে ধলাই সহোদর ।

অঙ্গভঙ্গ অঙ্গুশম নিলি কত কোটি কাম
 সাজনি কাছনি মনোহর ॥
 দেবাসুর নর যুনি করিয়া যুগল পাণি
 প্রভু পদে ধরয়ে ধৈর্যমান ।
 ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মী সারদা চন্দ্রমামুখী
 করে বীণা ধরি গীত গান ॥
 কিন্নর কিন্নরী যত নাচে গায় শত শত
 কোটি কোটি ব্রহ্মা সেবে পায় ।
 এত দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন
 পুনঃ পুনঃ গুহা আইসে রায় ॥
 গোহে ব্রহ্মা দেখে গিয়ে শিশু বৎস আছে শুনে
 দেখিয়া বিস্ময় পদ্মযোনি ।
 পুনঃ পুনঃ আসি যায় শির কিছু নাহি পার
 বলে মোরে কি হয় না জানি ॥
 এত মনে বিচারিয়া বৃন্দাবনে দেখে গিয়া
 বিরাট মুরতি ভগবান ।
 একৈক লোমের কূপে একৈক ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধান ॥
 কোটি কোটি প্রজাপতি প্রভু পদে করেন তি
 ধ্যান ধরি পদ সেবা করে ।
 কেহ শতমুখ ধরি কেহ বার অষ্ট চারি
 দেখি বিধি পড়িল ফাঁকরে ॥
 বিধি সে কাতর মনে দাণ্ডাইয়া আছে শূন্তে
 মায়া কৈল শ্রীমধুসূদন ।
 কৃষ্ণের লাবণ্য দেখি বুঝিয়াত অষ্ট আঁখি
 ভূমে পড়ে হয় অচেতন ॥
 হাসিয়া নন্দের বাল ব্রহ্মারে চেতন দিল
 উঠে রূপে পাইয়া সম্মীত ।
 দেখে সে কৃষ্ণের আগে কোটি ব্রহ্মা পদে লাগে
 দেখি বিধি প্রাণ চমকিত ॥
 দেখিয়া কাতর মতি সচিন্তিত প্রজাপতি
 বলে ব্রহ্মা কি করিউপায় ।

মনে অহঙ্কার করি আমি যে ভাঙিছ হরি
 ক্রোধ পাছে করে দেবরায় ॥
 বলে আমি কি করিছ আপনা আপনি খাছ
 গর্কমদে না চিনি আপনা ।
 কি করিব কোথা যাব কেমনে নিস্তার পাব
 প্রভুপদে পাইছ বঞ্চনা ॥
 আনি বৎস ব্রজস্থিতে যদি দিব জগন্নাথে
 কৃষ্ণ পাছে কোপ করে মোরে ।
 যড়েক দেবতাগণ হাসিবেক সর্ব জন
 বড় লজ্জা হইবে সংসারে ॥
 ঘূচাব আপন লাজ ভজিব সে ব্রজরাজ
 পরিহার করিব বিনয় ।
 মানিয়া লইব দোষ মোরে না করিছ রোষ
 হুঃখীশ্যাম দাস রস পায় ॥ ৬০ ॥

ব্রজার মোহ ।

রাগিণী করুণা ।

করুণাময় !

বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপায় ।

তোমাতেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ ৬১ ॥

আপনার পরাভব আপনি পাইয়া ।
 রং ত্যজি অবনীতে উলিল আসিয়া ॥
 কর ষোড়ে নম্রশিরে দণ্ডবৎ হয় ।
 প্রভুর চরণে তার মস্তক লাগয় ॥
 চতুর্থ মুকুট তার গড়াগড়ি যায় ।
 চরণে ধরিয়া বিধি অবনি লোটায় ॥
 প্রভু পদ প্রকালিল নয়নের জলে ।
 কুন্তলে চরণ মুছি পদ পদ বলে ॥
 উঠিয়া দাণ্ডায় বিধি হৈয়া পূটাঙ্গলি ।
 প্রভুর নিকটে দেখে অশ্রু বগলী ॥

গোবিন্দে বেড়িয়া আছে শিশু বৎসগণ ।
 সবাকারে চতুর্মুখ দেখে পদ্মাসন ॥
 বিকুতেজে শিশু বৎস দেখে প্রজাপতি ।
 চারু চতুর্ভুজ সবে অশ্রু মুরতি ॥
 দেহের বরণ নিন্দে নব জলধর ।
 মকর কুণ্ডল গণ্ডে গণ্ডে দিবাকর ॥
 সুবর্ণ পইতা শোভে রত্ন অগ্নিহার ।
 বল মল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার ॥
 মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্তি করে ।
 তিলকের ছাঁদ দেখি চান্দ লাঞ্জে মরে ॥
 উন্নত নাসিকা সব দেখিতে সুন্দর ।
 গজমতি ঢল ঢল বিশ্ব কলাধর ॥
 বদনমণ্ডল নিন্দে অখণ্ড যে শশী ।
 দ্বিবৎ মিলায় মুখে মন্দ মন্দ হাসি ॥
 আজ্ঞাহ লম্বিত গাভা তরুণ তুলসী ॥
 পদ নখ কোণে বসি সেবা করে শশী ॥
 ছরিত দাহন সব করে সুদর্শন ।
 লক্ষ্মী সরস্বতী সেবে রাতুল চরণ ॥
 পারিষদগণ আছে সেবা নিরোজনে ॥
 সুর মুনি স্তব করে প্রভু বিদ্যমান ॥
 কোটি কোটি ব্রজা স্তুতি করয়ে সম্মুখে ।
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি প্রভুর নিমিত্তে ॥
 চতুর্মুখে প্রজাপতি বেদধ্বনি করে ।
 পঞ্চভূত অধিষ্ঠাতা ব্রজার গোচরে ॥
 মন অহঙ্কার তেজ সগুণ নিগুণ ।
 মহৎ চেতনা রজঃ তম সখ গুণ ।
 অষ্ট বহু দিকপতি সিদ্ধ রজগণ ॥
 অগ্নিাদি অষ্টবিধি আছে সেই স্থানে ॥
 ব্রজাও অনন্ত কোটি স্বজন পালন ।
 কোটি অন্তরেতে তুল্য নহিব কখন ॥
 দেখিয়া চকিত ব্রজা মুদিল নহন ।
 অবনী লোটারে পড়ে হরিন্দ চেতন ॥

পঞ্চ প্রাণ কঠোরত হৈল তার কানি ।
বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরশি ॥
মায়ার পটল প্রভু যুচাইল তার ।
উঠিয়া দাণ্ডায় বিধি অহি চর্য সার ॥
দেবীর প্রতিমা যেন পূজা অস্তকালে ।
সেই রূপে পড়ে ব্রহ্মা হরি পদতলে ॥
নীল গিরিবর তলে স্বর্ণ পড়িয়া ।
হেনরূপে প্রজাপতি রহিল পড়িয়া ॥
প্রভু বলে উঠ ব্রহ্মা না ইও কাতর ।
উঠিয়া দাণ্ডায় ব্রহ্মা যুড়ি হই কর ॥
জুহু জুহু পোকা ব্রহ্মা দেখে চারি পাশে ।
কুহুড়ি আকার ঘোর দেখয়ে দিবসে ॥
নয়ন মেলিয়া দেখে গৌবিন্দের লীলা ।
মুখে হাতে অন্ন দধি আছে নন্দলালা ॥
শিক্ষা বেণু শিশু পুরে নানা গীত গায় ।
তার মধ্যে নব রঙ্গে নাচে শ্রামরায় ॥
কপোত কোকিল কুহু পঞ্চমরে গায় ।
শিখী শিখণ্ডিনী সব নাচিয়া বেড়ায় ॥
করী হরি এক স্থানে মৃগ ব্যাধ চরে ।
বায়স সঞ্চান পক্ষী একত্রে বিহরে ॥
দেখিয়া কাতর বিধি পড়ে রাজা পায় ।
গৌবিন্দমঙ্গল হৃৎখীশ্রাম দাস গায় ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব ।

রাগিণী ধানত্রী ।

কৃষ্ণের চরণ ধরি শিরে আরোপণ করি
ব্রহ্মা বলে জাহ্নবী কর মোরে ।
আপন দুর্গতি মোর না জানি কি মায়ার তোর
অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥
পূর্ণ-প্রেম ব্রহ্ম তুমি তোমা না চিনিছ আমি
তরনে ভাসিয়া রইল পায় ।

কি কাষএ গাপপ্রাণে মরি তোমা-বিদ্যমানে
তবে সে মনের হৃৎখ বায় ॥

তুমি ব্রহ্ম অবতার অন্ন লোকে অধিকার
দিলে কৃষ্ণ কিসের লাগিয়া ।

তুমি যারে জন্মাইলে সে জন তোমারে ছলে
ভুবনমোহিনী তব মায়ার ॥

অনলে পর্কত পাশে কণা এক পরকাশে
যেন সে জন্মিল মৃত্যু আশে ।

তেন আমি হীন বুদ্ধি না জানিছ নিজগুণি
বঞ্চিত কারণে বুদ্ধি নাশে ॥

কৃপা কর শ্রাম রাম অচিন্ত্য তোমার নাম
চিন্তন না হয় কোন কালে ।

তেঞি নাম চিন্তামণি বাধানিল মুর মুনী
সমাধি সাধিয়া যোগবলে ॥

তব পদ প্রেম ছাড়ি যোগপথ যায় মাড়ি
সে জন জন্মিল কোন কাজে ।

ততুলার্থে তুষ কুটি যেন প্রাণী মরে ফুটি
মুঢ়মতি না ডরায় লাঞ্জে ॥

তোমার মহত্ব যত কে জানিতে পারে তত্ব
পুরাণ পুরুষে নব যুবা ।

দেবের হ্রস্ব ভট ভক্তি ভাবে সন্নিকট
সে পায় যে জানে তব সেবা ॥

প্রলয় পরোধি জলে বটপুটে যোগবলে
বালক মুকুল অবতার ।

তোমার নাভির মূলে জন্ম মোর সেই কালে
তব গর্ভে জনম সংসার ॥

দেখিছ অনন্ত মায়ার তুমি কি না জান তাহা
তব তত্ত্ব কে জানিতে পারে ।

কহিল যে সব কথা ইথে সাক্ষী তব মাতা
যশোলা দেখিল দৃষ্টান্তরে ॥

খেলা খেল শিশু সঙ্গে মুক্তিকা ভঞ্জন রঙ্গে
মুখ মেলি দেখিল জননী ।

সংহার পালন হুটি ব্রহ্মাও অনন্ত কোটি
 দেখিয়া চমকিত নন্দরাণী ॥
 তুমি ত্রিভুবন পিতা ভক্তি সখ্য মোক্ষ দাতা
 প্রকৃতে হুজিলে চরাচর ।
 পতিত জনের বন্ধু তব নাম সুধাসিদ্ধ
 মহিমা নিগমে অগোচর ॥
 গুন দয়াময় হরি চরণে গোচর করি
 মনে প্রভু না করিহ রোষ ।
 জননী গর্ভেতে ধরে সে যে পদাঘাত করে
 মাতা কি ধরয় পুত্র দোষ ॥
 আমার মনের ভাব না জান কি পদ্মনাভ
 অন্তরীক্ষী তুমি জগন্নাথ ।
 জানিয়া অশ্রু ভার উদ্ধারিতে অবতার
 অবনী মণ্ডলে নিলে জাত ॥
 তোমা হৈতে সর্ব হয় তুমি সে করুণাময়
 ক্ষতি হুঃখে কৃষ্ণ অবতার ।
 ইবে মোরে কর দয়া থাকি তৃণ লতা হৈয়া
 পদরেণু আশে গোপিকার ॥
 ব্রহ্মা কহে সবিনয় চক্ষে বক্ষে প্রেম বয়
 গদ গদ করুণ নয়নে ।
 প্রভু পদে প্রজাপতি করিল প্রণতি স্তুতি
 হুঃখীশ্রাম দাস রসগানে ॥ ৬২ ॥

ব্রহ্মার স্তবে কৃষ্ণের প্রসন্নতা ।

রাগ গান্ধার ।

আমার কানাক্ষি গুণনিধি ।

অনেক তপের কলে মিলাইল বিধি ॥ ৬৩ ॥

উষ্ণীয়া দাণ্ডায় ব্রহ্মা প্রণতি করিয়া ।

পুনরপি করে স্তুতি পুষ্টাঞ্জলি হৈয়া ॥

রূপা কর জগদীশ রক্ষ এইবার ।

কৃদ্বাবধি হেন দোষ না করিব আর ॥

অদোষদরশী তুমি দয়ার সাগর ।

ছুটি মারি শিষ্ট পাণ তুমি চক্রেধর ॥

তোমার চরণ পয়ে যে লয় আশ্রয় ।

জন্ম জরা নাই তার ত্রিভুবনে জয় ॥

সংসার সাগরে তরে তোমার ভজনে ।

বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥

এই নিবেদন মোর গুন দয়াময় ।

তোমার চরণে ধেন মোর মতি রয় ॥

আমার বচনে তুমি জন্মিলে সংসারে ।

মহাশয় শরীর ধরি দৈবকী জঠরে ॥

ভারাবতারেণে প্রভু জনম তোমার ।

দহজ দলিতে তুমি হৈলে অবতার ॥

দেবের হুল ভ তুমি জীবের আধার ।

তোমার চরণ বিহু গতি নাই আর ॥

বিকার বিকল নাথ তোমার চরণে ।

পতিত পাবন প্রভু রাখহ স্মরণে ॥

তোমার মহিমা হুরি কে বর্ণিতে পারে ।

সে জীয়ে সফল তুমি দর কর যারে ॥

আমিত পাতকী হৈল গুন নন্দলাল ।

আমা হৈতে হৈলে তুমি গোপন রাখাল ॥

তৃণ-জল আহার করিলে দয়াময় ।

নরকে গমন মোর হইবে নিশ্চয় ॥

কাঁখে কোলে করে তোমা গোপাক্ষনাগণ ।

পুত্র বলি দিল তোমা বদনে চুম্বন ॥

না জানি সে সবাকার কত পুণ্য ছিল ।

ত্রিভুবনপতি কৃষ্ণ জননী বলিল ॥

নন্দ যশোদার ভাগ্য না যায় কখন ।

বার ঘরে অবতার তুমি জনার্দন ॥

তরু লতা আদি করি জীব জন্তুগণ ।

গোকুলে বসতি যত গোপ গোপীজন ॥

ধন্য ধন্য তা সবারে কি বর্ণিব আর ।

গোকুলে খোলোকস্তুতি কৈল অবতার ॥

মিত্র ভাবে যেই জন ভজিবে তোমারে ।
কোন কালে না পড়িবে সংসার সাগরে ॥
অপরাধ ক্ষম মোর কমললোচনে ।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে ॥
যেই যেই যোনি আমি ভ্রমণ করিব ।
সে দেহে আমার ভক্তি তোমাতে রহিব ॥
না জানি কি রোষে প্রভু ভুলাইলে মোরে ।
তোমার মায়ার কেবা স্থির হৈতে পারে ॥
অধিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে তোমার শরীরে ।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তিন গুণ ধরে ॥
হেন প্রভু না চিনিহু মুক্তি অপরাধী ।
নয়ন তুলিনা চাহ গুন গুণনিধি ॥
তোমার চরণ বিনা অন্য নাই আশা ।
অন্তর চরণাধুজ কেবল ভরসা ॥
গুণের সাগর তুমি রূপে নাই সীমা ।
সমাধি সাধিয়া যোগী না পায় মহিমা ॥
আপনি করিয়া স্থিতি দিলে অধিকার ।
শঙ্কা নিপাতিয়া দিলে চারি বেদ আর ॥
আজ্ঞা লৈয়া বুলি আমি অন্য নাহি জানি ।
তুমি কি না জান তাহা প্রভু চক্রপাণি ॥
অপরাধ ক্ষম মোর গুন দয়াময় ।
তোমা বিনে গতি নাহি কহিহু নিশ্চয় ॥
হই কুল মজাইহু আপনর দোষে ।
সেবক করিয়া রাখ নিজ প্রেমাঙ্কুশে ।
পুনঃ পুনঃ প্রজাপতি স্তুতি ভক্তি করি ।
দণ্ডবৎ করি গেলা সেই গুহা গিরি ॥
শিশু বৎস আমি দিল কৃষ্ণ বরাবরে ।
অপরাধ ক্ষম বলি রহে ঘোড় করে ॥
ব্রহ্মার মানস কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া ।
প্রেম আগ্রহন দিল হৃদয়ে ধরিয়া ॥
গুন প্রজাপতি হুহু না তাখিহু মনে ।
তোমাতে আমাকে এক বিদিত হুহুনে ॥

যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই জিলোচন ।
ব্রহ্মা হরি হর এক গুন পরাসন ॥
নিজ অধিকার লয়ে চলহ মন্দিরে ।
স্বজন পালন ভূমি কর সবাংকরে ॥
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়া ।
পরম আনন্দে ব্রহ্মা সৃষ্টি কর গিয়া ॥
দণ্ডবৎ করি বিধি মাগিল মেলানি ।
ব্রহ্মারে বিদায় দিলা প্রভু চক্রপাণি ॥
গুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব স্থানে ।
সেই রূপে বসি শিশু ভুঞ্জয়ে কাননে ॥
বাছুরি চাহিয়া বুলে নন্দের নন্দন ।
বাম করে পাঁচনী দক্ষিণ করে অন্ন ॥
হের আইস গোবিন্দ ডাকেন শিশুগণে ।
বাছুরি আনিলে ভূমি বেড়াইয়া বনে ॥
ভোজন করেছ সবে মাত্র তিন প্রাস ।
শুনিয়া শিশুর বোল গোবিন্দের হাস ॥
ভোজনে বসিল প্রভু দেব শিরোমণি ।
অন্ন দ্বিধি সর ক্ষীর নবাং নবনী ॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করিল ভোজন ।
যমুনায় গিয়া সবে কৈল আচমন ॥
কূলে উঠি দিল শিশু শিক্ষা বেণু স্নান ।
নানা রঙ্গে নাচে কেহ কেহ করে গান ॥
ধন্ত ধন্ত বলে সবে নন্দের নন্দনে ।
এই রূপে অন্ন আনি ভূজিব বিপিনে ॥
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ কহিল বালকে ।
হেনকালে রাম কাহ্ন ক্রৌড়ার কোতুকে ॥
দিবস হইল শেষ দেখি নন্দলাভ ।
গোকূলে চলিলা কৃষ্ণ সাজাইয়া পাল ॥
পথে যাইতে দেখে কৃষ্ণ অঘার শরীর ।
যোজনেক যুড়িয়া পড়েছে মহাবীর ॥
দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ব্রহ্মরাশি ।
নিত্য নিত্য এই বনে থেলাইব বসি ॥

নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে ।
 নর নারী আনন্দে মজলধ্বনি করে ॥
 বাছুরি বালক গেল যে বাহার ঘর ।
 অবার প্রভাপ কহে সবার গোচর ॥
 শুনিয়া গোয়াল সব চিন্তে হরি হরি ।
 সকল আপদে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি ॥
 দোঁহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী ।
 অন্ন দধি ক্ষীর-সর ভুঞ্জায় জননী ॥
 ভোজন করিয়া দোহে নানা কুতূহলে ।
 শয়ন করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥
 ছয় উক্ হৈল কৃষ্ণ সপ্তম বৎসরে ।
 দিনে দিনে বাড়ি কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥
 নবম বৎসর বলরাম মহাবলী ।
 হেনমতে দুই ভাই করে নানা কেলি ॥
 শুন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে ।
 গোবিন্দ ভকতি হুঃখীশ্রাম দাস মাগে ॥৬৩॥

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ।

হরি নাম বড়ই মধুর ।

শুনিলে বাড়য়ে অর্থ পাপ যায় দূর ॥ ৬৪ ॥

তবে পরীক্ষিত ধরে মূনির চরণ ।

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥

নিজ পুত্র পেয়ে কি করিল গোপগণ ।

মায়া শিশু কি হইল কহ তপোধন ॥

তবে শুক মূনিবর কহিল রাজারে ।

মায়াশিশু প্রবেশিল কৃষ্ণের শরীরে ॥

বিকুর মায়ায় হুটি সকল সংসার ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড সে মায়ায় অবতার ॥

রূপা-পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ ক্ষীরার কারণ ।

তার মায়া কি জানিতে পারে গোপগণ ॥

অজ্ঞান না কর চিন্তে শুনহ রাজন ।

এক চিন্ত হৈয়া শুন কহি নিরূপণ ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।

সপ্তম বৎসরে কৈল জাতক চরিত ॥

দিনে দিনে বলবন্ত হৈল দুই ভাই ।

নিত্য বৃন্দাবনে গিয়া বাছুরি চরাই ॥

নন্দেব সম্মুখে কহে শূন্য কানাক্সি ॥

তুমি আজ্ঞা দিলে পারি চরাইতে গাই ॥

এতেক শুনিয়া নন্দ আনন্দ বিহ্বলে ।

লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া কৃষ্ণ কৈল কোলে ॥

নন্দ বলে পার যদি সুরতি রাখিতে ॥

নিশ্চিন্ত হইলাম আমি তোমা পুত্র হৈতে ॥

হেনমতে গোবিন্দ নন্দেব আজ্ঞা পাইয়া ।

আহীরী বালক সঙ্গে সাজন করিয়া ।

একে সে চিকণ কালা বরণ উজোর ॥

বদন বিমল চন্দ্র নয়ন চকোর ॥

ডাহিনে টানিয়া চূড়া বাঁকে শ্রামরার ।

গুঞ্জমালা শিখিপুচ্ছ শোভা করে তার ॥

কঙ্কুরী তিলক ভালে অতিশয় শোভা ।

বক্ষিম নয়ন জগজন মনোমোহা ॥

শ্রবণে কুণ্ডল ছটা নিঙ্গি দিবাকর ।

পকু বিশ্ব ফল জিনি সুরজ অধর ॥

ঢল ঢল গজমতি নাসিকা উপরে ।

ত্রিভঙ্গ ভজিমা ফুল ধনু সকাতরে ॥

অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী ।

শ্রীবৎস কোমলত বণি অঙ্গে রতনমণি ॥

বরণ দৈখিয়া কান্দে ইন্দু নীলমণি ।

কটিতে থাকিয়া কান্দে রসাল কিকিণী ॥

ত্রিবিধ মধুর গতি চলে শ্রামরার ।

বুহু বুহু নৃপুত্র রাখিছে রাজা পার ॥

নীল ধূতি পরি সাজে রেখিগণ ॥

সাজ

হৃৎলোচন ॥

১ রাক্ষা লাঠি করে ধরে পুরে হুকুমার ।
নীল কুণ্ডল কানে গলে মহিহার ॥
শিখা বেধু পুরে রাম স্তবল বলিয়া ।
রাম কাহ্ন সঙ্গে শিশু মিলিল আসিয়া ॥
সাজনি কাছনি করে রাম গোবিন্দাই ।
চলিল বিপিনে কৃষ্ণ চরাইতে গাই ॥
নানা রঙ্গে রাম কাহ্ন চলিয়া সে যায় ।
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গীত গায় ॥
স্বকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
ক্রীড়া রঙ্গে রাম কাহ্ন বনে উপনীত ॥
ভাগবত গ্রন্থ কথা পুরাণ বচন ।
পাঁচালি প্রবন্ধে তাহা করিল রচন ॥
হুঃখীশ্রাম দাস কহে শুন সাধু জন ।
না লবে আমার দোষ করি নিবেদন ॥ ৬৪

কৃষ্ণ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া ।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি তব স্থানে ।
রাম কাহ্ন রাখে দেখু বালকের সনে ॥
সুহৃতি সকল দিল আগে চালাইয়া ।
শিশু সঙ্গে যায় রঙ্গে চামালি করিয়া ॥
বৃন্দাবনে আছে যত তরুলভাগণ ।
পুলকিত হৈয়া সেবে রামের চরণ ॥
ইহা দেখি বলরামে কহে নারায়ণ ॥
শুন ভাই বলরাম আমার বচন ।
মহিমা সাগর তুমি গুণের নিধান ॥
তরুলতা লাগে পদে দেখ বিদ্যমান ॥
দেখিতে তোমার পদ বত সুনিগণ ॥
তোমা দেখিবারে সে আইসে বৃন্দাবন ॥
সুহৃতি রূপ ধরি বৈসে তরু ডালে ॥
তোমার মহিমা গায় আনন্দ বিহ্বলে ॥
তরুলতা রূপ ধরি যৈসে বৃন্দাবনে ॥
দেবতা সকল সেবে তোমার চরণে ॥

শিখী শিখণ্ডীনি হৈয়া কিয়র কিয়রী ।
তুয়া ভাবে ভক্তজন হৈয়াছে ভ্রমরী ॥
খগ যুগ আদি বত জীব জন্ত গণ ।
উভদৃষ্টি করি দেখে তোমার বচন ॥
এত সব দেখাইয়া রোহিণী নন্দনে ।
চলিল গোবিন্দ রাম ভাণ্ডীর বিপিনে ॥
ভ্রমভরে বর্ষা বহে রোহিণী নন্দনে ।
কিশলয় দল তবে তুলে নারায়ণে ॥
আসন করিয়া তবে প্রভু নারায়ণ ।
তথি মধ্যে শোয়াইল রোহিণী নন্দন ॥
হুখানি চরণ তার চাপেন কানাই ।
সুহৃ হৈয়া প্রম ত্যজি উঠিল বলাই ॥
নানা গীত গায় তবে ব্রজ শিশুগণ ।
তার মধ্যে নাচে কৃষ্ণ জগত মোহন ॥
শাচিয়া প্রমেতে তাঁর দেহে দিল ধাম ।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তবে সুদাম শ্রীদাম ॥
সুকোমল দল তরু-ডাল হৈতে আনি ।
আসন করিয়া শোয়াইল চক্রপাণি ॥
চরণ মার্জ্জন করি পরম যতনে ।
বাতাস করয়ে কেহ ধরিয়া বসনে ॥
কর উরে শিয়র রাখিয়া গোবিন্দাই ।
সুহৃ হৈয়া উঠিয়া বসিল ছুটি ভাই ॥
হেনকালে সুদাম যুড়িয়া ছুটি কর ।
সুখার্ভ হইয়া কহে দৌহার গোচর ॥
শ্রীশুক গোবিন্দ পদে মজাইয়া মন ।
গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৬৫

ধেনুকাসুর বধ ও তাল ভক্ষণ ।

রাগ বরাড়ি ।

করিয়া যুগল কর রামকৃষ্ণ বরাবর
সুদাম করয়ে নিবেদন ।

শুন শুন রাম কাহ্ন কুধায় আকুল তহ্ন
 সত্য করি তোমার সদন ॥
 ভাণ্ডীর কানন মাঝে দিব্য তাল বন আছে
 মিষ্ট ফল ফলিছে অপার ।
 বৃক্ষ আছে শত শত ধরি আছে যুখে যুথ
 পড়িয়াছে পর্বত আকার ॥
 শুন রাম শ্রামচান্দ তালের অপূর্ব গন্ধ
 দেখিয়া থাইতে মন যায় ।
 পূর্বে সে সবার ভক্ষ্য এবে দৈত্য লক্ষ লক্ষ
 ধেহুক রক্ষক আছে তায় ॥
 যদি তুমি কর মন তাল খাই সর্বজন
 ধেহুক অহর হয় ক্ষয় ।
 এত শুনি বীর দাপে হহঙ্কার পুরে কোপে
 আগে হৈলা রোহিণী তনয় ॥
 হেন মতে শিশু সনে প্রবেশিলা তালবনে
 ছই ভাই গোবিন্দ গোপাল ।
 ধরি তাল তরুবর নাড়া দিল হলধর
 ঝাঁপিয়া পড়িল পাকা তালি ॥
 সহজে তালের বন শব্দ করে বন বন
 যেন মেঘ করে ঝড় ঘড়ি ।
 শব্দ গেল বহু দূর শুনিয়া ধেহুকাহ্নর
 ধায় বীর হৈয়া তড়বড়ি ॥
 ধেহুক বিক্রম করে ঘন হহঙ্কার পুরে
 দস্তে দস্ত করে কড়মড়ি ।
 সবনে নিশ্বাস পড়ে ধরণী কম্পিত ডরে
 ধায় বীর দিয়া সিংহ রড়ি ॥
 দেখিয়া রোহিণী স্নতে ক্রোধভর হৈয়া ক্রতে
 পদাবাত মারে বলরামে ।
 ক্রিয়া রেরতী পতি ধরিয়া ধেহুক প্রতি
 জটে ধরি ঘুরায় বিক্রমে ॥
 ছিণ্ডিল মস্তক তার গড়াগড়ি মুণ্ড আর
 দেখিয়া যতেক ইষ্ট তার ।

পরম ক্রোধিত মনে আশ্রয়ান হৈয়া রণে
 বেড়িলেক রোহিণীকুমার ॥
 হলধর ক্রোধী হৈয়া তাল তরু উপাড়িয়া
 ঘুরাইয়া মারিলা নির্ভরে ।
 কার পদ হস্ত তুণ্ড কার ছিণ্ডে রক্ত মুণ্ড
 প্রাণ লৈয়া কেহ ভাগে ডরে ॥
 যত দৈত্য ছিল আর লয়ে পুত্র পরিবার
 পলাইল ছাড়ি তালবন ।
 দর্পঘূত হৈয়া মনে রাম কৃষ্ণ শিশু সনে
 দিব্য তাল করিল ভক্ষণ ॥
 হেনমতে শিশুগণ তাল খায় সর্বজন
 কত শিশু সাজাইল জার ।
 রাম কৃষ্ণ লীলা রঞ্জে ব্রজের বালক সঙ্গে
 মন্দিরে করিল আশ্রয় ॥
 দূর বনে ছিল ধেহু ধেহু নাম ধরি কাহ্ন
 নীতল বংশীতে দিল স্থান ।
 মুরলী শুনিয়া কানে রাম কাহ্ন যথা বনে
 সুরভি হইল আশ্রয়ান ॥
 রঞ্জে রাম বনমালী গোকুল নিকটে মেলি
 শিশু সঙ্গে নৃত্য গীত রসে ।
 দেখিয়া গোয়াল মতি মঙ্গল কলস পাতি
 সঙ্গীত পঞ্চম তান ভাষে ॥
 জয় দিয়া শিশুগণ গৃহে কৈল আগমন
 রাম কৃষ্ণ চলিল মন্দিরে ।
 গোবিন্দমঙ্গল রসে দ্ব্যধীশ্রাম দাস ভাষে
 তার হরি অকুল সংসারে ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন ।

রাগ ত্রী ।

শুনরাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন ।
 ধেহুক বধিলা বনে রোহিণী নন্দন ॥

তাল তার তার করি নিল গোপপুরে ।
 নর নারী আনন্দেতে তালু ভোগ করে ॥
 সেই হৈতে তাল ভোগ করে সর্ব জন ।
 আনন্দে যশোদা পালে পুত্র নারায়ণ ॥
 এক দিন শিশুসঙ্গে দেব নারায়ণ ।
 গোধন লইয়া গোষ্ঠে করিল গমন ॥
 সেই দিন মন্দিরে রহিল বলরাম ।
 শিশু সঙ্গে সাজিয়া চলিল ঘনশ্যাম ॥
 শিরে শিখীপুচ্ছ শোভে গুঞ্জমালা বেড়া ।
 ডাহিনে টানিয়া বাহু মনোহর চূড়া ।
 মোহন মুরলী করে শোভে তাড়বালা ।
 বদনমণ্ডল নিন্দে শশী বোলকলা ॥
 কটিতে কিঙ্কণী শোভে পিয়ল বসন ।
 চরণে নুপুর বাজে পঙ্কজ পদম ॥
 নানা বেশে ব্রজশিশু সাজন করিয়া ।
 বৃন্দাবনে প্রবেশিল বেণু স্থান দিয়া ॥
 স্থখে তুণে চরণে যতেক পাভীগণ ॥
 শিশু সঙ্গে গোষ্ঠ ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
 অকালে বসন্ত বহে মলয় পবন ।
 ডালে বসি শুক পিক ডাকে ঘন ঘন ॥
 কুহুমে বসিয়া অলি পঞ্চতেতে গায় ।
 শিখী শিখিনী সব নাচিয়া বেড়ায় ॥
 ষমুনা পুলিনে ক্রোড়া করে নরহরি ।
 হৃৎখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৬৭ ॥

ব্রজশিশুগণের কালিদহ-জলপান ।

রাগ ধানত্রী,

শুকদেব বলে বাণী শুন নৃপ চূড়ামণি

চিত্ত নিবেশিয়া হরিকথা ।

ভুবন বন্ধন করে সদাই আনন্দ ধার

পড়িত পদ্য পদ-বাঁতা ॥

সে প্রভু পরম রঙ্গে ব্রজশিশুগণ সঙ্গে

গোষ্ঠক্রীড়া করেন কাননে ।

শিশু যত সঙ্গে ছিল তৃষ্ণার আকুল হৈল

চলে সবে জল অন্বেষণে ॥

নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে সর্ব শিশু গেল ধৈর্যে

যে দিকে আছয়ে কালিন্দিনী ।

মহা হ্রদ উচ্চ তট কালি দহ কুল ঘাট

নীর না পরশে সুর মুনি ॥

দৈবের সে নিবন্ধন ধণ্ডিবক কোন জন

শিশু সব সেই ঘাটে গেল ।

তৃষ্ণার আকুল হৈয়া জলপান কৈল গিয়া

কূলে উঠি বালক ঢুলিল ॥

কালিন্দীর কূলে গিয়া দেখে শ্যাম বিনোদিত

গরল বহিছে শিশুগণ ।

• দেখিয়া বিস্ময় মতি অধিল ভুবনপতি

মধুদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥

কুকুর অমিয়া দিঠে বালক সকল উঠে

কাঁচা ঘূমে যেন চিয়াইল ।

উঠিয়া চৌদিকে চাই আলস্যে ছাড়িল হাই

আঁখি মেলি গোবিন্দে দেখিল ॥

জীয়ায়ে বালকগণে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল মনে

হেন জল আছে যমুনায় ।

গরল জলের মাঝে হৃৎকর ভুজঙ্গ আছে

নীর মধ্যে না রাখিব তুর ॥

দেবতা কিম্বদন্ত নর দশ দিক চরাচর

কেহ না করয়ে জলপান ।

দৈত্য দলিবার ভার হইয়াছি অবতার

ভারাবতারণে ভগবান ॥

এতক ভাবিয়া মনে ব্রজের বালক সনে

সঙ্গে করি গলে গেল ঘরে ।

গোবিন্দ মজল গোখা জুহনে চুলত কথা

শ্রীমুখ নন্দন গায় সারে ॥ ৬৮ ॥

অরুণ ও গরুড়ের জন্ম কথা ।

রাগিনী টোড়ি ।

শুক নারদে মহিমা গায় ।

রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ৫ ॥

তবে পরীক্ষিত বলে শুন মহামুনি ।

জলমধ্যে কালিয় বসতি কৈল কেনি ॥

শুক বলে শুন অতিমহত্ব তনয় ।

কালিয় পাতালে বৈসে গরুড়ের ভয় ॥

রাজা বলে শুন মুনি করি নিবেদন ।

নাগেন্দ্র ধগেন্দ্র বাদ কিসের কারণ ॥

এত শুনি কহে মুনি নৃপতির স্থানে ।

পুরাণ বচন বলি তোমা বিদ্যমান ॥

কালিয় গরুড় বাদ হৈল যেন রূপে ।

কহিব সে সব কথা তোমার সন্নিপে ॥

ভুবনে বিশ্বাস্ত সে কস্তুর প্রজাপতি ।

বেদ বিদ্যা বিশারদ ধর্ম্মময় মতি ॥ ১ ॥

তের কন্যা দক্ষের কশ্যপ বিভা কৈল ।

তের কন্যা হৈতে যত সৃষ্টি উপজিল ॥

তথি মুখ্যা চারি কন্যা রূপে মোহে কাম ।

দ্বিতি অদ্বিতি বিনতা কক্ষ নাম ।

অদ্বিতির উদরে জন্মিল দেবগণ ।

সূর্য্য শশী সূর্য্য-শির বরুণ পবন ॥

দ্বিতির উদরে যত অস্থরের জাত ।

বিনতা কক্ষর কথা শুন নরনাথ ॥

কক্ষর উদরে যত সর্প উপজিল ।

বিনতা সুগল ডিম্ব প্রসব হইল ॥

হেন রূপে কত দিন হইল পূরণ ।

দেখিয়া বিনতা দেবী ভাবে মনেবন ॥

এক সঙ্গে দুই জন ডিম্ব প্রসবিল ।

কক্ষর হইল পুত্র যোর না জন্মিল ॥

এক ডিম্ব তথি মধ্যে ভাঙ্গিয়া দেখিল ।

পাকল নহিল ডিম্ব অরুণ জন্মিল ॥

শীতে কম্প ধরহর দেখিয়া জননি ।

কশ্যপে কহিল গিয়া শুন মহামুনি ॥

কি মোর করমে ছিল কিবা এ জন্মিল ।

শুনিয়া কশ্যপ মুনি নারীরে বলিল ॥

শুনহ বিনতা কেনে এত কর্ম্ম কৈলে ।

পাকল না হৈতে ডিম্ব কি লাগি ভাঙ্গিলে ॥

তোমা হৈতে হৈল হেন অরুণের গতি ।

আতপে রাখহ লয়ে তপন সংহতি ॥

সূর্য্যের সারথি হৈয়া রহিবে অরুণ ।

পাকল হইবে তাতে বিনতা যে শুন ॥

আর যেই আছে ডিম্ব তাহা না ভাঙ্গিহ ।

শুণ্ড স্থানে সেই ডিম্ব যতনে পালিহ ॥

দ্বাদশ বৎসর গেলে আপনি ফুটিবে ।

মহাবলবস্ত তথি গরুড় জন্মিবে ॥

গোবিন্দ-ভকত হবে তোমার কুমার ।

শুনিয়া বিনতা মনে আনন্দ অপার ॥

সূর্য্যের সারথি করি অরুণে রাখিল ।

মনোহঃখে অরুণ মায়েরে শাপ দিল ॥

হেন গতি কৈলে তুমি আপন ইচ্ছায় ।

সতীনের দাসী হবে শাপ দিল মায় ॥

পাইয়া পুত্রের শাপ বিনতা সুলারী ।

মনে কিছু না করিল অবহেলা করি ॥

আর ডিম্ব গুটি রাখা করিয়া যতন ।

প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করয়ে নিরীক্ষণ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত একচিত্ত মনে ।

কক্ষর গিরীতি বড় বিনতার সনে ॥

হু বহিনে এক প্রাণ প্রেম অরুণে ॥

গলাস্থানে গেল রোঁহে একত্র মিলনে ॥

হু সতীনে চলি যায় নানা বজরসে ।

হেনকালে মাতলি ফুরক লয়ে আইল ॥

ইন্দের সে পাট ঘোড়া উচ্চৈঃস্রবা নাম ।
 চন্দ্রকান্তি বরণ দেখিতে অমৃগম ॥
 তা দেখি বিনতা বলে খেত অখ ভাল ।
 কক্ষ বলে খেত নহে তুরঙ্গম কাল ॥
 বিনতা বলয়ে যদি কাল অখ হয় ।
 তবেত তোমার দাসী হইব নিশ্চয় ॥
 যদি হয় খেত অখ শুন গো বহিনি ।
 তবেত আমার দাসী হইবে আপনি ॥
 ভাল ভাল বলি কক্ষ ভাবে মনে মনে ।
 ভাকিয়া আনিল সে ভুজঙ্গ পুত্রগণে ॥
 শুন পুত্র খেত অখ আমি বলি কাল ।
 বিনতার দাসী হব এই কর্ণে ছিল ॥
 উপায় যে বলি যদি পার করিবারে ।
 তবেত বিনতা দাসী করিব প্রকারে ॥
 সব মেলা বেড় গিয়া খেত বাজিবরে ।
 সর্দার যেমত কাল দেখি দৃষ্টান্তরে ॥
 এত শুনি কালির ভুজঙ্গ লৈয়া ।
 সেই খেত অখ অঙ্গে বেড়িলেক গিয়া ॥
 জলদবরণ হৈল খেত বাজিবর ।
 তা দেখি বলয়ে কক্ষ বিনতা গোচর ॥
 ভুমি বল খেত অখ আমি বলি কাল ।
 কহ না এখন কেবা কার দাসী হৈল ॥
 খেত অখ হৈল দেখি কক্ষ কলেবর ।
 কপটে জিনিল বলি জানিল অন্তর ॥
 হইল কক্ষর দাসী প্রতিজ্ঞাপালনে ।
 নানাবিধ ক্রিয়া করে আজ্ঞা পরমাণে ॥
 পুরাণ-বিহিত কথা শুন নৃপবর ।
 হেনরূপে গেল তথা দ্বাদশ বৎসর ॥
 দ্ব্যধীশ্বর্য দাস বলে কক্ষ ভজ প্রাণি ।
 হেলার উরিয়া রাখে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৬৯ ॥

গরুড়ের মাতৃবিমুক্তির চেষ্টা ।

রাগিনী চৌড়ী ।

হরিকথা বড়ই মধুর ।

শুনিলে প্রবণ-সুখ পাশ বার দূর ॥ ৭০ ॥

শুভ কণে শুন দিনে সে ডিম্ব ফুটিল ।

মহাবলবন্ত তখি গরুড় জন্মিল ॥

মহাকায় পক্ষিরাজ স্মৃধার কাতর ।

আহার মাগিল পিয়া জননী গোচর ॥

অনেক আহার মাতা দিল ততক্ষণ ।

বিনতায় কহে নহে উদর পূরণ ॥

বিনতা বলেন পুত্র শুন খগেশ্বর ।

আমি'কি আহার দিব নহি স্বতন্তর ॥

এত শুনি খগপতি কহে বিনতারে ।

তোমা'রে ছাঃখিনী দেখি কেমন প্রকারে ॥

কেশ বেশ মলিন শরীর কি কারণ ।

দাসী তুল্য দেখি তোমা কিসের কারণ ॥

বিনতা বলেন পুত্র শুনহ বচন ।

কক্ষর হৈয়াছি দাসী কর্ণের লিখন ॥

কি মতে দাসীত্ব খণ্ডে খগপতি কহে ।

বিনতা বলেন কক্ষ না জানি কি চাহে ॥

মাতা পুত্রে গেল তবে কক্ষর সদনে ।

বিনতার দাসী পদ কম্বু আপনে ॥

কক্ষ কহে কর জননীর অব্যাহতি ।

স্বর্গের অমৃত আনি দেহ আমা প্রতি ॥

তবে কক্ষ করি তোর জননীর দোষ ।

এত শুনি খগপতি পরম সন্তোষ ॥

অমৃত আনিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিল ।

বিনতারে কণে মোর স্মৃধা না ভাঙ্গিল ॥

বিনতা বলেন বীর শুনহ বচন ।

পথে বাইতে হবে তোর উদর পূরণ ॥

আছয়ে ধীর পল্লী সমুদ্রের তীরে ।
 পক্ষ ভড় করি মুখ মেলেহ সত্তরে ॥
 শুহা বলি প্রবেশিবে তোমার উদরে ।
 বিপ্র হিংসা না করিহ শুন খগেশ্বরে ॥
 খগপতি কহে কহ তাহার লক্ষণ ।
 বিনতা বলেন কণ্ঠ করিবে জলন ॥
 তথি যদি না হইবে উদর পূরণ ।
 হিমালয়ে যাও তব পিতার সদন ॥
 আহার নির্বন্ধ মুনি বলিবে তোমারে ।
 চলিল গরুড় পক্ষী মায়ের উত্তরে ॥
 ছুখীশ্রাম দাস কহে হরি নাম সার ।
 কৃষ্ণকথা শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ৭০ ॥

গরুড়ের আহারাশ্বেষণ ।

রাগ বড়ারি ।

মায়ের বচন শুনি চলে তবে খগমণি
 • উপনীত মহোদধি তীরে ।
 ধীর পল্লীতে দেখি মনে বড় হৈয়া স্মৃখী
 নিজ মুখ ব্যাদন যে করে ॥
 সহজে গরুড় পক্ষ যুড়িয়া যোজন লক্ষ
 শরীর বিস্তার অতিশয় ।
 যেন মহা গিরিবর দেখিয়া লাগয়ে ডর
 শুহা যেন মুখ মেলি রয় ॥
 পাথেতে পবন পুরে গগনে আন্ধার করে
 যেন মেঘে মহা ঝড় বয় ।
 তা দেখি ধীর পন্ন ভাবে মহা অকুশল
 অন্তরে অতীত লাগে ভয় ॥
 প্রাণ লৈয়া ভাগেত্রাসে গরুড়ের পেট পৈশে
 গিরি শুহা হেন লখি মনে ।
 তথি মধ্যে এক দিগে ধীর সম্মুখেতে নখে
 প্রবেশিতে করিল জলনে ॥

কহে বীর খগপতি কে আছ ব্রাহ্মণ ইখি
 বাহির হইয়া যাহ বেগে ।
 ব্রাহ্মণ শুনিয়া বাণী চারি পুত্র লৈয়া মুনি
 শীঘ্রপতি প্রাণ লৈয়া ভাগে ॥
 ধীর তৃতীয় কোটি আহার করিয়া উঠি
 গগন মণ্ডলে খগপতি । •
 হিমালয় গিরিবরে কস্তপ তপস্তা করে
 পিতৃ পাশে হৈল উপনীতি ॥
 করিয়া যুগল পাণি কহে বীর খগমণি
 জনক শুনহ নিবেদন ।
 কহিয়ে তোমার ঠাই অমৃত আনিতে যাই
 আমি বীর বিনতানন্দন ॥
 গরুড় বচন শুনি কস্তপ অন্তরে জানি
 কহে মুনি শুন খগেশ্বর ।
 সুদর্শন মধ্য স্থানে সূধ্য রাখে দেবগণে
 প্রাপ্তি হবে এই দিহু বর ॥
 কহে বীর খগপতি ক্ধ্যায় আকুল অতি
 পূর্ণ করি না করি ভোজন ।
 অমর নগরে যাই সংগ্রাম করিতে চাই
 প্রবল প্রমাদী দেবগণ ॥
 গরুড় বচন শুনি কহেন কস্তপ মুনি
 কহিব আহার নিবন্ধন ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলভ কথা
 বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৭১ ॥

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ ।

রাগ কালি ।

যে করিবে হরি তুমি সে জান ।
 • গহছায়া দিয়া বারেক কিন ॥ জ ॥
 কস্তপ কহেন শুন বিনতাকুমার
 আহার নির্বন্ধ আছে যোগ্য যে তোমার ॥

গজ কচ্ছপেতে লাগিরাছে মহারণ ।
 সেই দুই জনে গিয়া করহ ভক্ষণ ॥
 এত শুনি খগপতি কহে কচ্ছপেরে ।
 কহ সে দৌহার যুদ্ধ কেমন প্রকারে ॥
 কে বা সে কেমন কথা কহ মোর আগে ।
 আহার করিব তবে যদি মন লাগে ॥
 কচ্ছপ কহেন কথা শুন খগপতি ।
 বাহুসিদ্ধ নামে পূর্বে মুনি মহামতি ॥
 বেদ বিদ্যা বিশারদ বিদিত সংসারে ।
 করিল অনেক ধন কঠিন প্রকারে ॥
 ধন হৈতে তাহার ধনাঢ্য নাম হৈল ।
 বৃদ্ধ কালে তার দুই পুত্র উপজিল ॥
 সিদ্ধ ভদ্র বলি নাম দিল পুত্রগণে ।
 অল্পকালে খুইল ধন কনিষ্ঠের স্থানে ॥
 দৌহারে না দিল ধন করিয়া বণ্টন ।
 হেন কালে মরিল ধনাঢ্য তপোধন ॥
 হেন মতে দিন কত যায় হে রাজন ।
 ছ ভাই বিবাদ লাগে ধনের কারণ ॥
 সিদ্ধ বলে আমি জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব অধিকারী ।
 কনিষ্ঠ হইয়া ধন রাখিল আবরি ॥
 ভদ্র বলে বাপ মোরে সমর্পিল ধন ।
 সে ধন তোমারে আমি দিব কি কারণ ॥
 হেন মতে দুই ভাই কোন্দল করিয়া ।
 ত্রিজটা মুনিগণে সাক্ষী কৈল গিয়া ॥
 মণ্ডলি করিয়া সবে বিচার করিল ।
 কনিষ্ঠে না দিয়া ধন জ্যেষ্ঠ পুত্রে দিল ॥
 এত দেখি ভদ্র মুনি মনে পাইল তাপ ।
 মুনি বিদ্যামানে জ্যেষ্ঠ ভেদে দিল শাপ ॥
 মোর ধন কাড়ি নিলে ধনমদে মাতি ।
 বিপিনে জন্মাই দিয়া হৈয়া মত্ত হাতি ॥
 সিদ্ধ বলে সিদ্ধ ধন বিচারে জিনিয়া ।
 মোরে শাপ দিলে তুমি ভাই না গণিয়া ॥

কুটিল স্বভাবে কৈলি গুরু নিন্দা শাপ ।
 তুমিত কচ্ছপ হবে আমি দিহু শাপ ॥
 হেন রূপে দৌহে শাপ দিল দৌহাকারে ।
 দেখিয়া ত্রিজটা বলে দৌহার গোচরে ॥
 শাপ দিলে তোমরা হুজনে মনহুখে ।
 নিস্তার পাইবে গিয়া গুরুড়ের মুখে ॥
 গজ গেল বিপিনে কচ্ছপ পেল জলে ।
 কৃপণের ধন রৈল মৃত্তিকার তলে ॥
 তোমার সে ভক্ষ্য হয় শুন খগপতি ।
 সেই দুই জনে গিয়া ভক্ষ শীঘ্রগতি ॥
 হুজনে লেগেছে যুদ্ধ গণ্ডকীর জলে ।
 শুনহ গুরুড় শীঘ্র চল সেই স্থলে ॥
 চলিল গুরুড় পক্ষী আহার কারণে ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্যাম দাস তণে ॥ ৭২ ॥

গুরুড়ের গজকচ্ছপ শিকার ।

রাগ সারঙ্গ ।

কচ্ছপ উত্তর শুনিয়া সত্তর
 দেখি বিনতার বালা ।
 খরতর বীর গণ্ডকীর তীর
 মুহূর্ত্ত মাত্রতে গেলা ॥
 রহিয়া গগনে দেখিল নয়নে
 দৌহে দ্বন্দ্ব করে জলে ।
 দৌহে দৌহাকারে লজ্জাবারে নাচে
 টানাটানি সমবলে ॥
 দৌহারে দেখিয়া পাকশাট দিয়া
 বিস্তারিয়া দুই পাটি ।
 ছোঁহ দিয়া নখে দৌহে লৈয়া স্থখে
 গগনমণ্ডলে উঠি ॥
 ভক্ষিবার স্থান কহে অহুমান
 বট দেখি সিদ্ধকূলে ।

পাথে দিরা ভর উঠিল সস্তর
বসিল বটের ডালে ॥

শাখা সুবলন তিরানী যোজন
উচ্চ বট তরুণ ॥

দিব্য পবিসর দেখিতে সুন্দর
হুল বড় মনোহর ॥

সেই বৃক্ষমূলে সুগন্ধি নীতলে
সব সব শব্দ বর ॥

বটবর তলে শিবশুভ মেলে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মৃত্যুঞ্জয় ॥

সুন্ন মুনিবব গন্ধর্ব্ব কিম্বর
সদাই আনন্দ নিধি ॥

কোটর অবধি রহে নিববধি
হুত মধু গুড় দধি ॥

স্বান অতি বম্য পক্ষী বিহঙ্গম
সাবী শুক পিক ডাকে ॥

সৌরভ সুন্দর তাহে মধুকর
উড়ি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

খগের ঈশ্বর বটে দিতে ভর
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে ॥

সেই ডাল ভাজি নখে রহে লাগি
গগনে গরুড় উড়ে ॥

বধা দেই ভর কবে খরহর
লক্ষ লক্ষ তরু ভাজে ॥

খগ ভর গুরু ভরে চলে মেরু
না পায় আহার ভোগে ॥

হেন কালে স্বামী প্রভু অন্তর্যামী
স্বাধার ভগবান ॥

গরুড় সাক্ষাতে আইল জগন্নাথে
হুঃখীস্বাম দাস গান ॥ ৭৩ ॥

বালখিল্য উপাখ্যান ।

রাম কেদার ।

দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥ ৬ ॥

গজ কচ্ছপ নখেতে ধরিয়া খগেশ্বর ।

তরু মেরু সহিতে নারে গরুড়ের ভর ॥

গগনে উড়িয়া পক্ষী বুনে চিরকাল ।

নখে লাগিয়াছে সাত যোজনেক ডাল ॥

ঠোটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করীবর ।

হেন রূপে ভ্রমি বুলে দ্বাদশ বৎসব ॥

আহার কবিত্তে পক্ষী নাহি পায় স্থান ।

হেন কালে দেখা দিলা প্রভু ভগবান ॥

শ্রামল সুন্দর কৃষ্ণ কমললোচন ।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কোটি মদন মোহন ॥

বেদ বিদ্যা বিশারদ সুদীর্ঘ শরীর ।

পইতা তিলক শোভে বচন গভীর ॥

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন খগেশ্বর ।

কি লাগি উড়িয়া বুল গগন উপর ॥

প্রণতি করিয়া পক্ষী বলেন ব্রাহ্মণে ।

গজ কচ্ছপ আমি ধরিয়াছি বদনে ॥

আহার কবিব হেন নাহি পাই স্থল ।

ভর দিতে তব মেরু যার রসাতল ॥

তথির কারণে আমি গগনে বেড়াই ।

এই মোর নিবেদন শুনহ গোসাঞি ॥

পরম দয়ালু কৃষ্ণ জীব হুঃখে হুঃখী ।

কৃপা করি গরুড়ে বলেন পদ্ম-আঁখি ॥

আইস বৈস মোর বাহ বাহর উপর ।

আনন্দে আহার কর শুন খগেশ্বর ॥

পক্ষী বলে শুন বিজ মোর গুরু ভর ।

বদনে করিয়াছি কচ্ছপ করীবর ॥

মোর ভয়ে সুমেরু করবে টলটল ॥

লক্ষ লক্ষ ধিরিয়ারেণ রসাতল ॥

অতি ছোট হস্ত তব বহুত শরীর ।
 নারিবে সহিতে তর আমি মহা বীর ॥
 শ্রীকৃষ্ণ কহেন আমি মহাপ্রজ্ঞধর ।
 তোমাকে বগাতে পারি অঙ্গুলি উপর ॥
 এত শুনি বলে-বীর বিনতানন্দন ।
 তুমি শুনি বিজয়র মোর নিবেদন ॥
 যদি বহিবারে পার মোর গুরু ভার ।
 তোমাকে বহিব আমি কাক্ষেব উপর ॥
 তোমার বাহন হব তুমি দ্বিজমণি ।
 বাম বাহু বাড়াইয়া দিল চক্রপাণি ॥
 গোবিন্দের বামভুজে বৈসে খগপতি ।
 অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পরম শক্তি ॥
 গোবিন্দের ভুজে বৈসে বিনতানন্দন ।
 কল্প ও করীবরে করিতে আহার ॥
 নুখে হৈতে বটডাল খসিল তখন ।
 তখি তপ করে বোল সহস্র ব্রাহ্মণ ॥
 ডালে বসি দেখে সবে প্রভু নারায়ণ ।
 দণ্ডবৎ করে সবে স্তবন ভজন ॥
 এত শুনি পরীক্ষিত করে যোড় কর ।
 বিস্ময় লাগিল মোর শুনি মুনিবর ॥
 বোল সহস্র মুনি ছিল বট ডালে ।
 কিবা সে কেমন কথা জন্ম কোন্ কূলে ॥

পুত্রাণ বিহিত নহে তব অগোচর ।
 তার বিবরণ মোরে কহ মুনিবর ॥
 শুনিয়া হাসিয়া শুক কহেন রাজারোণ ।
 বরদ্বন্দ্ব নামে মহু বিদিত সংসারে ॥
 তাহার কুমার বিবাহস্থ নাম ধরে ।
 সখ্যা করিবারে গেল দক্ষিণ সঙ্গরে ॥
 সাগরের তটে আছে অপূর্ণ কানন ।
 তাহে কেনি করে বস পশু পক্ষীপণ ॥
 নদীর বানহী ভক্তি ভক্তি করে ডালে ।
 তাহা দেখি রাজার আশ্রয় লইল ॥

কোথায় রাখিব বলি ভাবিল অন্তরে ।
 রাখিল সমুদ্রকূলে বালির উপরে ॥
 বোল সহস্রেক বালি বীৰ্য্যেতে লাগিল ।
 বোল সহস্রেক পুত্র তাহাতে জন্মিল ॥
 হেন মতে দ্বিজ সব জনম লভিল ।
 মুক্তিপদ পাব বলি শঙ্করে সেবিল ॥
 দেবমানে দ্বাদশ বৎসর তপ করি ।
 কষ্ট তাব দেখি দেখা দিল ত্রিপুরারি ॥
 শিবের জটা শিখাধর অহিমালা গলে ।
 প্রেমরসে পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম বলে ॥
 বাসুকি হিয়ার হার অসিত বরণ ।
 সর্পাঙ্গে ভূষিত যার বিভূতি চন্দন ॥
 ডাহিনে ডম্বুর বাজে ধবি হরিনাম ।
 বাম করি থাকি শিখা বলে রাম রাম ॥
 প্রেমভরে বুঝে আঁখি ককণাসাগর ।
 হেন মতে মুনিগণে দেখা দিলা হর ॥
 বৃষভবাহনে শিব দিল দরশন ।
 আশ্বাস করিয়া বলে শুনি মুনিগণ ॥
 কেন হেন কষ্ট তপ কর কিবা চাহ ।
 সাক্ষাৎ হইলাম আমি বব মাগি লহ ॥
 শিবের সাক্ষাৎ পেয়ে যত মুনিগণ ।
 যোড় করে শঙ্করে করয়ে নিবেদন ॥
 যদি কৃপাময় হর দিলে বর দান ।
 মুক্তিপদ দেহ মাগি তোমা বিদ্যমান ॥
 এত শুনি মুনিগণে কহে ত্রিপুরারি ।
 মুক্তিপদ দানে আমি নহি অধিকারী ॥
 রাজ্য সুখ ভোগ ইন্দ্র পদ পারি দিতে ॥
 মুক্তিপদ তোমরা না পাবে আশা হৈতে ॥
 এত শুনি মুনিগণ মহাদেবে বলে ।
 আশা সবাকার সেবা গেলত নিফলে ॥
 তোমা হেন প্রভু ভজি না পাইব মুক্তি ।
 না জানি ভাগ্যেতে মোর হবে কোন গতি ॥

কহি তুমি মুনিগণে কহে মৃত্যুঞ্জয় ।
 তোমা সবাকার পতি হইবে নিশ্চয় ॥
 আমার বচন দৃঢ় কর মুনিগণ ।
 তবে সে পাইবে সবে গোবিন্দচরণ ॥
 তন মন এক করি হরিপদে দিয়া ।
 থাক বান্ধা বট ডালে সমস্ত বক্ষিয়া ॥
 নিকটে পাইবে সবে প্রভু নারায়ণ ।
 হুঃখ না ভাবিহ মনে শুন মুনিগণ ॥
 তোমা সবা হৈতে বিষু রস প্রচারিবে ।
 যত বিবরণ কৃষ্ণ তোমারে কহিবে ॥
 কৃষ্ণ দরশনে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে ।
 মুক্তি হৈতে অধিক গোবিন্দ-প্রেম পাবে ॥
 কহিয়া চলিল হর ডমরু বাজায়ে ।
 বট মধ্যে ছিলা সবে শিব আজ্ঞা পেয়ে ॥
 কৃষ্ণ দরশন পাইল কামনার ফলে ।
 দণ্ডবৎ করে সবে কৃষ্ণ পদতলে ॥
 হুঃখীশ্যাম বলে প্রাণী না ভুল বিষয় ।
 সাধু সঙ্গ বিনে কভু ভাব ভক্তি নয় ॥ ৭৪ ॥

বালখিল্য মুনিদিগের

গোপী-জন্ম কথা ।

রাগ করুণা ।

কৃষ্ণ দরশন পাইয়া মুনিগণ জষ্ট হৈয়া
 দণ্ডবৎ করে পরিহার ।
 ও পদ পঙ্কজ দেখি নিরমল হৈল অঁখি
 আজি পূণ্য দিন সবাকার ॥
 তুমি প্রভু নিরঞ্জন জীবের জীবন ধন
 কেবল করুণাময় হরি ।
 বাস্তা সিদ্ধি এতকালে দেখি তুয়া পদতলে
 মুনিগণে উজ্জ্বল মুরারি ॥
 এসব বচন শুনি আজ্ঞা দিল চক্রেপাশি
 শুনহ সকল মুনিগণ ॥

কহি তোমা সবাকারে ঝাট চল মর্ত্যপুত্রে
 গোপীরূপে লভহ জনম ॥
 গোপী হৈয়া জন্ম গোপে মদনমোহিবৎসলে
 নব যুবা থাকিবে সদায় ।
 তোমা সবা স্বামিগণ না করিবে আলিঙ্গন
 কেবল সে আমার আমার ॥
 নব যুবা হৈয়া সবে থাকিবে আমার ভাবে
 চির দিন অবনিমণ্ডলে ।
 দ্বাপরে যত্ন বংশে জন্মিব দম্ভজ ধ্বংসে
 বাল্যকৈলি করিব গোকূলে ॥
 তবে তোমা সবা সঙ্গে বিহার করিব রঙ্গে
 যমুনা পুলিন বৃন্দাবনে ।
 শুন যত মুনিগণে চিন্তা না করিহ মনে
 পাবে মুক্তি সালোক্য নির্যাতনে ॥
 প্রভুর আদেশ পেয়ে সবে আনন্দিত হইয়ে
 মেলানি মাগিল পদতলে ।
 প্রভুপদে চিত্ত দিয়া অবনীমণ্ডলে গিয়া
 গোপীরূপে জন্মিল গোকূলে ॥
 কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত শুন বাণী
 গোবিন্দ মহিমা গুণ রাশি ।
 তবে বীর খগরাজে বসিয়া গোবিন্দ ভূজে
 মরমে পরম ভয় বাসি ॥
 মুখের আহার ফেলি দণ্ডবৎ পুটাজলি
 পুলকিত বিনতা-নন্দন ।
 নয়নে প্রেমের বারি কৃষ্ণের চরণ ধরি
 বলে দোষ ক্ষম নারায়ণ ॥
 তোমার মহিমা হরি আমি কি জানিতে পারি
 যারে যোগী না পার ধোয়ানে ।
 অনেক কায়না ফলে ও পদ পঙ্কজ মিলে
 ভাবে ভক্তি ভাগবত জনে ॥
 মুক্তি তো পাইতকী হৈত হৈল প্রভু না চিনিহ
 গাপ পাঁচবোনি অঙ্গনধরে ॥

হাঁথ সে হৃদয় মাঝে বসিহু তোমার ভুজ

অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥

গরুড় কাকুতি জানি আশ্রয় দিল চক্রপাণি

শুন পক্ষী আমার বচন ।

তুমিত আমার হও স্মরিলে দেখা দেও

তোরে মোর বড় প্রয়োজন ॥

কচ্ছপ-করীবর লৈয়া আহার করহ গিয়া

নগবর-শ্বেত-শৃঙ্গে বসি ।

এত বলি ভগবান হৈল প্রভু অন্তর্জান

গরুড় আনন্দ মনে বাসি ॥

আহার করিয়া মুখে পবন পূরিয়া পাথে

চলে বীর নগেন্দ্র-উত্তরে ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দুর্লভ কথা

শ্রীমুখ নন্দন গায় সারে ॥ ৭৫ ॥

১

গরুড়ের অমৃত আনয়ন ।

রাগিণী টোড়ী ।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া

রাম নারায়ণ বল ॥ ৬ ॥

হেন রূপে গরুড় কক্ষের বর পাইয়া ।

স্বমেরুর শ্বেত শৃঙ্গে উত্তরিল গিয়া ॥

শ্রীশ্রী শৃঙ্গে বসি বীর বিনতাকুমার ।

কচ্ছপ করীবরে লয়ে করিল আহার ॥

উদর পূর্ণিত হৈল আনন্দ বদন ।

অমৃত আনিতে বীর করিল গমন ॥

স্বমেরু বাহিয়া দীর চলিল ক্ষত্রে ।

উপনীত হৈল বীর অমৃত পোচরে ॥

দেখিল অমৃত আছে যথেষ্ট হৃদয়নে ।

দেবতা গন্ধর্ব তাহা রাখরে বড়নে ॥

উপনীত ঋগপতি অমর পোচরে ।

অমৃত লইয়া আসি বলিল সবারে ॥

এত শুনি দেবগণ মহাক্রোধী হৈয়া ।

মারিয়া খেদাড় পক্ষে বলিল ডাকিয়া ॥

বলাবলি করে তবে লাগিল সংগ্রাম ।

গরুড়ে মারিতে হৈল দেবের উদ্যম ॥

এত দেখি ঋগপতি ক্রোধিত হইয়া ।

নাক মুখ নখে বীর প্রতাপ করিয়া ॥

পরম ক্রোধিত মতি বিনতা নন্দন ।

দেবতা সঙ্গেতে বীর করে ঘোর রণ ॥

বিষ্ণুশক্তি গরুড় দেখিয়া দেবগণ ।

দ্বাদশ বৎসর কৈল মহা ঘোর রণ ॥

জিনিতে নারিল কেহ বিনতা নন্দনে ।

তবে দেবগণ লয় গরুড় শরণে ॥

বিনয় বচনে তারে বলে দেবগণ ।

শুন শুন ঋগপতি সবার বচন ॥

তোমার মায়েরে কক্ষ জিনিল প্রকারে ।

স্বর্গের অমৃত তুমি কেন দিবে তারে ॥

কপটে তোমার মায়ে করিয়াছে দাসী ।

শ্বেত অশ্ব কাল কৈল ভুজঙ্গম আসি ॥

তুমিত না জান বীর কক্ষের কু মন ।

অমৃত মাগিল সর্প পুত্রের কারণ ॥

এত শুনি বলে বীর বিনতানন্দন ।

শুন শুন দেবগণ আমার বচন ॥

সত্য করিয়াছি আমি সত্যইর স্থানে ।

অমৃত আনিয়া দিল তোমার বিদ্যমান ॥

সত্য লজ্জন হইলে মহাপাপী হব ।

দেবগণ বলে যুক্তি তোমারে কহিব ॥

আমরা অমৃত দিব তোমার গোচরে ।

অমৃত লইয়া দেহ কক্ষ বরাবরে ॥

তবে সে আমরা সব অলঙ্কিতে গিয়া ।

অমৃত আনিব মোরা হরণ করিয়া ॥

তোমার প্রতিজ্ঞা বাণী করিব পালন ।

এত শুনি বলে বীর বিনতা নন্দন ॥

অমৃত লইয়া বাব দিব সতাইরে ।
 তবেত ডোমরা সব হরিহ তাহারে ॥
 আর এক কথা বলি শুন পুরন্দর ।
 ভূমিত আমার তরে দিবে এক বর ॥
 এই বর দেহ মোরে হইয়া প্রসন্ন ।
 আমার আহার হবে কঙ্কব নন্দন ॥
 এত শুনি ইন্দ্র বলে গুন খগপতি ।
 এক বোল বলিব নির্ঝর তোমা প্রতি ॥
 অমৃত লইয়া বাহ বদন উপর ।
 বদনে লাগিলে সুখা হইবে অমর ॥
 অমৃত সিদ্ধিত তনু হইবে তোমাব ।
 আনন্দে ভুজঙ্গগণে করিহ আহার ॥
 এত বলি গরুড়েরে দিলেন মেলানি ।
 অমৃত লইয়া তবে চলে খগমণি ॥
 হুংবীজাম দাস মজে গোবিন্দেব গুণে ।
 বাবেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৭৬ ॥

গরুড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন ।

রাগিণী গৌরী ।

হেনমতে বীর বিনতা কুমাব
 অমৃত লইয়া বেগে ।
 অমরা ত্যজিয়া অবনি আসিয়া
 উপনীত কঙ্ক আগে ॥
 কঙ্ক বরাবর কহে খগেশ্বর
 অমৃত আনিহু ধর ।
 প্রতিজ্ঞা পূরণ করিল পালন
 বিনজারে মুক্ত কর ॥
 কঙ্ক আনন্দেতে সুখা লয়ে হাতে
 বলে বীর খগেশ্বরে ।
 যে কিছু গরুড়িল মানস পুরিল
 মুক্তি কেহে মিনতারে ॥

কঙ্ক হেনমতে সুখা লৈয়া হাতে
 ভাবিল আপনা মনে ।
 গুপ্তত বন্ধানে কেহ নাহি জানে
 রাখিল কুশেব বনে ॥
 কঙ্ক হেন রূপে ডাকিল সমীপে
 বালক ভুজঙ্গগণে ।
 মাতা পুত্র বন্ধে গেল এক সঙ্গে
 ত্বরিত জাহ্নবী স্নানে ॥
 সেই কালে বত দেবগণ ক্রুত
 অবনীমণ্ডলে গিয়া ।
 গরুড়ে কহিয়া ত্বরিত কবিতা
 অমৃত নিল হরিয়া ॥
 সুখা লৈয়া দেব গেল নিজ ভুব
 কঙ্ক আইল নিজ বাসে ।
 ভুজঙ্গ সকল হইয়া চঞ্চল
 মধু চাহে চারি পাশে ॥
 ক্ষোভিত হইয়া বসনা বুলায়া
 চাটে সে কুশের বনে ।
 মধু না পাইল কণ্টক ভেদিল
 ছই জিহ্বা তেকারণে ॥
 মধু নাহি পায় করে হায় হায়
 শূন্তে সুখা গেল মোর ।
 কঙ্ক বরাবর কহে খগেশ্বর
 কুটিল অন্তর তোর ॥
 এত বলি খগ বলে চল নাগ
 সেই অঞ্চ দেখিবারে ।
 গাবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল
 হুংবীজাম দাস সারে ॥ ৭৭ ॥

কালিয় সর্পের পূর্ব বিবরণ ।

হরি বল রে ভাই এই বার ।

হেন সাধ করিছ মনে মানব হবি আর ॥৬॥

তুরঙ্গ দেখাহ পক্ষী বলে ভুজঙ্গেরে ।

তরঙ্গ পলায় কবী গরুড়ের ডরে ॥

ভুজঙ্গ ধরিয়া পক্ষী গিলয়ে পরাসে ।

প্রাণ লয়ে কালিয় পলায় দূর দেশে ॥

তবে নাগগণ কৈল গরুড়ের পূজা ।

নিতি নিতি সবে মেলি দেয় বলি ভুজা ॥

নাগ এক কোটি সাত শকটে মিষ্টায় ।

হেনরূপে দেয় পূজা কঙ্কর নন্দন ॥

নিত্য নিত্য বলি ভুজা দেই খগেশ্বরে ।

এক দিন পড়িল পালি কালিয় উপরে ॥

বৎস সব ভোগ বস্তু করিল সংবাগ ।

কালি বলে কেন দিব গরুড়ের ভোগ ॥

আমার বৈমাত্র ভাই বিনতা নন্দন ।

সংগ্রাম করিয়া পাছে ত্যজিব জীবন ॥

এত চিন্তি ভোগ দ্রব্য সকলি খাইল ।

বলি ভুজা খেতে তথা গরুড় আইল ॥

তর্জন গর্জন করে কালিয় অপার ।

দেখিয়া ক্রোধিত মতি বিনতাকুমার ॥

কালিয় গিলিব হেন ভাবিল অন্তরে ।

ভরাসে পলায় কালি গরুড়ের ডরে ॥

বধা বধা পলায় কালিয় বিবধর ।

পশ্চাতে না ছাড়ে সে ক্রোধিত খগেশ্বর ॥

প্রাণভয়ে পলাইল যমুনার হ্রদে ।

পরিবার লয়ে তথা রহিল আনন্দে ॥

গরুড় পক্ষীর ভয় নাহি সেই বসে ।

দহ লাম হৈল ভূধির কারণে ॥

দহ গেলো গরুড়ের ক্ষয় ।

এত চিন্তি কালিয় নিশ্চিন্ত হইল পর ॥

এত শুনি শুকদেবে কহে নরপাত ।

কালি দহে নহে কেন গরুড়ের গতি ॥

মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ বচন ।

সৌভরি নামেতে পূর্বে ছিল তপোধন ॥

তপস্তা করেন মুনি যমুনার ঘাটে ।

সুদীর্ঘ স্নান স্থান কালি দহ তটে ॥

নিত্য পূজা সন্ধ্যা মুনি করে সেই ঘাটে ।

নানা মংস্ত চরি বুলে মুনির নিকটে ॥

তথি মধ্যে এক মংস্ত পোনাচাপ লৈয়া ।

মুনি প্রদক্ষিণ করে ফিরে চরাইয়া ॥

এক দিন গরুড় আহার হেতু গিয়া ।

মন্দিবে যাইতে পথে দেখিল চাহিয়া ॥

যাইতে যমুনা জলে চাহে ধপপতি ।

দেখিল রোহিত মংস্ত পোনার সংহতি ॥

মুখ মেলি আইসে পক্ষী গিলিবার মনে ।

না ধব এ মংস্ত তারে বলে তপোধনে ॥

মুনির বচন বীর করিবা লঙ্ঘন ।

সেই রুই মংস্ত ধরি করিল ভক্ষণ ॥

দেখিবা ক্রোধিত হৈয়া বলে মহামুনি ।

হেদেরে গরুড় তুই লজ্জিল মোর বাণী ॥

অহঙ্কার কর পেবে গোবিন্দের বর ।

তোমা সংহারিলে হুঃখী হবে চক্রধর ॥

আমাব বচনে তুমি এই শাপ লবে ।

কালি দহ জলে স্নাইলে ভস্মরাশি হবে ॥

সৌভরির সম্পাত পাইয়া পক্ষিরাজ ।

প্রাণ ভয়ে না যায় সে যমুনার মাঝ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমারে ।

কালিয় গরুড়ে বাদ এই সে প্রকারে ॥

এত শুনি পরীক্ষিত আনন্দে বিহ্বলে ।

মুনির চরণ ধরি ভাসে প্রেমজলে ॥

কেবল ক্রকের অঙ্গ তুমি তপোধন ।

মহা ভাগবত মধু তোমার বচন ॥

ভূমিত আমারে পার করিবে নিশ্চয় ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর শুন মহাশয় ॥
জীয়ায়ে বালকগণে কমললোচন ।
কহ কোন রূপে তৈকল কালিয় দমন ॥
এত শুনি কহে মুনি ভূপতির আগে ।
গোবিন্দ-ভকতি ছঃখীশ্রাম দাস মাগে ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা ।

রাগ সারঙ্গ ।

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী
কৃষ্ণের বালক খেলা ।
জীয়ায়া বালকে জীড়ায় কৌতুকে
সে দিন মন্দিরে গেল ॥
রজনী প্রভাতে ব্রজ শিশু সাথে
সাজিয়া সুন্দর শ্রাম ।
চেহু লয়ে বনে গেল শিশু সনে
গৃহে রাখি বলরাম ॥
শিশু সঙ্গে কাহু পুরে শিক্ষা বেণু
আগে চালাইয়া পাল ।
জীড়া অহুসারে কালিন্দী কিনারে
বিহরে নন্দহুলাল ॥
অকোমল ভূণে চরে গাভীগণে
যমুলা পুলিন বনে ।
শিশু সঙ্গে করি চলিলা মুরারি
কালি দলিবার মনে ॥
কালিন্দীর কূলে কদম্বের মূলে
উপনীত শ্রামরায় ।
কদম্ব উপর উঠি পদাধর
কালি দহ পানে চায় ॥
কালি দলিবারে ভাবিল অন্তরে
কালিয়া সুন্দর হরি ।

কদম্বের ডালে বসি কুতূহলে
দিঠে পীতাম্বর পরি ॥
একে সে চিকণ কালিয়া বরণ
তাহে নানা মণি হার ।
কত বিধুবর মুখ মনোহর
নাশ করে অঙ্গকার ॥
পুরাণ বচন শুনহ রাজন
কহি যে তোমার স্থানে ।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখ নন্দন গানে ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণের কালিয় দহে ঝাঁপ ।

রাগিণী করুণা ।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমাতে ।
কদম্বের আগডালে চড়ে নটবরে ॥
চরণ নাচায় কৃষ্ণ দোলায় সুধীর ।
তাণ্ডব জীড়ায় কৃষ্ণ পরম শরীর ॥
নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ মাঝে এক লাফ ।
কৌতুকে পড়িল কালি দহে দিয়া ঝাঁপ ॥
কমলকেশর মধ্যে রহে শ্রামরায় ।
মহুয বলিয়া সে ভুজঙ্গগণ ধায় ॥
কমলকেশরে নাচে সুন্দর গোপাল ।
আসিয়া কৃষ্ণেরে বেড়ে ভুজঙ্গম জাল ॥
কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন ।
দত্ত ভাদ্রি দত্তহত কত নাগগণ ॥
কোন সর্প মৈল কেহ ত্যরাঙ্গিল জ্ঞান ।
রাজারে কহিতে কেহ করিল প্রকাশ ॥
শুন শুন কালির ভুজঙ্গ অধিকারী ।
নিবেদন করি রাজ্য তোর বরাবরি ॥
একগোটা মহুয আসিয়া আচম্বিতে ।
কমলকেশর মধ্যে নাচে মনোরমে ॥

ভালি যা ফেলিল যত কমলের বন ।
তাহার প্রতাপ রাজ্য না যায় সহন ॥
তার যত মর্শ্বস্থানে দংশন করিহু ।
কিঞ্চি তাহার চর্শ্ব ভেদিতে নারিহু ॥
মণি উখড়িল হের দেখে বিদ্যমান ।
হস্তহত হৈল কেহ ত্যজিল পরাণ ॥
কুলিশ জিনিয়া যেন শরীর তাহার ।
যত নাগগণেরে লাগিল চমৎকার ॥
এত শুনি কালিয় ক্রোধিত হৈয়া ধায় ।
গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীগ্রাম দাস গায় ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণের জন্ম গোপ বালক-

গণের রোদন ।

রাগিণী করুণা ।

দুতের বচন শুনি কোপবৃত্ত ফণীমণি
সাজিল কালিয় বিষধর ।
আজ্ঞা দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে
শম্বুদ্র কুয়দ প্রধর ॥
নীল পীত চন্দ্র ছটা কর্কটকালির বোটা
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায় ।
কালিয় সহস্র মুণ্ড অগ্নি যেন জলে তুণ্ড
গরল উপারেরে রসনায় ॥

মুণ্ড ঘন ফুৎকার বিধে দিশে অন্ধকার
হু কুল যমুনা যুড়ি যায় ।

কমলকেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে
বিষ ছাড়ি গোবিন্দের গায় ॥

কৃষ্ণের লাগিল রক্ত ভূজছে অড়িত অক
দমন করিতে হুট কালি ।

শ্রাম তহু হুধামর জীব ভব ভরে তার

ভুবন পাবন বনদ্বারী ॥

কি করিল কই কোতুকে গোবুল নদি
লগ্ন মধ্য রক্তে নারায়ণে ॥

না দেখি বালক যত হৈল যেন মূর্ত্যবত

কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥

ওহে প্রাণবন্ধু শ্রাম আজি বিধ হৈল বাম

গোপপুরে হেন লখি মনে ।

হেন বুদ্ধি দিল কেবা অনাথ করিয়া সবা

কালি দহে ঝাঁপ দিলে কেনে ॥

তোমার গুণের কথা ভাবিতে মরমে ব্যথা

মরিব তোমাতে না দেখিয়া ।

নন্দ আদি যশোমতি হইবেক আশ্রয়ভাতী

কেমনে সে বান্ধিবেক হিয়া ॥

আমা সবা লয়ে সঙ্গে বনে কে আসিবের সঙ্গে

সুধায় কে দিবে অন্ন পানী ।

দেখা দিয়া রাখ প্রাণ হেঁদে হে হৃদয় কান

বশৌদা জীবন যাত্রমণি ॥

আজ তোমা না দেখিলে পশিবকালিন্দী জলে

ওই কালি খাউক সবারে ।

কান্দে গোবিন্দের মোহে সর্বাকৃতি তিল লোহে

গড়াগড়ি যায় নদী জীরে ॥

না দেখিয়া কালাকাহু তৃণমুখে কান্দে ধেমু

বাহুরি না করে পয়ঃ পান ।

কালি দহে কৃষ্ণ দেখি উভমুখে কান্দে পাথা

বনজন্ত না ধরে পরাণ ॥

তরু লতা আদি তৃণ জল ত্যজি কান্দে মীন

কালিন্দী কাতর অভিশয় ।

দেখিয়া কৃষ্ণের রীতি ব্রহ্মা আদি হরপতি

কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥

দশ দিক চরাচর কান্দে হৈয়া সকাতির

দায়ানিধি গোবিন্দের গুণে ।

গোকুল নগরে ওথা পড়িল প্রমাদ কথা

অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥

ছাখীগ্রাম দাস কর শুনিলে জনম নয়

এই কথা ভুবন পাবন ।

তুমি সংসার হুখে নাম গুণ গাঁও মুখে
কলি ভবে পাবে উদ্ধারণ ॥ ৮১ ॥

গোপগণের কৃষ্ণ অশ্বেষণে গমন ।

আজ কেন চঞ্চল মন ।

না জানি কি হৈল বনে হুঃখিনী জীবন ॥ ৮২ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত করি যে তোমারে ।

অমঙ্গল দেখে লোক গোকুলনগরে ॥

উদ্ধাপাত দিবসে উদয় হুঃচয় ।

সঘনে অঙ্গার বৃষ্টি চতুর্দিকে হয় ॥

নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ ।

প্রাচীণে উলূক বৈসে দেখে সর্বজন ॥

যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক ।

নগরে ক্রন্দন করে শিবা ঝাঁকে ঝাঁক ॥

কুকুর ক্রন্দন গীত গায় সেই কালে ।

দিনে খসি পড়ে তারা অবনী মণ্ডলে ॥

হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতি ।

গোপগণে ডাকি নন্দ করেন যুক্তি ॥

শুন গোপগণ কেন দেখি হেন রিষ্টি ।

গোকুল নগরে আজি রক্তাঙ্গার বৃষ্টি ॥

শৃগাল কুকুর কান্দে নগর ভিতরে ।

দিবসে নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে ॥

হেন অমঙ্গল আমি না দেখি কখন ।

যে কিছু কহিল পূর্বে গর্গ তপোধন ॥

হৃদয় কম্পয় মোর বিদরে পরাণ ।

না জানি কাহুরে বনে কিবা অকল্যাণ ॥

কান্দিয়া বিকল নন্দ যশোদা রমণী ।

রোহিণী হৃদয়ী জ্বালাই যতক গোপিনী ॥

বলরামে কোলে করি কান্দে ব্রজনাথ ।

কৃষ্ণের কি হৈল বলে গোকুলে উৎপাত ॥

অনন্ত পুরুষ বলা জাবিল হৃদয় ।

অন্তরে জানিয়া তব গোপগণে কর ॥

চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ অশ্বেষণে ।

দৈত্য দানব বুঝি কৃষ্ণে পাইয়া বনে ॥

একক দেখিয়া কৃষ্ণে আমি নাই সঙ্গে ।

প্রবৃত্ত হইয়েছে সবে ঘোর রণ রঙ্গে ॥

না কর বিলম্ব চল নীভ্রগতি ধরে ।

মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে ॥

অনন্তবচনে নন্দ অহীরাী সকল ।

রামে আগে করি চলে হৃদয় বিকল ॥

লোহেতে পূর্ণিত আঁখি পথ নাহি দখে

কৃষ্ণের লাগিয়া তারা মহা মনো হুঃখে ॥

কোন্ পথে গেল কাহু কহ বলরাম ।

কোথা গেলে পাব পুত্র নবধনশ্রাম ॥

বলরাম বলে সবে স্থির কর প্রাণ ।

এখনি পাইব কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥

বলরাম বলে কাহু গেছে এই পথে ।

বাছুরি বালুক সঙ্গে গেছে যুখে যুখে ॥

হুকোমল তুণে চরি গেছে বৎস গাই ।

নাদ মূত্র পড়িয়াছে দেখ ঠাঞি ঠাঞি ॥

হের দেখ কৃষ্ণপদ ধরণী উপর ।

ধ্বজবজ্রাকুশাঘুজ চিহ্ন মনোহর ॥

এই পথে গেছে কৃষ্ণ ইথে অস্ত্র নাই ।

চলিল গোওয়াল সব সেই পথ বাই ॥

যাইতে দেখিল কত দূরে ধেনুপাল ।

যমুনার তটে পড়ি কান্দিছে ছাওয়াল ॥

সবে মেলি গেল তবে কদম্বের তলে ।

দেখিল কালিয়া কৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ॥

দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালি দহে ঝাঁপ ।

ভূমিতলে পড়ি নন্দ যশোদা বিলাপ ॥

ধন্য তব পরীক্ষিত ভাগবত বাণী ॥

হুঃখীভাম দলে পাব কর তরুণী ॥ ৮৩ ॥

নন্দ যশোদার ধেম ও বলরামের প্রবোধ বাণী ।

রাগিণী করুণা ।

কালি রাহে কৃষ্ণ দেখি যশোমতি চন্দ্রমুখ

যেন বজ্রাঘাত পড়ে শিরে ।

ধরনীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে

তরু ডিতে নয়নের নীরে ॥

আরে বাছা বাছুরায় অনাথ করিয়া মায়

জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে ।

কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে ভেট পা

প্রাণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিলে ॥

অনেক কামনা করি আরাধিয়া হর গৌরী

তোমা পুত্র পাইয়াছি কোলে ।

আজি বিধি ভেল বাম আমার এড়িয়া শ্রাম

ঝাঁপ দিলে কালিন্দীর জলে ॥

পাপিষ্ঠ কংসের দূত আইসে যায় শত শত

তোমাতে স্নেহে বৈরি ভাব করি ।

দৈত্য দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে

তাল ভোগে ধেমুসংহারি ॥

গুণনিধি বাছ মোর বদন চন্দ্রমা তোর

এ তিন ভুবন আলো করে ।

ওঁলে না দেখিলে কাছ ধরিতে না পারি তরু

আজি বিধি বাম হৈল মোরে ॥

তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ বুক বিদরিয়া যান

নয়নে রা পাই দেখিবারে ।

পাপ প্রাণে কিঙ্করাজ ধসিব কালিন্দীর

এ কালি পাউরু আম্মারে ॥

কান্দে নুতন ব্রহ্মরাস শিরে মার করাবাত

কোথা গেল গুলু বাছমণি ।

তোমার প্রণয় কণা ভাবিতে অন্তরে রাখা

তব শোকের ভাষিবা পরাণী ॥

শিশুকাল হৈতে বড় গুণ সে মরিব কত

নাম্য কর্ম করিলে গোহুলে ।

পুতনা শকট তুণ ভাঙ্গিলে বমলার্কুন

বৎস বক বিপিনে বধিলে ॥

হৃদয় অঘার ঠাণ্ডি এড়াইলে গোবিন্দাই

বিক্রমে বিশাল যাহ মোর ।

গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল

মরিব না দেখি মুখ ভোর ॥

গোপ গোপী আদি যত সবে হৈল মৃত্যুবত

রাধিকার কাহুতি অপার ।

সাধ করিয়াছি মনে মরিব তোমার সনে

না বঞ্চিত নন্দে কুমার ॥

গোধন লুইয়া বনে যাও আইস শিশু সনে

দেখিয়া উষত বাসি মনে ।

রূপে গুণে অলুপম তুমি রসময় শ্রাম

নিরাশ না কর গোপীগণে ॥

গোপ গোপী আদি শিশু কৃষ্ণ গুণে কান্দে শশু

কণী মধ্যে দেখিয়া গোপালে ।

তবে নন্দ যশোমতি নিকূপণ করে যুক্তি

ঝাঁপ দিব বমুনার জলে ॥

ইহা দেখি হল-পাণি অনন্ত মহিমা মণি

অন্তর্যামী পুরুষ প্রধান ।

ইঙ্গিত বুঝিয়া মনে প্রবোধে গোয়ালগণে

শুন সবে হির কর প্রাণ ॥

কালিয়ে দমন করি এখন আসিবে হরি

কূলে বসি দেখ সর্ব জন ।

গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোবিন্দ বদন চাইয়

বলরাম ডাকে বনে ঘন ॥

হেদে হে দয়াল হরি আকুল ষোড়শপুরী

মৃতকল্প নন্দ যশোমতি ।

লীল অসি দেহ দেখা গোপ প্রেমী কর রক্ষ

মারা পরিহর ব্রহ্মপতি ॥

অখিল ভুবনপতি বলা বোলে অবগতি
গোপগণে কাতর দেখিয়া ।
হুংখীশ্রাম দাম গানে ঠেলি কেলে ফণিগণে
কালিমুণ্ডে চড়ে বিনোদিয়া ॥ ৮৩ ॥

কৃষ্ণের কালিয় মুণ্ডে উত্থান ।

রাগিণী টোড়ী ।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া
রাম নাম বল বদনে ॥ ৮৪ ॥

গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল ।
ঠেলিয়া ফেলিল যত ভুজঙ্গম জাল ॥
কেবল কুলিশ অঙ্গ কমললোচন ।
শরীর বাড়িল ছিণ্ডি পড়ে নান্দগণ ॥
কালিয় প্রবল খল জন্ম অহুসারে ।
অনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ কলেবরে ॥
অমির সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময় ।
বজ্র অঙ্গ ঠেকি দস্ত খণ্ড খণ্ড হয় ।
কালিয় বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে ॥
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুণ্ডে চড়ে ।
গুরুতর ভার কৃষ্ণ কালির উপরে ॥
চক্রাকার হৈয়া কালি জল মধ্যে ফিরে ।
কালির সহস্র মুণ্ডে ফণা পসারিয়া ।
মুণ্ডে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে শ্রাম বিনোদিয়া ॥
হুংখীশ্রাম বলে কৃপাময় বহুরায় ।
কৃষ্ণমুখ দেখি গোপগোপী প্রাণ পায় ॥ ৮৫ ॥

কালিয় দমন ।

রাগ সারোজ ।

কালিয় উপর নাচে গদাধর
দরম আনন্দ হুখে ।

বলকিত তরু মটবর কাছ
মুরলী বাজায় মুখে ॥
বশোমতি নন্দ দেখিয়া গোবিন্দ
আনন্দ বাড়িল মনে ।
গোপ গোপীগণ মুখ দরশন
মধুর মঙ্গল গানে ॥
তবে ফণি-মণি গুরু ভার গণি
মণি উথড়িল শিরে ।
নাকে মুখে লাল নিকলে গরল
জলে চক্রাকার ফিরে ॥
প্রভু পদ ভরে ডুবিতে না পারে
পলাইতে নাহি পারে ।
পতিত পাবন হুঁষ্ট নিবারণ
না ছাড়ে গোবিন্দ তারে ॥
কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল
বল বুদ্ধি দূরে গেল ।
মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল ॥
কালির রমণী কৃষ্ণপায়ণী
শুনিয়া এ সব বাণী ।
পাদ্য অর্ঘ্য খালী রত্ন দীপ আলি
দিব্য পদ্মমালা আনি ॥
নাগ নারী বত গতি করি দ্রুত
বেড়িয়া গোবিন্দ চাঁদে ।
ও পদ পূজিয়া প্রণতি করিয়া
চরণে পড়িয়া কান্দে ॥
করি প্রণিপাত হৈয়া বোড় হাত
জুতি করে নান্দরাণী ।
গোবিন্দ চরণে হুংখীশ্রাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল সারী ॥ ৮৬ ॥

কালিয় পত্নীগণের স্তুতি ।

রাগিণী করুণা ।

করুণাধর !

চরণে শরণ দিয়া রাখ এই বার ।

জীবনে মরণে আমি তোমার তোমার ॥৬॥

স্তুতি করে নাগরাণী গোবিন্দচরণে ।

রূপা কর জগদীশ দেহ প্রাণ দানে ॥

পরম পুরুষ তুমি পুরুষ প্রেমান ।

জীবের জীবন তুমি কমলনয়ন ॥

উৎপত্তি প্রণয় স্থিতি তোমার ইচ্ছিতে ।

তোমার মহিমা দেব কে পারে কহিতে ॥

কেবল করুণাময় তুমি গুণনিধি ।

সমাধি সাধিয়া যারে না পাইল বিধি ॥

যোগীন্দ্র সকল যারে না পায় ধ্যানে ।

স্বীয় নাম পঞ্চমুখে গান পঞ্চাননে ॥

বেই পদ পূজে পদ্মা পরম যতনে ।

মুনিগণ জপে যারে বেদের বিধানে ॥

হেন পদ বহে কালি মাথার উপরে ।

এ বড় মহিমা প্রভু ঘুমিবে সংসারে ॥

আমার কালির পুণ্য ছিল পূর্বকালে ।

তুয়া পদ বহে শিরে কামনার কলে ॥

অন্ন বস্ত্র দান দিল অরুতি কাঞ্চন ।

দান ধর্ম কলে বহে ও রাঙ্গা চরণ ॥

ও রাঙ্গা চরণে প্রভু করি সে বিনয় ।

কালিয় নাগের দোষ ক্ষম মহাশয় ॥

বালক সকলে ভয়াইয়া পদভলে ।

কাকুতি প্রণতি স্তুতি পদ পদ বলে ॥

আমরা তোমার দাসী শুন দয়াময় ।

সুদোষধরী তুমি দয়াল হৃদয় ॥ ৭ ॥

দেখ হর তুমি বেবে অশোচর ।

তব তব বিদ্যে আসে কালি বিদ্যধর ॥

তোমা না চিনি'ল কালি মদগরু দোষে ।

অপরাধ ক্ষম প্রভু না করিহ দোষে ॥

শত্রু মিত্র ভেদ তুমি না কর ত্রীগতি ।

বিষ স্তন দিয়া সে পুতনা পায় মতি ॥

এত বলি নাগরাণী গুটাঞ্জলি হৈয়া ।

পড়িল প্রভুর পায় চিত্ত নিবেশিয়া ॥

নাগপত্নী স্তুতি দেখি প্রভু পীতাম্বর ।

ত্যাঞ্জিল কালির মুণ্ড জগৎ ঐশ্বর ॥

কমল কেশর মধ্যে রহে স্তামরায় ।

প্রাণ পেয়ে কালির পড়িল রাঙ্গা পায় ॥

অনেক প্রণতি স্তুতি করে কণিপতি ।

হৃৎখীন্সাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি ॥ ৮৬ ॥

কালিয় দহের মাহাত্ম্য স্থাপন ।

রাগ পাহাড়িয়া ।

কালিয় কাতর হৈয়া কৃষ্ণমুখ নিরখিয়া

করঘোড়ে দণ্ডবৎ করে ।

করুণাসাগর তুমি কি বলিতে পারি আমি

রূপা করি ক্ষম দোষ মোরে ॥

দৈবের লিখন কর্ত্ত্ব সহজে ভুজঙ্গ জন্ম

বিষদন্ডে না চিনি আপনা ।

ভাল মন্দ নাহি জানি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানি

লুকু মতি যুগল রসনা ॥

তুমি ত্রিভুবনপতি তোমা চিনে কার শক্তি

হেন জন না দেখি সংসারে ।

আমি অতি ছরাশর দোষ ক্ষম দয়াময়

চরণে শরণ দেহ মোরে ।

কালির বিনয় বাণী শুনিয়া গোকুলমণি

হাসিয়া কহেন বহুমণি ।

শুন কালি মোর কথা মনে না ভাবিহ ব্যথ

তোমা দিবে নষ্ট হৈল পানী ॥

আমার বচনে নড় এই কালি দহ ছাড়
সিদ্ধ মথো করহ পন্থন ।

পুঞ্জ পরিবারে লৈয়া রত্নদ্বীপে থাক গিয়া
সেই তোর পূর্বের সদন ॥

আমার চরণচিহ্ন তাহা করি নিরীক্ষণ
নাগাস্ত্রক না খাইবে তোরে ।

চিহ্ন দেখি হুটু হৈয়া তোমা প্রতি প্রশংসি
প্রশংসা করিবে খগেশ্বরে ॥

শুন শুন কণিমণি এই বয়নার পানী
আমি ইহা অমৃত করিব ।

দেব সিদ্ধ মুনীগণ দিকপাল লোক জন
এই জলে স্নান আচরিব ॥

কালিদহকূলে আসি উজাগর উপবাসী
স্নান দান করিবে তপন ।

শিত্তলোকে পিণ্ড দিবে ছই কুল উদ্ধারিবে
বাহাসিক হুবে সেই জন ॥

তোর মোর ক্রীড়া বাণী শুনিবেক যেই প্রাণী
প্রজ্ঞাসমবিত ভক্তিরসে ।

সর্গাধাতে নাহি ভয় সর্বত্র স্নে করে জয়
অস্ত্রকালে বৈকুণ্ঠ নিবাসে ॥

এত শুনি কণিমণি হৃদয়ে আনন্দ মানি
প্রভু পদ পূজিল যতনে ।

নানা রত্ন মণি লৈয়া গোবিন্দে নিছনি দিয়া
সকুটস্থে পড়িল চরণে ॥

চরণ মন্তকে ধরি প্রভু প্রদক্ষিণ করি
সর্বরাজ মাগিল মেলানি ।

গোবিন্দের অঙ্গুরাগে চক্ষিল উত্তর ভাগে
পরিবার লৈয়া কণিমণি ॥

স্বর্গে থাকি দেবগণ হৈয়া আনন্দিত মন
পুষ্পবৃষ্টি কৈল বয়নার ।

তবে প্রভু রত্নমণি অমৃত করিয়া পানী
কূলে উঠি কলস করায় ॥

গোপ গোপী আদি নন্দ দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র
ভাসে যেন আনন্দ সাগরে ।

কহে ছঃখীভাম দাস সকলের পূর্ণ আশ
নন্দরাগী নিধি পাইল করয়ে ॥ ৮৭ ॥

কৃষ্ণের দাবাশ্রি পান ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ৮৮ ॥

হেন রূপে কালির দমন করি হরি ।

অমৃত করিল কৃষ্ণ কালিদহ বারি ॥

কূলে উঠি গোপীনাথ নিজ মনোরথে ।

সরসিজ ডাহিনে মুরলী বাম হাতে ॥

দেখিয়া যশোদা নন্দ মহাভাগ্য মানি ।

মড়ার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণী ॥

কৃষ্ণ দেখি গোপ গোপী আনন্দবদন ।

মধুর মঙ্গল গীত গায় সর্বজন ॥

তবে নন্দমোষ দ্বিজ আচার্য্য আনিয়া ।

কৃষ্ণের কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্গিয়া ॥

হেন কালে রজনী সম্মুখ হৈল আমি ।

দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ব্রহ্মরাশি ॥

যাইতে নারিবে আজি গোবিন্দ নগরে ।

রজনী হইল আজি কানন ভিতরে ॥

শিশু যুবা বৃদ্ধ বৎস এ সব সংহতি ।

যাইতে নারিব কেহ ক্ষুদ্রকার রাত্তি ॥

আজিকার রজনী রক্ষির চক্রবলে ।

প্রভাতে যাইব কালি নগর পোকুলে ॥

নন্দ আমি গোপগণ গোবিন্দের বোলে ।

শুতিয়া রহিল সবে কৃষ্ণের চক্ষে ॥

অর্ধেক রজনী গতে হৈল উৎপাত ।

হেনকালে দাবাশ্রি রেড়িল আনন্দিত ॥

বিবম অগ্নির শিখা উঠিল গগনে ।

গোধন মক্ষির নেক গোবিন্দ কাননে ॥

দেখিয়া কাতর নন্দ গোপী আদি গণে ।
 কাহ্ন কর প্রাণ বন্ধা ডাকে সর্বজনৈ ॥
 গোপগণ কাতর দেখিয়া ভগবান ।
 বিবরূপ ধরিয়া অনল কৈল পান ॥
 ইচ্ছিতে উরিল মেঘ গর্গনমণ্ডলে ।
 আখির নিমিষে প্রভু সংহারে অনলে ॥
 দেখিয়া আনন্দ বড় গোপ গোপীগণে ।
 ধৃত ধৃত কৃষ্ণেরে বাধানে সর্বজনে ॥
 আকাশে থাকিয়া দেখে কুহুম বরিষে ।
 হেন রূপে রাম কৃষ্ণ পরম হরিষে ॥
 এই মতে রজনী হইল অবশেষ ।
 মন্দিরে চলিল প্রভু রাম জুবীকেশ ॥
 নিজ গৃহে সব গোপ করিলা গমন ।
 মন্দিরে চলিলা প্রভু রাম নারায়ণ ॥
 প্রথম আনন্দ নন্দ ব্রজশিরোমণি ।
 শত দেখে দিল দান বাহির নিছনি ॥
 বড় ভাগ্যবান নন্দ যশোদা সুলক্ষী ।
 যার কোলে অবতার মুকুন্দ যুগারি ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ।
 হেন রূপে নন্দ গৃহে রাম নারায়ণ ॥
 প্রতিদিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ ।
 গোপন রাখিয়া কিরে কাননে কানন ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকুতি ।
 হৃদয়ভ্রমে কহে রহ হরিগদে মতি ॥ ৮৮ ॥

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের গোষ্ঠ বিহার ।

রাম বরাহী ।

কহে শুক জগদ্বৈত শুন রাজা পরীক্ষিত
 মোহমুগে গোবিন্দ অবতার ।
 অবনীতে অহরহ রাম কৃষ্ণ ওদয়া
 বড় গুণ বরী কৃষ্ণদাস ।

দিনে দিনে বাড়ি হরি কোটি কান নিন্দা করি
 হুই তাই ভুবন পাবন ।
 ব্রজ শিশু সঙ্গে লৈয়া নিত্য বৃন্দাবনে গিয়া
 জুড়া করে লইয়া গোপন ॥
 ত্রৈলোক্য বিচিত্র ধাম ব্রজ বৃন্দাবন নাম
 সুরতরু সুশীতল হারা ।
 প্রভু পদরেণু আশে দেবতা মানব বৈসে
 জনমিল ডরুলভা হৈয়া ॥
 নানা তরু শিশু ফল সুপক্ক শীতল জল
 কোকিল কাহ্নল পুরে তান ।
 মধ্যে নদী কালিন্দিনী অমৃত অধিক পানী
 হুই উট কাকন নিদ্রাণ ॥
 ফল ফুল মনোহর বকরন্দে মধুকর
 নানা রূপ দেখি জলচর ।
 কুহ কুহ শব্দময় মণরা পবন বয়
 জল স্থল দেখিতে সুন্দর ॥
 সেই বৃন্দাবন মাঝে অখিল ভুবন রাজে
 দেখু রাখে বালিক সংহতি ।
 কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা
 কটাক্ষে কাতর রতিগতি ॥
 কেহ ধার কৃষ্ণ সঙ্গে কেহ বেণু বায় রঞ্জে
 কেহ নাচে কেহ গীত পায় ।
 কেহ দেয় করতালি কেহ ডাকে ভালি ভালি
 কেহ মল বেশ ধরি ধায় ॥
 কোকিলের রব শুনি কোন শিশু তাহা গণি
 কেহ ভ্রমর রব পুরে ।
 কেহ দেয় সিংহরক্তি কিরার পাচনী বাড়ি
 কেহ হংসগতি চলে বীরে ॥
 কেহ যুগরব করে কেহ লেজ পৃষ্ঠে ধরে
 শিবভী সমান চলি যায় ।
 আনন্দে গোবিন্দ রাম বৃন্দাবন শ্রীদাম দাম
 বৃন্দাবনে মুকুতি চায় ॥

হেনকালে কংসদুত মিলে আসি অতি ক্রুত বহু সঙ্গে স্তোককৃষ্ণ সুবাহ অর্জুনে ।

নাম তার প্রলম্ব অশ্বর ।

গৌবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে

কংসদুত মায়াব প্রচুব ॥ ৮৯ ॥

প্রলম্বাশ্বর বধ ।

বাগ বরাড়ি ।

মহিমা তেবো কো জানে ব্রজবাজ ॥ ৯০ ॥

বৃন্দাবনে ক্রীড়া কবে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ।

আচম্বিতে মিলে আসি প্রলম্ব অশ্বর ॥

মনে মনে মহাশ্বর কববে বিচার ।

কি কপে বধিব আজি নন্দেব কুমার ॥

শিশু সঙ্গে থাকি আমি শিশুকপ ধবি ।

পাশে পেলে নিপাতিব কংসের বইরী ॥

কামরূপী অশ্বর অনেক মায়া জানে ।

শিশু কপ ধবি মিলে বালক সন্ধানে ॥

অশ্বরের মায়া কৃষ্ণ জানিল অন্তবে ।

ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধবে ॥

নিকটে ডাকিল কৃষ্ণ যত শিশুগণে ।

সবারে বলিল কৃষ্ণ মধুর বচনে ॥

রামকৃষ্ণ পাশে হৈল বালকেব মেলা ।

হাসিয়া বলিল কৃষ্ণ খেলিব এক খেলা ॥

বুড়ি বুড়ি হইব যতেক শিশুগণ ।

মল্লযুদ্ধ প্রকাশিব হই হই জন ॥

যে জন হারিঁদেব খেলে কাঙ্কে করি নিব ।

ভাণ্ডীর বিপিন বট নিকটে রাখিব ॥

ইহা শুনি ভাল ভাল বলে শিশুগণ ।

বুড়ি বুড়ি হৈলা মল্ল যুদ্ধের কারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান সঙ্গে লক্ষ্য সুদাম ।

প্রলম্ব অশ্বর সঙ্গে প্রচুব মায়াব ॥

জয়বান বরুণ সহিত হই জনে ॥

শুন পবীকিত রাজা কৃষ্ণের কথন ।

শ্রীদামে হারিল কৃষ্ণ মায়াব কাণে ॥

ধেয়ানে না পাষ যাবে শ্বর মুনিগণ ।

কাঙ্কে কবি লয়্যা গেল ভাণ্ডীর কানন ॥

বট নিকটেতে কৃষ্ণ রাখিল শ্রীদামে ।

সংসার সাগর তরে যে কৃষ্ণের নামে ॥

সুবলেব মল্লযুদ্ধে সুদাম হাবিল ।

কাঙ্কে কবি বটবৃক্ষ নিকটে রাখিল ॥

বলবামে হাবিল সে প্রলম্ব অশ্বর ।

কাঙ্কে কবি যায দৈত্য মায়াব প্রচুব ॥

বলবামে কাঙ্কে কবি চলিল সম্ববে ।

এইরূপে দিব লয়ে কংস ববাববে ॥

নহে মধ্যপথে লয়ে নিপাতিব বৃনে ।

এত বলি চলে দৈত্য ভবিত গমনে ॥

অশ্ববেব মায়া জানি দেব সঙ্কর্ষণ ।

অচল মন্দীর ভাব হৈলা ততক্ষণ ॥

বিশুদ্ধশক্তি ভর দৈত্য সহিতে না পারে ।

আছাড়িয়া ফেলি যেন ভূমে পড়ি মবে ॥

এত চিন্তি বলবামে ফেলাইতে চায় ।

হুই গুণ ভাব তৈল বলদেব বার ॥

নিজ মূর্তি ধবে দৈত্য মায়াব পুতলি ।

নীলায়ুরে শোভা অঙ্গ কবে ঝলমলি ॥

কুণ্ডল কেয়ূব হার মুকুট শোভন ।

কিন্ধিণী কঙ্কণ তার লোহিত বসন ॥

হেন মূর্তি দেখি বলদেব মহাশর ।

অশ্বর বধিব হৈল ভাবিল হৃদয় ॥

অতি ক্রোধাঘিত মতি রোহিণীনন্দন ।

মুঠি এক তার মুণ্ডে করিল দাওন ॥

বজ্রাঘাত হয় হেন পুরে দিগদার ॥

প্রলম্বের মুণ্ড উপরে পোড়ায় শিকর ॥

পড়িল প্রলম্বাহর বোজন যুড়িয়া ।
শিশু যথ্যে গেল রাম অহরে মারিয়া ।
দেখিয়া বিন্দু বত ব্রজ শিশুগণ ।
ধস্ত ধস্ত বলরামে বলে সর্বজন ॥
রাম কৃষ্ণ কোলাকুলি করিল কাননে ।
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনা পুলিনে ॥
ক্রীড়া রঞ্জে দিন শেষ হইল কাননে ।
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ বালক সন্ধানে ॥
গোধন মহিষ মেঘ দিল চালাইয়া ।
গোকুল প্রবেশ হৈল বেণু বাজাইয়া ॥
নিজ নিজ গৃহে সঙ্গে করিলা গমন ।
প্রলম্ব নিপাত কহে সবার সদন ॥
শুনিয়া যশোদা নন্দ বলে হরি হরি ।
সকল সঙ্কটে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি ॥
হৃৎখীন্ডাম দাস কহে হরিনাম সার ।
গোবিন্দচরণ বিহু গতি নাহি আর ॥ ৯০

পুনশ্চ দাবাগ্নি উৎপত্তি ।

রাগ কল্যাণ ।

অমর এক দিন হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি
সাজিল অরতি রাধিবার ।
কটিতে অঁটিয়া নেত করেছে বিচিত্র বেত
অঙ্গে নানা রত্ন অলঙ্কার ॥
কোন শিশু শিলা পুরে কেহ মলবেশ ধরে
কেহ নাচে দিয়া করতালি ।
গীত গায় কোন জনা কেহ ধরে তাল নানা
বিধিনে বিজয়ী বনমাণী ॥
সেই বৃন্দাবন ধাম ত্রিভুবনে অমূল্য
রাম ক্রীড়া করে মারিয়া ॥
তুবনসেই বনমাণী দেখিতে কক্ষের খেলা
তরঙ্গিত করে প্রাণরক্ষা ॥

অবতার শিরোমণি নন্দহৃত চকুপাণি
দেখিবারে বত মুনিগণ ।
নানা পক্ষী রূপ হৈয়ে তরলতা কুঞ্জে রয়ে
বেদপাঠ করেন স্তবন ॥
হেন রূপে বৃন্দাবনে ব্রজের বালক সনে
হুই ভাই রাম নারায়ণ ।
মহিষ গোধন মেঘ চালাইয়া স্থবীকেশ
প্রবেশিল ভাণ্ডীর কানন ॥
নানা তরু মিষ্ট ফল অগন্ধি নীতল জল
পাশে নদী তপন-তনয়া ।
কাঞ্চনে নিশ্চিত তট শৈশব সংহতি নট
নবরঙ্গ রসে বিনোদিয়া ॥
নবীন কোমল ভুণে চরয়ে সুরভীগণে
অগন্ধি নীতল কুঞ্জবনে ।
ক্রীড়াভ্রমে গোবিন্দাই বসিল কদম্ব ছাই
বহে মন্দ মল্লয় সঘনে ॥
আচম্বিতে হেন কালে দাবাগ্নি প্রবল করে
শিশু বৎস বেড়িল কাননে ।
মহা অগ্নি শিখা দেখি অরতি করণমুখী
চকিত চকল গোপগণে ॥
ডাকে রামকান্ন বলি হের আসি বনমাণী
আচম্বিতে বেড়িল আশুনি ।
গোবিন্দমঙ্গল রসে হৃৎখীন্ডাম দাস ভাবে
ভার হরি বোরতরঙ্গী ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণের পুনশ্চ দাবাগ্নি পান

রাগিনী করুণা ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ১ ॥
আচম্বিতে দাবাগ্নি বেড়িল সেই বনে ।
কাহ্ন কর প্রাণরক্ষা ডাকে শিশুগণে ॥

ভোমা বিনে কেবা আছে বিপত্তিনাশন ।
 মহা মহা প্রমাদে করিলে উদ্ধারণ ॥
 এমত প্রমাদ অগ্নি না দেখি কোথাই ।
 চৌদিকে বেড়িল অগ্নি বাইতে পথ নাই ॥
 শিশু মধ্যে প্রবেশিল অন্তর্যামী হরি ।
 ব্রজের বালকগণে কহেন মুরারি ॥
 অগ্নি মধ্যে না মরিবে তুমি শিশুগণ ।
 নরসিংহ জপ মনে মুদ্রিয়া নয়ন ॥
 করে অক্ষি ধোঁপ সবে নরসিংহ জপে ।
 অগ্নিপান কৈল প্রভু ধরি বিশ্বরূপে ॥
 আজ্ঞাতে উদিল মেঘ গগন উপরে ।
 আঁধার নিমিষে কৃষ্ণ অগ্নিকে সংহারে ॥
 আঁধি মিলে দেখে শিশু অগ্নি গেল নাশ ।
 তবেত হইল সবে পরম উল্লাস ॥
 ধন্ত ধন্ত বলে সবে ব্রজের কুমার ।
 কেমনে করিল কৃষ্ণ অনল সংহার ॥
 না জানি কি রূপ কৃষ্ণ লক্ষিতে না পারি ।
 নন্দগৃহে আছরে বালক রূপ ধরি ॥
 ইহার চরিত্র কেহ না পারি লক্ষিতে ।
 নন্দ গৃহে শিশুরূপে আছরে গুপতে ॥
 নানা রঙ্গে ব্রজশিশু পুরে শিঙ্গা বেণু ।
 ক্রীড়ারঙ্গে বিগিনে বিহরে রামকান্থ ॥
 রজনী সমুখ হৈল দেখি নন্দলাল ।
 পোকুল চলিল হরি চালাইয়া পাল ॥
 নিজ নিজ গৃহে গেলা সব শিশুগণ ।
 ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন ॥
 তুমি নন্দ যশোদা বাহুর গুণবাণী ।
 আজি সিংহকারে বনে বেড়িল আগুনি ॥
 কান্থর বচনে সবে মুদ্রিয়া নয়ন ।
 হই করে ধরি কৃষ্ণ অগ্নি কৈল পান ॥
 কান্থর চরিত্র কিছু নারি বুঝিবারে ।
 মায়া পাতি কোন দেব আছে ভোর বরে ॥

এত শুনি নন্দ আদি বড় গোপগণ ।
 ধন্ত ধন্ত কৃষ্ণের বাথানে সর্বজন ॥
 হেন রূপে নন্দগৃহে রাম গোবিন্দাই ।
 নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে গোপন চরাই ॥
 শিশির বসন্ত অন্তে নিদাঘ প্রবেশ ।
 শিশু সঙ্গে বিগিনে বিহরে জ্বীকেশ ॥
 নিদাঘ নিবর্ত গেল বরষাগমন ।
 নব জলধর ঘটা উদিল তখন ॥
 ছঃখীশ্যাম দাস কহে অস্ত্র নাহি গতি ।
 শ্রীশুরু গোবিন্দ পদে রহক তকতি ॥ ২২ ॥

ঋতু-বর্ণন বর্ষা সমাগম ।

রাগ সারঙ্গ ।

অবনী পালন হেতু আইল বরষা ঋতু
 বড় বৃষ্টি লৈয়া মেঘমালাে ।
 তর্জ্জন গর্জ্জন রঙ্গে বনুবালা চিকুর সঙ্গে
 প্রকাশিল গগনমণ্ডলে ॥
 প্রচণ্ড প্রবল রবি তাপিত আছিল ভূবি
 অষ্ট মাস কষ্ট নিবন্ধন ।
 তাহা জানি জলধরে মিত্র যেন হিত করে
 ঘোর শব্দে কৈল বরিষণ ॥
 জীমূত বরিষে মুখে গুটিকা পূর্বত বুকে
 জলে পূর্ণ হইল অবনী ।
 ধ্বজ পতাকার প্রায় প্রবল লহরি যায়
 ধরপ্রোতে বহে তরঙ্গিণী ॥
 সরিৎ দীর্ঘিকা কূপ জল ভেল পূর্ণ সুখ
 যোগী যেন তপস্যার কলে ।
 তেরাগিয়া ভোগসুখ কামনা কুটিল ছঃখ
 মহাসুখ ভুজে পর কালে ॥
 যেমন ব্রাহ্মণ অগ্নে রত দেহা ব্রহ্মকর্মে
 নিষ্ঠাব্রতী সুখ সহচার ॥

করতত্ব ভেদাগিরা গোবিন্দ ভজন পাইয়া

মধুরগ করেন আহার ।

সরাসী ত্রিগুণবারী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী

তন মন নিবেশী গোবিন্দে ।

জিতেন্দ্রিয় সদাশ্রয় ভজনে আনন্দ হয়

মধুপ বেমন মকরন্দে ॥

অলধর দিল দান জল জগতের প্রাণ

তরু সুপল্লব চারু ডাল ।

কমল বৈভব জলে মধু পিয়ে অলিকূলে

জলজন্তু আনন্দে আস্থাল ॥

পাইয়া বরষা ঋতু সবে হৈল আনন্দিত

যেন সন্তী পতি পাইল কোলে ।

ভাগবত মহাজন দৃঢ় ভক্তি করি তেন

সুখী হই হরি প্রেমজলে ॥

সরস বরষা হৈতে আনন্দ সবার চিতে

পৃথিবী পালেন পুরন্দর ।

রাম কাহু শিশু সঙ্গে গোধন চরায় রঙ্গে

নিত্য বৃন্দাবনের ভিতর ॥

ঘনারস্তে তরুতলে ভোজন পাষণ মূলে

নানা ফল করেন ভক্ষণ ।

ধেহু সঙ্গে গুণনিধি কদম্ব ভাণ্ডার আদি

বনান্তরে করেন ভ্রমণ ॥

ধেহু চরে যথাস্থানে লীতল মুরগী স্থানে

গোবিন্দ নিকটে আসি মিলে ।

ধেহুগণ হাছা রবে পরম আনন্দ লবে

দিন শেষে প্রবেশে গোকূলে ॥

হেন রূপে রাম কাহু নিত্য নিত্য রাখে ধেহু

লক্ষ্যগৃহে করিয়া আশ্রয় ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হল ত কথা

ত্রিগুণ নন্দন রস কর ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের কৈশোর লীলা ।

কাহু ষড় বিনোদ নাগর ।

রূপের নিহিনি কত নবজল ধর ॥ ৯১ ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।

বর্ষা অস্ত্রে শরৎ হইল উপনীত ॥

ইচ্ছায় সহস্রধারা হইল মেদিনী ।

দিনে দিনে নিবৃত্ত হইল ষড় পানী ॥

শরৎ পবন দেখি কুব্জ সকল ।

শস্ত্র সম্বিধানে সবে বান্ধিলেক জল ॥

বিচিত্র হইয়া মেঘ রহিল আকাশে ।

যথা বিধি বৃষ্টি করে হেমন্ত বাতাসে ॥

কমল বিলাস জলে কার্তিক প্রবেশে ।

জিতেন্দ্রিয় টলিলে যেন পূর্ব ধর্ম নাশে ॥

শরৎ লীতল শলী শোভিত গগনে ।

কৌমুদী কোতুকী অতি মিত্র সন্তাষণে ॥

শরৎ ঋতুর অস্ত্রে হেনজাগমন ।

বৃন্দাবনে ধেহু রাখে রাম নারায়ণ ॥

প্রতি তরু সুপল্লব নানা মিষ্ট ফল ।

নারদ ছোলদ টাণ্ডা গুয়া নারিকেল ॥

করজ জম্বীর নেমু সুপক কদলি ।

নানা ফল খায় নানা রঙ্গে বনমাণি ॥

সুরভি সরস মতি তৃণ জলপানে ।

কৃষ্ণপাশে মিলে আসি মুরলীর স্থানে ॥

দিবা শেষে যায় কৃষ্ণ গোকুল নগরে ।

উষা হৈলে রাখে গাভা যমুনার তারে ॥

সরস শরৎ ঋতু দেখি বনমাণী ।

অরুণ অধরে পুরে মধুর মুরলী ॥

মোহন মুরলী শুনি তরুগতাগণ ।

প্রেমোন্মেত বরিষে হল কল সুশোভন ॥

তপনতনয়া মদ্য মুরলীর স্থানে ।

ভরত মইরী মোড় বহিল উজানে ॥

সংস্কৃত কচ্ছপাদি যত জলজন্তুগণ ।
 কূলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ ॥
 যোগেন্দ্র ধেন্বান ত্যজে মুরলীর স্থানে ।
 মুনীগণ তপ ত্যজি ধায় বৃন্দাবনে ॥
 জীয়ন্তে মরেছে শুনি মুরলীর স্থান ।
 মৃত তরু মুঞ্জরয়ে গলয়ে পাষণ ॥
 দশ দিক চরাচর হইল স্থগিত ।
 পবন অচল হরৈশুনি বংশীগীত ॥
 বংশী শুনি রবি-রথ রহে অন্তরীক্ষে ।
 ভুরঙ্গ মোহিত হৈয়া পথ নাহি দেখে ॥
 গোকূলে থাকিয়া গোপী শুনে বংশী স্থান
 মদনে মোহিত মতি চঞ্চল পরাণ ॥
 সাত পাঁচ সখী মিলি একত্র হইয়া ।
 কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ হৃদয়ে ভাবিয়া ॥
 শুন আগো হেদে সখি স্বরূপ বচন ।
 কান্ডর মুরলী স্থানে হরয়ে চেতন ॥
 বৃন্দাবনে ধেনু রাখি প্রস্রাও ঠাকুরে ।
 ধন্ত তরুলতাগণ দেখে সে কানুরে ॥
 বৃন্দাবনে বৈসে যত পশুপক্ষীগণ ।
 নয়ন ভরিয়া দেখে গৌবিন্দচরণ ॥
 ধন্ত ধন্ত তারা সব পাইল মুকতি ।
 নয়ন সকল করে দেখি লক্ষ্মীপতি ॥
 দেবতা গন্ধর্ব আদি ত্রিভুবনবাসী ।
 মধুর মুরলী শুনে বৃন্দাবনে বসি ॥
 নন্দ গোপ গৃহে জাত দেব চক্রেধারী ।
 ভজিব কৃষ্ণের লাজ ভয় দূর করি ॥
 অস্ত্র চিন্তে নাহি লয় গৌবিন্দ বিহনে ।
 আমরা কৃষ্ণের দাসী হব কত দিনে ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে যত ব্রজনারী ।
 মনে হৃৎ ভাব কৈল জজিব মুরারী ॥
 নিশি শেষ সন্ধ্যার উপর ভাষাবনে ।
 জান শুচিমন্ত্র

নদীকূলে বালির স্থাপিয়া মুহুরী ।
 নৈবেদ্য আমরা গন্ধে নিত্য পূজা করি ॥
 পূজা শেষে বর মাগে করিয়া ভকতি ।
 গোপীগণে দেহ দেবি নন্দমুত পতি ॥
 নিত্য নিত্য আরাধিব হরের রমণী ।
 হইব কৃষ্ণের দাসী হেন মনে গণি ॥
 হেন রূপে পূজে দেবী দ্বাদশ বৎসর ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে দেবী দিলে বর ॥
 আর এক দিন গোপী যমুনাতে গিয়া ।
 বস্ত্র আভরণ সব নদীকূলে খুইয়া ॥
 জলেতে নামিয়া গোপী করে জলকেলি ।
 একান্ত গোপীর ভাব জানি বনমালী ॥
 এক রূপে রহে কৃষ্ণ বালকের মেলে ।
 আর এক রূপে গেলা কদম্বের তলে ॥
 বসন হরিব হেন ভাবিল মুরারি ।
 ছঃখীশ্রাম দাস মাগে চরণমাধুরী ॥ ৯৪ ॥

গোপীগণের বস্ত্র হরণ ।

রাগ ধানশ্রী ।

ছলিতে ব্রজের নারী কোতুক করিয়া হরি
 উঠে কৃষ্ণ কদম্বের ডালে ।
 নিন্দি কত কোটি কাম মোহন মুরতি ভাষ
 কেলি কদম্বের মালা গলে ॥
 বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুসুমবেড়া
 উড়ে অলি অমিয়ার আশে ।
 কপালে চন্দন চাঁদ ভুবনমোহন ফাঁদ
 আঁধি ঠারে মদন ভরাসে ॥
 নাসায় মুকুতাধর নিন্দি কত নিশাকর
 বধনমণ্ডল মল্লমহার ।
 অধরে মধুর হাসি অমিয়া করিয়ে হাসি
 বিদ্যাকর ॥

ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম উরুণ তুলসী দাম
আজ্ঞাচুলস্বিত গলে দোলে।

কেশরী জিনিয়া কটি বিরাজিত পীত খটি
রসাল কিক্বী মধু বোলে ॥

গোবিন্দ আনন্দ মতি ডাকিয়া পবন প্রতি
আজ্ঞা দিল কমললোচন ॥

বস্ত্ররত্ন নদীকূলে আনহ কদম্ব ডালে
শুন হিত স্বরূপ বচন ॥

গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে চক্রবাহু রূপ হয়ে
বস্ত্ররত্ন নিবেদিল আনি।

কহে হুঃখীশ্রাব্য দাস হরিয়া গোপীর বাস
মুরলী বাজায় চক্রপাণি ॥ ৯৫ ॥

গোপীনাথের আক্ষেপ।

রাগ ভাটিয়ারী।

হেমে হে কানাই গুণমণি ॥ ৫ ॥

জলেতে মজিয়া ক্রীড়া করে গোপীগণে।

মুরলী শুনিয়া কানে চাহে চারিপানে ॥

দেখিল বসন নাই যমুনার কূলে।

মুরলী বাজায় কাহ্ন কদম্বের ডালে ॥

দোলা করিয়াছে কাহ্ন নানা রঙ্গ রসে।

কণে হেলে কণে দোলে তাণ্ডব বিলাসে ॥

ভা দেখিয়া গোপিকার প্রাণ চমকিতু।

কহ আঁপা সখি কি হইল বিপরীত ॥

বসন না দেখি কূলে উঠিব কেমনে।

মরণ অধিক লাগি কি কাষ জীবনে ॥

অত অত দুখ মিরখিয়া গোপীগণ।

মননভয়ে হয়ে সবার মনন ॥

ওদাসিকি মোক্ষ করে পাবে মেঘে।

কেমনে কানাই কদম্বের ডালে ॥

কহ দেখি জলেতে রহিব কত কণ।

নীতে কম্পমান তহু উত্তর পবন ॥

কাহ্ন যদি দান দেহ সবার বসন।

নহিলে গোপীর আজি হইবে মরণ ॥

সবে মেলি কাহ্নরে বসন মাগ দান।

গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্রাব্য দাস গান ॥ ৯৬ ॥

গোপীদিগের বস্ত্র প্রার্থনা।

রাগিণী করুণা।

করযোড় করি কহে ব্রজনারী

কাহ্ন কর অবধান।

কি করহ আর কি রীতি তোমার

কলঙ্ক কৈলে নিদান ॥

কালিন্দীর জলে কদম্বের তলে

করি নিত্য গভায়াত।

কভু কোন জন করে নাহি হেন

কামিনী জনে উৎপাত ॥

কিসের লাগিয়া কোন দিক দিয়া

করিলে বসন চুরি।

কুলবতী সব কংসেরে কতিব

কেমনে সহিতে পারি ॥

কহে মধুরেশ কিবা কৈহু মোষ

এ কলি যুগের কথা।

করে উপকার কিবা দোষ তার

কুপথে কাটার মাথা ॥

কেবা জানে পুনঃ কখন বসন

ক্রীড়া করি বৃন্দাবনে।

এ কেলিকদম্বের করি অবলম্ব

কৌতুক করিয়া মনে ॥

কোথাকার চার কেমন সবার

কাননে লইয়া বার ॥

কদম্বে ধাকিরা কর পসারিয়া

করিহু ইজিত তার ॥

করি গেল দান করি অহুমান

কদম্বে করিহু দোলা ।

কহে পদ্মনাভ কর অহুভব

কোন দোষ কুলবালা ॥

কৃষ্ণের বচনে কহে নারীগণে

বিবিধ করুণা করি ।

কমললোচন কামিনী-মোহন

কূলে উঠিবারে নারি ॥

কম অপরাধ দেহ পরসাদ

করহ বসন-দান ।

শুনহ মুরারি সুশীতল বারি

শীতে তহু কম্পমান ॥

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী

শ্রবণে অমিরারামি ।

হৃৎখীন্ডাম কর যদি রূপা হয়

নিধি পায় ঘরে বসি ॥ ৯৭ ॥

গৌপীগণের সহিত কৃষ্ণের কথা ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

বড়াই গো কে বলে কালিয়া ভাল ।

এবে সে কালার জানিহু ব্যভার

অস্তর বাহিরে কাল ॥ ১ ॥

শীতে কম্পমান গৌপী মুনীর জলে ।

কৌতুক দেখিল কাহু কদম্বের ডালে ॥

সবে মেলি করষোড়ে করয়ে বিনয় ।

অহুগ্রহ কর কৃষ্ণ তুমি কৃপাবয় ॥

বিনয় বচন কিছু না শুনে মুরারি ।

হাত লাভ করিহু করেন নরহরি ॥

গোপিনী বসন মাগে না দেন কানাই ।

ক্রোধ হয়ে কহে গোপী কৃষ্ণমুখ চাই ॥

শুনহ কানাই কেন কর অহকার ।

ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র ভোমার ॥

আমরা যেমন ভালা তুমি ভাল জান ।

কি কারণে কাহু হে বচন নাহি মান ॥

হাত পরিহাস কথা কহ বারে বার ।

সহজে রাখাল তুমি কি বলিব আর ॥

লঘু গুরু লাজ ভয় কিছুই না মান ।

মদগর্বে কাহু হে আপনা নাহি চিন ॥

মাথু কুটুম্ব তোর আমরা সকল ।

বসন করিয়া দান ঘুচাহ বিকল ॥

শীতে কম্পমান জলে রহিতে না পারি ।

বসন করহ দান দন্তে তৃণ ধরি ॥

হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ হইয়া সদয় ।

তোমা সবাকার মন জানিহু নিশ্চয় ॥

কামনা করিলে পূর্বে বাহার লাগিয়া ।

জনমে জনমে হর গৌরী আরাধিয়া ॥

এবে সে গোপিকা জন্ম হইয়া তোমরা ।

নিভ্য যমুনীর জলে পূজ হরদারা ॥

মনোবাঞ্ছা বর যে মাগিলে গোপীগণ ।

আমি সে জানিহু তোমা সবাকার মন ॥

বর মাগিয়াছ নন্দ সুত হবে পতি ।

হইবে আমার দাসী ব্রজের যুবতী ॥

অস্ত্র চিন্তা না করিহু শুন গোপীগণ ।

কূলে উঠি পর আসি যে বার রমন ॥

তোমা সব সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে ।

রাস রস কৌতুক করিব জনে জনে ॥

সরস বচন কৃষ্ণ গোপীগণে বলি ।

নিয়ম করিল কৃষ্ণ সঙ্কেত মুরারী ॥

কৃষ্ণের লাভ্য রূপ মোহনবচন

দেখিয়া তুমিহু সবে

যুথ নিরখিয়া বত সখী ।
 আজি যে সকল দিন কৃষ্ণ যুথ দেখি ॥
 মনের বচন কাহ্ন কহে বিদ্যামনি ।
 নিশ্চয় কাহ্নরে গো যৌবন দিব দান ॥
 যোগেন্দ্র জন্মর যঁকির ধরিয়া ধৈর্যন ।
 হেন প্রভু আপনি মাগরে প্রেমদান ॥
 মরমে মদনবাণ হানিল মুরারি ।
 ভজিব কৃষ্ণেরে লাগি জ্বর দূর করি ॥
 কৃষ্ণ রূপে অবশ গোপিকা উঠে কুলে ।
 হুঃখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৮ ॥

গোপীগণকে বস্ত্র প্রদান ।

কৃষ্ণের বচনে কুলে উঠে ব্রজনারী ।
 অধোদেশ রাম হাতে আচ্ছাদন করি ॥
 ডাহিন করেতে কুচ স্তন্যল বাগিয়া ।
 বস্ত্র দান রাগে গোপী কৃষ্ণমুখ চের্যা ॥
 রাখিল তোমার বোল শুনহ কানাই ।
 দেহ হে বসন দান নিজ ঘরে ফাই ॥
 হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ভকতবৎসল ।
 করিলে অনেক পাণ তোমরা সকল ॥
 মহাপুণ্য নদী এই তপনতনয়া ।
 ইহাতে করিলে দান বসন ত্যজিয়া ॥
 যদি চাহ আপন অধর্ম খণ্ডিবারে ।
 কর যোড় করি কর হৃদে নমস্কারে ॥
 এতেক বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে ।
 কর যোড় করি সবে হৃদে নমস্কারে ॥
 বুঝিয়া গোপীর ভাব কমল নয়ন ।
 জনে জনে গোপীগণে বস্ত্র দিল দান ॥
 নিজ নিজ বসন পরিয়া গোপীকণ ।
 কৃষ্ণ প্রণমিয়া কৈল মন্দিরে গমন ॥
 কৃষ্ণের লাবণ্য নিখি কিনে গড় মনে ।
 পাসরিতে সায়ে কৈলি সন্তান ভোজন ॥

শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কখন ।
 শিশু মধ্যে প্রবেশিল মায়ার মোহন ॥
 ক্রীড়া রঙ্গে বিপিনে দিবস হৈল শেষ ।
 গোকুলে চলিলা কৃষ্ণ রাম হবীকেশ ॥
 নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ ।
 প্রভাতে চলিলা সবে রাখিতে গোপন ॥
 নানা বেশে রামকৃষ্ণ সাজন করিয়া ॥
 বনে প্রবেশিলা কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া ॥
 অশোক বিপিনে গেলা বালক সকল ।
 ক্রীড়াক্রমে হৈল সবে ক্ষুধায় বিকল ॥
 ছই তাই বসিলা শীতল তরু ছাই ।
 বালক সকলে কহেন ঘোঁহার ঠাঞি ॥
 শুন কাহ্ন কি বুদ্ধি করিব আজি বনে ॥
 পাসকি আইল গৃহে ওদন ব্যঞ্জন ॥
 যাইতে অনেক দূর গোকুল নগর ।
 ক্ষুধায় বিকল বড় হইল কাতর ॥
 কটিতে না রহে ধড়া দেহে দিল ঘাম ।
 ভোজন করায় প্রাণ রাখ যনশ্যাম ॥
 এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ করিল উপায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখী শ্যাম দাস গায় ॥ ১৯ ॥

বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচঞা ।

রাগ বরাড়ি ।
 চিন্তামণি শ্যাম ধাম আগে আনি বহুদাম
 আজ্ঞা দিল কমললোচন ।
 চল আমার বোলে ব্রাহ্মণের যজ্ঞশালে
 মাগি আনি ওদন ব্রাহ্মণ ॥
 কহিকে ব্রাহ্মণ হানে রামকৃষ্ণ শিশু সনে
 বৃন্দাবনে চরান বাছুরি ।
 ক্ষুধায় আকুল হৈয়া মোরে দিল পাঠাইয়া
 তোমা সবাকার বরাবরি ॥

শিশু সঙ্গে বহুদাম উপনীত যজ্ঞ ধাম

পশু অশ্বাম হংসে সবার বদন চেয়ে

ঘোড় হাতে করে নিবেদন ॥

অবধান বিজয়গি দেখু রাখে চক্রপাণি

শিশু সনে আশোক কাননে ।

বড়ই সুখার্ত্ত হবে মোরে দিল পাঠাইয়ে

তোমা সবাকার সন্নিধানে ॥

অন্ন ব্যঞ্জন দান আনি দেহ বিদ্যমান

যাব ষাট গোবিন্দ গোচরে ।

শুনি বহুদাম বোল বিপ্র হৈল উত্তবোল

কুবচন বলে অহঙ্কারে ॥

করিয়াছি যজ্ঞশালা ইথে দেব ধন্থমেলা

বিপ্র পূজা বিপ্র আরাধনা ।

নন্দ গোপ স্তূত হরি রাখাল সে অনাচারী

তারে অন্ন দেয় কোন্ জনা ॥

যজ্ঞ আগে অন্ন চায় বর্ণ ভেদ নাহি তায়

লঘু গুরু কিছুই না মানে ।

তাহাকে এ অন্ন দিলে কিবা সে পাইব ফলে

যাহুঁদাণ্ডাইয়া কি কারণে ॥

শুনিয়া বিপ্রের কথা বহুদামে লাগে ব্যথা

কান্দিতে কান্দিতে যায় পথে ।

প্রবেশি অশোক বন ব্রাহ্মণের কুবচন

জানাইল প্রভু জগন্নাথে ॥

শুনিয়া শিশুর বাণী হাসিয়া গোকুলমণি

কহে কৃষ্ণ মধুর বচন ।

হুবল হুদাম যাহ অন্ন ব্যঞ্জন চাহ

যথা আছে দ্বিজপত্নীগণ ॥

গয়া সে সবার ঠাম কাঁহবে আমার নাম

আদর দেখিবে বিদ্যমান ।

গোবিন্দমঙ্গল গোখা কুবচন হর্লত কথা

হুবাঁড়ী বাস রস গান ॥ ১০০ ॥

বিপ্র পত্নীগণের নিকট অন্ন

যাচঞা ।

কৃষ্ণের আজ্ঞায় শিশু চলিলা সত্তরে ।

উপনীত হইল দ্বিজপত্নী বরাবরে ॥

দণ্ডবৎ হৈয়া রহে ঘোড় করি হাত ।

তোমা সব সদনে পাঠান জগন্নাথ ॥

পাসবিয়া আইল গৃহে ওদন ব্যঞ্জন ।

সুধায় করিল বড় কাতর জীবন ॥

অন্ন ব্যঞ্জন কিছু দেহ ঠাকুরাণি ।

ঠামকৃষ্ণ পাঠাইল যজ্ঞনাম শুনি ॥

দেবে কিনা দিবে অন্ন বলহ বচন ।

বেলস্ব না সহে যাব কৃষ্ণের সদন ॥

এত শুনি দ্বিজপত্নী বহু ভাগ্য মানি ।

দীর্ঘন যৌবন ধন্থ আপনা বাঁধনি ॥

ধেন্নানে না পান্ন যাঁরে দেব সিদ্ধ মুনি ।

হেন প্রভু যাগিয়া পাঠান অন্ন পানী ॥

এতেক ভাবিয়া বত ব্রাহ্মণেব জায়া ।

সুবর্ণের থালে অন্ন ব্যঞ্জন পুরিয়া ॥

দবে মেলি যার কৃষ্ণ দরশন সাধে ।

প্রেমে প্লবিত তহু চলিয়া আনন্দে ॥

ব্রাহ্মণীর চরিত্র দেখিয়া দ্বিজগণ ।

পথ আগুলিয়া রাখে বলে কুবচন ॥

মন কুবুড়ি কেবা দিল তো সবারে ।

ওদন ব্যঞ্জন লয়ে দিবে রাখালগরে ॥

বৈপ্রপত্নী হৈয়া তোরা করিলি কি কর্ম ।

গর পাশে গেলে না রহিবে কুলধর্ম ॥

লের কামিনী জেরা কেন যাহ বনে ।

জকাঁচ্যে বেহ মন চলহ সদনে ॥

মানৈ প্রবেশ তারা ব্রাহ্মণেরে তৈলি ।

ক দরশন আশে দেখা সবে চলি ॥ ১০১ ॥

তখি মধ্যে এক নারী বহিতে নারিল ।
করে ধরি স্বামী তার মন্দিরে আনিল ॥
কোথ করি পদাঘাত মারিল তাহারে ।
বাহিরে রাখিল তারে গৃহ অভ্যন্তরে ॥
তর্জন গর্জন করি বলে কুবচন ।
হারেতে কপাট দিয়া করিল গমন ॥
বন্দী হৈয়া ব্রাহ্মণী কান্দয়ে উঠেঃস্বরে ।
ধেয়ান করিয়া মনে দেব গদাধরে ॥
অন্তরে জানিল সে ঠাকুর ভগবান ।
হরিপদে চিত্ত দিয়া ত্যাগীলা পরাণ ॥
ভক্তিভাব করি মনে দেব দামোদরে ।
প্রবেশ করিল গিয়া কৃষ্ণের শরীরে ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত এক চিত্ত মনে ।
ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
হৃৎখীগ্রাম দাস কহে হরি নাম সার ।

শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণের নিকট বিপ্রপত্নীগণের আগমন ।

ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥
দেখিল গোবিন্দ রাম অশোকের বনে ॥
বেড়িয়া বসেছে বত বালক সকল ।
শখী মধ্যে শ্যাম তরু করে বলমল ॥
চাঁচর চিকুর চুড়া টানিয়াছে বামে ।
চুড়া বেড়িয়াছে মানা কুহুধের দামে ॥
অনেক তিলক চান্দ অতি দীপ্তি করে ।
হৃৎখীগ্রাম হৃৎখীগ্রাম পলায় অন্তরে ॥
কান্দয়ে বকর মণি বলবল করে ॥
যোড় করে কিসলয় তাহার উপরে ॥
দুঃখল লোকের কাছে রক্তন বধন ।
অন্য অন্য দিগে দিগে গমন ॥

গজমতি চলচল নাসিকা উপর ।
বদন বিমল চাঁদ বাজুলি অধর ॥
নব জলধর ছটা জিনিয়া বরণ ।
শ্রীবৎস কৌন্তভ মণি নানা আভরণ ॥
কটিতে মেথলা পীত ধড়া মল্ল বেশে ।
রসাল কিংকিনী স্নমতি চারি পাশে ॥
অঙ্গদ বলিয়া ভুজে অতি মনোহর ।
মুরলী দক্ষিণ করে দেখিতে স্নহর ॥
বসেছে বিনোদ বেশে অশোকতলায় ।
বক্সিম নৃপুত্র বাজে রাজে রাজ্য পার ॥
দক্ষিণে বলাই ভাই কোটিচন্দ্র যিনি ।
হেন বেলা অন্ন লইয়া আইল ব্রাহ্মণী ॥
ওদন ব্যঞ্জন রাখে কৃষ্ণ বরাবরে ।
দণ্ডবৎ হৈয়া সব রহে যোড় করে ॥
কৃষ্ণের ঘোঁহন রূপ দেখিয়া নয়নে ।
কি বলিব কি করিব কিছুই না জানে ॥
অনেক স্তবন করে কৃষ্ণ পদতলে ।
হৃৎখীগ্রাম দাস সার গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১০২ ॥

বিপ্র পত্নীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা ।

রাগ শ্রী ।

আজি বড় শুভ দিন রে ॥ জয় ॥

দেখিয়া কৃষ্ণেরে বঁত ব্রাহ্মণকুমারী ।
চিত্তের পুত্তলি সম রহে সারি সারি ॥
ব্রাহ্মণীর ভাব কৃষ্ণ জানিল অন্তরে ।
জীবৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥
শুন শুন বিপ্রনারী আমার বচন ।
বতর হইয়া বনে আইলে কি কারণ ॥
তোমা সবাকার খাবী বক হোম করে ।
বিলম্ব হইলে তোমা না লইবে পরে ॥

কুবুজি ব্রাহ্মণ সব মোরে নিন্দা করে ।
 তাহাতে তোমরা এলে আমার গোচরে ॥
 ভাল হৈল এলে আমা দেখিবার তরে ।
 দেখিলে আমার রূপ নয়নগোচরে ॥
 বাহড়িয়া যাহ সবে আপন মন্দিরে ।
 যজ্ঞ কর্ষে দেহ মন সেবহ স্বামীরে ॥
 এ সব বচন শুনি প্রভুর অথবে ।
 কান্দিয়া কহেন সবে কৃষ্ণ বরাবরে ॥
 অহে প্রভু জগদীশ কি বলিব বাণী ।
 তোমার নিষ্ঠুর বোলে বিদরে পবাণী ॥
 কোথায় যাইতে বল কি কায সে স্বর ।
 তুমি প্রভু জগদীশ সবার ঈশ্বর ॥
 অনেক জন্মের ফলে তব রূপ দেখি ।
 জনম সকল হৈল যুড়াইল আঁখি ॥
 তোমার চরণে প্রভু রহক ভকতি ।
 ও পদপঙ্কজ বিনা অন্য নাহি গতি ॥
 দেখিয়া তোমার রূপ মোহিলক মন ।
 কোথায় যাইতে বল না চলে চরণ ॥
 কাযমনোবাক্যে চিন্তি তোমার চরণ ।
 আজি শুভদিন প্লাহু তোমা দরশন ॥
 কি কাৰ্য্য সে গৃহ ধর্ম্ম মনে নাহি তার ।
 মজ্জিবা রহিব প্রভু তব রাক্ষা পায় ॥
 তোমাতে সবস মতি হইল সবার ।
 ও পদপঙ্কজ বিনা গতি নাহি আর ॥
 কিনিয়া লইতে প্রভু দেহ প্রেমদান ।
 বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি রাখহ শরণ ॥
 যে জন তোমার পায় ভক্তিভাবে ভজে ।
 দয়া কবি রাখ তারে চরণ সরোজে ॥
 তোমার চরণ যেবা না করে আশ্রয় ।
 বিকল জনম তার পাপিষ্ঠ হুহুয় ॥
 এ সব কথা শুনি ব্রাহ্মণীর মুখে ।
 হালিয়া কহেন কৃষ্ণ নিজ মনমুখে ॥

গোবিন্দমঙ্গল রসে হৃৎশীশ্যাম ভাষে ।
 উচ্চারিয়া সবে প্রভু এ কলিকলুবে ॥ ১০৩ ॥

বিপ্র পীড়গণের প্রতি কৃষ্ণের প্রসন্নতা ।

রাগ করুণা ।

আমার ইজিতে অতি শুদ্ধ চিত্তে
 আইলে ওদন লৈয়া ।
 নিজ মনভাবে মোর পদ পাবে
 বৈকুণ্ঠে বসিবে গিয়া ॥
 তোমা সবাকার জানিহু বিচার
 কেবল আমাতে ভক্তি ।
 নারীজন্ম হৈয়া তুমি বিপ্রজায়া
 নিজ পতি কৈলে মুক্তি ॥
 দেখিবে সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ তোমাতে
 করিবে অনেক মান ।
 আমার উত্তর শুনিয়া সত্তর
 মন্দিরে কর প্রয়াণ ॥
 কৃষ্ণের বচনে বিপ্র নারীগণে
 কৃষ্ণেরে প্রণাম করি ।
 গোবিন্দচরণ লইয়া শরণ
 চলিল আপন পুরী ॥
 দেখি নারীগণ স্বতক ব্রাহ্মণ
 “আসি আশু বাড়াইয়া ।
 আনন্দে আদরি ধন্য ধন্য করি
 মন্দিরে গেল লইয়া ॥
 যত দ্বিজগণ নিদ্রিয়া আপন
 অনেক বিদ্বার করে ।
 গোবিন্দমঙ্গল কাণ্ড্য কেবল
 হৃৎশীশ্যাম গায় স্নানে ॥ ১০৪ ॥

বিপ্রগণের চৈতন্যোদয় ।

১. ভাব আমার মন ছাড়িয়া রাখের কথা ।
 ২. বাঁধ ক এমন হবে জয় যায় বুঝা ॥
 ৩. তবু হলে যত দ্বিজ একত্র হইরা ।
 ৪. আপনা নিজে চিত্তে হুঃখ পাইরা ॥
 ৫. সবাচারে কেন কুবুদ্ধি লাগিল ।
 ৬. বিদ্য মাগিল অর তাহা নাহি দিল ॥
 ৭. হোম ত্রুত করি যাহার উদ্দেশে ।
 ৮. কৃষ্ণের আজ্ঞা না মূর্খিত্ব কর্দদোষে ॥
 ৯. বর্ণের গুরু দ্বিজ দেহ ধরি ।
 ১০. ধিক্ হেন দেহ না চিনিহু হরি ॥
 ১১. এর বিষয় প্রাণী জিয়ন্তে সে মরা ॥
 ১২. হাতেতে পাইরা নিধি বিধি কৈল হারা ॥
 ১৩. আপন প্রতি অপরাধ কৈহু ।
 ১৪. চরণাঙ্কুরে বঞ্চিত হইহু ॥
 ১৫. নিমক হৈয়া জীতে না যুয়ার ।
 ১৬. ভুবিয়া মরি তবে হুঃখ যায় ॥
 ১৭. হ নারায়ণ আছে গুপ্ত বেশে ।
 ১৮. না জানি তাহা বিদ্যা মদ দোষে ॥
 ১৯. পদে দোষ কৈহু কে করে উদ্ধার ।
 ২০. লচরণ বিনা গতি নাহি আর ॥
 ২১. হবে মিলি বাব কৃষ্ণ দরশনে ।
 ২২. কমাঁইব পড়িয়া চরণে ॥
 ২৩. পৈকত পথ গেল বিপ্রগণ ।
 ২৪. পাইরা যুক্তি করে নিরুপণ ॥
 ২৫. বাই যদি কৃষ্ণ দরশনে ।
 ২৬. আছে কৃষ্ণ কংস পাছে শুনে ॥
 ২৭. স হেতু কৃষ্ণ যাবে মধুপুরে ।
 ২৮. ত দেখিব গোবিন্দ হলধরে ॥
 ২৯. বিপ্রগণ গেল নিজ পুরে
 ৩০. যার সঙ্গে নিরুপণ করিল

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ বাণ্য কেলি ।
 বিপিনে ভোজন কৈল রাম বনমালী ।
 সব শিশু এক সঙ্গে করিল ভোজন ।
 যমুনায় সবে গিয়া কৈল আচমন ॥
 কূলে উঠি দিল শিশু শিক্ষা বেহু স্বান ।
 নানা রঙ্গে নাচে কেহ নানা গীত গান ॥
 ক্রীড়া রসে বিপিনে দিবস হৈল শেষ ।
 গোকূলে চলিলা প্রভু রাম হৃষীকেশ ॥
 নিজ নিজ গৃহে গেল যত শিশুগণ ।
 মন্দিরে চলিলা রঙ্গে তাই দুইজন ॥
 দৌহার দেহের ঘুলি বাড়িল রোহিণী ।
 হৃৎ দধি ক্ষীর সর ভুঞ্জায় জননী ॥
 আচমন সারিয়া বসিল দুই জন ।
 কপূর তাম্বুল শেষে করয়ে ভক্ষণ ॥
 হেন কালে গোপগণ নন্দ্র মন্দিরে ।
 ইন্দ্রপূজা করিব এমন যুক্তি করে ॥
 ইন্দ্র পূজা নাম শুনি তথা গেল কাহু ।
 হৃৎখীশ্যাম দাস মাগে রাজা পদরেণু ॥ ১০৫ ॥

ইন্দ্রপূজা ভঙ্গ ।

ভালি ভালি রে গোরাচাঁদ ।
 পতিত-পাবন বট তুমি ॥ ১ ॥
 ইন্দ্র পূজিবারে যুক্তি করে গোপগণ ।
 নন্দ কোলে বসিয়া জিজ্ঞাসে নারায়ণ ॥
 শুন বাপা এই সব দ্রব্য কার তরে ।
 করিবে কাহার পূজা কহ নী আমারে ॥
 এত শুনি নন্দ বলে শুন হে কানাই ।
 বৎসর অন্তরে ইন্দ্র পূজিবারে চাই ॥
 হুটি অধিপতি ইন্দ্র বরবিবে জল ।
 অগ্নে চরিতেক ঘোড়ে হুঁতুই সকল ॥

তক্ষ স্পন্দন তৃণ জমিবে অপার ।
 তখির কারণে চাহি ইন্দ্র পূজিবার ॥
 এত শুনি কহে কৃষ্ণ মায়ার মোহন ।
 সহজে গোয়ালী তুমি না জান কারণ ॥
 পর্কত কাননে চরে সুরভি সকল ।
 পর্কত না পূজি ইন্দ্র পূজনে কি ফল ॥
 আমার বচনে পূজ গিরি গোবর্দ্ধন ।
 সাক্ষাৎ হইয়া গিরি দ্বিবে দরশন ॥
 ইন্দ্রপূজা না করিহ পূজ গিরিবর ।
 কি করিতে পারে ইন্দ্র তারে কিবা ডর ॥
 এতেক বচন শুনি গোবিন্দের স্থানে ।
 গোবর্দ্ধন পূজিব স্তুত কৈল মনে ॥
 নন্দ আদি যত গোপ রজনী প্রভাতে ।
 যতেক পূজার দ্রব্য ভরি শকটেতে ॥
 পূজিবার সর্ব দ্রব্য সংহতি করিবা ।
 গিরি গোবর্দ্ধন মূলে উত্তরিল গিয়া ॥
 পর্কত পূজিতে স্থান করিল মণ্ডন ।
 আচার্য্য সদস্য দ্বিজ করিল বরণ ॥
 গিরি আরাধন টেক করি বেদধ্বনি ।
 বচন প্রত্যয় কৃষ্ণ করিতে আপনি ॥
 একরূপে গোপ মধ্যে রহে গোপীনাথ ।
 বিশ্বরূপে গিরি শিখে হইল সাক্ষাৎ ॥
 নীলভলধর মূর্তি জিনিয়া বরণ ।
 শ্রীবৎস কোমলমণি পীয়ল বসন ॥
 মাথায় মুকুট ঘুড়ে গগনমণ্ডল ।
 শ্রবণে রহিয়া ঘোলে মকরকুণ্ডল ॥
 আজাহলম্বিত শ্বলে রত্নমণি হার ।
 বলমল করে সর্ষে নীনা অলকার ॥
 সুবর্ণ পইড়া পলে অতি মনোহর ।
 অঙ্গন বস্ত্র সূজে বেধিতে সুন্দর ॥
 যত বস্তু দ্রব্য দ্বিজ কৈল দিবেশন ।
 সর্ব দ্রব্য নিঞ্জিয়ান করিল অঙ্গন ॥

ভোজন করিয়া গিরি আনন্দ বয়ান ।
 গোপপুণে বলে গিরি মাগ বরদান ॥
 গিরিবর সাক্ষাত দেখিয়া গোপগণ ।
 ক্ষতি লোটাইয়া স্তুতি করে সর্বজন ॥
 শব্দধ্বনি হলাহলি করতালি দিয়া ।
 গিরি প্রদক্ষিণ করে পুত্র বহু লয়া ॥
 সম্মুখে দাণ্ডায় সবে করি পুটাজলি ।
 দণ্ডবৎ করি বর মাগে সবে মেলি ॥
 এই বর দেহ প্রভু গিরি গোবর্দ্ধন ।
 স্তূপে সম্বৎসর চরিবেক গাভীগণ ॥
 যাব মনে যেই ছিল সবে বর পেয়ে ।
 গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত হয়ে ॥
 স্তূপে বৈসে রামকৃষ্ণ গোকুল ভুবনে ।
 কুপিত হইল ইন্দ্র পূজার লজনে ।
 ক্রোধিত হইয়া বলে যত মেঘগণ ।
 মম বাক্যে যাহ উনপঞ্চাশ পবন ॥
 কৃষ্ণের বচনে নন্দ না পূজিল মোরে ।
 শীঘ্রগতি উর গিয়া গোকুল নগরে ॥
 ঐরাবত আদি করি বতেক বারণ ।
 বজ্রনা চিকুর বড় শিলা বরিষণ ॥
 গজশৃঙ সম ধারা বরষিবে পানী ।
 গো মহিষ ক্ষয় কর গোপ-গোয়ালিনী ॥
 ঐরাবতে থাকিব আপনি বজ্র করে ।
 দেখিব কেমনে কাহ্ন রাখে গোপপুণে ॥
 এত শুনি জলধর বায়ুবেগে দার ॥
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীজার দাস গার ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রকর্তৃক বিষম বৃষ্টি পড়ার ৷

রাম-বরদার ॥

ক্রোধে আজ্ঞা দিয়া ইন্দ্র ন-বরদার
 গোকুল ভুবন অসংখ্য বরদার ॥

আরোহণ পবনে পুঙ্কর আপনে

সঙ্গে সখ জলধরে ।

গোপপুর জ্ঞানে প্রলয় প্রমাণে

উরিল গিয়া সখরে ॥

ঈশানে উরিয়া বহিল পুরিয়া

ঘুরিয়া প্রবল বায় ।

ঘন ঘন গগনে ঘোরতর পবনে

না চিনে আপন গায় ॥

পবন প্রবলে অন্ধকার গোকুলে

উড়িল অবনী ধলা ।

বড় বড় ঘর পুর ভাঙ্গিয়া করে চুর

যুগান্ত সময়ের মেলা ॥

বায়সাদি পক্ষে শত শত লক্ষে

পড়িল প্রথম ঝড়ে ।

বড় বড় তরুণর তিষ্ঠিতে নারে ঝড়

গোড়া উপাড়িয়া পড়ে ॥

ঘন কোপ দৃষ্টি করে শিলাবৃষ্টি

ঝঞ্ঝনা চিকুর ভায় ।

হড় হড় হড় হড় কম্পিত গোপপুর

জলধারা মূলের প্রায় ॥

করিবর বাহনে হরিহর আপনে

উরিল কুলীশ ধরি ।

তা দেখি জলধর ক্রোধিত কলেবর

বরিবে ঘোরতর বারি ॥

হর্ষকর বরিষণ হেরি ভীত গোপগণ

উপনীত নগের পাশে ।

হৃৎকাম দাস গায় গজিয়া দেব দাস

নবের নন্দন হানে ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধন ধারণ ।

রাগ মমার ।

আজ মেঘে কৈল অন্ধকার ।

চিনিতে না পারি তাই তুমি আপনার ॥ ১০৮ ॥

গোপগণ বলে তুমি নন্দ অধিকারী ।

বিবাদ করয়ে ইন্দ্র হুটবুদ্ধি করি ॥

নন্দ আদি গোপগণে দেখিয়া কাতর ।

হাসিয়া কহেন প্রভু দেব গদাধর ॥

যাহারে করিলে পূজা তুমি গোপগণ ।

সবা নিস্তারিবে সেই গিরি গোবর্দ্ধন ॥

মায়াক্রমে বৈসে কৃষ্ণ সবার শরীরে ।

গোকুল বৈভব সঙ্গে গেল গিরিবরে ॥

মায়াক্রমে করি কহে হরি গিরি গোবর্দ্ধনে ।

বারেক প্রমাদে রাখ গোপ গোপগণে ॥

নিজ শক্তি ভেঙ্গে প্রভু তুলিল শিখর ।

গোপ গোপী শিশু বৎস প্রবেশে ভিতর ॥

গোকুল জিনিয়া হৈল মনোহর স্থান ।

যথায় আপনি জগদীশ অধিষ্ঠান ॥

বিশ্বরূপে নারায়ণ তুলিল শিখর ।

ছত্রপ্রায় করি বাম অঙ্গুলি উপর ॥

আনন্দে রহিল সবে পরিত ভিতর ।

তা দেখিয়া মহাক্রোধ হৈল পুরন্দর ॥

গোকুল ছাড়িয়া বৃষ্টি করে গোবর্দ্ধনে ।

গোবিন্দমঙ্গল হৃৎকাম দাস ভণে ॥ ১০৮ ॥

বৃষ্টি ভয় হইতে গোপগণের

পরিভ্রাণ ।

তবে দেব স্বরূপে মহাক্রোধ হইল ।

প্রলয়ের বৃষ্টি করে গিরি গোবর্দ্ধনে ॥

ঘন বজ্রাঘাত মারে পর্কত উপর ।
 মুষল ধারায় বাঁটি করে জলধর ॥
 তিলেক বিশ্রাম নাহি মহাবরিষণ ।
 তরঙ্গ-লহরি-শ্রোতে বহে নদীগণ ॥
 সপ্ত দিবা নিশি ইন্দ্র বরিষণ করি ।
 বিশেষ করিল ভর পর্কত উপরি ॥
 দেখিল শিখর ধরিয়াছে নারায়ণ ।
 আপনা আপনি ইন্দ্র পাইল গঞ্জন ॥
 মেঘগণ বলে ইন্দ্র হইয়া বিকল ।
 বরষিতে নারি আর ক্ষীণ হৈল বল ॥
 জল যোগাইতে নায়ে স্থগিত বারণ ।
 পবনের হীন তেজ শুনহ রাজন ॥
 এত শুনি ইন্দ্রদেব নিখাস ছাড়িল ।
 পরাভব পেয়ে ইন্দ্র করুণা হইল ॥
 বিস্মিত বদনে ইন্দ্র গেল নিজ পুরী ।
 গোপগণে বলে প্রভু দেব দৈত্য-অরি ॥
 শুন শুন গোপগণ আমার বচন ।
 গোকুলে চলহ সবে নির্মল গগন ॥
 রতিতে না পারি আমি গিরি মহাভর ।
 সপ্ত দিবা নিশি ধরি ছুখাইল কর ॥
 নির্মল গগন হৈল বাড় গেল দূর ।
 পরাভব পেয়ে ইন্দ্র গেল নিজ পুর ॥
 উদয় হইল দেখ দেব দিবাকর ।
 সীত্ৰগতি চল সবে গোকুলনগর ॥
 মহাভার গিরিবর পড়িবে ধসিয়া ।
 যোর বোল না শুনিলে মরিবে পড়িয়া ॥
 নন্দ আদি গোপ যত কৃষ্ণের বচনে ।
 বাহির হইল সবে স্তব্ধাশিত মনে ॥
 গোপ গোপী আদি যত দেখু বৎসগণ ।
 গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত মন ॥
 নিজ স্থানে পৌঁছিয়া প্রভু গোবর্ধন গিরি ।
 রাম কৃষ্ণ গেল কৈল গোবর্ধন নগরী ॥

নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা গমন ।
 ভোজন করিয়া গেলা নন্দের সদন ॥
 পাগল বসেছে নন্দ ব্রজশিরোমণি ।
 হেনকালে কহে গোপ কৃষ্ণের কাহিনী ॥
 গোপগণ বলে নন্দ কর অবধান ।
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্রাম দাস গান ॥ ১০৯ ॥

গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অন্তুত কন্ঠের আলোচনা ।

রাগ ললিত ।

যশোদা গো তোর যাহু বড়ই চামাল ।
 তুমি কেমন করিয়া বল হৃৎকের ছাওয়াল ॥ ১ ॥
 গোপগণ বলে শুন নন্দ অধিকারী ।
 কাহুর চরিত্র দেখি মনে ভয় করি ॥
 না জানি কি দেবতা জন্মিল তোর ঘরে ।
 না দেখি না শুনি হেন যত কণ্ঠ করে ॥
 পুতনা রাক্ষসী মারে দিনেকের বালা ।
 চরণে শকট ভাঙ্গে কানে লাগে তাল ॥
 তৃতীয় মাসের যবে যাহুয়া তোমার ।
 তৃণাবর্ত মহাবীরে করিল সংহার ॥
 উদ্বৃথলে যশোদা বাঙ্কিল যেই দিনে ।
 অঙ্গ হেলা দিয়া ভাঙ্গে বমল অর্জুনে ॥
 বৎসাসুরে বধিল যে অন্তুত কাহিনী ।
 জলপানে বকাসুরে মারে যাহুমণি ॥
 অষাসুরে মারে কৃষ্ণ পেটে প্রবেশিয়া ।
 ধেমুকা মারিয়া তাল খাইল লুটিয়া ॥
 কালিয় বিবের তেজে পুড়ে ত্রিকুবন ।
 সে কালির শিরে নাচে তোমার নন্দন ॥
 অহুত করিল কৃষ্ণ কালি দহ জল ।
 চাহুর আজোর কালি গেল রসাতল ॥

অগ্নিপান করে কাহ্ন এ বড় অহুত ।
 প্রকারে প্রলম্ব দৈত্যে মারে তোর হুত ॥
 যত সব কর্ষ করে দেখি লাগে ত্রাস ।
 অকুলে শিখর ধরি রক্ত অভিলাষ ॥
 কাহ্নর চরিত্র দেখি লাগে বড় ভয় ।

গোকুল ত্যজিয়া যাবে হেন মনে লয় ॥
 এতেক শুনিয়া নন্দ কহে গোপগণে ।
 পূর্বে যে বলিল মোরে গর্গ তপোধনে ॥
 অনেক কঠিন তপ করি পূর্বকালে ।
 যাহ হেন বালক পাইছ কর্ষফলে ॥
 চারি যুগে চারি জন্ম দ্বাপরে কানাই ।
 যে পুত্র হইতে এত আপদ এড়াই ॥
 পৃথিবীর হুষ্ঠ দৈত্য বধিবে প্রকারে ।
 দহজ দলন হেতু জন্ম মোর ঘরে ॥
 দ্বাম কৃষ্ণ দেখি ভয় না ভাবিহ মনে ।
 আনন্দে গোকুলপুরে থাক সর্বজনে ॥
 হাসিয়া চাহিল কৃষ্ণ সবাকার মুখ ।
 সর্ব কথা পাসরিল পাইল বড় সুখ ॥
 সুখে বৈসে নন্দবোষ গোকুল নগরে ।
 অখিল ভুবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥
 শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ গজাভীরে ।
 ছাণ্ডীশ্যাম দাস ডাকে পার কর মোরে ॥ ১১০ ॥

ইন্দ্রের অপরাধ মার্জন ।

তু বড়ি দয়ার নিধি হরি হে ॥ ৬ ॥

শুক বলে পরীক্ষিত শুন সাবধানে ।
 রামকাহ্ন রাখে খেছ যমুনাপুলিনে ॥
 ওখা দেব পুরন্দর পরাতব পেয়ে ।
 আপনি আপন মনে সচিবিত হয়ে ॥
 বিষ্ণুহিংসা করি যক্ষ শরম কাতর ।
 না আমি কি করে প্রভু দেব গদাধর ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মা বাঁর অন্ত নাহি পার ।
 ঐক্যের বৈরী চৈত্রা জীতে না বুঝার ॥
 আপনারে ভিন্নকার করে অহুক্ষণ ।
 অন্ন জল ভোগাগিয়া চিন্তে মনে মন ॥
 কি করিব কোথা বাস নিস্তার না দেখি ।
 কোন রূপে গোবিন্দ আমারে হবে সুখী ॥
 বারাম না দেয় ইন্দ্র থাকে উপবাসে ।
 হেন কালে সুরভি আইল তাঁর পাশে ॥
 আদ্যাশক্তি রূপ তিহ স্বর্গের কপিলা ।
 বাঁর এক ধারেতে মখন উপজিলা ॥
 ইন্দ্রেরে কহেন মাতা শুন সুরেশ্বর ।
 বিষ্ণু হিংসা করি মনে হৈয়াছ কাতর ॥
 মোর সন্তে আইস তুমি না করিহ ভয় ।
 দোষ মাগি লব কৃষ্ণ পরম সদয় ॥
 আগে আমি থাকিব পশ্চাতে তোমা করি ॥
 ইন্দ্রিতে বুঝিয়া তোরে ভেটাইব হরি ॥
 এত বলি কপিল ইন্দ্রেরে সঙ্গে লৈয়া ।
 যমুনা পুলিন বনে উত্তরিল গিয়া ॥
 কপিলা-শক্তের গতি জানি গোবিন্দাই ।
 শিশু সঙ্গ ছাড়ি গেলা দৌহাকার ঠাই ॥
 কপিলা কৃষ্ণেরে দেখি করেন স্তবন ।
 অপরাধ ক্ষম প্রভু কমললোচন ॥
 মহৎ পুরুষ তুমি অদোষদরশী ।
 ইন্দ্রেরে সদয় হও প্রভু ব্রহ্মরাশি ॥
 তোমার মহিমা কিবা জানে পুরন্দর ।
 দেবের হুল্লভ তুমি বেদে অগোচর ॥
 হরষ সরস মতি দেখিয়া পোপালি ।
 ইন্দ্রেরে কেলিল লৈয়া প্রভু পনতলে ॥
 অনেক প্রশতি স্তুতি করে দেবরায় ।
 প্রভুপদ ধরিয়া অবনী গড়ি বার ॥
 নরনসলিলে ভিজি অঙ্গের বদন ।
 অপরাধ ক্ষম বলি করেন স্তবন ॥

জানিয়া ইন্দের মন কমললোচন ।
 হাতে ধরি তুলি তারে দিল আলিঙ্গন ॥
 হৃৎ না ভাবিহ মনে গুন পুরন্দর ।
 অধিকার লয়ে চল অমরনগর ॥
 পরম আনন্দ ইন্দ্র প্রভুর আশ্রমে ।
 দেবগণ সঙ্গে রঞ্জে কুসুম বরিষে ॥
 ভবেত কপিলা কৃষ্ণে অভিষেক করি ।
 এই নাম দিল সে গোবিন্দ গিরিধারী ॥
 ক্ষীর নীর কুসুম করিয়া বরিষণ ।
 প্রণাম করিয়া গেল নিজ নিকেতন ॥
 শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে বনমালী ।
 দিবা শেষে গৃহে চলে করিয়া চামালি ॥
 যেহু নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেণু স্থান ।
 আসিয়া সকল দেখে হৈল আশুমান ॥
 সুরভি সকল দিল আগে চালাইয়া ।
 রাম কৃষ্ণ যান দৌহে রঞ্জেতে চলিয়া ॥
 নাচিতে গাইতে সবে গেল গোপপুরে ।
 নর নারী আনন্দে মজলধনি করে ॥
 নিজ নিজ গৃহে সব করিলা গমন ।
 মন্দিরে চলিল প্রভু রাম নাঃয়ণ ॥
 দৌহার দেহের ধূলি ঝাড়িল রোহিণী ।
 সর ক্ষীর নবনী ভূজায় নন্দরাণী ॥
 আচমন করি ভোগে তাবল কপূরে ।
 ছ ভাই শুইল দিবা পালক উপরে ॥
 একাদশী ব্রত নন্দ করে মাঘ মাসে ।
 গোবিন্দমজল হৃৎখীণাম দাস ভাবে ॥১১১॥

বরুণালয় হইতে নন্দের উদ্ধার
 রাগ পাহাড়ি ।

ভুবন বজল বশ ভরত অস্তর বশ
 তনু রামা পরাক্রিত বাণী ।

নিবেশিয়া তন মন সনে সনে যেই জন
 হেলে তবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥
 নানা রঙ্গ রসে হরি নন্দ গৃহে অবতরি
 কেবল করুণাময় তরু ॥
 নন্দ আনন্দিত মনে যশোদা রোহিণী সনে
 পালন করেন রামকাহ্ন ॥
 কৃষ্ণের মায়ায় ধন্দ ব্রত আরঙিল নন্দ
 মকরেতে মহা একাদশী ।
 স্নান শুচিমন্ত হৈয়া ধন ধেনু দান দিয়া
 কৃষ্ণ ধ্যানে উজাগর নিশি ॥
 দশ বিশ গোপ সঙ্গে কেহ নাচে গায় সঙ্গে
 করতালি দেয় কোন জনা ।
 নিশি জাগি কুতূহলে সবে মেলি উষাকালে
 স্নান হেতু চলিল যমুনা ॥
 ওথা সে জলধিপতি মনে ভাবে দিবা রাতি
 কোন রূপে দেখিব গোবিন্দে ।
 এই যমুনার জলে স্নান করিবার ছলে
 ধরি লয়ে যাইব সে নন্দে ॥
 পিতার উদ্ধার কাষে অখিল ভুবন রাছে
 মোর পুরে করিবে গমন ।
 ও পদ পঙ্কজ দেখি নির্মল হইবে আঁখি
 ধন্য জন্ম হইবে তখন ॥
 এই ছলে আছে জলে মন্দ ঘোষ হেনকালে
 নীরে নাবে স্নান করিবারে ।
 ধরিয়া নন্দের হাতে চলি গেল জলপথে
 উপনীত বরুণ মন্দিরে ॥
 তবে নন্দ ঘোষে লৈয়া সিংহাসনে বসাইয়া
 দিল নানা রঙ্গ অলঙ্কার ।
 গোবিন্দ আসিবে করি বসিয়াছে গম্বুজ
 নন্দ সবে চিত্তিত জগদার ॥
 ওথা সে যমুনা ক্রমে প্রায়সঃ বরুণ মেলে
 নন্দঘোষে রা বসিবে রাসে ॥

অনেক উল্লাস করি কুঁড়ারে খাইল ধরি
 বশোলারে জানার গোকুলে ॥
 বার্তা পেয়ে গোপ মুখে করাঘাত মারে বৃকে
 আয়ুড় কেশে নন্দরাণী ।
 হরি হরি শব্দ করি রাম কৃষ্ণ করে ধরি
 নন্দ বিনে পশ্চিম আঁগুনি ॥
 সুরঙ্গ সিন্ধুর ভালে কুন্তলে চিরুণী দোলে
 সতী ভাবে ধরে চূতডাল ।
 জয় জয় দেয় সখী যশোমতী চন্দ্রমুখী
 বলে কর আঁগুনি সাজ্জাল ॥
 দেখিয়া মায়ের মুখ গোবিন্দে লাগিল হ্রঃখ
 ধ্যানে সব জানিল কারণ ।
 বরুণ বিচার জানি প্রবেশিয়া নন্দরাণী
 নীর মধ্যে করিল গমন ॥
 উপনীত গদাধর বরুণের বরাবর
 অন্তর্যামী দয়ার ঈশ্বর ।
 প্রভুর দর্শন পাইয়া বরুণ কৃতার্থ হৈয়া
 বসাইল পালক উপর ॥ •
 নানাবিধ রত্ন মণি কৃষ্ণ অঙ্গে দিল আনি
 রসন ভূষণ গন্ধময় ।
 কন্তুরী চন্দন চূরা ধূপ দ্বীপ আরাধিয়া
 নত শিরে প্রণাম করয় ॥
 লুটাইয়া ক্ষতিভলে অনেক প্রণতি বলে
 করুণ বচনে বলে বাণী ।
 তোমা দেখিবারে হরি নন্দরে করিছ চুরি
 এই দোষ ক্ষম চক্রপাণি ॥
 অবগতি দয়াময় আমি মুচ হরাধর
 ভূমি প্রভু পতিত দ্বীবন ।
 অমিকার দিলে জলে মন্ত কুর্ষ লৈয়া মেলে
 কুর্ষ ভূরা না পাই দর্শন ॥
 এক দক্ষিণ কক্ষণে দিল গোয়া নন্দ ঘোষে
 কক্ষণে কক্ষণে দিল গোয়া নন্দ ঘোষে ॥

বরুণের মন জানি দয়ানিধি চক্রপাণি
 দিল তারে আলিঙ্গন দান ॥
 বরুণ কৃতার্থ হৈল পাদপদ্ম রেণু লইল
 বিজয় করিল নরহরি ।
 ধরিয়া নন্দের করে উঠিল যমুনাকূলে
 যথা আছে যশোদা স্তন্যদরী ॥
 কৃষ্ণ সঙ্গে নন্দ দেখি যশোমতি চন্দ্রমুখী
 ধন্য কান্ধ বলিয়া বচন ।
 চুস দিয়া চাঁদ মুখে পরম আনন্দ স্তখে
 গোপপুত্রে করিলা গমন ॥
 সভা মধ্যে কহে নন্দ-বহুত আমোদ পঙ্ক
 বিবিধ বিচিত্র রত্ন মণি ।
 কাহুরে করিয়া পূজা মোরে দিল জল-রাজা
 পূজ হৈতে বাঁচিল পরাণী ॥
 এত শুনি নন্দ স্থানে সব ধন্য বলে কানে
 সুরপতি কুসুম বরিষে ।
 উল্লাসিত নন্দনারী দ্রবিত রন্ধন করি
 পারণী করান নন্দ ঘোষে ॥
 আনন্দে আহীররাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঝ
 রাম কৃষ্ণ করেন পালন ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হ্রস্ব কথা
 হ্রঃখীশ্রাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১১২ ॥

রাধা কৃষ্ণ মিলন প্রমুগ্ধ—

বড়াই সমাগম ।

রাগ পাহাড়ি ।

দেখ না কদম্ব তলে শুামরূপ হইয়া ।
 কত চাঁদ জিনি তহু বরণ কালিয়া ॥
 চাঁচর চিকুরে চড়া চন্দ্রকের বেড়া ।
 কন্তুরী তিলক কুলবতী কুল ছাড়া ॥
 কোম বিধি কত কালে নিরহিল তহু ।
 আঁখি ধারে প্রহরিত কত কুলধর ॥

শ্রবণে মকর কড়ি ধলে মণিহার ।

অধরে অলপ হাসি অমিয়া পসার ॥

কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর ।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর ॥

চরণে বঙ্কিম রাজ নাচনিতে বাজে ।

লাগি রহু হুঃখীশ্রাম চরণের মাঝে ॥ ৫ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।

ভুবন মঙ্গল নাম ভব জল ভেলা ॥

এক দিন নটবর বৈসে বর্নমালা ।

নব রঙ্গে ত্রিভঙ্গ কদম্বে অঙ্গ হেলি ॥

বামে বিনোদিয়া চূড়া টাননি কপালে ।

বরহা-চন্দ্রিকা শোভা নানা রঙ্গ ফুলে ॥

মধু রসে উড়ি পড়ে মত্ত অলিকুল ।

কন্তুরী তিলক চারু অলকা অমূল ॥

ভুরু ফুল ধরু জিনি রঙ্গিম বয়ান ।

অঙ্গন রঙ্গন আঁখি ঠারে পঞ্চ বাণ ॥

নাসাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল ।

কঁত কলানিধি নিন্দে শ্রীমুখমণ্ডল ॥

অধর সুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বাজুলি ।

অঙ্গ অঙ্গ হাসি যেন পড়িছে বিজুলি ॥

কুণ্ডল কেয়ূর হার গলে দোলে মণি ।

অতনী কুসুম জিনি শ্রাম তরুখানি ॥

সুবর্ণ পইতা গলে রত্ন মণি হার ।

বলমল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার ॥

অঙ্গদ বলর ভুজে মোহন মুরলী ।

পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী ॥

চরণে বঙ্কিমরাজ বাজন নুপুর ।

মোহনীর বশে কঁক ঐক্য ঠাকুর ॥

হেনকালে রাধা সঙ্গে সখীগণ লৈয়া ।

যমুনা জলেগে যায় কৃষ্ণ মনে ধৈর্য্যাইয়া ॥

বৃষভাণু নৃপনৃতা রাধা ঠাকুরাণী ।

রূপে গুণে অরূপের নীতিবিরোধি ॥

রাইমুখ মনোহর দিতে নাই সীমা ।

বেদ ভেদে বিধি যার না পারি মহিমা ॥

কাঁচা সোণা জিনি তরু পরে নীলবাস ।

কমলবদন চারু মন্দ মন্দ হাস ॥

বিমলবদনী ধনৌ খঞ্জন নয়নী ।

মরাল মন্থর গতি মাঝা সিংহ জিনি ॥

রাধা কাহু আঁখি আঁখি হৈল দরশন ।

মুখে মুখ হাসি রাধা কাঁপিল বসন ॥

যমুনার জল লৈয়া গৃহে গেলা রাই ।

রাধা রূপ দেখি কামে কাঁতর কানাই ॥

রাধা বিহু অশ্রু কিছু না ভায় নাগরে ।

নিরবধি রাধা রাধা জপয়ে অন্তরে ॥

রাধিকারে দেখে কাহু নয়নে নয়নে ।

রাই রূপ মনে পড়ে শয়নে স্বপনে ॥

নানা ছলে যান কৃষ্ণ রাধিকার ঘর ।

গুরুভয়ে বিনোদিনী না হয় গোঁচর ॥

রাধিকার অবেষণে বলে শ্রামরায় ।

পথ আগুলিয়া থাকে যদি রাধা যায় ॥

নানা অহুসারে রাধা দেখিতে না পাই ।

আচম্বিতে পথে কাহু দেখিল বড়াই ॥

বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি ।

পাকা চুলে রঙ্গফুলে বেছেছে কবরী ॥

সাঁথায় সিন্দূর ভালে চন্দনের কোঁটা ।

শ্রবণে কুণ্ডল যেন দিনমণি ছটা ॥

এ বুদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কঙ্কল ।

রসনা চলনে নড়ে দশন সকল ॥

স্বর্ণশ্রদ্ধ নাসাপুটে গজমতি ছলে ।

শুন হই গোটা তার দোলে নাভিমূলে ॥

অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী অষ্ট অলঙ্কার ।

গৌর বরণ রূপে অসি চন্দ্র মণি ॥

এক পদ চলে বুড়ী চারি পদ বৈশ্যের ।

হাঁই ধরি উঠে বুড়ী বন বন কানৈ ॥

অষ্ট অঙ্গে বাঁকা বুড়ী পরে পীতাম্বর।
নড়ি ধরি দাড়াইল কাহ্নর গোচর ॥
বড়াই দেখিয়া কাহ্ন জিজ্ঞাসে যতনে।
গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্রাম দাস ভণে ॥১১৩॥

বড়াইর প্রতি কৃষ্ণের অনুরোধ।

রাগ পাহাড়ি।

কহে মুনি ভাগবত শুদ্ধ চিত্তে পরীক্ষিত
শুন রাজা গোবিন্দের লীলা।
স্বয়ম্ শঙ্কর মুনি সমাধিয়া নাহি জানি
সে প্রভু রাখার ভাবে ভোলা ॥
অখিল ভুবন নাথে বড়াই দেখিয়া পথে
জিজ্ঞাসে যতন করি বাণী।
অনেক আরতি মোর দর্শন পাইহু তোর
এ হুঃখ খণ্ডিব হেন জানি ॥
বড়াই।
কহিগো তোমার ঠাঁই কি কণে দেখিহু রাই
অখিল ভুবন অমুপমা।
কুরঙ্গ নরনৌ ধনী ইজিতে পঞ্চম হান
মরমে মারিয়া গেল আমা ॥
মোরে দিয়া প্রেম কাঁদ চাহিতে বদনচাঁদ
নেতাকলে ঝাঁপিয়া হুন্দরী।
জল লৈয়া গৃহে গেল অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইল
কণে মনে পাসরিতে নারি ॥
রাধিকার অহুরাগে অন্তরে অনল আগ্নে
দগধে দাক্ষণ কাম শরে।
তাহার বিরহে আশ রাগিত নারিরে কান
বলহ বড়াই বুঝি মোরে ॥
আগনি কবর শব্দ রাখা কেহ মিলাইয়া
বিনয় করিয়া বসি ভোরে ॥

তোমা বিহু কেহ আর না করিবে প্রতিকার
রাধা বিয়া জীয়াও কাহ্নরে ॥
কাহ্নর বচনে বুড়ী করে উভ করি নড়ি
কহে ক্রোধ করিয়া চাতুরী।
বড়ারের অভিলাষ কহে হুঃখীশ্রাম দাস
গোবিন্দ উদ্ধার ভববারি ॥১১৪॥

বড়াইর প্রত্যুত্তর ও কৃষ্ণের
ব্যাকুলতা।

রাগিণী টোড়ী।

আপনারে কত বড় বাস হে কানাই।
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই ॥ ১ ॥
কাহ্নর বচনে বুড়ী সত্তম অন্তরে।
চাতুরী করিয়া বলে কাহ্ন বরাবরে ॥
শুন কাহ্ন কেনু হেন কর নাগরালি।
হেন বোল রাখা আগে কার বাপে বলি ॥
পুরুষ-বিবেচনা সে যে রাখা ঠাকুরালি।
পরনারী দেখিয়া এতেক লোভ কেনি ॥
আপনাকে কত বড় বাস হে কানাই।
এতকাল গেল তোর গোধান চরাই ॥
বনে থাক রাখাল সংহতি তুমি বুল।
অন্ত কেহ নহে রাখা দেখিয়া সে জুল ॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চাও।
দরিত্র হইয়া ধন চাহিলে কি পাও ॥
রাখার যৌবন দেখি পুড়িয়া সে অর।
মিছা কাখে কাহ্ন হে বিনতি মোরে কর ॥
এ বোল শুনিয়া বিদগ্ধ শ্যামরায়।
আগদান দেহ বড়াই ধরি তোর পায় ॥
শুন যো বড়াই কোলে না করিহু রাখা।
নজিহু মদন যোরে রাখা দিয়া জীয়া ॥

রাধিকা বিহনে মোর প্রাণ নাহি বয় ॥
 কহিও বাধারে মোর অনেক বিনয় ॥
 বাধা বিহু নয়নে না দেখি অস্ত্র জনে ।
 রাধা নাম বিনে কিছু না শুনি শ্রবণে ॥
 রাধিকা বিহনে প্রাণ বাধিতে নাবিব ।
 বাধা না পাইলে গো বৈরাগী হয়ে যাব ॥
 একবার বাধ প্রাণ শুন গো বড়াই ।
 পাষ ধরে বলি বল আনি দিব বাই ॥
 এত শুনি বলে বড়াই প্রবোধ বচন ।
 হৃৎখীড়াম দাস পছঁ গবিন্দ চরণ ॥ ১১৫ ॥

বড়াইর প্রবোধ বচন ।

বাগ পাহাড়ি ।

কানাই হে ।

কেন হেন কবহ বিনয় ॥ ৫ ॥

কানুব বচন শুনি বড়াই কহেন বাণী

কেন এত কবহ বিনয় ।

তোমার কাতব বাণী শুনিয়া বিদবে প্রাণী
 যতন কবিতে যে বা হয় ॥

বাধিকার কথা যত তাহা বা কহিব কত
 বড়াই সঙ্কটে কবে ঘব ।

শাশুড়ী হুর্জান তাব আশ্রয় খুবেব ধাব
 তিলেক না পাষ অবসব ॥

বাড়ীর বাহির হৈহতে সাধ লাগে তাব চিতে
 চন্দ্র সূর্য দেখিতে না পাষ ।

ননদিনী নগে কিরে আঁখি আঁড় নাহি করে
 ডবে পবে পালাটি না চার ॥

সে ধনী কুলের ধালা তার সঙ্গে রস খেলা
 হেন সাধ করিয়াছ মনে ।

আমার বহুল ধরি ঐকর্য্য ধরহ হরি
 দেখি বিধিকি করে কটিল ॥

তবল নহিয় ছুরি উপায় স্বজিব আমি
 শুন কাহু কহি তোর ঠাঞি ।

করিব এমন রীতি সে বাধা তোমার প্রতি
 না দেখিলে যেন জ্বায়ে নাই ॥

মনঃস্থব কবি হবি থাক দিন দুই চারি
 মোর বোল না কবিহ আনি ।

রাধা আনি দিন যবে বড়াই বলিহ তবে
 শুন কাহু কমলনয়ন ॥

মনে না করিহ হুঃখ পাইবে পবন স্রুৎ
 পববোধ হও মোর বোলে ।

শুন হে নন্দেব বালা আমি না করিব হেলা
 যদি থাকে তোমাব কপালে ॥

বোলে প্রবোধিয়া হবি চলে বুড়ী নডি ধবি
 উপনীত বাধিকার স্থানে ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দুর্লভ কথা
 শ্রীমুখ নন্দন বস গানে ॥ ১১৬ ॥

রাধিকার সহিত বড়াইর কথা ।

বড়াই চলিয়া গেল রাধিকার পাশে ।

একেলা বসিয়া রাধা আছে গৃহবাসে ॥

বিহানে আশান ঘোষ গিরাছে বাধানে ।

বাধিকার ননদিনী সে গেছে যোগানে ॥

গিয়ার্ছে শাশুড়ী বুড়ী ছোট ঝিরের বয় ।

বড়াই বলিছে ভাল পাইল অবসর ॥

বড়াই দেখিয়া রাধা করিল আশর ।

হাসিয়া কহেন বড়াই রাধিকা গোচর ॥

শুন রাধা বিনোদিনী স্বরূপ বচনে ।

কি কপে নিরাহ দেখা নবের মন্দনে ॥

সখীসঙ্গে গিরাহিলে বহুনাথ হইবে ।

তোমাকে দেখিল কাহু কহি শুন

চাহিলে কাছুর মুখ মুচকি হাসিয়া ।

সে কাছ চাহিতে আইলে বসন বাঁপিয়া ॥

সেই হৈতে কানাই তোমার অহরারে ॥

নাহি ধার অন্ন পানী বুলে বন ভাগে ॥

তোমার লাগিয়া কানু হয়েছে বৈরাগী ॥

শরীর পুড়য়ে তার মনমথ আগি ॥

আমারে দেখিয়া পথে নন্দের নন্দন ।

অনেক বিনয় কৈল তোমার কারণ ॥

তোমাকে বিনতি কাছ করিয়াছে যত ॥

এক মুখে সেই কথা কহিব সে কত ॥

জীয়ে বা না জীয়ে কাছ তোমা না পাইলে ।

শুন রাধে অহমতি দেহ মোর বোলে ॥

এ সব বচন শুনি বিনোদিনী রাই ।

হরিষ বিষাদে কহে গঞ্জিয়া বড়াই ॥

মর গো বড়াই বুড়ী ছটি আঁধি খাও ।

রাখালে ভজিতে মোরে যুকতি শিখাও ॥

অন্য কেহ হেন বোল বলিত আমাতে ।

ইহার উচিত শাস্তি দিতাম হাতে হাতে ॥

ভূমিত বড়াই আই তে কারণে সহি ।

গৌরব রাখিছ আজি তুয়া মুখ চাহি ॥

আর যদি হেন বোল কহ মোর স্থানে ।

সহিতে নাগিব আমি কহিব আয়ানে ॥

কোন রূপ গুণ কাছ কেমন লক্ষণ ।

খেছ রাধে বনে থাকে রাখালে মিলন ॥

সিংহের ঘরগী দেখি লোভিত শূন্যটল ।

পতঙ্গ পড়িতে চাহে অলস অনলে ॥

এত শুনি রাধিকারে বসেন বড়াই ।

হাথীখান বলে বদ্য বিনোদিনী রাই ॥ ১১৭ ॥

রাধার প্রতি বড়াই দূতীর

প্ররোচনা ।

রাগ বরাড়ি ।

শুন গো রাই ভজত কানাই

জনম বিফলে যায় ।

এরূপ যৌবন কর নিবেদন

হৃন্দর শ্রাবের পায় ॥ ১ ॥

এত শুনি বড়াই কতেন রাধিকারে ।

শুন রাধে কেন হেন বল অহঙ্কারে ॥

সে কাছ মহিমা রাধে কি কহিব তোরে ।

আগম নিগম বেদে না জানে তাহারে ॥

মহা মুনিগণ যার অন্ত নাহি পায় ।

সদাশিব যার গুণ পঞ্চ মুখে গায় ॥

যেই পদবিলাসিনী গঙ্গা ভাগীরথী ।

যেই পদাশুজ সেবে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥

অখিল ভুবনপতি নাম নারায়ণ ।

ইন্দ্র চন্দ্র করে যার চরণ সেবন ॥

যার রূপ লাভে মোহিত ত্রিভুবন ।

কোটি কোটি কাম জিনি অঙ্গের বরণ ॥

অঘোর সংসার সিদ্ধ তারিবার তরে ।

নন্দগৃহ অবতার দৈত্য বধিবারে ॥

হেন প্রভু নিদ্রিস্ যৌবন অহঙ্কারে ।

ঝুরিয়া মরিবে গাছে না ভজি কানুরে ॥

সে কুক তোমারে দেখি করিয়াছে মন ।

আপনা বঞ্চিত রাধে কর কি কারণ ॥

মোর বোলে ভজ রাধে শ্রাম গুণনিধি ।

কি তাব জীরাধে গো সকল তোরে বিধি ॥

যত সব অভিমান তুয়ে পরিহারি ।

ভজহু কৃষ্ণের পায় হইয়া ভ্রমরী ॥

পাইবে পরম সুখ ভাসি বদননে ।

কাছ কোর রাধাধর না পাবে ক্ষিণবনে ॥

এ রূপ যৌবন ধনে হইয়াছে ধনী ।
 না রহিবে চিরকাল শাপ দিলে তিনি ॥
 রাখিলে রাখিবা নহে না যাইবে সাতে ।
 এ বোল বুঝিয়া প্রেম দেহ শ্রাম হাতে ॥
 বড়াইর বোল রাধে মনে অনুমানি ।
 হাসিয়া বলেন বুঝভানুর নন্দিনী ॥
 তুমি যে বলিলে বড়াই সে কান্ন ভঞ্জিতে ।
 পরবশ আমি প্রেম করিব কি মতে ॥
 গৃহে গুরুজন মোর বড় পরমাদ ।
 বাড়ীর বাহির হব হেন নাহি সাধ ॥
 এ পাট পড়সি মোরে বড়াই বিষম ।
 শাওড়ী ছরন্ত মোর জীয়ন্ত যে যম ॥
 পাপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস ।
 শার্দূল সমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস ॥
 এ সব সঙ্কটে কোথা শ্রামপ্রেম পাব ।
 পরবশ কৈল বিধি কি আর কহিব ॥
 বড়াই বলেন শুন রাধা বিনোদিনী ।
 উপায় হজিব আমি নানা রজ জানি ॥
 দৃঢ় করি এক বোল বলহ আমারে ।
 আনন্দ স্বরূপে তোমা ভেটাব কান্নারে ॥
 রাধা বলে পার যদি করিতে উপায় ।
 তবে সে ভজিব বিদগ্ধ শ্রামরায় ॥
 সর্ব কার্য সিদ্ধি হৈল বলেন বড়াই ।
 কোন রূপে ভেট হবে রাখিকা কানাই ॥
 গোপী সঙ্গে রাধারে যোগানে লৈয়া যাব ।
 তরুণে শ্রাম সঙ্গে মিলন করাব ॥
 এত চিন্তি বড়াই চলিল নন্দ স্থানে ।
 গোবিন্দমঙ্গল দ্ব্যর্থীশ্রীম দাস গানে ॥ ১১৮ ॥

দান খণ্ড—বড়াইর মন্ত্রণা ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

আজ পদযাত্রা বাজে বাণী ॥

পরীক্ষিত পুছেন মূনির পায় ধরি ।
 কহ কোন রূপে দান সাধিল মুরারি ॥
 শুনিয়া সম্ভোষ মূনি রাজার বিনয় ।
 কোকিল জিনিয়া কণ্ঠ কথা মধু কয় ॥
 শুনহ নৃপতি চিন্তে করি অবধান ।
 বেক্রপে সাধিল কৃষ্ণ গোপিকার দান ॥
 কৃষ্ণের কার্যেতে বুড়ী বাড়াই আনন্দ ।
 রাধা কান্ন মিলন করিতে অনুবন্ধ ॥
 মনে বিচারিলা যুক্তি মায়ারী বড়াই ।
 নন্দ আদি গোপগণে একত্রে বসাই ॥
 শুন গোপগণ মোর বোল মিথ্যা নয় ।
 সভায় যে যুক্তি কৈল কংস ছুরাশয় ॥
 কৃষ্ণ পুত্র হৈতে নন্দ পাসরিলা মোরে ।
 গোরস না আইসে বিকি মথুরা নগরে ॥
 দধি দুগ্ধ জীর ছানা না পাই দেখিতে ।
 এ দুঃখ কেমনে সহে কংসের অঙ্গেতে ॥
 বিহানে কটক সাজ গোবুল বেড়িব ।
 গোপগণে মারি সব গোধন আনিব ॥
 বিকে যদি আইসে গোপী গোরস লইয়া
 আনন্দে থাকুক তবে না যাব সাজিয়া ॥
 মথুরাতে গিয়াছিহু নাতিনীর ঘর ।
 অক্রুর কহিলা মোরে এ সব উত্তর ॥
 কহিও নন্দ্রে গোপী গোরস লইয়া ।
 মধুপুরে বিকি কিনি করুক আসিয়া ॥
 নহিলে সাজিবে কংস ইথে নাহি আন ।
 সত্য কথা কহি তোমা সব বিদ্যমান ॥
 বড়াই বচনে যত গোরালা সকল ।
 কংসের প্রতাপ শুনি তরাসে বিকল ॥
 কহ কি করিব যুক্তি নন্দবোষ কর ।
 নগরে নাগরী যাবে এ বড় বিষয় ॥
 না গেলে গোরস বিকে কোপে কংস হার
 যোগানে বাড়ুক গোপী এই যুক্তি তার ॥

কেহ বলে নগরে যাইবে নারীগণ ।
 ভাল মন্দ লোক যত করিবে দর্শন ॥
 বড়াই বলে গোপী যাবে কংসের যোগানে ।
 চাহিবারে পারে কার বাপের পরাণে ॥
 নন্দঘোষ বলে শুন গোয়ালার সকল ।
 বড়াই যদি যায় সঙ্গে তবে সে মঙ্গল ॥
 সবে মেলি বড়াইরে করহ যতন ।
 যাইতে আসিতে সঙ্গে লয়ে গোপিগণ ॥
 তবে সবে বলেন বড়াই শুন বাণী ।
 তুমি আজ্ঞা দিলে বিকে পাঠাই গোপিনী ॥
 বড়াই বলেন ঠাট গোয়ালার মেয়ে ।
 বিকি কিনি করিবে মথুরাপুরে গিয়ে ॥
 গোপকূলে জনম গোরস বিকি কিনি ।
 আমি বুদ্ধ বয়স বাতুরা কলেবরে ।
 পথে যাইতে গোড়াইতে নারিব গোপীরে ॥
 কংসের প্রতাপে যাবে নিঃশব্দে গোপিনী ॥
 এড়িয়া যাইবে মোরে ফেলাইয়া পথে ।
 যাইতে নারিব আমি গোপিকার সাথে ॥
 গোপগণ বলে বড়াই ধরি তোর পায় ।
 তুমি সে রক্ষক হৈলে বিকে গোপী যায় ॥
 বড়াই বলে সবে মোরে কৈলে আখাস্তর ।
 হাতে পায়ে ধর কত ঠেলিব উত্তর ॥
 সবে মেলি পসরা উদ্যোগ কর গিয়া ।
 প্রভাতে যাইব বিকে গোপিগণ লৈয়া ॥
 তবে যত গোপগণ নিজ গৃহে গেল ।
 মথুরা যাইবে বিকে গোপীরে কহিল ॥
 শুনিয়া সন্তুষ্ট গোপী যোগানের নামে ।
 আসিতে যাইতে পথে দেখিব সে শ্যামে ॥
 আশ্রয় কহেন তবে রাধিকার স্থানে ।
 মথুরা যাইবে বিকে গোপীগণের সনে ॥
 কহেন আশ্রয় যেরূপ ভাঙ্কিয়া বড়াই ।
 তোমারে কহিয়া বিকি বিলাসিনী যাই ॥

আসিতে যাইতে পথে থাকিবে সংহতি ।
 তুমি কি না জান রাধা কুলের স্বভাবী ॥
 বড়াই বলে রাধা মোর পরাণ পুতলি ॥
 সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী ॥
 হেন রূপে বড়াই কৃষ্ণের কার্যে মন ।
 গোবিন্দমঙ্গল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ১১৯ ॥

গোপীগণের মথুরায় গমনোদ্যোগ

রাগ বসন্ত বারাড়ি ।
 বিহানে সকল বনিতামণ্ডল
 গোরস মথন করে ।
 ছান্দি নিম্বনি মথয়ে গোপিনী
 ঘন ঘন জয় পুরে ॥ ৬ ॥
 গোপীগণ রসবতী, গোবিন্দ বাহার পতি
 দেখিতে মুরতি মনোহরে ।
 লাভ্য ললিত রূপে বসন্ত কোকিল ভাবে
 নৃত্য গীত পঞ্চম সুস্বরে ॥
 নবনী নিকর করি ঘোল রাখে ভাণ্ড ভরি
 তবে গোপী সাজায় পসরা ।
 য়ত ঘোল ছুঙ্ক দধি সর ছানা নানাবিধি
 ক্ষীর রাখে ভরি সরা সরা ॥
 পসরা সাজন করি বেশ করে ব্রজনারী
 কুন্তলে কবরী বাঁধে বামে ॥
 স্বর্ণ সীতি পরে শিরে সীতিতে সিন্দূর পরে
 লোটন টানিয়া ফুলদামে ॥
 কৃষ্ণকণা সুধাময় প্রবণে শ্রানন্দ হয়
 একান্ত ভজিলে জন্ম নাই ॥
 গোবিন্দ মঙ্গল রূপে ছংখীশ্রাম দাস ভাসে
 পার কর কাণ্ডারী কানাই ॥ ১২০ ॥

পসরা লইয়া গোপীগণের
মথুরা যাত্রা ।

রাগ মল্লার ।

বিনোদিনি ওগো রাই ।

লোটন দোলায়ে যাও পিঠে ॥ ৬ ॥

পসরা সাজন করি যত ব্রজনারী ।
মুকুর ধরিয়া করে লাস বেশ করি ॥
কবরী উপরে পরে কুসুমের গাভা ।
বামে টানি বাঁকে গোপী অপকূপ শোভা ॥
সিন্দূর তিলক পরে চন্দনের ফোঁটা ।
রবি শশী শিলে রাঙ্ক অপকূপ ছটা ॥
ক্র ভঙ্গ দেখিয়া যে মোহিত ফুলধনু ।
ঋতিমূলে মকর কুণ্ডল জিনি ভাঙ্ক ॥
ঋজন গজন আঁধি ভূষিত কজ্জল ।
স্বর্ণহস্ত নাসাগ্রে মুকুতা চল চল ॥
বদনমণ্ডল নিম্নে অখণ্ডন শশী ।
বিস্বকলাধর তাহে মন্মথ মূহ হাসি ॥
কুন্দের কলিকা কিবা দাড়িস্থের বীচি ।
জিনিয়া সে অপকূপ দত্ত পংক্তি রুচি ॥
কম্বুকণ্ঠে শোভে মণি পুতি পলা তায় ।
হৃদয়ে কাঁচলি দিল জীমূতের প্রায় ॥
শতেশ্বরী হার মধ্যে বুকে দোলে মণি ।
নীলগিরি শৃঙ্গে যেন বহে মন্ডাকিনী ॥
হরশির হৈতে কুণ্ডল কলী অহুমান ।
নাভিপদ্ম নাথিয়া করয়ে মধু পান ॥
করিকর জিনি বাহু শংখের শোভন ।
বাজুবন্ধ অঙ্গে শোভে সুবর্ণ কঙ্কণ ॥
অঙ্গুলে পরয় গোপী বাণিক্য অঙ্গুরী ।
নিতম্ব উপরে পড়ে কিকিণীর সারি ॥
রাম রত্না জিনি উক বদন সুন্দর ।
বেত পীত রক্তবর্ণ রক্ত রীতাসর ॥

চরণ অঙ্গুলে পরে সুবর্ণ পাহুলি ।
রাতুল কমল জিনি কর পদতুলি ॥
হেনরূপে একত্র হইল ব্রজবালা ।
উড়ু মধ্যে রাখা যেন শশী ষোলকলা ॥
হেনকালে বড়াই সঘনে ডাক ডাকে ।
আইস গোপীসব বাব মথুরার বিকে ॥
বড়াই সংহতি করি যত ব্রজনারী ।
চিত্রের পুস্তলি প্রায় চলে সারি সারি ॥
আগে পিছে গোপী মধ্যে বিনোদিনী রাই ।
আগুয়ান হৈয়া পথে চলিল বড়াই ।
উত্তরিল গিয়া গোপী যমুনার কূলে ।
দুঃখীজ্ঞান দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দান যাচঞা ।

রাগ করুণা ।

রাধা সঙ্গে গুণনিধি দানের চাকুরী ।
রজরসে রসবতী রসিক মুরারি ॥ ৬ ॥
কদম্বের তলে গোপী উত্তরিল গিয়া ।
গোপিকার গমন জানিলা বিনোদিনী ॥
ধেহু নিরোজিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে হাওয়ারে ।
আগুয়ান হৈয়া পেল কদম্বের তলে ॥
গোপিকাগণের দান সাধিবার আসে ।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিয়া হৈয়া নটবর বেশে ॥
কাছনি পিয়ল ধড়া গলে গুঞ্জবালা ।
মোহন মুরলী করে শোভে ভাঙ বালা ॥
চিকণ চাঁচর কেশে চুড়া পরিশাটি ।
পাতি পাতি শোভে মণি সুকুণ্ডার কাটি ॥
হুড়ার উপরে মত্ত মূর্খের পাখা ।
জলদ উপরে কিবা রাঁধি মিল দেখা ॥
হুড়া বেড়ি নীলভিঙ্গ মাঝার সুবালে ।
কাঁকে কাঁকে থাকে কান্দে কান্দে কান্দে ॥

কপালের কঙ্করী চাঁদ অন্ধকা হুগরি ।
 একে সে বন্ধিন অঁখি সবনে চাহনি ॥
 হাত লাড় কটাক করিয়া ছায়ায় ।
 রাজ্য লাঠি করে ধরি গোপীয়ে রহায় ॥
 আইস গো স্বন্দর রাখে শুন মোর বাণী ।
 কি পসরা মাথে তোর কোথারে সাজনি ॥
 শুন কাছ নন্দের নন্দন বিনোদিয়া ।
 মথুরা বাইব বিকে গোরস লইয়া ॥
 শুন রাখে পথে মোর মহাদান লাগে ।
 পসরা উলাও রাখে বৈনু মোর আগে ॥
 শুনিয়া স্বন্দরী রাধা কহে শ্রাম আগে ।
 গোবিন্দ-ভকতি ছঃখীশ্রাম দাস মাগে ॥ ১২২

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে রাধিকার প্রভুত্ব

রাগিনী ধানশ্রী ।

কাছর বচন শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
 বলেন বচন চাকুরীলে ॥
 নন্দের নন্দন কান মাগহ কিম্বের দান
 দান নাহি জানি কোনকালে ।
 ব্রজধু কৈল বিধি ব্রত বোল হৃদ্য দধি
 বিকে লৈয়া বাই মধুপুর ।
 ইথে কিবা দান চাও সাক্ষাত ভাগিনা হও
 পথ ছাড় নন্দের কুমার ॥
 দধি হৃদ্য বত চাও আপনার হৃথে খাও
 নবনী শার্কর কীর ছানা ।
 না কর দানের নাম জনহ স্বন্দর কান
 তরুণে না করিহ থানা ॥
 বিনোদিনী বত কর না মনে করণার
 হাসিয়া রাধার মুখ চাহে ।
 মিতক অধিগা ধরে বন রাধা অঁখি
 বাক্যে রাধিকার প্রভুত্ব ॥

কৃষ্ণের ইজিত দেখি তবে রাধা চক্ৰখী
 বলে দেখ দেখ ধো বড়াই ।
 কাছ মোর মুখ চাহে পথ অভিলিয়া রহে
 কিবা দান মাগয়ে কানাই ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে বেবা শুদ্ধ চিত
 পরম কৈবল্য গতি পায় ।
 গোপিকা-সংহতি কান মাগয়ে প্রেমের দান
 ছঃখীশ্রাম দাস রস গায় ॥ ১২৩ ॥

বড়াইর প্রতি লীলানিগ্রহ ।

রাগিনী টোড়ী ।

চল চল নিলাজ কানাই
 কলসী লাগিল কাঁধ ।
 গোকুল নগরে বসতি রাধার
 গুরুজন পাছে দেখে ॥ ক্র ॥
 এত শুনি বড়াই হইল আগুমান ।
 শুন ওহে কানাই মাগহ কিবা দান ॥
 আপনার গৌরব রাখহ বনমাণী ।
 হের দেখ বাড়ি মারি ভান্দিব কাঁকালি ॥
 রাধা আনি দিহু বলি ঘন অঁখি ঠারে ।
 বড়াইর ইজিত কৃষ্ণ জানিল অন্তরে ॥
 সরস হরষ মতি বিনোদ কালিয়া ।
 রাধার আঁচল ধরে বড়াই ঠেলিয়া ॥
 পড়িয়া বড়াই বুড়ী যায় গড়াগড়ি ।
 কাছরে মারিতে যার উভ করি বাড়ি ॥
 দেখি রাধিকার তবে উপজিল হাস ।
 রাধাকে বেড়িয়া তবে কিরৈ পীতবাস ॥
 দেখিয়া মুচকি হাসে প্রভু বাহুবলি ।
 নড়ি লৈয়া বড়াইর বসন ধরি টানি ॥
 বিবসন হৈরা বড়াই পড়াগড়ি যায় ।
 হাসিয়া কহিয়া রাধা কহে প্রাণরায় ॥

কেন পথে কর দম্ব নন্দের কুমার ।
 ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার ॥
 আঁচল ছাড়হ কান্ন না জান ব্যভার ।
 সহজে রাখাল তুমি কি বলিব আর ॥
 কোন লাজে মুখ চেয়ে মন্দ মন্দ হাস ।
 পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস ॥
 রাজ পথ আগুলিয়া চাহ কিবা দান ।
 নাগরালি কর কারে দেহ আঁধি শাপ ॥
 লাজ ভয় লঘু গুরু না কর বিচার ।
 যে দেখি কলঙ্ক কৈলে নন্দ ধনৌদার ॥
 পথ ছাড়ি দেহ মোরে শুনহ কানাই ।
 নেতাঞ্চল ছুঁও যদি রাজার দোহাই ॥
 শুনিয়া হাসেন কৃষ্ণ কহেন রাধারে ।
 ছঃখীশ্যাম কহে পথে দৌহে বাণ স্মরে ॥১২৪॥

কৃষ্ণের দানের দাবী করণ ।

রাগ কৌশিক ।

অখিল ভুবনমণি হাসি হাসি কহে বাণী
 বলে শুন রাধা বিনোদিনী ।
 কহিয়ে তোমার আগে যে কিছু উচিত লাগে
 রাজপথে আমি মহাদানী ॥
 নিত্য নিত্য দান লাগি পথে ঘাটে বসি জাগি
 বত লোক জন আসে যায় ।
 পাঠিলে রাজ্য কড়ি তবে সে তাহারে ছাড়ি
 নভিলে যাইতে নাহি পায় ॥
 তোমরা বরজ, ধনী নিত্য কর বিকি কিনি
 না জানি কেদন পথে যাও ।
 আমার পুণ্যের ফলে আছু ভেট তরুতলে
 বোধ বিনা কেমনে এড়াও ॥
 আপনি ধরহ খড়ি লেখহ দানের কড়ি
 যে কিছু উচিত চাহি পথে ।

ইজারা ছ লক্ষ তক্কা কারে কিছু নাহি শক্য
 রাজ পাট্টা দেখ মোর হাতে ॥
 তুমি না শুনেছ কিবা যথি দান লাগে যেবা
 হরিদ্রা তইল যব ধান ।
 বরজত কাঞ্চন আদি স্বত বোল হুঙ্ক দধি
 যুবতী যৌবনে লাগে দান ॥
 কড় নাড়া বাহ নাড়া গলার রতন ছড়া
 হাশ্র লাশ্র কটাক্ষ চাহেনে ।
 পীন পয়োধর দান আলিঙ্গন মাগে কান-
 মুখপদ্ম মধুর চুম্বন ॥
 নাসাগ্রে মুকুতা ধনী নয়ন খঞ্জন জিনি
 ভুরু ভঙ্গ জিনিয়া কামান ।
 সিন্দূর শোভিত অতি লোটন টাননি ভাতি
 দেখিয়া মোহিত ভেল কান ॥
 হেন রূপবতী মেয়ে কোথায় পসরা লয়ে
 যাহ দধি বিকিবার তরে ।
 মরুক গোয়াল জাতি মন্দ বড় ইহ বৃত্তি
 কেহ রাখে ধরিয়া পসারে ॥
 এত শুনি বিনোদিনী হাসিয়া কহিয়া বাণী
 বলে শুন নন্দের কুমার ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলভ কথা
 শ্রীমুখ নন্দন গায় সার ॥১২৫॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্ররোচনা ।

রাগ বরাড়ি ।

হেদে হে নন্দের পো এতেক চাতুরী কারে ।
 অব্যবহার কথা কেন কহ বারে বারে ॥ ১ ॥

শুন নন্দনন্দন জানিল বড় পণ ।
 এতেক চাতুরী কর যিগের কারণ ॥
 অহঙ্কার কথা কহ আপনা বড়াই ।
 অসম্ভব কহ যে প্রবণে শুনি নাই ॥

দেখিয়া পয়ের নারী এত নাগরালি ।
 রাখাল হইয়া জান এতেক চামালি ॥
 নন্দের নন্দন তুমি আমি ভাল জানি ।
 বিপরীত কথা কহ পথে হৈয়া দানী ॥
 প্রেম আলিঙ্গন করে মাগ হে কানাই ।
 ছন্দন করিতে চাহ মুখে লাজ নাই ॥
 ছন্ধের বালক তুমি যশোদার বাল্য ।
 গুরুজনে মাগহ সুরতি রস খেলা ॥
 আঁখি ঠার দেহ করে মুখ চেয়ে হাস ।
 পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস ॥
 সাক্ষাত ভাগিনা তুমি কি বলিব আর ।
 অজ্ঞ কেহ হৈলে শাস্তি করিতুঁ তাহার ॥
 যুবতী দেখিয়া তুমি যদি জীর নাই ।
 বাপ মায় কয়ে বিভা করহ কানাই ॥
 শুন রাধে আমি তোরা না হই ভাগিনা ।
 আমি তোরা নিজ পতি তুমি বরাদ্ধনা ॥
 তুমি নব যুবতী সুরতি শিরোমণি ।
 তোরা অহুরাগে আমি পথে হই দানী ॥
 চতুর্দশ ভবনে আমার অধিকার ।
 দৈত্যেরে দলিতে আমি দৈবকীকুমার ॥
 নন্দগৃহে স্থিতি মোর লীলার কারণে ।
 যত দৈত্য বধ কৈল দেখিলে নয়নে ॥
 শুন রাধে তোমার দেখিয়া রূপরাসি ।
 কমলা ভারতী আর ভাল নাহি বাসি ॥
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমার নিমিষে ।
 মোর বোলে রাত্রি দিন জলদ বরিষে ॥
 সুর মুনিগণ মোরে ধোয়ানে না পায় ।
 শুন রাধে হেন হরি তোরে প্রেম চায় ॥
 তুমি মোর প্রণয়িনী পরাণপালি ।
 আলিঙ্গন দিয়া বোধ কর বনমালী ॥
 এত শুনি যুবভাঙ্গ রাজার কুমারী ।
 পুনরাপি কহে সে কুকের বরাবরি ॥

তুমি যদি লক্ষ্মীকান্ত গুহ কানাই ।
 তবে কেন এত লোভ গোপিনীর ঠাই ॥
 অখিল ভুবনশক্তি বলিয়া বলাহ ।
 তবে কেন বনে বনে গোধন চরাহ ॥
 রাত্রি দিন হয় যদি তোমার বচনে ।
 দেবতা হইয়া এত অব্যবহার কেনে ॥
 পরনারী পরশিতে মহাপাপ হয় ।
 গোপিনীকে কোলে চাহ ইহা ভাল নয় ॥
 শুনিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ কহেন রাধারে ।
 তোমার লাভ্য কাম হানিল অন্তরে ॥
 বারেক করহ দয়া বিনোদিনী রাই ।
 আলিঙ্গন দান দিয়া জীয়াহ কানাই ॥
 পুরুষ বধের ভয় না ভাবিহ মনে ।
 যাইতে না পাবে তুমি আলিঙ্গন বিনে ॥
 হাসি হাসি ধরে কাহ্ন রাধার আঁচলে ।
 বাহ পসারিয়া রহে মন্মথ বিহ্বলে ॥
 এত দেখি যুবভাঙ্গ রাজার নন্দিনী ।
 পসরা তুলিয়া বলে চলহ গোপিনী ॥
 এত দেখি রসিক নাগর বনমালী ।
 পসরা লুটিয়া খায় করিয়া চামালি ॥
 কার শিরে চালে ঘোল করে মারে দধি ।
 কার চীর ধরিয়া বসায় গুণ নিধি ॥
 রাধিকারে কোল দেয় কমলনয়ন ।
 কান্দে রাধা বিনোদিনী হৃৎসীশাম গান ॥২২৬॥

রাধিকার কাতরোক্তি ।

রাগ করুণা ।

বড়াই গো কেন আহ্ন মথুরার বিকে ।
 নন্দ স্নাত শ্রাম রায় পসরা লুটিয়া খায়
 .দান হলে নীপ মূলে রাধে ॥

না দেখি না শুনি যত কহে কথা বিপরীত

বাহু পসারিয়া মাগে কোল ॥

মদন তরঙ্গ ভোলে কাঁচলী চিরয় বলে

রাজপথে করে গওগোল ॥

নাদেখি নিলাজ হেন মোরে চেয়ে হাসে কেন

চুম্বন করিতে চাহে মুখে ।

সর স্কীর খায় কাড়ি খসায় মাথার সাড়ি

বলিলে বিনয় নাহি রাখে ॥

কুলের কামিনী হৈয়া কৈমনে সহিব ইহা

আপনা খাইয়া কেন আহু ।

এপথে আনিয়া মোরে ফেলাইলে আখান্তরে

কাহুর কটাক্ষে মুগ্ধ মন্থ ॥

একা কাহু সবাচারে রাখিল যমুনা তীরে

কংসেরে কহিতে কেহ নাই ।

অমঙ্গল দেখি পথে কেন না করিহু চিন্তে

আগে পথ কাটিল বড়াই ॥

বামেতে শৃগালী ছিল ডাহিনে যখন গেল

তখনি লাগিল মনে ধান্দা ।

পসরা তুলিতে শিরে সখী এক নাম ধরে

পহিলে পড়িল পিছে বাধা ॥

বিধির বিবোধ যত আজু সে ফলিল তত

আসিয়া ঠেকিহু দানী যথা ।

বিনতি করিয়ে সর্ব্ব কেহ ইহা না কহিবে

কহ যদি খাও মোর মাথা ॥

রাধার করুণা দেখি বড়াই মনেতে হুঃখী

কাহুরে কহেন বোধ বাণী ।

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে

তার হরি বোর তরঙ্গিনী ॥ ১২৭ ॥

নৌকা খণ্ড—

নাবিক রূপে কৃষ্ণের আগমন ।

রাগ বারাড়ি ।

বড়াই বলেন শুন কমললোচন ।

এক কথা কহি আমি বুঝ মনে মন ॥

মোর বোলে পথ ছাড়ি দেহ গোপিকারে ।

হিত উপদেশ কথা বুঝাই তোমারে ॥

কুলের কামিনী রাধা জগজনে জানি ।

কত রূপে হুঃখ দেহ পণে হয়ে দানী ॥

আমার বচনে নৌকা কর যমুনায় ।

তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্রামরায় ॥

বড়াইর বোলে কাহু মনে অহুমানি ।

ভাল বলিয়াছে বড়াই এ সকল বাণী ॥

রাধা আদি গোপীগণে বলেন হাসিয়া ।

যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া ॥

তোমা সবাচারে বড় দেখিহু কাতর ।

অন্যোপায় করি আমি দিব রাজকর ॥

এত বলি গোপীগণে দিলেন বিদায় ।

পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায় ॥

বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান ।

যমুনারে বাড় বলি হৈলা অন্তর্ধান ॥

পসরা তুলিয়া শিরে সকল গোপিনী ।

চলিল মথুরা বিকে করি হরিশ্রবণি ॥

যমুনার কূলে গোপী উত্তরিল গিয়া ।

দেখিল বহিছে নদী ছ কুল হানিয়া ।

কেমনে হইব পার করেন বিচার ।

হেনকালে নৌকা আইল কর্ণধার ॥

দেখিতে স্তম্ভর যোদ্ধা স্বজিল কানাই ।

হীরা নীলা খচিত সৌন্দর্য্য ঠাকি ঠাকি ॥

বিচিত্র চিত্রিত ভরী অশ্বর্ষ্য কৃষ্ণদেব ।

ওড়ান লাগিছে স্বাধা রতন ভোরগাধা ॥

রাজ। মুঠি কেরুয়াল করে ধরে কাহ্ন ।
 নানা আভরণ মণি তাহে শ্রাম তহ্ন ॥
 শিরে শিখিপুচ্ছ শোভে রজ্জ গুঞ্জমালে ।
 অলকা ভিলকা চারু বিনোদ কপালে ॥
 অরুণ জিনিয়া অঁাখি বদন সুরঙ্গ ।
 অলপ ইন্দিতে কত মোহিত অনঙ্গ ॥
 নাসাগ্রে মুকুতাবর মুখ মনোহর ।
 বাঙ্কুলী জিনিয়া বিশ্ব সুরঙ্গ অধর ॥
 গলায় গড়িয়া মালা মালতী রজ্জ ॥
 নব জলধর তহ্ন পিয়ল বসন ॥
 অঙ্গদ বলয় ভুজে করে কেরুয়াল ।
 যমুনার মধ্যে নৌকা বাহে নন্দলাল ॥
 যমুনার কূলে গোপী বসিয়া আছিল ।
 কাণ্ডারী দেখিয়া সবে উল্লাস হইল ॥
 তবে সবে ডাকে কাহ্ন আইস নৌকা লৈয়া
 পার কর সবारे কাণ্ডারী বিনোদিয়া ॥
 গোপিনী দেখিয়া কৃষ্ণ বিচারিল মনে ।
 আগে চাপাইব নায ব্রজাঙ্গনাগণে ॥
 নারী তরি লৈয়া নীরে করিব খেলন ।
 প্রত বিচারিয়া মনে কমললোচন ॥
 নৌকা লৈয়া ঘাটে উত্তরিলা শ্রামরায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখাশ্রাম দাস গায় ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে যমুনা পার করেন

রাগ ভাটিয়ারি ।

যমুনার ক্রর পার স্রজন কাণ্ডারী ।
 অলপে ডরাই মোরা অবলিনী নারী ॥ প্র ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।
 প্রভে রসে বাহে নৌকা দেবকীর বালা ॥
 ধ্যানেতে ধরিয়া বোঙ্গী অন্ত নাহি পার ।
 সমাধি আধিয়া বিধি জনম পোড়ায় ॥

আগম নিগম বেদ ভেদ নাহি জানে ।
 সে প্রভু লালস রস ব্রজবধু সনে ॥
 ঘাটে উত্তরিলা কৃষ্ণ খেরাইয়া তরি ।
 কৃপা বাণী গোপীগণে কহেন কাণ্ডারী ॥
 জনে জনে করি পার তোমা সবাকার ।
 ক্ষীণ নৌকা ভার নাহি সহে দুজনার ॥
 পসরা পূর্ণিত আছে তোমা সবাকার ।
 এক গোপী পসরা একক হও পার ॥
 উচিত রাজার কর লাগে তাঁর ঠাই ।
 কাণ্ডারী মাগন কোড়ি আমি মাজ পাই ॥
 গোপীগণ বলে শুন স্রজন কাণ্ডার ।
 পাইবে উচিত গুণ আগেকর পার ॥
 কাণ্ডারী বলেন গোপী শুন মোর বাণী ।
 পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি ॥
 এক গোপী নায বৈসে পসরা লইয়া ।
 নৌকা বাহে নবরঙ্গে শ্রাম বিনোদিয়া ॥
 সে কূলে রাখিল লৈয়া পসরা গোপিনী ।
 হেন রূপে দয়ানিধি দেব চক্রপাণি ॥
 বারে বারে কৈল পার সকল গোপিনী ।
 ইহা দেখি কৃষ্ণে কহে রাধা ঠাকুরাণী ॥
 শুন শুন বিনোদ কাণ্ডারী যমুনি ।
 আগে পার কৈলে তুমি সকল গোপিনী
 একত্রে সকল সখী আইহু বিকায় ।
 মোরে কূলে রাখি পার কৈলে তা সবায় ॥
 এত শুনি বস্ত্রেন নাগর বনমালী ।
 নৌকায় আসিয়া উঠ রাধা চন্দ্রাবলী ।
 পসরা তোলাহ আগে শুন মোর বাণী
 শুনিয়া উন্নত ভেল রাধা ঠাকুরাণী ॥
 পসরা লইয়া নায উঠে বিনোদিনী ।
 রাখিল পসরা প্রভু পসারিয়া পাণি ॥
 রাখিকার করে ধরি তুলিল কানাই ।
 পাইছে ডর ভরসা নার রসবতী রাই ॥

মোর পাশে বৈস রাধে কীর্ণ তরিয়ান ।
 নিমিষে করিব পার যাইবে যোগান ॥
 রাধা বলে ইহা লাগি রাধিয়াছ পাছে ।
 সময় বুঝিয়া রাধা বৈসে কান্থ কাছে ॥
 শ্রাম সন্নিহিতে যবে বৈসে বিনোদিনী ।
 নবজলধরে যেন শোভে সৌদামিনী ॥
 রাধা সম ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে নাই ।
 যার প্রেমে বিলসিত বিনোদ কানাই ॥
 নৌকা খেয়াইল কান্থ নান কুতূহলে ।
 রসিক কাণ্ডার লা ভাসিয়া বুলে জলে ॥
 প্রভুর ইচ্ছিতে জল বাড়ে যমুনায় ।
 চিড় হয়ে নৌকাখান জল ভেদে তায় ॥
 কহিতে কহিতে নৌকা পূর্ণ হৈল জলে ।
 ইহা দেখি বিনোদিনী কহেন গোপার্লে ॥
 টল টল করে নৌকা দেখি যে ডুবায়ে ।
 ভাঙ্গা নায় বসাইয়া নারীবধ পাবে ॥
 হেনকালে ঘুরে নৌকা পাষারিয়া বায় ।
 মধ্য গাঙ্গে লৈয়া কান্থ লা খানি রহায় ॥
 কাণ্ডারী বলেন শুন রাধা রসবতি ।
 তোর রূপ দেখিয়া নৌকার হেন গতি ॥
 তোমার লাগণ্য দেখি না চলে তরলী ।
 রসিক তরলী মোর শুন বিনোদিনী ॥
 ভুয়া রূপ হেরে রবি গগনমণ্ডলে ।
 দেখিয়া তোমার রূপ নৌকা চিড় মেলে ॥
 তোমা হেন বিদগ্ধী রমণীরতন ।
 হয় নাহি হবে নাহি তোমার তুলন ॥
 যমুনা তরঙ্গ বাড়ে তোমাকে দেখিয়া ।
 পবনে না চলে নৌকা রহে স্থির হৈয়া ॥
 ইহার উচিত বলি শুন মোর বোল ।
 পার যদি হবে দেহ কাণ্ডারীরে কোল ॥
 কান্থর চরিত্র দেখি রসবতী রাই ।
 ভাল রক্ত জানি তুমি বিনোদ কানাই ॥

মোর লাগি বসিয়া রহিল গোপী কূলে ।
 দিবস হইল শেষ তোমার চামালে ॥
 গোরস হইল নষ্ট প্রবল কিরণে ।
 গৃহে গেলে না জানি কি করে গুরুজনে ॥
 সর ক্ষীর খাও ধর মদনগোপাল ।
 রাধার বচন শুনি হাসে নন্দলাল ॥
 কে কহিতে পারে সেই গোবিন্দের মায়ী ।
 লা খানি ডুবান কৃষ্ণ রাধা কোলে নিয়া ॥
 রাধা কান্থ ডুবিল সে যমুনার জলে ।
 কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী কান্দয়ে বিকলে ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি ।
 হৃৎখীশ্রাম কহে কর হরিপদে মতি ॥ ১২৯ ॥

রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের জলমজ্জন

ও গোপীগণের খেদ ।

রাগ করুণা ।

রাধাকে করিয়া কোলে শ্রীকৃষ্ণ ডুবিল জলে
 কান্দে গোপী গোবিন্দের গুণে ।
 দৈবে দিল হেন বুদ্ধি রাধা লাগি গুণনিধি
 নৌকা মধ্যে ত্যজিল জীবনে ॥
 আগে আমা সবাকারে পার করি বারে বারে
 পিছে নায় রাধা বসাইয়া ।
 ভাঙ্গা তরিয়ান ছিল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল
 প্রাণ কান্দে কান্থ না দেখিয়া ॥
 নন্দনের করমফলে সৌভাগ্যে যশোদা কোলে
 পেয়েছিল পুত্র নারায়ণ ।
 শুনিলে এ সব কথা প্রাণ ছাড়িবেক তথা ॥
 আজি শূন্য গোকুল ভুবন ॥
 আমা সবাকার আজি দেখ অমঙ্গল রাজি
 পার হৈয়া রাইছ এ কূলে ।
 মথুরা রহিল দূর নদী পার গোপপুর
 হেন গতি করম বিকলে ॥

বার্তা দিতে গোপপুরে না পাই সে যাইবারে
কহ সখী কি করি উপায় ।

যমুনা দিয়া ঝাঁপ যুচাব মনের তাপ

যাব যথা আছে শ্রামরায় ॥

কামনা করিয়া পূর্বে গোপিকা হয়েছি এবে
সাধ আছে ভজিব মুরারি ।

আমা সব ভাগ্যে নাই সৌভাগ্যে স্তম্ভরী রাই

সেই সে নিদান পাইল হরি ॥

শ্যাম প্রেমে অহরূপী ক্রিতি লুটি কান্দে গোপী
কবরী বসন গড়ি যায় ।

লোহতে পূর্বিত আঁখি শ্রামগুণে মর্ষ ছঃখী

ফুরিয়া ডাকে বছরায় ॥

শোকাকুল ব্রজজায়া জানিয়া জন্মিল দয়া

গুণনিধি গোবিন্দের গুণে ।

রাধা লৈয়া হৃদিমাঝে ভাসিল সে ব্রজরাজে
শ্রীমুখ নন্দন রস গানে ॥ :৩০ ॥

যমুনার জলে রাধার সহিত

কৃষ্ণের বিহার ।

রাগ দেশ ।

কত বড় রঙ্গ তুমি জান হে কানাই ।

তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই ॥

কাল অঙ্গে ছলে মণি মুকুতার মালা ।

সতীপনা ছাড়িল গোকুল কুলবালা ॥

আঁখির নিমিষে শ্যাম জাতি কুল নিলে ।

মুগ্ধলীর স্থানে ঘরে রহিতে না দিলে ॥

সে ধনী কেমনে জীবন দেখিলে তোমা ।

ওরাগ চরণ ধূলি মাগে হুঃখাশ্যামা ॥

শোকাকুল ব্রজজায়া দেখিয়া কানাই ।

ভাসিল যমুনাঙ্গলে কোণে করি রাই ॥

যমুনার জল কাল কাহুর বরণ ।

বিকাশে বিনোদ মুখকমল নয়ন ॥

শ্যাম কর পদ ছবি রকত উৎপল ।

নানা আভরণ মণি তহু চল চল ॥

হৃদয়ে বিরাজে রাধা পরম সন্ধান ।

অভেদ মিলন দৌহে বদনে বদনে ॥

ছুঁ মুখ মনোহর অমিয়া বরিখে ।

পুষ্প ভ্রমে অলি তাহে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

যমুনার জলে যেন চল্লের কিরণ ।

নীল মেঘে নিবিড় তড়িত ঘন ঘন ॥

পূর্ণ শশধরে যেন রাহুর মিলন ।

রাধিকা বদনে মধুকর নন্মায়ণ ॥

চিরদিনে রাধা কাহু হইল মিলন ।

মদনতরঙ্গে দৌহে গাঢ় আলিঙ্গন ॥

কূলে বসি দেখে গোপী গোবিন্দের লীলা ।

রাধা কাহু যমুনা তরঙ্গে রস খেলা ॥

নীলমণি কাঞ্চনেতে কিরে নিরমাণ ।

কমল কেশরে অলি করে মধুপান ॥

হাস্য লাস্য কটাক্ষ কোতুক কেলিরসে ।

রাধা কাহু হই জনে প্রেমরসে ভাসে ॥

কূলে বসি দেখে গোপী রাধা কাহু জলে ।

দৌহা রূপ শোভা সম না দেখি অখিলে ॥

ভাগ্যবতী যমুনার জলে রাধা কাহু ।

কেলি কলা আঁরতি পিরীতিময় তহু ॥

গোপীগণে বলে কাহু জান ভাল রঙ্গ ।

রাধার লাগিয়া এত রসের তরঙ্গ ॥

রাধার পিরীতে তুমি পরম কোতুকী ।

কূলেতে বসি আমরা দৌহার রঙ্গ দেখি ॥

রাই সঙ্গে আহু সবে সাজায় পসরা ।

ফলিল রাধার ভাগ্যে বঞ্চিত আমরা ॥

এত শুনি পরম দয়াল যহুমণি ।

রাধা সঙ্গে নৌকা রঙ্গে লইয়া তখনি ॥

গোপীগণের পাশে গেলা রাধা কাহ্ন ।
 গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে দৌহা তহ্ন ॥
 আনন্দে আহীরী নারী রাধিকা সংহতি ।
 বরণ করিল শ্যামে বড় ছুট মতি ॥
 গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে শ্যামরায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৩১ ॥

গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বরণ

নটবর বেশে মনের হরষে
 গোপিকামণ্ডলে কাহ্ন ।
 মধুর মুরতি নিন্দে রতিপতি
 ভুবনমোহন তহ্ন ॥
 বরজ যুবতী বরমালা গাঁথি
 বরণ করি গোপালে ।
 বজ্রা বলিয়া বাহু পসারিয়া
 রাই কাহ্ন কৈল কোলে ॥
 গিরীতি ছলভ গোপিকাবল্লভ
 জানে সবাকার মন ।
 স্থল অল্পম বৃন্দাবন ধাম
 বিহরে গোপী-রমণ ॥
 বেদপতি ধারে ভাবে নিরন্তরে
 যোগেন্দ্র জপে ধ্যানে ।
 গোপীগণ ভাগ্যে বহু অহরাগে
 হাস্য রস আলিঙ্গনে ।
 শুক সনাতন শিব সুরগণ
 সদা ধীর শুণ পান ॥
 কমলা ভারতী ছাড়িয়া আরতি
 গোপীগণে মাগে দান ॥
 মধুর মধুর অধরে অধর
 হাস্য রস আলিঙ্গনে ॥

পাইল প্রেমধন গিরীতি রতন
 পুরুষ বর মিলনে ॥
 কালিন্দীর তটে রত্নময় ঘাটে
 জল ফুল নানা ভাতি ।
 হংস কারণ্ডব ডাহকী ডাহক
 জলচর কত জাতি ॥
 ইন্দ্রবর নীল অম্বুজ সর্কল
 শতদলে করে শোভা ।
 অলি উনমত্ত পরাগ ভূষিত
 মধুরসে মনোলোভা ॥
 সুরতরুণে কুসুম বহলে
 নানা কল তরুলতা ।
 শুক পিক ধ্বনি নাচে শিখণ্ডিনী
 কাহল ফুকে তথা ॥
 যমুনার তীর গহন গভীর
 অমৃত অধিক পানী ।
 ধার কূলে কেলি করে বনমালা
 সঙ্গে রাধা ঠাকুরাণী ॥
 দয়ার ঠাকুর কৃপার অক্ষুর
 করুণাসাগর হরি ।
 সবাকার মন হইল পূরণ
 ভাবের বশ মুরারি ॥
 মায়ায় নিদান পুরুষ প্রধান
 পতিতপাবন হরি ।
 লীলাময় শ্রাম তহ্ন অল্পম
 যার প্রিয়া ব্রজনারী ॥
 শুন নরপতি পুরাণ ভারতী
 শ্রবণে অমিয়া রাশি ।
 হুঃখীশ্যাম কহ যদি করে লস
 নিধি পায় বরে বসি ॥ ১৩২ ॥

ব্রজবনিতাগণের মথুরায়

গোরস বিক্রয় ।

রাগিণী দেশ ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ৫ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের মহিমা ।
গোবিন্দে বরণ করিল ব্রজরামা ॥
হাস্ত লাভ কটাক্ষ কোতুক কেলি অন্তে ।
মামিনী হইয়া রাই কহেন অনন্তে ॥
অবগতি কর প্রভু রূপার নিদান ।
তোমাকে কহিব শুন বিনয় বিধান ॥
গোরস হইল নষ্ট দিবস উছুর ।
পার কর যোগানে বাইব মধুপুর ॥
দিবস হইল শেষ শুন বনমালী ।
গৃহে গেলে গুরু গুরুবিলী দিবে গালি ॥
পার করি দেহ হরি মদনগোপাল ।
লইব তোমার গুণ জীব যতকাল ॥
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন ।
পসরা সহিত যায় লৈয়া গোপীগণ ॥
রাধা আদি গোপীগণ বসি এক নায় ।
নবরঙ্গে গোপীনাথ নৌকা যে থিয়ায় ॥
যন যন হরিধ্বনি দেয় গোপনারী ॥
ভাগ্যবতী ব্রজবালা গোবিন্দ কাণ্ডারী ।
তরুণী খেয়ায় কৃষ্ণ কেরুয়াল করে ॥
ও কূলে লাগিল নৌকা কহেন গোপীরে ॥
ওই রাধা রম্যবতী স্মরণে উলাহ ।
যার যে পসরা সবে মাধার বসাহ ॥
তোমরা যোগানে বাহ অর্ধি বাই করে ।
শুনিয়া কৃষ্ণ গোপী কহেন কৃষ্ণেরে ॥
শুন শুন প্রাণনাথ সবার বিনতি ।
নৌকা লৈয়া নিমিবেক থাক প্রাণপতি ॥

দণ্ডেকে আসিব সবে করি বিকি কিনি ।
পুনরপি ও পার করিবে যত্মনি ॥
তবে সে সকল গোপী তোমার কিঙ্করী ।
শীঘ্রগতি আসিহ কহিল নরহরি ॥
আজ্ঞা পাইয়া চলিল সকল ব্রজনারী ।
পসরা তুলিল শিরে দুই জন ধরি ॥
মাধার পসরা লৈয়া গজেন্দ্রগমনী ।
চলিল মথুরা বিকে করি হরিধ্বনি ॥
সারি সারি হইয়া যতক ব্রজনারী ।
মধ্যে শোভা করে রাধা পরম সুন্দরী ॥
কর নাড়া দেই কেহ করে হরিধ্বনি ।
অঙ্গ হেলি যায় কেহ মরান্নাগামিনী ॥
সবাকার আগুয়ান বড়াই আপনি ।
মথুরা প্রবেশ হৈল সকল গোপিনী ॥
বাজারে বসিলা সবে পসরা সাজিয়া ।
কিনিতে আইল সবে গোরস দেখিয়া ॥
ক্ষীর ছানা সবু ননী দুধ দধি দুত ।
ঘোল ভাণ্ড ভাণ্ড আদি পসরা পূর্ণিত ॥
যার যে উচিত মূল্য আছয়ে নির্ণয় ।
যার যেবা ইচ্ছা লোক কিনিয়া সে লয় ॥
বিকিল গোরস গোপী কড়ি কৈল জায় ।
দ্রব্য কিনে ব্রজাঙ্গনা যারে যেই ভায় ॥
কৃষ্ণের লাগিয়া দ্রব্য কিনে ব্রজবালা ।
বিবিধ মিষ্টান্ন কিনে চিনি চাঁপা কলা ॥
আম্র জাম পনস কিনিল নারিকেল ।
নারেজ ছোলক নেছ কিনে নানা ফল ॥
নিজ বেশ হেতু কিনে সুন্দর সিন্দূর ।
দিব্য আমলকী কিনে গন্ধ যে প্রচুর ॥
মমের ইচ্ছার গোপী নানা দ্রব্য কিনে ।
বড়াই বলে চল রাখে গোপীগণ সনে ॥
পথে নদী বহুনা হইতে চাহি পার ।
আর সে হটিয়া কায় নৌকার কাণ্ডার ॥

বড়াইর বচনে চকিত গোপনারী ।
 পসরা তুলিয়া শিরে চলে সারি সারি ॥
 একত্র হইয়া সে সকল গোপীগণে ।
 অঙ্গ হেলি যায় রাধা গজেন্দ্রগমনে ॥
 কর নাড়া দেয় কেহ কেহ গীত গায় ।
 পরম সুন্দরী রাধা মধ্যে চলি যায় ॥
 উপনীত হৈল গিয়া যমুনার কূলে ।
 হুখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৩৩ ॥

গোপাঙ্গনাগণের যমুনা

প্রতিপার হওন ।

রাগ কৌশিক ।

রঙ্গে নৌকা বাহে হরি তা দেখিয়া ব্রজনারী
 ঘন ঘন ডাকে কর তুলি ।
 গুন হে সুন্দর কাহ্ন সন্মুখ হইল ভানু
 পার করি দেহ বনমালা ॥
 যাইতে সে গোপপুর আছয়ে অনেক দূর
 রজনী হইল পথে আসি ।
 সদয় হৃদয় হৈয়া পার কর বিনোদিয়া
 যুধিব তোমার গুণরাশি ॥
 গুনিয়া গোপীর বাণী অবগত চক্রেপাণি
 সন্নিকট হইল কাণ্ডারী ।
 গোপীগণে কহে কান সন্ধ্যাকালের দান
 দিয়া পার হও গোপনারী ॥
 গুনিয়া সকল নারী গোবিন্দের বরাবরি
 কহে গুন সবার বিনতি ।
 শর্করা নবাত চিনি সবে আনিয়াছি কিনি
 খানি খানি দিখ তোমা প্রতি ॥
 গোপিকাগণের বোলে হাসিগোবিন্দাই বলে
 শৈশব বলিয়া মোরে জান ।

শ্রাম সুনাগর বড় বচন বলিল দঢ়
 সরস পিরীতি প্রেম মান ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি সমাধি লাগিল জানি
 সব সখী করে অহুমান ।
 পিরীতি মাগিল শ্রাম স্থল বৃন্দাবন ধাম
 সঙ্কেত মোহনবংশী স্থান ॥
 গোপীর বচন পেয়ে শ্রাম আনন্দিত হয়ে
 হাতে ধরি রাধারে তুলিল ।
 এত দেখি ব্রজনারী তুলিয়া পসরা ধরি
 সারি সারি গুঁড়ায় বসিল ॥
 তবে সে ভুবনপতি হইয়া হরিষ মতি
 নানা রঙ্গে নৌকা খেয়ায়ে ।
 উল্লাসিত বিনোদিনী নবাত মিঠাই চিনি
 ঘন ঘন যাচে যত্নরায়ে ॥
 ভাগ্যবতী ব্রজনারী যাহার কাণ্ডারি হরি
 ভুবনমোহন বনমালা ।
 যারে ভাবে বেদ চারি সঙ্গে লৈয়া ব্রজনারী
 সে প্রভু সরস রস কেলি ॥
 রঙ্গে নৌকা বাহে হরি সে কূলে লাগিল তরি
 গোপীগণে কহেন কানাই ।
 তরণী লাগিল তটে উলহ নদীর ঘাটে,
 গৃহে চল বিনোদিনী রাই ॥
 তরণী ত্যজিয়া নারা কূলে উঠে সারি সারি
 প্রাণনাথে মাগিল মেলান ।
 হেলা না করিহ বলি আজ্ঞা দিল বনমালা
 রাধা আদি যতেক গোপিনী ॥
 গোবিন্দে প্রণাম করি গৃহে গেল গোপনারী
 কাহ্ন রহে কদম্বতলায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল পেখা ভুবনে হুল্লভ কথা
 ত্রীমুখ নন্দন রঙ্গ গায় ॥ ১৩৪ ॥

রাসলীলা প্রসঙ্গ ।

রাগ করুণা ।

নটবর বেশে মনের হরিষে
কেলিকদম্বের তলে ।

ভুবনমোহন নন্দের নন্দন
তপনতনয়াকূলে ॥

শুন মহীপতি কৃষ্ণের আরতি
মধুর মুরতি কাহ্ন ।

সুদীর্ঘ কেশর চারু পীতাম্বর
রতিপতি মোহে তহু ॥

কলেবর কালা গলে বনমালা
মকর কুণ্ডল গণ্ডে ।

মুখছবি কত বিধু শত শত
দরশে তিমির খণ্ডে ॥

নাঙ্গা পর রবি মুকুতার ছবি
নয়ন অরুণ আভা ।

অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন
রমণীর মনোলোভা ॥

ভুরু ফুলচাপ অলকা অলপ
তিলক ভালেতে সাজে ।

কুসুম চন্দন অতি বিতর্পণ
গোরোচনা তার মাঝে ॥

চিকণ চাঁচর কত মনোহর
দক্ষিণে টাননি চুড়া ।

মাণতীর মালে মধুকর বুলে
বরিহা চন্দ্রিকা তেড়া ॥

সুবর্ণ অঙ্গন বাহে বাজুবন্ধ
রতন বলয় সাজে ।

বিলম্বিত কর পল্লব স্তম্বর
অঙ্গুরী মাণিক্য রাজে ॥

সে হরিচন্দন সর্বাঙ্গে লেপন
মাঝা পঙ্খি সুগন্ধাজে ।

কিঙ্কণী সূচাকর রাম রত্না উক
চরণে নুপুর বাজে ॥

মনোহর রূপে কদম্ব সমীপে
গোবিন্দ ভাবিল মনে ।

রাস রস রঞ্জে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে
বিলসিব বৃন্দাবনে ॥

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী
শ্রবণে অমিয়া রাশি ।

দুঃখী শ্রাম কয় যদি করে লয়
নিধি পায় ঘরে বসি ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণের বেণুগীতে চরাচরের
মোহ ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

সজনি গো আজু মুরলী অপরূপ বাজে ।
না জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে ॥ ধ্রু ॥

শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
কহি যে তোমার আগে কৃষ্ণের চরিত ॥
এই কথা প্রকাশে পরম পদ পাই ।
শুনিলে সাত্ত্বিক ভাবে বৈকুণ্ঠে যাই ॥
লীলাময় গোবিন্দ জগৎ চিন্তামণি ।
যে মজে কৃষ্ণের পায় তরে তরঙ্গিণী ॥
মনে বিচারিল কৃষ্ণ কমললোচন ।
রাসরস করিব লইয়া গোপীগণ ॥
ব্রহ্মনিশি হও বলি বলে চক্রেপাণি ।
সহস্র যুগেতে যেন সে কথা বাখানি ॥
আজ্ঞা দিল জগদীশ মলয় পবনে ।
সরস বসন্ত বায়ু বহে বৃন্দাবনে ॥
উনমত্ত ঋতুপতি বহে মন্দ মন্দ ।
বিকসিত কুসুমে বরষা মকরন্দ ॥

শারদ সীতল শশী উদয় গগনে ।
 লক্ষ্মীমুখ সহ ছবি কুসুম বরণে ॥
 এক মেঘি হৈয়া ঋতু রতিপতি রাজে ।
 মলয় পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে ॥
 বিকসিত সুরতরু কুসুম স্তম্ভর ।
 অকালে বসন্ত ভেল কানন ভিতর ॥
 লবঙ্গ মালতী চারু লতিকা রঞ্জন ।
 মাধবী বকুল আর মল্লিকা কাঞ্চন ॥
 কুরুবক যাতি যুথি চাঁপা নাগেশ্বর ।
 গুলাল কেতকী কেয়া গন্ধ মনোহর ॥
 নানা তরু নানা ফুল নানা ফল ধরে ।
 কুসুমে বসিয়া অগ্নি পঞ্চম স্তম্ভরে ॥
 ডালে বসি সারী শুক সরস উদ্গারে ।
 নাচয়ে ভুজঙ্গ-রিপু পুচ্ছ তুলি শিরে ॥
 তপনতনয়া তথি গহন গভীর ।
 তুলনা কি দিতে পারি সূধা সম নীর ॥
 নানা কেলি করে নানা রূপে জলচর ।
 কুহ কুহ শব্দ সব শুনিতে স্তম্ভর ॥
 নানা রূপ জল স্থল শোভয়ে সুখদ ।
 উড়ি পড়ে মধুপানে উন্নত ষট্ পদ ॥
 হুই তট মনোহর কাঞ্চনের আভা ।
 কি কহিতে পারি বৃন্দাবিনের শোভা ॥
 দেখিয়া বিপিন শোভা রসিক নাগর ।
 কদম্বে হেলিয়া অঙ্গ ভাবিল অন্তর ॥
 আমারে ভজিতে চাহে ত্রজ্ঞানাগণ ।
 তা সবার মনোরথ করিব পূরণ ॥
 কঠিন কামনা তারা করি পূর্বকালে ।
 গোপিকা হইয়া এবে জন্মিল গোকুলে ॥
 অহঙ্কণ মোরে চিন্তে অস্ত নাহি মনে ।
 হ্রলভ মুকুতি দিব করি পরশনে ॥
 এত বিচারিয়া মনে প্রভু বনমালা ।
 কিঞ্চিৎ অধরে পুরে সঙ্কট মুরলী ॥

মুরলীর স্থান শুনি মুনি ছাড়ে ধ্যান ।
 পবন অচল হৈল শুনে বেণু স্থান ॥
 খগ যুগ আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে ।
 উভ মুখ করিয়া মুরলী নাদ শুনে ॥
 তরুলতা প্লবিত শুনিয়া মুরলী ।
 মৃত তরু মুঞ্জরয় শিলা পড়ে গলি ॥
 মৎস্য কুর্শ্ব আদি যত জলজন্তুগণ ।
 কূলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ ॥
 দশদিক চরাচর হইল স্থগিত ।
 না চলে রবির রথ তুরদ মোহিত ॥
 তপন তনয়া মগ্ন মুরলীর স্থানে ।
 তরঙ্গ লহরী শ্রোত বহিল উজানে ॥
 মুরলী শুনিল গোপী রহি নিজ ধামে ।
 সঙ্কট মুরলী বাজে সবাংকার নামে ॥
 মুরলী শুনিয়া সব চিন্ত উচাটন ।
 গৃহকার্য করিবারে নাহি লয় মন ॥
 দণ্ডেক নিবেশি চিত্ত শুনে বংশী স্থান ।
 রজনীতে কি রসে কাননে ডাকে কান ॥
 পতিভূত সব সঙ্গে যাইব কেমনে ।
 না গেলে না রহে প্রাণ মুরলীর স্থানে ॥
 জলকেলি সময় অলক্ষ্যে গেল হরি ।
 কদম্বে উঠিল সে বসন করি চুরি ॥
 লজ্জা পরিহারি দূরে গোবিন্দের বোলে ।
 বসন মাগিয়া নিম্ন উঠি নদীকূলে ॥
 আমা সবাংকার মন শুদ্ধ ভাব দেখি ।
 জৈব হাসিয়া আজ্ঞা দিল পদ্ম-আখি ॥
 নদীকূলে দেবতা পূজিয়া গোপীগণ ।
 যে বর মাগিল বাঞ্ছা হইল পূরণ ॥
 তোমা সবা সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে ।
 রাস রস বিদগ্ধ চিহ্নাখি হানে ॥
 পরশিয়া পরিত্রাণ করিব বলিল ॥
 নিয়ম করিয়া কক্ষ মুরলী হুইল ॥

সেই কথা আজি স্তবিরল ব্রজরাজ ।
যাহা দেখি আমি সবা খণ্ডিবেক লাজ ॥
সেই বংশী বাজে শুন প্রাণের বল্লভী ।
চল-বন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণপদ সেবী ॥
এত চিন্তি গোপীকা চলিল শ্রাম পানে ।
গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীভাম দাস গানে ॥ ১৩৬

কৃষ্ণের মুরলী রবে গোপীগণের
আগমন ।

রাগিণী ধানশ্রী ।

বন্দা বিপিনের মাঝে সঙ্কেত মুরলী বাজে
শুনিয়া মোহিত গোপনারী ।
ভেরাগিয়া গৃহ কাজ চলিল নিকুঞ্জ মাঝ
মুরলীর নাদ অহুসরি ॥
শ্রামভয় অপরাধী বোল সহস্রেক গোপী
বাজে বংশী সবাকার নামে ।
শুনিয়া মুরলী স্থান চকিত চঞ্চল প্রাণ
তহু জর জর ভেল কামে ॥
গৃহে এক গোপনারী গোরস নিয়োগ করি
কাহ্নর মুরলী তারে ডাকে ।
শুনিয়া মোহন বেণু ধরিতে না পারে তহু
চলে বেগে বন্দাবন মুখে ॥
এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়া ভোজন করে
তার নামে মুরলী ডাকিল ।
শ্রামগুণে মোহমতি চলিল সে ক্রান্তগতি
হাত পাখালিতে না পারিল ॥
চলিতে বসায় হুহু এক গোপী হৈলা মুখ
বাজে বংশী তার নাম ধরি ।
উন্নত মনসবিশিষ্ট চলে গেল কাহ্নর হৃদয়ে
গৃহকর্ম হুহু পরিবরি ॥

ব্রজবালা এক ঘরে সুরভি মোহন করে
মোহন মুরলী ডাকে তার ।
শুনি প্রাণ নাহি বাঞ্চে বাছুরি রহিল স্থানে
বন্দাবনে চলিল স্তবর ॥
বসিয়া স্বামীর স্থানে চরণ করে সেবনে
তার নামে মুরলী ডাকিল ।
শুনিয়া মুরলী গীত মোহিত হইল চিত্ত
পতিপদ ফেলিয়া চলিল ॥
এক গোপী নিজ ঘরে নরনে অঞ্জন পরে
বাজে বংশী তার নাম ধরি ।
না পারে অঞ্জন পরি চঞ্চল হইয়া চলি
কজ্জলের পাত্র হাতে করি ॥
বসন পরিতে কেহ মুরলী শুনিল সেহ
কান্ধের আঁচল পরি যায় ।
কুমার করিয়া কোলে কেহ গীত গায় স্বরে
বংশীনাতে পুন্ড্রে ফেলি ধার ॥
কেহ ছিল গৃহকর্মে মুরলী শুনিয়া মর্মে
চলে সে হুহু পরিহারি ।
মুরলী শুনিয়া কানে গোপীগণ যায় বনে
কেহ কারে সম্ভাব না করি ॥
এমন কহিব কত রাধা আদি শত শত
গোপ গোপী যতেক আছিল ।
শুনি বংশী শুল্ললিত সবার মোহিত চিত্ত
সবে শ্রামসম্ভাবে চলিল ॥
তাহা সবাকার পতি গুরুগণ আরি জ্ঞাতি
ইষ্ট মিত্র ভ্রাতৃ পুত্র গণ ।
পথ আগুনিয়া বেগে কহেন সবার আগে
রাত্রিকালে কেন বাহ বন ॥
লাজভয় কুলধর্ম ছাড়ি সব গৃহকর্ম
ভেরাগিয়া কাহ কোথাকারে ।
শুনিয়া সকল নারী কহে সব বরাবরি
বাই বংশী শুনবার ভরে ॥

বিগিনে বিজয় কাহ্ন বাজায় মোহন বেণু
পশুপক্ষী শুনিয়া মোহিত ।
দণ্ডেক দেখিয়া তাঁরে এখনি আসিব ঘরে
কেন মনে হও সবে ভীত ॥
অন্তর্ধানী নারায়ণ জানে সবাকার মন
গোপগণে করিল মোহিত ।
মৌনরূপে সবে রয় কেহ কিছু নাহি কয়
গোপিকা পরম হরষিত ॥
এত বলি ত্বরা করি ষোল সহস্রেক নারী
গেল যথা কাহ্ন বৃন্দাবনে ।
এক নারী ক্রীণা তাতে স্বামী তার ধরি হাতে
গৃহে আনে ত্বরিত গমনে ॥
পদাঘাত মারি তারে বাঙ্কিয়া রাখিল ঘরে
দ্বারে দৃঢ় কপাট করিয়া ।
বন্দী হৈয়া সেই নারী কান্দে হাহা রব করি
করাঘাত মন্তকে হানিয়া ॥
কাহ্নর পিরীতি রনে রহিতে না পারি বাসে
যাইতে না পেলাম কন্মপাকে ।
তার নামে ডাকে বাণী শুনি কাণে লাগে অসি
উচ্চৈঃস্বরে শ্রাম বাল ডাকে ॥
কৃষ্ণে নিবোধিয়া মন ঘন ঘন উচাটন
ধ্যান করি মুদিত নয়নে ।
চুষ দিয়া চাঁদমুখে প্রাণ ছাড়িলেক স্রুথে
কৃষ্ণে দিয়া আলিঙ্গন দানে ॥
সে ধনী মদনমোহে প্রবেশিল কৃষ্ণদেহে
পাইল সে কৈবল্য সুগতি ।
দুঃখীশ্রাম দাস গায় বিস্মিত হইয়া তায়
শুকদেবে কহেন নৃপতি ॥ ১৩৭ ॥

ব্রজবধুগণের স্বেয়িতা সম্বন্ধে
পরীক্ষিতের প্রশ্ন ।
রাগিণী টোড়ী ।
শুক নারদে মহিমা গায় ।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ১ ॥
তবে পরীক্ষিত রাজা কর যোড় করে ।
বিস্ময় লাগিল মোরে শুন মুনিবরে ॥
পরপুরুষেতে মন দিল বেই নারী ।
বিটপী তাহারে বলি তুলক্ষ্মকরী ॥
নরক সংযোগ তার না হয় খণ্ডনে ।
কৃষ্ণদেহে সেই প্রবেশিল কোন্ গুণে ॥
চকিত লাগিল বিপরীত কথা শুনি ।
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥
এত শুনি শুকদেব কহে পরীক্ষিতে ।
পূর্বে যে বা শুনিলে পুরাণ ভাগবতে ॥
শিশুপাল বৈরীভাব কৈল নারায়ণে ।
পাইল সে মুক্তিপদ সালোক্য নির্মাণে ॥
ভকত তারণ আসে প্রভু নারায়ণে ।
ধর্ম অংশে জনমিল অবনী তারণে ॥
যে জন গোবিন্দ পদে করিবে ভকতি ।
ভাবে তারে দেই প্রভু হর্লভ মুকতি ॥
একান্তে করয়ে যেবা কৃষ্ণপদাশ্রয় ।
ভব জিনি প্রবেশিবে কৃষ্ণের হৃদয় ॥
ভকতবৎসল প্রভু পরম দয়াল ।
প্রণতপালক প্রভু পাষণ্ডের কাল ॥
প্রেমরসে সে ধনী ভাবিল নারায়ণে ।
কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রবেশিল তথির কারণে ॥
শ্রবণ-মঙ্গল এই কৃষ্ণের কখন ।
শুনহ সাত্ত্বিকভাবে হবে উদ্ধারণ ॥
এক চিত্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে ।
কহিব কৃষ্ণের লীলা জ্ঞানী বিদ্যমান ॥

তেন কালে ব্রজবালা গেল নিশাকালে ।

দেখিল নাপর কাহু কদম্বের তলে ॥

অগ্নি দেখি মৃত্যু যেন না মানে পতঙ্গ ।

কৃষ্ণ দরশনে তেন গোপীর তরঙ্গে ॥

শতপুর হৈয়া শ্রামে বেড়ে ব্রজনারী ।

মুখ্যে কৃষ্ণ শোভা করে বংশী হস্তে করি ॥

কোটি কাম জিনিয়া সে নন্দের নন্দন ।

কত কলানিধি নির্দি প্রসন্নবদন ।

চিকণ চাঁচর কেশে চূড়ার সাজনি ।

নানা কুসুমের গাভা বিনোদ গাঁথনি ॥

মধুলোভে উড়ে পাশে কত মধুকর ।

ময়ূরচল্লিকা শোভে চূড়ার উপর ॥

কপালে চন্দন চান্দ অলকা দোলনী ।

ভুরুভঙ্গ মনোহর পুষ্পধনু জিনি ॥

সুরঙ্গ নয়ন কোণে কিবা সে চাহনি ।

নাঁসাগ্রে মুকুতা ফল নির্দে দিনমণি ॥

অন্ন হাস্য চান্দমুখে বাহুলী অধর ।

দশন দাড়িম্ব বীচি প্রবাল নিকর ॥

শ্রবণে মকর কড়ি কিসলয় পাতা ।

অঙ্গুদ বলয় ভূজে করতল রাতা ॥

শ্রীবৎস কোমল চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে ।

সুনাভি গভীর কুণ মাঝা হরি গঞ্জে ।

শ্রীভাস্বর কটিভটে মেখলা কিকিণী ।

চরণ যুগলে সাজে নৃপুর বাজনি ॥

পদনখে বসিয়া সেবয় নিশাপতি ।

দেখিয়া মোহিল রূপে গোয়ালা যুবতী ॥

সারি সারি হৈয়া সব বেড়িল কাহুরে ।

তারাকা মণ্ডলে সাজে যেন শশধরে ॥

গোপীগণে দেখিয়া সে প্রভু বনমালী ।

শ্রীলী ধরিত্রা করে মুহু হাস্তে বলি ॥

শুন গোপীগণ কেন আইলে কাননে ।

গোবিন্দমঙ্গল হৃদয়াকার হাস তপে ॥ ১৩৮ ॥

ব্রজনাগণের প্রতি কৃষ্ণের

প্রশ্ন ।

রাগিণী গৌরী ।

ব্রজবালা দেখি প্রভু পদ্ম-অঁখি

অধরে মধুর হাসি ।

বলেন বচন শুন সখীগণ

বনে কেন ঘোর নিশি ॥

গোপের কুশল বারতা মঙ্গল

নন্দ যশোদার বাণী ।

আইলে ব্যস্ত হৈয়া কিসেয় লাগিয়া

দৈত্য কি মিলিল জানি ॥

নারী হৈয়া বনে ভয়-নাহি মনে

আইলে কেমন করি ।

পথে বন ছিল ভল্লুক শার্দূল

ভাগ্যে না খাইল ধরি ॥

এ নহে উচিত স্বতন্ত্র চরিত

ছাড়িয়া সে গৃহগারি ।

কেমনে এ বনে মুরলীর স্থানে

আইলে মম বরাবরি ॥

তোমার ভবনে যত গুরুজনে

চাহিয়া চাহিয়া ফিরে ।

দর্শন না পেয়ে বলে হুঃখী হয়ে

গৃহে না লইব তারে ॥

নিরমল কুলে কলঙ্ক রাখিলে

কুটুম্ব ধরিবে ছল ।

করিবেক বাদ হবে পরমাদ

না খাইবে অন্ন ভল্লং ॥

কুল যে কলঙ্কী হবে হেন দেখি

তোমা সবাকার হৈতে ।

আমার উত্তর শুনিয়া সত্বর

মন্দিরে চল স্বরিতে ॥

কৃষ্ণের বচন শুনি সধীগণ
শোক উপজিল চিত্তে ।
শ্রীগুরুচরণে দ্রবীশ্রাম ভণে
গোবিন্দমঙ্গল গীতে ॥ ১৩৯ ॥

গোপারমণীদিগের প্রার্থনা ও

কৃষ্ণের উপদেশ ।

রাগিণী করুণা ।

করুণাময় !

বারেক শরণ দিয়া রাখ রাঙ্গাপায় ।
তোমা হেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ ১ ॥
এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে ।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গোপিকার শিরে ॥
কেন হেন বোল বল শুন প্রাণনাথ ।
না বল এসব বোল মার বজ্রবাত ॥
জাতি কুল লাজ ভয় ত্যাগিমা দূরে ।
আইহু আমরা সব তোমা ভজিবারে ॥
নিরাশ বচন শুনি তুহ চাঁদমুখে ।
পরল জড়িত শর বাজি গেল বৃকে ॥
যদি না করিবে দয়া প্রভু বনমালী ।
ওই পদে প্রাণ দিব সকল পোয়ালী ।
তোমার চরণ বিনে অশ্রু নাহি জানি ।
তুমি কিনা জান তাহা শ্রাম গুণমণি ॥
পরশ করিয়া যদি না করিবে দয়া ।
কৃপাসিদ্ধ বলাইবে কেমন করিয়া ॥
যে জন শরণ লয় তোমার চরণে ।
বল দেখি তারে তুমি ভাজিবে কেমনে ॥
চাঁদ বদনের মধু সরস অধরে ।
পরিভ্রাণ কর প্রভু এ কামসাগরে ॥
আমা সবাকার তহু হইবে রতিপতি ।
আলিঙ্গন দেহ দান তবই বিনতি ॥

এ সব বচন শুনি গোপিকার মুখে ।
মুখে মুহু হাসি কৃষ্ণ কহেন কৌতুকে ॥
এ নহে উচিত ধর্ম তোমা সবাকার ।
নিজ গৃহে গিয়া পতি সেব আপনার ॥
নিজ স্বামী সেবন ছাড়িয়া যেই নারী ॥
পর পুরুষেরে সেবে হয়ে কামাচারী ॥
নষ্টবুদ্ধি বলি তারে কলঙ্কিনী কুলে ।
না পায় স্বামীর সুখ যোনি কিরে বুলে ॥
সুখলেশ নাহি তার পাপ নিবন্ধনে ।
সপ্ত জন্ম বিধবা সে পতি অনর্চনে ॥
পতি বিনে নারীর নাহিক অন্তর্গতি ।
পতি সেবে যেই নারী সে পায় মুক্তি ॥
যেন মত পতিসেবা করে পূর্বকালে ।
সেই মত ফল পৃথিবীতে তারে মিলে ॥
অকুলীন অশুল্লর সেই যদি হয় ।
বিষ্ণুদেব সম তারে ভাবিহ হৃদয় ॥
অর্থর অধনী অন্ধ জীর্ণ কলেবরে ।
অকপটে সংভাবে ভজিহ স্বামীরে ॥
এই নীতি কর্ম নারী জনমের সার ।
শুন শুন গোপাঙ্গনা বচন আমার ॥
মোর বোলে চলি বাহ আপন ভবন ।
সেবা কর গিয়া নিজ পতির চরণ ॥
সাধ ছিল যদি তোমা সবার অন্তরে ॥
আমার লাভ্য রূপ দেখিবার তরে ॥
দেখিলে আমার রূপ নয়ন ভরিয়া ।
মন্দিরে চলহ মোর পদে মন দিয়া ॥
মোর সন্নিকটে থাকে যত ভক্তগণ ।
আমাকে ভজিতে তার স্থির নহে মন ॥
দূরেতে থাকিয়া যে সকল ভক্তগণ ।
তন মন বচন করয়ে সমর্পণ ॥
দূর চিত্তে আমার চরণ করে লয় ।
তব জিনি প্রবেশ্য আমার হৃদয় ॥

এ সব বচন মার্গ কহিছ তোমারে ।
 একান্ত করিয়া ভক্তি মন লেহ মোরে ॥
 না কর বিলম্ব শুন ব্রজভাঙ্গনাগণ ।
 মন্দিরে চগহ অন্ত না করিহ মন ॥
 পুনরপি গোপিকা নিবেদি রাঙ্গাপায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীড়াম দাস গায় ॥ ১৪০ ॥

গোপিকাগণের কৃষ্ণ প্রেম প্রকরণ ।

রাগিনী করুণা ।

বন্ধুর নিষ্ঠুর রাণী ব্রজবালাগণ শুনি
 শোকসিদ্ধ উপজিল তার ।
 পদনখে লিখি ক্ষিতি দশনে অধর খাঁতি
 অধোদৃষ্টে রাঙ্গাপদ চায় ॥
 মোহিত পিরীতি কঁাদে কেহ ফুকরিয়া কঁাদে
 কেহ কহে কাহু রাখ প্রাণ ।
 তোমার বিরস বোলে হিয়া জর জর করে
 তাহে দহে মদন কামান ॥
 কেবল একান্তভাবে তোমাকে ভজিতে সবে
 আইছ হু কুল পরিহরি ।
 তুমি গোপিকার প্রাণ আঁখির পুতলি কান
 তিলে তোমা না দেখিলে মরি ॥
 হেন যদি জান মনে না করিবে পরশনে
 দগ্ধিবে মদন দাহনে ।
 ছিলাম সংসার কাজে নিশাকালে বেণু বাজে
 শুনি আছ মুরলীর স্বানে ॥
 তোমাঝি নাহি গতি কি করিবে নিজপতি
 গোপীর জীবন ধন তুমি ।
 তুমি অধিলের জীবে আইছ ত্রিগুণভাবে
 সর্ব্ব খটে তুমি অভাবানী ॥
 আর না আইছ মর কলজন বরাবর
 না করিব গৃহ পরিত্যজন ॥

এই সাধ মনে লাগে দাড়াইয়া তব আগে
 সব গোপী ত্যজিব জীবন ॥
 শুন প্রভু বনমালা মুক্তকণ্ঠ করি বলি
 শুধক সকল লোক জন ।
 আমরা অস্ত্রের নহি কৃষ্ণের কিঙ্করী হই
 কেবল সকল গোপীগণ ॥
 যাই কি বা রসাতলে কিবা স্বর্গ সুখ মেলে
 না জানিয়ে কিবা তরে মরি ॥
 কত না যন্ত্রণা দেখ পরশিয়া প্রাণ রাখ
 কহিছ তোমার বরাবরি ॥
 তোমার লাগিয়া হরি নদীকূলে হরগৌরী
 নিত্যপূজা করি আরাধন ।
 বাঞ্ছাসিদ্ধি হৈল তবে আপনি আসিয়া যবে
 হরিলে হে বস্ত্র অভরণ ॥
 তবে সব গোপীগণে আদেশিলে তুমি সনে
 বিহার করিব বৃন্দাবনে ।
 আপনি কহিলে হাসি তার সাক্ষী আছে বাঁশী
 এবে কেন বঞ্চ গোপীগণে ॥
 দয়া নাহি তুমি মনে পুতনার স্তনপানে
 পরাণে বধিলে যজুগণি ।
 অবগতি কর হরি হেন অহুমান করি
 এবে প্রাণে বধিবে গোপিনী ॥
 অহুরাগে নহে স্থির নয়নে প্রেমের নীর
 শ্রাবণের যেন জলধার ॥
 সঘনে অধর কঁাপে কদম্বকলিকা রূপে
 পুলকিত তহু গোপিকার ॥
 কুপানিধি নারায়ণ জানি সবার্কার মন
 হাসিয়া কহেন গোপীগণে ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোষা ভুবনে চরিত কথ্য
 শ্রীমুখ নন্দন রস পানে ॥ ১৪১ ॥

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের বিহার

রাগ ভাটিয়ারি ।

কুঞ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে ।

রাধা রসময়ী গ্রাম সনে ॥ ৫ ॥

গোপীর একান্ত ভাব শুনি নারায়ণ ।

বাহু পসারিয়া বলে আইস গোপীগণ ॥

বজ্র লাঘ্য হাসি রসময়বাণী ।

দেখিয়া উষত ভেল যতেক গোপিনী ॥

বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে ।

শতপুর হৈয়া সবে বেড়িল কান্তরে ॥

উঠিয়া সকল সখী হরিষ বদনে ।

নানা রূপ ফুল তুলি পরম যতনে ॥

গাঁগিয়া বিচিত্র বরমালা লয়ে করে ।

কৃষ্ণেরে বেড়িয়া গোপী উল্লাস অন্তরে ॥

বর মালা দিল সবে গোপালের গলে ।

হাস্ত লাগু কটাক্ষ করিয়া গোপীকুলে ॥

তবে নটবর বিদগ্ধ শ্রামরায় ।

বাত পসারিয়া কোল দিল গোপিকায় ॥

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ধরে বীণা ।

শ্রামচাঁদে ফুলশর মারে কোন জনা ॥

কেহ দেয় ফুলুম চন্দন শ্যাম অঙ্গে ।

কেহ দেয় চুন্দান রসের তরঙ্গে ॥

কেহ মারে পিচিকা ফুলের ফাণ্ড চুয়া ।

বন্ধ দৃষ্টে হাসে কেহ চন্দ্রমুখ চেয়া ॥

কেহ কহে দেহ কান্ন আলিঙ্গন দান ।

কেহ কহে পরশিয়া রাখহ পরাণ ॥

কেহ কহে প্রাণনাথ কি কহির আর ।

রতি দান দিয়া জঁউ রাখ গোপিকার ॥

গোপিকার লাঘ্য আরতি রস দেখি ।

বোগমায়া হৃদয় করিল পদ্ম-অঁখি ॥

অনঙ্গ আরতি খঙাইতে গোপীগণে ।

ষোল সহস্রেক রূপ হৈল নারায়ণে ॥

এক তরুণে এক গোপিকা গোপাল ।

সব গোপী সংহতি বিহরে নন্দলাল ॥

প্রেম আলিঙ্গন হাত রসের কোঁতুকে ।

মনের মানস গোপী পাইল বড় সুখে ॥

আপনারে আপনি বাথানে ব্রজনারী ।

পিরীতে আমরা বশ করিহু মুরারি ॥

আমা সবাকারে কৃষ্ণ হইলা সদয় ।

ধন্ত সে আমরা হেন ভাবিল হৃদয় ॥

আমা সব সমান কৃষ্ণের প্রিয় পণে ।

হয় না হবেক নাহি এ তিন ভুবনে ॥

আমা সব সম নাহি ভাগ্যবতী আর ।

আমরা পাইহু কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার ॥

এত যদি মনেতে ভাবিল ব্রজনারী ।

বাড়িল গোপীর গর্জ জানিল মুরারি ॥

কৃষ্ণ সন্নিকটে এক ব্রজবালা ছিল ।

দয়ানিধি কান্ন তারে করেতে ধরিল ॥

অনেক কামনা তার ছিল পূর্বকালে ।

সেই ফলে তার কর ধরিল গোপালে ॥

গোপিকাগণের মান গঞ্জিবার তরে ।

অঙ্গধান হৈল কান্ন সবার ভিতরে ॥

কৃষ্ণ না দেখিয়া গোপী বড়ই কাতর ।

অনঙ্গ অনলে সবে হৈল জর জর ॥

কৃষ্ণগুণে গোপীগণ কান্দিয়া বেড়ায় ।

গোবিন্দমঙ্গল দ্ব্যম্বীশ্যাম দাস গায় ॥ ১৪২ ॥

কৃষ্ণ অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেল ।

রাগ পাহাড়ি ।

কৃষ্ণ না দেখিয়া বনে আকুল গোপিকাগণে

হোহে অতি যত্ন সাগরে ।

ক্ষিতি লোটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে

গোপিকাগণের কৃষ্ণ অবেষণ ।

তহু তিতে নয়নের নীরে ॥

রাগিণী ককণা ।

ওহে প্রাণনাথ হরি বঞ্চিয়া বরজ নারী

কোথা গেলে পাব সহী জীবন আমার ॥ ৫৮ ॥

কোথাকারে করিলে গমন ।

কাননে ভ্রময়ে গোপী শ্রাম অবেষণে ।

না দেখি তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক

অহুরাগে আপনা আপনি নাহি চিনে ॥

তব গুণে ত্যজিব জীবন ॥

কৃষ্ণের আজ্ঞার মেঘ উড়িল গগনে ।

তোমার মুরলী স্থানে নিশাকালে ঘোর বনে

ঢাকিল চঞ্জের জ্যোতি ঘোর কুঞ্জবনে ॥

আনহিলে আমা সবাচারে

আন্ধারে না দেখে পথ গোপিকা সকল ।

কি দোষে নিদয় হৈয়া গেলে তুমি তেয়াগিয়া

নদীতীরে বন ঘোর ভয়েতে বিকল ॥

মরিব না দেখিয়া তোমারে ॥

হাম অবলিনী জাতি আর গোয়ালিনী তথি

কেহ কারে ছান্দিয়া ধরিগ ব্রজনারী ।

ভাল মন্দ কিছুই না জানি ।

কেহ কহে কোথা পাব মুকুন্দমুরারি ॥

বারেক দর্শন দিয়া গোপিকাগণেরে জীয়া

এক গোপী আঙুসরি বলয়ে বচন

করুণাসাগর চিন্তামণি

সেবা কর আছি আমি নন্দের নন্দন ॥

বদধি গোপপুরে জন্মিলে নন্দের ঘরে

এক গোপীর স্তনে মুখ দিয়া আর জনা ।

ভাগ্যবতী যশোদা জঠরে ।

ফেলাইয়া দিয়া বলে মরিগ পুতনা ॥

তোমার লাবণ্য দেখি হইহু পরম সুখী

এক আরে আহাড়িয়া গেল কত দূরে ।

দাসী রূপে ভজিব তোমারে

বলে দেখ বিনাশিত্ত গ্লান্ব অহুরে ॥

দীন দুয়ানিধি বলি জগতে বলাও হরি

এক গোপী নেতাঞ্চল করে ছই ফাল ।

পতিতপাবন নাম ধানি ।

বলে বকাহুর মারি মুক্ধি সে গোপাল ॥

যে যার শরণ লয় সে জন কি ত্যজে তায়

বাতুল সমান গোপী হারান্নে কাহুরে

কেমনে বলাবে চিন্তামণি ॥

ক্ষণে ঘোর বনে বুলে ক্ষণে নদীতীরে ॥

কুলে জলাঞ্জলি দিয়া আইহু কলকী হৈয়া

চাহিয়া আকাশ মুখে বলয়ে বচন ।

ও রাঙ্গা চরণ ভজিবারে ।

তুমি দেখিয়াছ যেতে নন্দের নন্দন ॥

অধর অমৃত দিয়া গেলে তুমি মুরছিয়া

তরলতা আদি করি বৈসে বৃন্দাবনে ।

ফেলাইয়া অকুল পাথারে ॥

জিজ্ঞাসিয়া বলে গোপী প্রতি জনে জনে ॥

যদি দেখা নাহি দিবে তবে গোপী বধ পাবে

তোমরা যতক তরু যমুনার তীরে ।

বায় গোপী তব অবেষণে ।

জন্ম লইয়াছ সবে পর উপকারে ॥

শ্রীশ্রী দাস ধানে ভ্রমর নাগরীগণে

অখথ পাকড় বট শ্রীকল তেতুলি ।

কাহুরে চাহিয়া ঘোর জন ॥ ১৪৩ ॥

তোমরা কি দেখিলে নাগর বনমালী ॥

আমি ভাই কদম্ব বকুল আদি বন ॥

কহ কোথা গেলে পাব নন্দের নন্দন ॥

অৰ্জুন আসনা শাল সরল পীয়াল ।
 কহ কোথা গেলে পাব মদনগোপাল ॥
 কুরুবক জাতী বৃথা চাঁপা নাগেশ্বর ।
 তোমরা দেখেছ যেতে বিনোদনাগর ॥
 মাধবী শোলাপ কুন্দ সেউতী রত্নণ ।
 কহ কোন পথে গেল গোপিকারমণ ॥
 কেতকী করবী আর কাঞ্চন মরুয়া ।
 তুমি কি দেখিলে যেতে শ্যাম বিনোদিয়া ॥
 মালতী মন্দার চারু রত্ন পারিজাত ।
 তোমরা বলহ কোথা পাব প্রাণ নাথ ॥
 তুলসী প্রধান তুমি গোবিন্দের প্রিয়া ।
 অহর্নিশ থাক কৃষ্ণদয়ে লাগিয়া ॥
 লুকায়ে রাখিলে কোথা শ্যাম গুণমণি ।
 উত্তর না দেহ হয়ে সবার সতিনী ॥
 সম্মুখে দেখয়ে গোপী যত ভক্ত লতা ।
 সবাকৈ জিজ্ঞাসে প্রাণকান্ন পাব কোথা ॥
 চলিতে চরণে তৃণ লাগে দুর্বাদল ।
 বলে প্রভু পদ লাগি হয়েছে শীতল ॥
 সারী শুক পিক আদি ভ্রমর ময়ূরী ।
 কহ না তোমরা কেহ দেখেছ মুরারি ॥
 মৃগীকূলে দেখি বলে যত গোপীগণ ।
 কৃষ্ণে দেখি করিয়াছ নির্মল লোচন ॥
 এত শুনি বলে তারা যত গোপীগণে ।
 নিকটে পাইবে কৃষ্ণ না ভাবিহ মনে ॥
 এখন পাইবে কৃষ্ণ কমললোচন ।
 হুঃখ না ভাবিহ মনে শুন গোপীগণ ॥
 কৃষ্ণে চাহি কাননে ভ্রমরে ব্রজবালা ।
 বাইতে দেখিল পথে কুন্দ ফুল মালা ॥
 মালা দেখি ব্রজবালা বিচারিল মনে ।
 সেই কলাবতী লয়ে গেল নারায়ণে ॥
 এই কুসুমের মালা ছিল শ্যাম গলে ।
 হিণ্ডিয়া কেহিল মালা রতি রস কালে ॥

দেখ না মাল্যের গন্ধ মোহে বুদ্ধাবন ।
 এখন পাইব কোথা কমললোচন ॥
 হেন রূপে কাননে ভ্রমরে গোপীগণ ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথুন ॥
 যেই কলাবতী ছিল গোবিন্দের সনে ।
 কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া সে গর্ব কৈল মনে ॥
 সেই নারী কহে কৃষ্ণে হরষিত মনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শ্যাম দাস গানে ॥ ১৪৪ ॥

কৃষ্ণ-প্রেম-গর্বিতার গর্ব ভঙ্গ ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

নাথ বিনে হুঃখ কহিব কাহারে ।
 প্রভু বিনে হুঃখ কোন্ তারে ॥ ১ ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ কাহিনী ।
 হরষিত মনে কৃষ্ণে কহে সে গোপিনী ॥
 শুন শুন প্রাণনাথ আমার বচন ।
 চলিতে না পারি পথে হুঃখায় চরণ ॥
 গোপিনীর সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমাতে ।
 স্থগিত হইল আমি তোমার পিরীতে ॥
 তৃণাকুর কাননে তিমির নিশি তায় ।
 জর জর হইল শোণিত পড়ে পায় ॥
 যদি মোর তরে নাথ আছে তব দয়া ।
 তবে মোরে লয়ে চল কাঙ্কে বসাইয়া ॥
 এত শুনি হাসিয়া কহেন পদ্ম-আঁধি ।
 কাঙ্কে বসাইব তোরে শুন চন্দ্রমুখী ॥
 এত বলি স্বক পাতি বসিল গোপালে ।
 কৃষ্ণকঙ্কে বৈসে গোপী অতি কুতূহলে ॥
 গোবিন্দের শির করে ধরে ব্রজবালা ।
 কঙ্কে করি যান প্রভু ভক্তিতানে ভোলা ॥
 কত দূর গিয়া কৃষ্ণ যারার নিধান ।
 আছাড়িয়া কেলি তারে হৈলা অন্তর্ধান ॥

মুখ চাপি ভূমে গোপী পড়িল নির্ভরে ।
 হাত পাশ্বে গেল ছড় শোণিত নিকলে ॥
 মোহ গিয়া কতক্ষণে পাইল চেতন ।
 উঠিয়া না দেখি কৃষ্ণ করয়ে রোদন ॥
 প্রহে প্রাণনাথ কৃষ্ণ জান কত মায়া ।
 কোথা গেল প্রভু মোরে পাখারে কেলিয়া ॥
 গোপিকার সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমারে ।
 স্মৃধা রস বরবিলে অধরে অধরে ॥
 হাস্যরস করি রঞ্জে দিলে আলিঙ্গন ।
 নিদারুণ হৈয়া এবে করিলে বঞ্চন ॥
 আপনা খাইয়া কৃষ্ণে কুবোল বলিহু ।
 সেই দোষেও কুল ও কুল হারাইহু ॥
 হেমে হে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে ।
 স্থান লৈয়া থাক গিয়া গোবিন্দচরণে ॥
 একাকিনী করি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল বনে ।
 গোপিনীর সঙ্গে মোর নহিল মিলনে ॥
 আন্ধারে না দেখে পথ ভয়ে কল্মশমান ।
 হুকুরিয়া ডাকে কাহ্ন রাধ হে পরাণ ॥
 কি করিব কোথা গেলে পাব স্তামরায় ।
 কান্দিয়া কাতর হৈয়া কাননে বেড়ায় ॥
 ভয়াকুলী হৈলা ধনী একা বন ভাগে ।
 হেনকালে দেখা হৈল সর্ব গোপী লাগে ॥
 কান্দিয়া কহিল সে সকল গোপীগণে ।
 মোরে একাকিনী কাহ্ন এড়ি গেল বনে ॥
 অনেক আরতি রতি রসের কোতুকে ।
 নিদানে ছাড়িয়া গেলা শেল মারি বুকে ॥
 তবে সে কাহ্নরে না দেখিয়া প্রাণ কান্দে ।
 তোমরা কি সব সখি দেখিলে গোবিন্দে ॥
 গোপীগণ বলে কাহ্ন তোর সঙ্গে ছিল ।
 তোর হেন পতি করি ছাড়িয়া সে খেল ॥
 স্ত্রীবধ করিতে যে তাহার তত্ত্ব নাই ।
 দয়াল কে বলে ভীমে নির্ভর কানাই ॥

ভাল হৈল তোর সঙ্গে হইল মিলনে ।
 এখন কালিয়া কাহ্ন পাব বৃন্দাবনে ॥
 সব সখী বনে কৃষ্ণ চাহিয়া বেড়ায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীশ্রাম দাস গায় ॥ ১৪৫ ॥

গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের আবির্ভাব ।

রাগ কুরুণা ।
 স্ত্রাম অবেষণে ভ্রমে গোপীগণে
 নিকৃঞ্জ বনের মাঝে ।
 দেখে যারে তারে পুছয়ে সবারে
 দেখিলে কি ত্রজরাজে ॥
 না দেখি কাহ্নরে অন্তর বিদরে
 অঝোরে বুরয়ে আঁখি ।
 নহিলে নিদান ত্যজিব পরাণ
 যদি বন্ধু নাহি দেখি ॥
 কহ কি করিব কোথা গেলে পাব
 চিকণ কালিয়া কাহ্ন ।
 হিয়ার পুতলি কান্দে কাহ্ন বলি
 জর জর ভেল তহু ॥
 হেন কালে বনে দেখিল নয়নে
 কুসুমশয়নস্থলী ।
 কহ কিবা ইথে রাধিকার সাথে
 গোবিন্দ করিল কেলি ॥
 বলে সে নাগরী পরম চাতুরী
 কতেক প্রেম সন্ধানে ।
 প্রভু ভগবানে আত্মাধিল বনে
 রাধা সে পিরীতি জানে ॥
 রাধা বিনে আন ভুলাইতে কান
 না দেখি নাগরী মাঝে ।
 আঁখি সবাকারে রাধি বনান্তরে
 লৈয়া গেল ত্রজরাজে ॥

মনমথ শর করিল কাতর
 বুদ্ধি বল প্রাণসখি ।
 তবে সে শীতল হইব কেবল
 পরশিলে পদ্ম-অঁথি ॥
 কান্দিয়া কাননে ভ্রমে গোপীগণে
 চাহিয়া নাগরবরে ।
 কান্ন কান্ন করি উচ্চ রব ধরি
 পড়িলা শোকসাগরে ॥
 অচেতন মতি যতেক যুবতী
 জানিল জগতবন্ধু ।
 বিজুরী বন্ধানে গোপী বিদ্যমানে
 আইল করুণাসিদ্ধ ॥
 দেখিয়া নাগরে হরিষ অন্তরে
 ধাইল নাগরীগণে ।
 শতপুর করি বেড়িল নাগরী
 পুরুষবর কাননে ॥
 তবে গোপীগণে হরষিত মনে
 কর পসারিলা কান্ন ।
 ভঃখীশ্রাম কয় এ বড় আশ্রয়
 যদি পাই পদরেণু ॥ ১৪৬ ॥

গোপ কামিনীগণের সহিত
 কৃষ্ণের মিলন ।

রাগ করুণা ।

আজি বড় শুভ দিন হে
 প্রাণনাথে পাইয়া ॥ ৫ ॥

গোপীর একান্ত ভাব জানি বনমালী ।
 অবিলম্বে আসিয়া গোপিনী মধ্যে মেলি ॥
 বাহড়িয়া প্রাণ বেন পাইল শরীরে ।
 গোপিকা আলিঙ্গন হৈল দেখিয়া কান্নরে ॥

চতুর্দিকে নারী সব বেড়ে নারায়ণ ।
 তারা মধ্যে চন্দ্র বেন হইল শোভন ॥
 কটাক্ষ করিয়া কেহ বলেন বচন ।
 পরশিয়া প্রাণনাথ রাখহ জীবন ॥
 কেহ বলে প্রাণ দহে মদন অনল ।
 আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ করহ শীতল ॥
 কেহ কহে প্রাণনাথ কর অবধান ।
 অধরে অধরমধু রস দেহ দান ॥
 এ সব কৌতুক কেলি কদম্বের তলে ।
 শোভা করে রাধা কান্ন গোপীর মণ্ডলে ॥
 যোজন অশীতি কল্পতরু মিরমাণ ।
 যোজনেক পরিসর বিচিত্র উদ্যান ॥
 দেখিতে রূপস তরু কাঞ্চন বরণ ।
 নীলবর্ণ পত্র তার অতি সুশোভন ॥
 শাখা সুখদল তরু সৌরভ বহুল ।
 খেত রক্ত নীল পীত পঞ্চ বর্ণ ফুল ॥
 সারী শুক পিক তথি ভ্রমর ঝঞ্ঝারে ।
 মদন উন্মত্ত হৈল গোপিনী বাজারে ॥
 সপ্তমাবরণে তথি বিহার সদনে ।
 নানা কেলি কলা রস রাধা কান্ন সনে ॥
 আবরণ ভেদ কিছু করিব বর্ণন ।
 ভঃখীশ্রাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ১৪৭ ॥

রাধাকৃষ্ণের রাস বিবরণ ।

রাগ গৌরী ।

রাধা কান্ন হু জনে সরস রস-কেলি ।
 বরণে বরণে ব্রজ বনিভা সকলি ॥ ৫ ॥

চিন্তামণি নামে স্থান অতি অল্পম ।
 যথা রাস রস কেলি রাধা বনশ্রম ॥
 কালিন্দী যেটিত তথি গহন গভীর ।
 প্রবল তরঙ্গ তথি সুধারস নীর ॥

কমল কুমুদ শোভা করে জল ফুল ।
 সৌরভে লালসে তথা মত্ত অলিফুল ॥
 ডাছকী হংসিনী হংস ক্রোড়ে চক্রবাক ।
 নানা নাদ করে জলচর লাখে লাখ ॥
 নিকুঞ্জ খঞ্জন ছই তটে শোভা করে ।
 শিখী শিখণ্ডিনী তথা নৃত্য করি ফিরে ॥
 কপোত কোকিল শুক ডাকে তরুডালে ।
 ব্রমর বন্ধারি মধু পান করে ফুলে ॥
 কর্ণিকার মহা শোভা কোটি সূর্য্য জিনি ।
 উজ্জ্বল করিল আর সূর্য্যওপ মণি ॥
 মণি মণ্ডপের শোভা কি বর্ণিতে পারি ॥
 মহোজ্জ্বল অষ্টদল যাহার উপরি ॥
 তরুপরি রমানন্দ রাধিকার প্রাণ ।
 নিগমে বসিয়া যারে যোগী করে ধ্যান ॥
 ঘৃণাজন মন্দার জিনিয়া মনোহর ।
 ললিত মধুর বেশ ত্রিভঙ্গ সূন্দর ॥
 সর্ব্ব মনোমোহন করিতে সেই জানে ।
 কুঞ্চিত কেশরে চূড়া টাননি দক্ষিণে ॥
 চম্পক মঞ্জু মন্দার চূড়ার বেষ্টিত ।
 ঝিলিমিলি ময়ূরচন্দ্রিকা সুশোভিত ॥
 অলক তিলক চারু কপোলে বিরাজে ।
 গৌরোচনা ফাণ্ড বিন্দু শোভে তার মাঝে ॥
 ফুলধনু জিনি ভুরু রমণীমোহন ।
 বিশাল নয়ন আভা অরুণ বরণ ॥
 মনমথ শর জিনি অঞ্জন রঞ্জন ।
 অরুণ অম্বুজ কিবা নাটুয়া খঞ্জন ॥
 ঐতিমূলে কুণ্ডল দোলয়ে গণ্ডস্থলে ।
 তা দেখি তপন ত্রাসে গগনমণ্ডলে ॥
 তিলফুল জিনি নাসা অতি মনোহর ।
 চল গজয়তি তাহার উপর ॥
 সুখপদ্য মনোহর সুখ বস বাসি ।
 স্বরস অধরে বসিধরে সুবাসি ॥

কুন্দের কলিকা কিবা দাড়িয়ের বিচি ।
 কিবা অপক্লপ সেই দত্তপংক্তি রুচি ॥
 তীর্থগৃহী বকৃকৃ অতি সুশোভিত ।
 মণি মাণিক্যের মালা তাহে বিভূষিত ॥
 শ্রীবৎস কোস্তভ চিহ্ন ছদয়ে বিরাজে ।
 প্রবাল মুকুতা হার শোভে তার মাঝে ॥
 বাহুদণ্ড বিশাল জিনিয়া করীকর
 অঙ্গদ বলয় তথি অতি মনোহর ॥
 ভুজদণ্ডে বাজুবন্ধ অতি মনোহারী ।
 করাবুলে শোভা করে মাণিক্য অঙ্গুরী ॥
 অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত চর্চিত কলেবর ।
 কেশরী জিনিয়া মাঝা তাহে পীতাম্বর ॥
 কটিতে বেষ্টিত মণি কিশিণীরজাল ।
 রামরম্ভা জিনি উরু যুগল রসাল ॥
 চরণ পঙ্কজে মণি নূপুরের শোভা ।
 সূতঞ্জ সৌন্দর্য্য জগজন মনোলোভা ॥
 নখেন্দুকিরণ শ্রোতা কি কহিতে পারি ।
 ছটা-মোহে পূর্ণ ব্রহ্মা লুটে বহুক্ষরী ॥
 পাদপদ্ম নিরুপম বাঞ্ছে সুরবাজে ।
 শ্রবজবজ্রাহুশাযুজ চিহ্ন তাহে সাজে ॥
 এইরূপে কৃষ্ণে মন করহ ধৈর্য্যন ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীশ্রাম দাস গান ॥ ১৮ ॥

রাসমণ্ডল বর্ণন ৭

রাগ কেদার ।

হেন শ্যাম মনোহর বনমালী বংশীধর
 রাই সজ্জে পূর্ণ যৌলকলা ।
 ধেরানেনা দেখে যোগী গোপোপ্রমে অহরারী
 কল্পতরু তলে নিত্য লীলা ॥
 সূর্য্যমণ্ডপ তথি হীরা নীলা গজমতি
 বসন্তমল করে রত্নবারা ॥

কনক কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
তার মধ্যে মাণিক্যের বারী ॥
কোটি সূর্য্যজিনিপ্রভা কি দিব গৃহের শোভা
খচিত রতন সে মুকুর ।
অপূর্ব্ব সে আয়তন দরশে হরয়ে মন
তার মাঝে বিনোদ ঠাকুর ॥
অষ্টদলপদ্ম তথি নিন্দিয়া অরুণ ভাতি
কর্ণিকা উপরে রাধা শ্যাম ।
যোগপীঠ হেটে ধন্য সন্মুখেতে গোপকন্যা
ঋতিকঙ্খা দক্ষিণে সূঠাম ॥
দেবকন্যা পূর্ব্বভাগে সেবয়ে উত্তরদিগে
মুকিকন্যা মধুর মুরতি ।
ললিতা শ্যামলা আর সেবয়ে যে দগে যার
তথা চন্দ্রাবলী রসবতী ॥
তেন রূপে যোল রামা ভজে তারা শ্যামশ্রাম
লীলা খেলা হাস্য পরিহাসে ।
মদন চন্দ্রভি বায় কেহ নাচে কেহ গায়
কেহ কেহ রঙ্গ অভিশাষে ॥
য়ড়িয়া যোজন চারি কল্পতরু মনোহারী
গুদ্র স্বর্ণ জিনিয়া বরণ ।
নীলবর্ণ পত্র তথি ফুল ধরে পাঁচ ভাতি
ফলে মুক্তা প্রবাল রতন ॥
শ্বেত রক্ত পীত আভা প্রতি কৃষ্ণ তথি শোভা
সৌরভে তুলনা দিতে নাই ।
পল্লব বসন্ত তথা কন্তুরী সন্তব পাতি
মলয়জ স্থিতি সেই ঠাঞি ॥
ভাহার পশ্চিম ভাগে মালতি মল্লিকা নাগে
অপূর্ব্ব আমোদ ধরে তথা ।
বনমালী লতা নাম বামে বেত অল্পম
নানা রস মধুর সংযুতা ॥
উত্তরে মল্লিকা চৈব সদা মধুরস প্রব
কাকিন লতিকা ঐ স্থানে ।

লবঙ্গ লতিকা আর পূর্ব্ব আমোদিত যার
সোমচির লতা অগ্নিকোণে ॥
দক্ষিণে পদ্মের লতা নানা সুখ সমাপ্রিতা
মাধবী লতিকা নৈঋতে ।
কল্পতরু অষ্ট ভিতা শোভা করে অষ্ট লতা
পরাগ কপূর সমন্বিতে ॥
অপূর্ব্ব কানন মাঝে কর্ণিকা কেশর সাজে
শোভা করে যুগল মুরতি ।
গোবিন্দমঙ্গল রসে হৃৎখীশ্যাম দাস ভাষে
হরিপদে রত্নক ভকতি ॥ ১৪৯ ॥

লীলারূপাবনের আবরণ রহস্য ।

রাগিণী গৌরী ।
কুঞ্জ বনে ধনী কুঞ্জ বনে ।
রাধা রসময়ী শ্যাম সনে ॥ ঙ্র ॥
রাধা রসবতী শ্যাম সঙ্গে রসকেলি ।
বরণে কল্পে ব্রজবনিতামণ্ডলী ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ রসকেলি :
যে রূপে বিপিনে বিহরয়ে বনমালী ॥
অপূর্ব্ব আসন তথি বিচিত্র বিচিত্র ।
চিন্তামণি নামে স্থান শ্যামের পিরীত ॥
সপ্তমাবরণে তথা সফলা উপর ।
যোগপীঠোপরে মণিমণ্ডপ স্নন্দর ॥
অষ্টদল পদ্ম তথি প্রাতঃরবি রঙ্গ ।
কেশরের মাঝে সে গোবিন্দ রাধা সঙ্গ ॥
সখী চন্দ্রাবলী তথা রাধিকা সমান ।
ভূজে ভূজ দিয়া শ্যামে দেই প্রেম দান ॥
রাধা রসবতী সঙ্গে অঙ্গ হোলি সুখে ।
পশ্যন্তী পরমানন্দ পশ্চিমের মুখে ॥
হাস্যরস কৌতুক বিবিধ পরিকারে ।
কল্প শত যুগ যাব নিমিষ গোচরে ॥

কিশোর কিশোরী দৌহে কর্ণিকার মাঝে ।
 অষ্টদলে অষ্ট সখী সেবে ব্রজরাজে ॥
 সমুখে ললিতা রহ শ্যামলা বায়বে ।
 উত্তরে শ্রীমতী সদা শ্যামপদ সেবে ॥
 স্নানরী শ্রীহরিপ্রিয়া আছেন ঈশানে ।
 পূর্বেতে বিশাখা রহ সত্যা অগ্নিকোণে ॥
 দক্ষিণে নিবসে পদ্মা ভদ্রা সে নৈঋতে ।
 কোণায়ে সে চন্দ্রবতী সেবে প্রাণনাথে ॥
 চন্দ্রাবলী চিত্ররেখা চন্দ্রাভ মদনা ।
 শ্রী আর শ্রীমধুমতী সখী দুই জনা ॥
 শশীরেখা কৃষ্ণপ্রিয়া এই ষোল সখী ।
 প্রত্যক্ষ রভসে ভজে প্রভু পদ্ম-আঁখি ॥
 যোগ পীঠ পশ্চিমে সে প্রথমাৱরণে ।
 ১. সেবন্তী সে গোপকন্ডা কৃষ্ণধ্যান মনে ॥
 কিশোরী মধুরা নানা গোপাক্ষনাগণ ।
 সম্ভাবে যুগল তনু করে নিরীক্ষণ ॥
 দ্বিতীয়াৱরণে শ্রীদামাদি দ্বারপাল ।
 তৃতীয়াৱরণে স্তোককৃষ্ণাদি ছাওয়াল ॥
 চতুর্থাৱরণে তথা সুরভি সকল ।
 উত্তমুখে করে ধ্যান মুরতি যুগল ॥
 পঞ্চমাৱরণে দ্বারে পারিজাত তরু ।
 তার তলে সুরবর্ণের মন্দির সূচাক ॥
 ২. অশ্বজ দ্বাদশ দল সিদ্ধ পীঠ মাঝে ।
 বাসুদেব কেলি মণিসিংহাসন রাজে ॥
 প্রধান রুক্মিণী সত্যভামা লগ্নজিতা ।
 ৩. স্নানকর্ণা মিত্রবৃন্দা স্নানন্দা চতুর্থা ॥
 জাম্ববতী সুনীলা স্নানরী শশিমুখী ।
 বাসুদেব পদ সেবে এই অষ্ট সখী ॥
 উদ্ধবাদি পারিষদ সেবে যার পায় ।
 ৪. হরি মুখে বিধাতা বাঁহার গুণ গায় ॥
 অষ্টমাৱরণ মাঝে বিষ্ণু সর্বেশ্বর ।
 ৫. লক্ষ্মী সরস্বতী তথা সেবে নিরন্তর ॥

তথায় অনন্ত ব্রহ্মা শঙ্করাদিগণ ।
 সমাধি সাধনে সেবে গোবিন্দচরণ ॥
 গুরু চতুর্ভুজ বিষ্ণু সপ্তমাৱরণে ।
 দ্বার সেবা করে সে যে কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥
 বিষ্ণুগণ সঙ্গ তার আছেয়ে অপার ।
 নানা কেলি কলা রসে পালই ছয়ার ॥
 যোগপীঠে উত্তরে প্রথম আৱরণে ।
 সেবন্তী সে মুনিকন্ডা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥
 দ্বিতীয়াৱরণে সূদামাদি শিশুগণে ।
 এক চিত্ত হৈয়া সেবে যুগল চরণে ॥
 সূবলাদি শিশু আছে তৃতীয়াৱরণে ।
 চতুর্থাৱরণে ধবলাদি ধেমুগণে ॥
 পঞ্চমাৱরণে হরি চন্দনের ছার ।
 সূবক মন্দিরে সেবে রতিপতি তায় ॥
 ষষ্ঠ আৱরণে সেবে যত দেবগণ ।
 ধেম্যান ধরিয়া সেবে গোবিন্দচরণ ॥
 সপ্তমাৱরণে যত বিষ্ণুগণ মণ্ডলী ।
 দ্বারে সেবা করে তবে বিষ্ণুগণ মেলি ॥
 যোগপীঠ পূর্বেতে প্রথমা আৱরণে ।
 সেবয়ে সে দেবকন্ডা গোবিন্দচরণে ॥
 তদন্তরে দিব্য স্থলী দ্বিতীয়াৱরণে ।
 বসুদাম আদি শিশু সেবে রাধাকানে ॥
 সুরসেন অতি শিশু তৃতীয়াৱরণে ।
 চতুর্থাৱরণে শ্রামলাদি ধেমুগণে ॥
 পঞ্চমাৱরণে শোভা সন্তান তলারি ।
 সূবর্ণ মন্দিরে উবা অনিরুদ্ধ রায় ॥
 ষষ্ঠ আৱরণে সনকাদি মুনিগণ ।
 সমাধি সাধনে সেবে রাধিকাচরণ ॥
 সপ্তমাৱরণে গৌরী বিষ্ণুগণ মণ্ডলী ।
 সেবা নিম্নোজনে আছে বিষ্ণুগণ মেলি ॥
 যোগপীঠ দক্ষিণে সে প্রথমাৱরণে ।
 ৬. ঐতি কন্যাগণ তথা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥

দ্বিতীয়াবরণে কিঙ্কিণাদি শিশুগণে ।
 লবঙ্গাদি শিশুগণ তৃতীয়াবরণে ॥
 চতুর্থাবরণে রহে কামধেনুগণ ।
 পয়োদান করে অুথে কৃষ্ণে দিয়া মন ॥
 পঞ্চমাবরণে তরু মন্দার তনয় ।
 সুবর্ণ মন্দির রত্ন সিংহাসন তায় ॥
 পরম সুন্দরী রতি প্রহ্লাদ সংহতি ।
 কেলি কলা নানা খেলা অনেক আরতি ॥
 ষষ্ঠ আবরণে সর্ক মুনির মণ্ডলী ।
 সপ্তমাবরণে কৃষ্ণ বিষ্ণু দ্বারপালী ॥
 সপ্তমাবরণ পাশে একাদশ বন ।
 মধ্যে বৃন্দাবন নিত্য লীলার কারণ ॥
 বৃন্দাবন বেড়ি ওই মকরকুমারী ।
 ফল জল সৌরভ সুখদ মনোহারী ॥
 রত্ন ঘাট সারি সারি শোভা করে কুলে ।
 হুঃখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৫০ ॥

রাস রস কেলি ।

রাগ কোশিক ।

রাধা কাহ্ন মেলি রাস রস কেলি
 বৃন্দা বিপিনের মাঝে ।
 কিশোরী কিশোর রসের সাগর
 নাগর রসিয়া রাজে ॥
 নাগরী রতনা মধুর বদনা
 মধুর সঙ্গীত সভা ।
 • নীল মেঘ কোরে বিজুরী সঞ্চারে
 ছুঁ ছুঁ হ মনোলোভা ॥
 মধুর মণ্ডলী মনোহর স্থলী
 সাত আবরণ তায় ।
 সব সখী সঙ্গে মনমথ রঙ্গে
 বিহরে বিনোদ রাস ॥

রাধা রসবতী সঙ্গে প্রাণপতি
 পিরীতি সাগরে ভাসে ।
 বিকসে কমল মধুপ আকুল
 মধু পিয়ে কত রসে ॥
 রাধা কাহ্ন মেলি করে কত কেলি
 কল্লতরুবর মূলে ।
 যোগপীঠ হেটে বজ্র নিকটে
 ব্রজবালা কুতূহলে ॥
 উত্তর দক্ষিণে পূর্ব ও পশ্চিমে
 শোভয়ে রমণী ঠাট ।
 রসিকা রমণী সঙ্গে শিরোমণি
 পাতিয়া প্রেমের হাট ॥
 নাগরী নাগরে বিকিকিনি করে
 অমূল্য ঘোবন ধনে ।
 বজ্র মধুর অধর অধর
 হাশুরস আলিঙ্গনে ॥
 রজত কাঞ্চন প্রবীণ শোভন
 বিপিন বিরিন্দাবনে ।
 রাধা কৃষ্ণ পদ পরম সুখদ
 হুঃখীশ্রাম ভাবে মনে ॥ ১৫১ ॥

রাধাকৃষ্ণের রাস-বিহার ।

রাগিণী ধানত্রী ।

কালিন্দী কিনারে চাক কদম্ব কলপতরু
 মণিময় মণ্ডপের মাঝে ।
 দিব্য চিত্তামণি স্থানে রত্ন রাজ সিংহাসনে
 কিশোর কিশোরী সঙ্গে সাজে ॥
 পয়িহাস রত্নরসে পিরীতিসাগরে ভাসে
 আরতি প্রেমের ওর নাই ।
 শ্রাম গৌর অঙ্গে হেলি বিলাসে বিবিধ কেলি
 ধন্য ধন্য রাধিকা কানাই ॥

নয়নে নয়নে রস বদনে বিলসে হাস

অহেদে মিলন হই জনে ।

বস্তু সব প্রিয় সখী শ্রাম সঙ্গে অকৌতুকী

বিবিধ মঙ্গল গীত গানে ॥

কেহ দেয় করতালি কেহ ডাকে ভালি ভালি

বৃন্দাবনে নাগরী-বাজার ।

তারক মণ্ডল মাঝে পূর্ণ শশধর সাজে

একা কাহ্ন প্রাণ সবাকার ॥

রাই কর ধরি করে নাচি যায় ধীরে ধীরে

অলসে হেলিয়া ছই অঙ্গে ।

চলিতে বিনোদ রায় স্বরে সঙ্গীত গায়

কেহ বাঁণ বজ্র ধরে রঙ্গে ॥

শ্যামের সম্পদ রাধা মরমে মরমে বাধা

একা প্রাণ যুগল মুরতি ।

মুদঙ্গ মন্দিরা যন্ত্র উপাঙ্গ বিবিধ তন্ত্র

শ্রুতি ধরে বরজ যুবতী ।

শ্রমে বশ হৈয়া তহু রসালসে রাধা কাহ্ন

বাসিলা যে রহ্ন সিংহাসনে ।

বহে মল সমীরণ সুবাসত বৃন্দাবন

নীতল বসন্ত সেই স্থানে ॥

ললিতা শ্রামলা আদি যত প্রিয় বৈদগ্ধী

উল্লাসত যে বার সেবায় ।

মানস করিয়া মনে হুঃখীশ্রাম অল্পক্ষণে

ও পদ পঙ্কজ ছায়া চায় ॥ ১৫২ ॥

গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের

রাস বিহার ।

রাধ কেদার ।

বনে বিনোদ বিনোদিনী রাই ।

কিশোরকিশোরী রূপমোহর হই মুখ চাই

চাঁদ চকোর জই-জইসে

মিলন কমল অলিকুল রঙ্গ ।

কপন কোটি কোটি যুগল জাতু

করহঁ নহঁ দিঠে ভঙ্গ ॥

স্বর তরু যুত প্রেম পুলকিত

শ্তোক পিক রস বোর ।

হুঃখীশ্রাম কওহি

আরতিয়া কিশোরী কিশোর ॥ ১৫৩ ॥

নীতল পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে ।

রাই রসে রহে সে বিনোদ ব্রজরাজে ॥

স্বর্ণমণ্ডপ মাঝে রহ্ন সিংহাসন ।

বিকসিত কল্পতরু অপূর্ণ রচন ॥

সুবতরু শত শত বিচিত্র কানন ।

সারী শুক পিকগণ ভ্রমরী গায়ন ॥

প্রতি তরু সুপল্লব স্নানীত ছায়া ।

গোপিকা-রমণ রসে শ্রাম বিনোদিয়া ॥

ভাগ্যবতী ব্রজবধু ধন্য ত্রিভুবনে ।

কুঃখ বরিষে দেব কিম্বদী পায়নে ॥

মনমথ উন্মত্ত গোপিকা মণ্ডলে ।

সবাকার মনোরথ পুরিল গোপালে ॥

এক তরু মূলে এক গোপাল যুবতী ।

যোগমায়া স্বজন করিলা যত্নপতি ॥

সমান বয়স সবার সমান যৌবন ।

সমান গঙ্গীত-রস সমান গায়ন ॥

সমান লাবণ্য বেশ সমান আরতি ।

সমান কৌতুক কেলি সবার সঙ্গতি ॥

সুখদ মন্দিরে শ্রাম সঙ্গে সুধাননী ।

রাস রস কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ॥

মরমে মরমে দৌহার বন্ধনে বয়ানে ।

বরিষে মদন শর নয়নে নয়নে ॥

কমলে করয়ে কেলি মত্ত মধুকর ।

বিলাসে মদনকেলি নাগ

কত পরিপাটি রস জানে রাধা কাহ্ন ।
 নব নব আরতি পিরীতিময় তহ্ন ॥
 তুলনা কি দিতে পারি ছজন্য প্রেম ।
 অপূর্ব মিলন যেন মরকত হেম ॥
 প্রথম পিরীতি রসে নব্বনে সন্ধান ।
 দ্বিতীয় পিরীতি রসে ঘন চুন্দান ॥
 তৃতীয় পিরীতি রসে মধুরস ভাবে ।
 চতুর্থ পিরীতি প্রেম জদয় বিলাসে ॥
 পঞ্চম পিরীতি রসে গাঢ় আলিঙ্গন ।
 অঙ্গে অঙ্গ হেলি রঞ্জে রহে দুই জন ॥
 ছত্ৰ মুখ দেখি দৌহে বাড়ে প্রেমফাঁদ ।
 রাত গরাসিল কি এ গগনের চাঁদ ॥
 দৌহার পিরীতি রস না যার গণন ।
 ধ্যান ধরি বাহারে ধিয়ায় যোগিগণ ॥
 সে পছ বিলাসে বনে গোপিকাগুণে ।
 ছংশীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৫৩ ॥

সখীগণের রাধাকৃষ্ণ সেবা ।

রাগ পঠমঞ্জরী ।

সুমাধমগুপ মাঝে কিশোর কিশোরী সাজে
 বিলাস সরস রসকেলি ।
 প্রেমাদীপী নারীগণ ছঁহ পদে দিয়া মন
 পদ সেবা করে সবে মেলি ॥
 সম্মুখে ললিতা সখী হইয়া বড় কৌতুকী
 কপূর তাম্বল শ্রামে যাচে ।
 বায়বে শ্রামল্য রয়া স্নগন্ধি চন্দন চুয়া
 হাসিয়া যুগল অঙ্গে সিঁচে ॥
 শ্রীমতী উত্তর ভিতা হৈয়া বড় সানন্দিতা
 ছঁহ পদে চামর ঢুলায় ।
 হরিপ্রিয়া ঐ স্থানে পরম আনন্দ মনে
 অষ্ট রঞ্জে যুগলে সেবয় ॥

বিশাখা সুলক্ষ্মী পূর্বে রহিয়া একান্ত ভাবে
 শ্রামচাঁদে যাচে ফুলশর ।
 সব্যা সখী অগ্নিকোণে সেবয়ে সে ছঁহজনে
 নানা ফুলমালা মনোহার ॥
 পদ্ম সখী দক্ষিণেতে সেবয়ে সরস চিত্তে
 নানা রূপ রস উপহারে ।
 নৈঋতে তদ্রা সুলক্ষিতা কিশোর বয় সাধিতা
 বসন সেবন সমাচরে ॥
 চন্দ্রাবতী সখী করে কনক মুকুর ধরে
 নেহালিতে নাগর নাগরী ।
 চিত্ররেখা সুধামুখী হইয়া বড় কৌতুকী
 কুসুম কামান করে ধরি ॥
 চন্দ্রা বীণা বাদ্য করে মদনা রবাব ধরে
 শ্রিয়াক্ষরিতা খেত ছত্র করে ।
 মধুরেখা গায় গীত শশীরেখা পুলকিত
 মধুর মৃদঙ্গ তাল ধরে ॥
 রসবতী কৃষ্ণপ্রিয়া পরম আনন্দ হৈয়া
 পাঙ্কজা যোগায় রাঙ্গা পায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল গীত ছংশীশ্রাম সুরচিত
 যগল চরণ ছায়া চায় ॥ ১৫৪ ॥

রাসান্তে ভাল কেলি ।

রাগ আশারি ।

পতিতপাবন বালা ।

হরি তোর গো পতিতপাবন বালা ॥ ৫ ॥

ভন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।
 কৃষ্ণ সঙ্গে বিগিনে বিহরে ব্রজবালা ॥
 অল্পম রাধা কাহ্ন গোপিনী মণ্ডলে ।
 সম ভাবে সর্ব সখী সেবিল গোপালে ॥
 সরস সঙ্গীত নৃত্য বিবিধ বিধানে ।
 কুসুম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥

মদন হৃন্দুভি বার বসন্ত বিকাশে ।
 মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ রসে ॥
 সুরতরু বিকসিত কুসুম সুচারু ।
 নানা রঙ্গে নানা ফুল ফলে নানা তরু ॥
 ঋগকুল ডালে বসি পুরে নানা তান ।
 ভ্রমর বাক্যারে ফুলে করে মধুপান ॥
 জলচর বনচর সবার আনন্দ ।
 স্নানোভিত বৃন্দাবন সৌরভে স্নগন্ধ ॥
 কত রস কোঁতুক কে কহিবারে পারে ।
 শিখী শিখণ্ডিনী সবে নৃত্য করি ফিরে ॥
 মহিমা সাগর কৃষ্ণ পরম দয়াল ।
 সবারে সমান কৃপা করিল গোপাল ॥
 গোপিকাগণের মনে পূর্ণ হৈল আশ ।
 কাম্যপ-কুমার হৈল পূর্বে পরকাশ ॥
 ✎ হস্ত রস কোঁতুক কামিনীগণ সঙ্গে ।
 প্রেমদান দিল গোপী গোপালে তরঙ্গে ॥
 অপূর্ব যৌবন কৃষ্ণে দিল ব্রজাঙ্গনা ।
 রাস অন্তে রাখাকাল চলিল যমুন ॥
 সর্ব সখী সঙ্গতি করিয়া বনমালী ।
 যমুনায় নামিয়া করিল জলকেলি ॥
 রমণী রতন সঙ্গে রঙ্গিয়া নাগর ।
 পদ্মবনে করে ক্রীড়া মদ করীবর ॥
 নানা রঙ্গে ঢঙ্গে গোপী গোপাল সংহতি ।
 মনের মানস পূর্ণ পাইল ফলশ্রুতি ॥
 হেনরাপে রজনী হইল অবশেষ ।
 গোপী সঙ্গে গোবিন্দ গোকুলে পরবেশ ॥
 গোপী সঙ্গে আছে বেন জানে গোপগণ ।
 গোবিন্দের মায়্য না জানিল কোন জন ॥
 ✎ এত শুনি পরীক্ষিত অঞ্জলি পুরিয়া ।
 পুছিল মূনির পায় বিনতি করিয়া ॥
 শুন মহা তপোধন মোর নিবেদন ।
 এমন প্রমাদ কথা না শুনি কখন ॥

পরম কারণ সেই কৃষ্ণের মহিমা ।
 সমাধি সাধনে যারে ধ্যান করে ব্রহ্মা ॥
 ভারত তারণে জন্ম লভিল শ্রীহরি ।
 দহজ দলিতে যে মহাব্য দেহ ধরি ॥
 যার নামে মুক্তিপদ পায় জীবগণ ।
 হেন প্রভু পরদার কৈল কি কারণ ॥
 এ হেন অদ্বুত কথা কখন না শুনি ।
 ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥
 শুনিয়া হাসিল মুনি রাজার বচনে ।
 কহিতে লাগিল মুনি অপূর্ব কথনে ॥
 শুন পরীক্ষিত রাজা কহি যে তোমাতে ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে ॥
 সত্ত্ব রজঃ তম আদি ত্রিগুণ যাহার ।
 তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ সকলি সংসার ॥
 হর্তা কর্তা জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন ।
 ভেদ বুদ্ধি নাহি তাঁর সকল লক্ষণ ॥
 অনলে পুড়িলে যেন দোষ নহে কহু ।
 অচ্যুত অনন্ত শক্তি দয়াল সে প্রভু ॥
 অন্যথা না কর চিত্তে শুন নরপতি ।
 কৃষ্ণ ভজ তরি যাবে অশেষ দুর্গতি ॥
 এক চিত্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে ।
 কহিব কৃষ্ণের কথা তোমা বিদ্যমানে ॥
 যে রূপে যশোদা-নন্দ পালে নারায়ণ ।
 শুনিতে হুন্দর কথা ভুবন পুরন ॥
 তরে যে করিল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্রাম দাস ভণে ॥ ১৫৫ ॥

গোপগণের হরগৌরী পূজা ।

রাগ কৌশিক ।

নন্দ আনন্দিত হৈয়া রামকৃষ্ণ সঙ্গে লৈয়া
 ডাকিয়া আনিল গোপগণে ।

সবে মেলি এক মতি নিরুপণ কৈল যুক্তি
হরগৌরী পূজার কারণে ॥

নানা উপহার আনি মধুপর্ক রস চিনি
মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকারে ।

নৈবেদ্য অনেক বর্ষে শকটে পুরিয়া যত্নে
চলিলা সারদা নদী তীরে ॥

গোকুলে বসতি যত গোপ গোপী শত শত
নানা কুতূহলে সবে মেলি ।

শিক্ষা বেণু বাদ্য রঙ্গে সুল পুরোহিত সঙ্গে
চলিল বলাই বনমালী ॥

পরম আনন্দ হৈয়া গোকুল-বৈভব লৈয়া
গেল নন্দ স্বরস্বতী তীরে ।

পরম সুখদ ধাম লিঙ্গ হরগৌরী নাম
মহাঘোর বনের ভিতরে ॥

কৌলিক ব্রাহ্মণ বরি মুখে বেদধ্বনি করি
আরাধিল ত্রিশঙ্কর গৌরী ।

পদ্ম আমলকী দিয়া শঙ্খে গঙ্গা জল লইয়
হরগৌরী অভিব্যক্ত করি ॥

মাতৃকা আস ধরি যাজক উত্তরী করি
করিল পূজার আরম্ভণ ।

নৈবেদ্য মিষ্টান্ন যত দধি ছন্ধ মধু ঘৃত
দেবীরে করিল নিবেদন ॥

তবে নন্দ হরষিতে রাম কৃষ্ণ লৈয়া সাথে
পুষ্পাঞ্জলি দিল মহেশ্বরে ।

যুগল করিয়া কর মাগে মনোমত বর
হর সে প্রসন্ন হৈল তারে ॥

নন্দ গোপ কুতূহলে সকল গোয়াল মেলে
করিলেন মিষ্টান্ন ভোজন ।

গোবিন্দ মঙ্গল পোষা ভুবনে দুর্লভ কথা
ত্রিমুখ নন্দন রস গান ॥ ১৫৬ ॥

ইন্দ্র পুত্র স্তুদর্শনের শাপ মুক্তি ।

রাগিনী টোড়ী ।

বল হরি নাম বড় ধন ।

ধন জন স্তূত দার যারে কর আপনার
সে তোমার ভুলাইছে মন ॥ ১৫৭ ॥

সরস্বতী তীরে নন্দ ব্রজ অধিকারী ।

হরগৌরী পূজা কৈল যজ্ঞারম্ভ করি ॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভাটে দিল নানা ধন ।

তবে গোপ সঙ্গে কৈল রন্ধন ভোজন ॥

হেন রূপে দিন শ্রেষ রজনী প্রবেশ ।

দেখিয়া নন্দে কহে রাম জ্বীকেশ ॥

যাইতে অনেক দূর গোকুল নগর ।

রজনী হইল আসি কানন ভিতর ॥

অজি এ রজনী বধি এই নদী তীরে ।

প্রভাতে বাইব কালি গোকুল নগরে ॥

কৃষ্ণের বচনে নন্দ গোয়াল সকলে ।

ওইয়া রহিল সবে সরস্বতী কূলে ॥

অর্দ্ধেক রজনী বনে হৈল উপনীত ।

হেনকালে অজগর আইল আচম্বিত ॥

অতি বিপরীত তহু দন্ত থরশাণ ।

সঘনে ঘুরায় জিহ্বা পিঙ্গল নয়ন ॥

বোজন ছুড়িয়া তহু কপিশবরণ ।

প্রলয় পবন যেন নিশ্বাস সঘন ॥

ঘুরিতে শিলিল গিয়া নন্দের শরীর ।

অবশেষ রহিল দর্শন অঙ্গে শির ॥

ব্যাঙ্কল হইল নন্দ ভুজঙ্গ গরাসে ।

উচ্চ রবে ডাকে কাহু আইস মোর পাশে ॥

প্রাণ রক্ষা কর কাহু ভুজঙ্গ গিলিল ।

দায়ণ গরলজালে শরীর পীড়িল ॥

নন্দের যাতনা দেখি কোপে জগন্নাথ ।

সর্পের উপরে গিয়া মাঝে পদাঘাত ॥

চরণপরশে সর্প রূপ গেল তার ।
উঠিয়া দাণ্ডায় কৃষ্ণে করি পরিহার ॥
কি কহিব তাহার যে রূপের সন্ধান ।
মন্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্তিমান ॥
চন্দন তিলক তার কপালে উজ্জ্বল ।

শ্রবণে কুণ্ডল দোলে নয়ন কমল ॥
বদন শারদ চন্দ্র জিনিয়া সুন্দর ।
অঙ্গদ বলয় ভূজে অতি মনোহর ॥
কাঁচা সোণা জিনি তনু গলে মণিহার ।
বিচিত্র বসন পরে নানা অলঙ্কার ॥
কটিতে বেষ্টিত তার সূচারু কিস্কিনী ।
চরণ যুগলে বাজে নগর বাজনি ॥
গোবিন্দ চরণ ধরি করে পরিহার ।
তব পদ পরশনে পাইলু নিস্তার ॥

অনেক প্রণতি স্তুতি দণ্ডবৎ করে ।
দেখিয়া সদয় কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল তারে ॥
বিদ্যাধর যেন রূপ দেখিয়ে তোমারে ।
সর্প রূপ হৈলে তুমি কেমন প্রকটরে ॥
এতেক বচন গোবিন্দের মুখে শুনি ।
প্রণতি করিয়া কহে পুট করি পাণি ॥
ভূজঙ্গম বলে প্রভু কর অবধান ।
তোমা হৈতে ব্রহ্মশাপে পালু পরিভ্রাণ ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুক্তি ।
হৃৎকীশ্যাম দাস কহে কৃষ্ণপদে মতি ॥ ১৫৭

ইন্দ্রপুত্র সুদর্শনের পূর্ব কথা-

রাগ ভাটিয়ারি ।

হরিকথা বড় রে মধুর ।

শুনিলে শ্রবণ-সুখ পাঁপ যায় দূর ॥ ১ ॥

কৃষ্ণের চরণ ধরি করে নিবেদন ।

অবগতি করি পাই কমলগোচন ॥

ইন্দ্রের কুমার আমি নাম সুদর্শন ।
স্বর্গগঙ্গা তীরে সুখে করি যে ভ্রমণ ॥
স্নান আচরিয়া আমি সুরনদী জলে ।
রথে আরোহণ করি বাই কুতূহলে ॥
কল্পবৃক্ষতল দিয়া করিলু গমন ।
তথা খেলে অস্ত্রিরা ঋষির পুত্রগণ ॥
তথি মধো এক শিশু অতি অসুন্দর ।
তাহাকে দেখিয়া হাস্য জন্মিল অন্তর ॥
উপহাস বাক্য আমি বলিলু তাহারে ।
কোপে মুনিপুত্রগণ শাপ দিল মোরে ॥
শুন সুদর্শন তুমি ইন্দ্রের কুমার ।
সুন্দর বয়স রূপ যৌবন তোমার ॥
আমা অসুন্দর দেখি উপহাস কৈলে ।
মোর বোলে সর্প হৈয়া থাক মহীতলে ॥
অতি বিপন্নীত তনু হইবে তোমার ।
অজগর রূপে কর কাননে বিহার ॥
হেন ঘোর সম্পাত পাইয়া সুদর্শন ।
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ ॥
ঘোড় কর করি কহে সবার গোচরে ।
অন্ন দোষে হেন শাপ কেন দিলে মোরে ॥
অব্যর্থবচন তুমি মুনির কুমার ।
কহ কত দিনে মোর হইবে নিস্তার ॥
একবার ক্ষম দোষ করি পরিহার ।
দেহ ধরি হেন দোষ না করিব আর ॥
কল্পা দেখিয়া মোর ঋষিপুত্রগণ ।
অহুগ্রহ বাক্য মোরে বলিলা তখন ॥
শুন সুদর্শন হুঃখ না ভাবিহ মনে ।
সর্প রূপ হইয়া থাকিবে বৃন্দাবনে ॥
ভার্যাবতারণে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার ।
দ্বাপরে দৈবকীগর্ভে কৃষ্ণ অবতার ॥
বাল্য জীড়া হবে তার নন্দ্রের মন্দিরে ।
গোধন রাখিবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে ॥

নামকৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করিবে গোকুলে ।
 এক দিন নন্দ ঘোষ অতি কুতূহলে ॥
 গোকুল-বৈভব লয়ে নানা উপহারে ।
 সরস্বতী তীরে যাবে শিব পূজিবারে ॥
 পূজাবিধি আচরিয়া বহু আমোদনে ।
 রজনী হইবে বনে নানা প্রয়োজনে ॥
 শুতিয়া রহিবে সব সরস্বতী কূলে ॥
 নন্দকে গিলিবে তুমি অর্দ্ধরাত্র গেলে ॥
 কাতর হইয়া নন্দ ডাকিবে কৃষ্ণেরে ।
 তবে কৃষ্ণ পদাঘাত মারিবে তোমারে ॥
 কৃষ্ণপদ তব অঙ্গে হবে পরশন ।
 তবে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হইবে সুদর্শন ॥
 এই আজ্ঞা কৈল মোরে মুনিপুত্রগণ ।
 ব্রহ্মশাপ হৈতে পাইছ তোমার চরণ ॥
 শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন ।
 রথে চড়ি স্বর্গপথে গেল সুদর্শন ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ যত গোপগণ ।
 ধস্তা ধস্ত কৃষ্ণেরে বাধানে সর্ব জন ॥
 স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ।
 শুন পরাক্রান্ত রাজা কৃষ্ণের কথন ॥
 তবে রাম কৃষ্ণ আদি গোপ গোপীগণ ।
 গোকুল নগরে সবে করিল গমন ॥
 সুখে বৈসে নন্দঘোষ গোকুল নগরে ।
 অখিল ভুবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি ।
 হৃৎখীশ্যাম কহে কর কৃষ্ণপদে মতি ॥১৫৮॥

শংখচূড়ের আক্রমণ ।

রাগ বরাড়ি ।

শুকদেব বলে বানী শুন নৃপচূড়ামণি
 শ্রবণ-মহল সুখদান ॥

একান্ত করিয়া মন শুনে ভণে যেই জন,
 সে গিলে অমিয়া অবিরাম ॥
 এ সব কৃষ্ণের রস সুজন শ্রবণ বশ
 ভুবনমোহন শ্যাম রাম ।
 তাহে যেবা মজি রয় ত্রিভুবনে করে জয়
 যে করে কৃষ্ণের পদ কাম ॥
 এক দিন নন্দলাল সঙ্গে লৈয়া কামপাল
 সাজিল রজনী পূরবেশে ।
 প্রমদা বল্লভী যত সংহতি যুগল ভ্রাত
 উপনীত বৃন্দাবন দেশে ॥
 কি দিব রূপের শোভা রমণীর মনোলোভা
 মদনমোহন যারে দেখি ।
 রাই অঙ্গে অঙ্গ হেলি নাচি নাচি যায় চলি
 করতালি দেয় চন্দ্রমুখী ॥
 যত ব্রজবধু সঙ্গে সাত পাঁচ এক সঙ্গে
 নানা রূপ ফুল তুলি আনে ।
 বানাই বিচিত্র দাম নিছনি করয়ে শ্যাম
 রাম সঙ্গে বিহরে কাননে ॥
 ব্রজশিশু শিঙ্গা পুরে কেহ ছত্র করে ধরে
 কেহ নাচে কেহ গীত গায় ।
 অগুরু চন্দন চুয়া শ্যাম অঙ্গে মাখাইয়া
 মালা দিল বন্ধুর গলায় ॥
 কি দিব রসের গুর নিজ অহুয়োগে তোর
 কিশোর কিশোরী কুতূহলে ।
 পরম আনন্দ মনে বিলসই বৃন্দাবনে
 জয় ধ্বনি কালিন্দী হু কূলে ॥
 সরস বসন্ত বহে সৌরভে ভুবন মোহে
 বিকশে কুসুম নানা ভাতি ।
 নানা তরু কুসুমিত বিহঙ্গম গায় কীত
 ফুলে ফুলে মকরন্দে মাতি ॥
 শিশিপুঞ্জ তুলি শিরে নাচি যায় ধীরে ধীরে
 গোপিনী মঙ্গল কীত গায় ।

কিন্নরী গায় সুস্বরে বিহঙ্গম নৃত্য করে
কুসুম বরিষে দেৱরায় ॥
রামকৃষ্ণ গোপী সঙ্গে কাননে ভ্রমিতে রঞ্জে
শংখচূড় দিল দরশন ।
গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে চূর্ণভ কথা
‘ছাখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৫৯ ॥

শঙ্খচূড় বধ ।

রাগিণী সিন্ধুড়া ।

ওহে নাথ এমন মহিম্যানিধি কে ॥ ১ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ।
আচম্বিতে শঙ্খচূড় দিল দরশন ॥
পূর্বজন্ম ছিল তার কুবেরের ঘরে ।
আপে সর্প রূপ হৈয়া কাননে বিহরে ॥
যোজন যুড়িয়া তহু অতি ভয়ঙ্কর ।
সঘনে কিরায় জিহ্বা মহা বিষধর ॥
উত্তরে লাগুন সে দক্ষিণ মুখে চলৈ ।
স্বণা পসারিয়া রহে গোপিকা মণ্ডলে ॥
উকড়িয়া পরে গোপী দেখিয়া ভূজঙ্গ ।
তরাসে কম্পিত থর থর করে অঙ্গ ॥
১৬০ রাম কান্ন বসি গোপী ডাকে ঘন ঘন ।
ভূজঙ্গ বেড়িল অঙ্গ রাখহ জীবন ॥
সর্প নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বর ।
অখিল ভুবনপতি মহা বলধর ॥
গোপিকামণ্ডলে রাখি বলরাম ভাই ।
শঙ্খচূড় সন্নিকটে গেল গোবিন্দাই ॥
কৃষ্ণ দেখি শংখচূড় যায় পলাইয়া ।
সর্পের পশ্চাতে কৃষ্ণ যায় খেদাড়িয়া ॥
মহাবনে প্রবেশিয়া চাহে সে কিরিয়া ।
কৃষ্ণের উপর ধায় কণা পসারিয়া ॥

সর্পের বিক্রম দেখি ত্রিদশ ঈশ্বর ।
মুষ্টিক প্রহারে তার মুণ্ডের উপর ॥
শিরে মণি ছিল কৃষ্ণ নিল উপাড়িয়া ।
নিঃশক্তি হইয়া অহি রহিল পাড়িয়া ॥
শরীর ত্যজিল কৃষ্ণ কর পরশনে ।
বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
গোপিকামণ্ডল মাঝে গেল শ্রাম রায় ।
মণি গাথি দিল বলরামের গলায় ॥
নানা রত্নরসোকৃষ্ণ স্নগ্ধ সঙ্ঘতি ।
গোপী লৈয়া বিপিনে বকিলা স্মৃথে রাতি ॥
বৃন্দাবন নাম ভূমি ত্রিলোক অল্পম ।
উপবন আদি যত নানা স্মৃতধাম ॥
উপমা দিবার কিছু নাহি সমতুল ।
স্মৃত অগন্ধ নানা রূপে ফল ফুল ॥
নানা কুতূহলে নিশি হৈল অবসান ।
গোপী সঙ্গে গোকুলে চলিল রাম কান ॥
নিজ নিজ গৃহে গেল গোপকনাগণ ।
কৃষ্ণ মায়া লখিতে না পারে কোন জন ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিহু তোমাৱে ।
নানা কেলি করে কৃষ্ণ গোকুল নগরে ॥
গোপীকার মনে কৃষ্ণ জাগে নিরন্তর ।
ভাবে গুণনিধি কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর ॥
নটবর বেশে শ্যাম বুলে বেড়াইয়া ।
কুলের কামিনী সব চাহে উকি দিয়া ॥
কুন্ত লৈয়া যায় গোপী যমুনায় জলে ।
মুরলী বাজায় কৃষ্ণ কদম্বের তলে ॥
কৃষ্ণের লাভণ্য রূপ যৌবন দর্শনে ।
পাসরিতে নাৱে গোপী শয়ন স্বপনে ॥
হৃদয়ে সদাই জাগে সে কাহুর নেহা ।
অহুরাগে গোপিনী ধরিতে নাৱে দেহা ॥
দেখিলে জীৱায় গোপী মরে না দেখিলে ।
সঘনে খুরয়ে প্রেম নয়নধূললে ॥

এক দিন গোপী গিয়া নন্দের আগারে ।
কৃষ্ণের লাবণ্য কহে গিয়া যশোদারে ॥
শুন গো যশোদা তোর পুত্রের বন্ধান ।
গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১৬০ ॥

যশোদার নিকট গোপীগণের
রুণ্ডানুরাগ প্রকাশ ।

রাগ করুণা ।
গোকুলের যত গোপী শত শত
নন্দের মন্দিরে গিয়া ।
যশোদার আগে কহে অমুরাগে
শ্রামরসে বশ হৈয়া ॥
শুন নন্দ রাণী কাহুর কাহিনী
কহি তোমা বরাবরে ।
মধুর মুরতী নিন্দিত রতিপতি
মোহন মুরলী করে ॥
তরুণা কদম্ব করি অবলম্ব
রহে ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥
মুরলীতে গায় ধ্বনি শুনি তার
কুলের কামিনী কান্দে ॥
বংশী নাদ শুনি তপ ছাড়ে মুনি
পবন হইল স্থির ।
তপনতনয়া মগন হইয়া
উজ্জানে বহিল নীর ॥
বন ভক্তগণ না ধরে জীবন
শুনিয়া বংশীর স্বান
খগ যুগ যত হইল মোহিত
তপ মুখে দেখু ধ্যান ॥
মুরলী শুনিয়া সলিল ত্যজিয়া
কুলে কহে নীর চারি ॥

জীয়ন্তে খুরয় মৃত মুক্তরয়
পাষণ গলিয়া যায় ॥
মুরলীর নাদ অতি পরমাদ
মরমের কথা কয় ।
রসিক রমণী কেমনে না জানি
পর্যাপ ধরণ লয় ॥
দেখিলে সে কান চমকে পরাণ
নয়নে করয়ে বারি ।
চেন গুণনিধি কত কালে বিধি
গঠিল কেমন করি ॥
যে দেখে তাহারে পরাণ না ধরে
হেন বেশ ধরে কানু ।
অপাঙ্গ ইজিতে মোহে রতি নাথে
মুগ্ধতা না ধরে তনু ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব মোহিত এসর্ব্ব
মোহন বংশীর স্বানে ।
কাহুর চরিতে মজিহু সুরতে
দুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ১৬১ ॥

অরিফাসুর বধ ।

রাগিনী টোড়ী ॥

হেদে রে ভাবুক ভাই রামনাম পিয় দিবানিশি ।
যেখানে রামের নাম সেখানে বারানশী ॥
না জানি কেমন কাহু কি জানে সাধন ।
তার অমুরাগে নারি ধরিতে জীবন ॥
গুরু পরিজন ভয় মনে নাহি লাগে ।
হেন মনে করি থাকি সে কাহুর আগে ॥
তাহার লাবণ্যে প্রাণ ধরিতে না পারি ।
মনে করি কাহুর নিছনি লৈয়া মরি ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনি জিতুবনবাসী ।
কাহুর মুরলী শুনি ব্রহ্মাবনে আসি ॥

বনচর জলচর সব হয় ভোলা ।
 এমন রসের বেণু বায় তোর বালা ॥
 কত পরিপাটি জানে বানাইতে বেশ ।
 দরশনে পুলকিত শরীর আবেশ ॥
 কাছুর ভুলনা দিতে অধিলে না দেখি ।
 হৈন জন তোর পুত্র গুন চন্দ্রমুখী ॥
 অনেক কামনা তোর ছিল পূর্বকালে ।
 সেই ফলে গোবিন্দ বিহরে তার কোলে
 বড় ভাগ্যবতী তুমি নন্দের ঘরগী ।
 তোমার পুণ্যের কথা কহিতে না জানি ॥
 ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র কুন্দ ধোয়ানে না পায় ।
 পুত্রভাবে কোলে কাঁখে তুমি কর তায় ॥
 কাছুর দাবণ্য দেখি আমরা সকল ।
 ধরজ ধরিতে নারি হৃদয় বিকল ॥
 এত গুনি যশোদা আপনা ভাগ্য মানি ।
 জগতে বাথানে ধন্য ধন্য বহুমণি ॥
 হেনরূপে গোপপুরে গোবিন্দ বিহরে ।
 সাবধানে গুন অভিমতের কুমারে ॥
 কৃষ্ণের প্রসাদে গোপে নাহি কিছু ভয় ।
 ব্রজপুরে বৈসে নন্দ আনন্দ হৃদয় ॥
 কংসের আদেশে সে অরিষ্ঠার নামে ।
 প্রবেশ হইল গিয়া গোপপুর গ্রামে ॥
 মহা ঘোর রূপ দৈত্য দিতির কুমার ।
 চরণে লাজুল পড়ে শূঙ্গ খরধার ॥
 সঘনে হুঙ্কার পূরে মহা তেজভরে ।
 গোকুল বেড়িয়া বলে খুরে ক্ষিতি চিরে ॥
 হেন মহা দৈত্য দেখি গোপ পুরজন ।
 প্রাণ রক্ষা কর কাছ ডাকে ঘনে ঘন ॥
 গোকুল কাঁড় দেখিয়া ভগবান ।
 হরের সন্নিকটে হেলা আগুয়ান ॥
 গোবিন্দে দেখিয়া দৈত্য আনন্দ হইয়া ।
 কৃষ্ণের মারিতে যায় শূঙ্গ পসারিয়া ॥

দৈত্যের বিক্রম দেখি বিক্রম ঠাকুর ।
 ছই শূঙ্গ ধরিয়া ঠেলিয়া ফেলে দূর ॥
 চরণ চাপিয়া দৈত্য পড়ে মহীতলে ।
 পুনরপি উঠে ক্রোধে শূঙ্গে ক্ষিতি খুলে ॥
 কৃষ্ণেরে মারিতে যায় ভঙ্কার পুরিয়া ।
 তার শূঙ্গ গোবিন্দাই ধরিল ধাইয়া ॥
 বাড় মোড়া দিয়া তারে ফেলে আছাড়িয়া ।
 পরশে পড়িল বীর শক্তির হৈয়া ॥
 নাদ মূত্র তেয়াগিয়া ত্যজিল পরাণ ।
 মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ॥
 স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ।
 রথে চড়ি গেল দৈত্য বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 দেখিয়া কৃষ্ণের তেজ গোপ গোপীগণ ।
 ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাথানে সর্বজন ॥
 এ সব কৃষ্ণের রস গুনিতে সুন্দর ।
 ছংখাশ্রাম বলে নাথ মোরে পার কর ॥ ১ ২ ॥

কংসের সহিত নারদের

কথোপকথন ।

রাগ হিল্লোল ।

তোমরা সব হরি বল রে ভাই ॥ ১ ॥

অরিষ্ট অসুর বধ কৈল নারায়ণ ।
 পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবকণ ॥
 পুতনা ব্রাক্ষসী হৈতে অরিষ্ট অবধি ।
 মারিল অনেক দৈত্য কৃষ্ণ কৃপানিধি ॥
 ধন্য ধন্য মহিমাসাগর গোপীনাথ ।
 তোমা বিনে কেহ নারে খণ্ডিতে উৎপাত ॥
 এ সব দহুজ প্রভু করিলে সংহার ।
 কংসে মার মথুরা করিয়া আগুসার ॥
 চাছুর মুণ্ডিক কুবলয় আদি করি ।
 ধন্য ধন্য বজ্র ভঙ্গ কর নরহরি ॥

জরাসন্ধ শিশুপাল দম্ববজ্র আর ।
 সৰ্ব দৈত্য মারি কর অবনী উদ্ধার ॥
 অনেক প্রণতি স্তাত করি দেবগণ ।
 গোবিন্দে বন্দিয়া কৈল মুনরা গমন ॥
 দেবতার সঙ্গে ছিল নারদ আপনি ।
 যত সব চরিত্র দেখিয়া মহামুনি ॥
 কহিতে কংসের আগে চলিলা স্থরিত ।
 মথুরা নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
 সভা করি বসিয়াছে কংস ভোজপতি ।
 হেনকালে আইল নারদ মহামতি ॥
 উঠিয়া দাণ্ডায় কংস দেখিয়া নারদে ।
 ভকতি প্রণতি করি বসায় আনন্দে ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ মাণ্য অগুরু চন্দন ।
 কাকূতি করিয়া কহে মধুর বচন ॥
 রাজার আদরে মনি কহে ছঃখী হৈয়া ।
 তোমার মরণ ইবে আইছ দেখিয়া ॥
 মহাদৈত্য অরিষ্ট মারিল কৃষ্ণ ধরি !
 তা দেখিয়া নাচে দেব পুষ্পরষ্টি করি ॥
 মৰ্ম্ম উপদেশ রাজা কহি যে তোমারে ।
 শত্রু হৈয়া যত দেব আছে তোর ঘরে ॥
 ভোজবংশ বৃষ্টিবংশ আশ্রয় কর যারে ।
 তোমার মরণ তারা ভাবে নিরন্তরে ॥
 বহুদেব দৈবকী করিল যেবা কৰ্ম্ম ।
 কি আর কহিব রাজা অবিশ্বাস মৰ্ম্ম ॥
 দৈবকী সপ্তম গর্ভে জন্মিল বলাই ।
 তারে লৈয়া খুলে চণ্ডী রোহিণীর ঠাই ॥
 তবেত অষ্টম গর্ভে জন্মিল শ্রীহরি ।
 আপনি জন্মিল উদ্ধারিতে বহুব্রতী ॥
 তারে লইয়া গেল বহু নন্দের মন্দিরে ।
 যশোদার কন্তা দিয়া ভাঙিল তোমারে ॥
 নন্দের মন্দিরে হৈল কৃষ্ণ অবতার ।
 তোমার মরণ হৈল জনম তাঁহার ॥

তব রিপু সেই কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন ।
 বুঝিয়া করহ কার্য্য শুনহ রাজন ॥
 এতেক শুনিয়া কংস কাঁপে ক্রোধভরে ।
 যত দৈত্যগণ রাজা ডাকিল সত্বরে ॥
 পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করয়ে বিচার ।
 ছঃখীশ্রাম দাস কহে হরি নাম সার ॥ ১৬৩ ॥

কংসের কোপ ও মন্ত্রণা ।

নারদের বাণী কংসাসুর শুনি
 ক্রোধে থর থর কাঁপে ।
 যত অস্থচর ডাকিয়া সত্বর
 কহে রাজা বীরদাপে ॥
 আমরা হেন রাজা তিন পুরে তেজ
 দেখিয়া দেবতাগণে ।
 আমাদের ত্যজিয়া জন্মিল আসিয়া
 ক্ষিতিতলে রিপু পণে ॥
 নন্দের ভুবনে রামনারায়ণে
 কেবল আমার বৈরী ।
 তারে আনিবার করহ বিচার
 বহুদেবে আন ধরি ॥
 কংসের বচনে যত দূতগণে
 আনে বহু দৈবকীরে ।
 গৌহারে দেখিয়ে করে খড়্গ লয়ে
 চাহে কংস কাটিবারে ॥
 ক্রোধিত রাজন দেখি তপোধন
 রাখিল ধরিয়া করে ।
 পাঠারে অজ্ঞুর সেই ব্রহ্মপুত্র
 আন রাম দামোদরে ॥
 মথুরা নগরে যুঝাহ গৌহারে
 মল সকলের সঙ্গে ।

জয় পরাজয় কর্মফলে হয়

সবে দেখিবেক রঙ্গে ॥

বিনাশিতে শিশু দৈবকী ও বহু

দেখিয়া পাইব ব্যথা ।

হেতু জানি তোরে কহিহু অন্তরে

রাখহ এ সব কথা ॥

মুনির উত্তরে নৃপ কোপভরে

চাহে দৈবকীর পানে ।

যুগে লোচন গভীর বচন

বলিতে রহে বদনে ॥

আমারে ভাঙিয়া কৃষ্ণেরে লইয়া

রাখিলে নন্দ্রের ঘরে ।

তেঁই সে যাদব মারে দৈত্য সব

যত গেল বারে বারে ॥

কি মারিব তোরে আনিয়া তাহারে

মারিব তোমার দৃষ্টে ।

এই দৌহাকারে রাখ কারাগারে

প্রাণ ত্যজে যেন কষ্টে ॥

এতেক বলিয়া দৌহারে লইয়া

বন্দী কৈল কারাগারে ।

তকে কংসাসুর মুষ্টিক চাহুর

ডাকে যুক্তি করিবারে ॥

ব্যোমকেশী আর মল্ল শল্ল তার

সহিত সামস্ত যত ।

সবাচারে আনি কহে নৃপমণি

বিপক্ষ বিনাশ তত্ত্ব ॥

কহি সভাতলে নারদের বোলে

মরমে লাগিল ব্যথা ।

কহে হৃষীকেশ অতি অল্পম

দ্রিভুধনে হরিকথা ॥ ১৬৪ ॥

কংসের ধর্মুর্ষজের উদ্যোগ

ও কেশী অসুর বধ ।

রাগিণী সিন্ধুড়া ।

বড় হুংখ উঠে মনে ।

ভজিতে না পান্ন রাঙ্গা ছুথানি চরণে ॥ ১ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ।

যে কথা কহিয়া পেল ব্রহ্মার নন্দন ॥

তবে হেনমতে কংস সর্কজন লৈয়া ।

কহে সবাচার আগে বিষাদিত হৈয়া ॥

শুন বন্ধুজন মোর কর উপকার ।

মন্ত্রণা করহ যে বিপক্ষ বধিবার ॥

বাড়য়ে বালকরূপে নন্দ্রের মন্দিরে ।

যত দৈত্য যায় তারে গোবিন্দ সংহারে ॥

জিনিতে নারিল কেহ রামনারায়ণে ।

ব্যোমকেশী দৌহে ভূমি যাহ বৃন্দাবনে ॥

যদি বধিবারে পান্ন নন্দ্রের কুমার ।

তবেত তোমার যশ ঘুষিব সংসার ॥

এঁত বলি ছইজনে দিলেন বিদায় ।

মথুরা আনিতে কৃষ্ণ করহ উপায় ॥

বসিতে করহ রঙ্গ সভা নিরমাণে ।

মহামল্লগণেরে রাখহ স্থানে স্থানে ॥

ধর্মুর্ময় যজ্ঞঘর করহ সত্তর ।

যজ্ঞস্থানে রাখ কুবলয় করিঘর ॥

নিমন্ত্রণ কর যত নরপতিগণে ।

সভায় বসিয়া যেন দেখে সর্কজনে ॥

হেনমতে কংস রাজা লাগে যজ্ঞকার্যে ।

নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল রাজ্যে রাজ্যে ॥

অক্রুরে ডাকিয়া পাশে কহে কংসাসুর ।

বধ লয়ে আঁপনে চলহ ব্রজপুর ॥

নন্দ গোপ আদি করি রামনারায়ণে ।

রথে বসাইয়া আনিয়া বিদ্যমান ॥

অবশ্য আনিবে তারে যতন করিয়া ।
 বচনে না'আইলে সে আনিবে ধরিয়া ॥
 ধনুর্নয় যজ্ঞ যাত্রা উৎসব আমার ।
 ক্ষীর ছানা নবনী আনহ শত তার ॥
 রামকৃষ্ণ আন যদি আমার গোচরে ।
 তবে তোমা ভূষিব বসন অলঙ্কারে ॥
 এত শুনি অক্রে'র কংসের ফরমাণ ।
 আপনা প্রশংসা করে অনেক বাথান ॥
 গুন রাজা পরীক্ষিত কহি'বে তোমারে ।
 কেশীদৈত্য গেল তথা গোকুল নগরে ॥
 পরম প্রচণ্ড রূপ তুরঙ্গ আকার ।
 গোকুলে বেড়য়ে বুলে ছাড়ি হত্কার ॥
 শ্বেতবর্ণ রক্ত অঁথি অঙ্গ অঙ্গ চায় ।
 নাসাপুট শব্দ করে ঝড় বহে তায় ॥
 গুরে ক্ষিতি বিদারে বিক্রমে বলবান ।
 শিরে শিখী শোভা করে উভ দুই কাণ ॥
 'প্রচ্ছসটি পাকসটি দেই বারোঁয়ার ।
 অশ্বের আকৃতি দৈত্য দিতির কুমার ॥
 হেন মহাদৈত্য দেখি নন্দ আদি গোপে ।
 নয়ন মেলিয়া চাহে খরখর কাঁপে ॥
 রাম কান্থ বলি নন্দ ডাকে ঘনেঘন ।
 ত্বরিতে ধাইল কৃষ্ণ দেখি বৈলক্ষণ ॥
 দৈত্যের সম্মুখে গিয়া দাঙাইল হরি ।
 দেখি কোপে ধায় দৈত্য সিংহনাদ করি ॥
 মুখ মেলি আসে দৈত্য চড় মারে হরি ।
 চক্রাকার গুরে দৈত্য গড়ে বসুন্ধরী ॥
 মোহ গিয়া ক্ষণান্তরে পাইল চেতন ।
 উঠিয়া বিক্রম করে সিংহের গর্জন ॥
 মুখ মেলি আসে দৈত্য গিলিবার মনে ।
 ভুজ ভরি দিল কৃষ্ণ তাহার বদনে ॥
 মহাতেজ অগ্নি যেন কুলিশ প্রমাণ ।
 অন্তরে জাবিয়া দৈত্য তাজিল পরাণ ॥

জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে ।
 পুষ্পবাঈ করি স্বর্গে নাচে দেবগণে ॥
 অদোষদরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর ।
 রথে চড়ি বৈকুণ্ঠে চলিলা কেশীসুর ॥
 এমন দয়াল প্রভু কে হইবে আর ।
 সূজন পালন কৃষ্ণ পাষণ্ড সংহার ॥
 দৈত্য বধ দেখিয়া উষত দেবগণ ।
 ধন্য ধন্য কৃষ্ণের বাথানে সর্বজন ॥
 হেনরূপে নন্দগৃহে কৃষ্ণ অবতার ।
 সাবধানে গুন অভিমর্ত্যর কুমার ॥
 তবে ব্যোম অসুরে বৈরূপে কৈলা নাশ ।
 গোবিন্দমঙ্গল গায় দুঃখীশ্যাম দাস ॥ ১৬৫ ॥

ব্যোমাসুরের বালকরূপ ধারণ ।

রাগ কৌশিক ।

তবে আর এক দিনে রামকৃষ্ণ শিশু মনে
 সাজিল সুরভি রাধিবারে ।
 কি কব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা
 ফটাঝটা সাজনি সূসারে ॥
 ষাঁর পদ লাগি হর ভাবে তেন দুিগম্বর
 বেদ বিধি অন্ত নাহি পায় ।
 শিলা বীণা বেণু রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে
 হেন প্রভু গোধন চরায় ॥
 শ্রীদাম সুদাম দাম জয় প্রভু বসুদাম
 গোপাল বালক সব সঙ্গে ।
 কেহ দেয় করতালি কেহ ডাকে তালি তালি
 কেহ ক্রীড়া করে কত সঙ্গে ॥
 সুখদ কোমল তুণে চরণে সুরভিগণে
 শিশুগণে কহে শ্রামরায় ॥
 গিরিযুলে আজি কেলি লুকাইব কুঞ্জ গলি
 খুজিয়া আনিব কেহ কার ॥

কৃষ্ণের কৌতুক লীলা ব্রজশিশু সঙ্গে খেলা

তাঁর মায়া কে জানিতে পারে ।

ব্যোম মনে যুক্তি করি ব্রজশিশু রূপ ধরি

শ্রাম সঙ্গে মেলে খেলিবারে ॥

লুকাইয়া যেই যায় অসুর লইয়া তায়

রাখে গিরিগুহার ভিতরে ।

ছয়ারে পাথর দিয়া পুনরপি মিলে গিয়া

কৃষ্ণসঙ্গে কেলি করিবারে ॥

হেন রূপে বারে বারে লয়ে ব্রজবালকেরে

লুকাইল দৈত্য মহাবলী ।

সঙ্গের বালক নাই রামকৃষ্ণ দুই ভাই

দেখিরা বলেন বনমালী ॥

চাহিয়া সে ব্রজবালে গিয়া গিরিবরমূলে

মিলিলা সে রাম নারায়ণ ।

দেখিয়া দৌহার গতি ব্যোমাসুর ছষ্টমতি

নিজ মূর্তি ধরিল তখন ॥

দৈত্যের উদ্যম দেখি হাসিয়া অধুজআঁখি

চলিলা অসুর বিদ্যমানে ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলভ কথা

শ্রীমুখনন্দন রস গানে ॥ ১৬৬ ॥

ব্যোমাসুর বধ ।

রাগ—শ্রী ।

অসুর দেখিয়া কৃষ্ণ কমলগোচন ।

ধর ধর বলিয়া ডাকয়ে ঘনেনঘন ॥

ব্রজশিশু লুকাইয়া আছে গিরিবরে ।

আজি তোমার নিশ্চয় পাঠাব বমপুরে ॥

এত শুনি ব্যোম অতি ক্রোধিত হইয়া ।

অশ্রুর উপরে ফারি পলায়িয়া ॥

শূল পসারিল দৈত্য কৃষ্ণের উপরে ।

সুদর্শনচক্রে কৃষ্ণ জিশূল সংহারে ॥

শূল কয় গেল দৈত্য মনে ভয় পায়্যা ।

রণে ভয় দিয়া দৈত্য যায় পলাইয়া ॥

করী কল্মে যেন হরি দেখিয়া নিকটে ।

ধায়্যা গিয়া গোবিন্দ ধরিল তার জটে ॥

জটে ধরি ঘুরাইয়া আছাড়ে শিখরে ।

মুখে রক্ত উঠিয়া সে ব্যোমাসুর মরে ॥

মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ।

বৈকুণ্ঠ চলিলা দৈত্য চাপিয়া বিমান ॥

জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে ।

পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে ॥

গোবিন্দে প্রণাম করি বলে দেবগণে ।

যুগে যুগে তব বশঃ রহিল ঘোষণে ॥

এই সুব অসুর নিধন করিবারে ।

দৈবের ছলভ মূর্তি নর কলেবরে ॥

জয় জয় পরম কারণ জনার্দন ।

জয় জয় যহুকুলবিরবিনাশন ॥

অনেক প্রণতি জুতি পুষ্পবৃষ্টি করি ।

আনন্দে দেবভাগ্য গেল নিজ পুরী ॥

ভবে রাম গোবিন্দ যে গিরিগন্তে গিয়া ।

বরজ বালক আনে শিলা খনাইয়া ॥

অঙ্ককার ভিতর আছিল শিশুগণ ।

কৃষ্ণে কহে তোমা হৈতে রহিল জীবন ॥

তোমার গুণের কথা কি আর কহিব ।

তিলে তোমা না দেখিলে কুরিয়া মরিব ॥

এত বলি দিল শিশু শিশু বেগু স্থানে ।

নানারঙ্গে নাচে কেহ কেহ গাত পানে ॥

হেন রূপে শিশু সঙ্গে নানা ক্রোড়া করি ।

দিবস হইল শেষ দেখিয়া সুরারি ॥

খেছ নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেগু স্থান ।

ধ্বনি শুনি সুরতি হইল আশ্রয়ান ॥

সুরতি সকল দিল আগে চালাইয়া ।

শিশুসঙ্গে ধার রঞ্জে চামালি করিয়া ॥

নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে ।
 নর নারী আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে ॥
 নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশুগণ ।
 ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন ॥
 আজি যোমাসুহর সে আমার সবাকারে ।
 ক্রীড়াহলে চুরি করি রাখিল শিখরে ॥
 অসুর বধিল কৃষ্ণ গিরি গোহে গিয়া ।
 আশা সব উদ্ধারিল শিলা খসাইয়া ॥
 তোমার কাহ্নর গুণে রহিল পরাণ ।
 যজ্ঞ ধন্য কাহ্ন তোর চতুর হুজন ॥
 কাহ্নর গুণের কথা কহিতে কি পারি ।
 দেখিলে যুড়াই কৃষ্ণ না দেখিলে মরি ॥
 এতেক গুনিয়া নন্দ যশোদা রোহিণী ।
 অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে দেব চিন্তামণি ॥
 শুকদেব বলে রাজা গুণহ বচন ।
 সদাই আনন্দপুরী গোকুল ভুবন ॥
 আনন্দে বৈসয়ে লোক গোঁকুলভুবনে ।
 গোবিন্দপ্রসাদে ভয় ভ্রান্তি নাহি মনে ॥
 ওথা মধুপুরে কংস অক্রুরে ডাকিয়া ।
 কহেন চলহ ব্রজপুরে রথ লৈয়া ॥
 পত্র লিখি দিল রাজা অক্রুরের হাতে ।
 নন্দ গোপ আনিবে গোবিন্দ রাম সাথে ॥
 ক্ষীর ছেনা দুগ্ধ দধি শত ভার লয়া ।
 ধনুর্ধ্বযজ্ঞ যাত্রা দেখিবে আসিয়া ।
 এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদায় ।
 রাজ আজ্ঞা লয়ে অক্রুর শীঘ্র রথে যায় ॥
 আপন প্রশংসা তবে করেন অক্রুর ।
 কিবা ক্রমে আজ্ঞা মোরে দিল কংসাসুর ॥
 অক্রুর বাধ্যনে তবে আপনা চরিত ।
 হৃষীকেশ দাস গায় গোবিন্দের গীত ॥ ১৬৭ ॥

অক্রুরাগমন প্রসঙ্গ—

অক্রুরের বৃন্দাবন যাত্রা

গুর্জরী রাগেণ গীযতে ।

কংসের আদেশ পেয়া অক্রুর আনন্দ হৈয়া
 গোপপুরে করিল গমন ।
 নিশি শেষ উষাকালে রথ চালাইয়া চলে
 পথে দেখে অপূর্ব লক্ষণ ॥
 মথুরা নগরে যত বিপ্র বৈসে শত শত
 সেবে সে গোবিন্দপদাঙ্কজে ।
 বেদ পাঠ স্তুতি করি মুখে বলে হরি হরি
 যার যোবা অভিলাষ ভঞ্জে ॥
 কেহ শ্রীঅনাদ পূরে মঙ্গল আচার করে
 দেখিয়া অক্রুর হরষিত ।
 দক্ষিণে ব্রাহ্মণ করি বামে কুন্তসহ নন্দী
 পুষ্পমালা পতাকা নিখিত ॥
 আদিত্য উদিত পথে নগর বাহির হৈতে
 দেখে বামে যায় শৃগালিনী ॥
 সকল লক্ষণ দেখি অক্রুর অনেক সুখী
 প্রশংসয়ে আপনা আপনি ॥
 কি মোর চরিত্র ভেল ভোজপতি আজ্ঞা দি
 আনিবারে রাম নারায়ণ ।
 পূর্বের কামনা ছিল সে আসি প্রত্যক্ষ হৈল
 আজি ধন্য ভাবন নয়ন ॥
 ত্রিভুবনে নাহি হেন শূদ্র বেদ পাঠ যেন
 আশ্চর্য্য কথন লোক মাঝে ।
 ভেল মোর সুমঙ্গল দক্ষিণ দৈবের বল
 গোকুলে দেখিব ব্রজরাজে ॥
 কেহ বা কাতর হৈয়া আইল তারে করি দয়া
 দিল দান অন্ন বস্ত্র ধন ।
 সে কল হইতে বিধি কেবল কংসের নিধি
 দেখিব সে গোবিন্দপদাঙ্কজে ॥

আজু সিদ্ধি সর্ব কৰ্ম ধন্য সে হইল জন্ম
পবিত্র শাতল হবে আঁখি ।
অবনীতে অল্পপম রামকৃষ্ণ গুণধাম
সাক্ষাৎ দৌহার রূপ দেখি ॥
চলিয়া যাইতে পথে পদচিহ্ন অবনীতে
দেখি তনু লোটাইব তায় ।
অক্রুর আনন্দ মনে গোবিন্দচরণ ধ্যানে
হুঃখীশ্রাম দাস রস গায় ॥ ১৬৮ ॥

অক্রুরের কৃষ্ণসমাগম চিন্তা ।

• রাগ শ্রী ।

অক্রুর বাখানে তবে আপনার তরে ।
আমনা সফল আজি দেখিব কৃষ্ণেরে ॥
বখিল ধরণদাতা যেই নারায়ণ ।
সই কি না জানে যত যার যে ভাবন ॥
কংস অহুচর বলি না করিবে মনে ।
সম্বন্ধে সে খুড়া বাটি দেবকীনন্দনে ॥
সাক্ষাতে সে রূপ দেখি করিব প্রীতি ।
মনের মানস সিদ্ধ হব ফলশ্রুতি ॥
নম্র শিরে দণ্ডে করিব দৌহারে ।
কোঁলে করি নারায়ণ তুলিবে আমারে ॥

• অহুগ্রহ করি হরি কমললোচন ।
মোর মাখে করপদ্ম দিবে নারায়ণ ॥
যে করে শীতল ছায়া আশ্রয় সবাবু ।
জগৎ গরল জীব তথি হয় পার ॥
ত্রিবিক্রম রূপ দেব বিদ্যার সাগর ।
যেই করে দান দিল বলি নৃপবর ॥
ত্রিপাদ মূর্তি দেখি সর্ব সমর্পিল ।

• রাজা পায় গতি করি রসাতল গেল ॥

• গোপীপণ সঙ্কে রঞ্জে রস বৃন্দাবনে ।
যে কর গোপীপণ রঞ্জে করিয়া রোগশে ॥

কুকুমের দাগ করি কুচের উপর ।
প্রিয়া ভাবে নিরীক্ষণ করে নিরন্তর ।
যেই করে গোবর্দ্ধন ধরিল লীলার ।
পর্যভব পাইয়া পলায় দেবরায় ॥
সে কর মন্তকে মোর পরশন মাত্রে ।
জনম সফল হবে বুড়াইব গাত্রে ॥
দেখিব দৌহার-রূপ নম্রন ভরিয়া ।
হেলায় যাইব ভবসাগর তরিয়া ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিব দণ্ডবত ।
প্রেমাতুর হৈয়া স্তুতি করিব সতত ॥
তুষ্ট হয়ে দৌহে আলিঙ্গন দিবে মোরে ।
মোর ভুজ আরোপিয়া স্বন্ধের উপরে ॥
আমা প্রতি অনেক করিয়া সমাদর ।
ছই হাতে ধরি মোরে নিবে নিজ ঘর ॥
স্নান দান করাইবে অতিথি লক্ষণ ।
নিজ করে অন্ন পরশিবে নারায়ণে ॥
স্বত মধু হৃৎক দুধি দিবে বলরাম ।
ভোজন করাবে তবে নবঘন শ্রাম ॥
কপূর তাম্বুল কৃষ্ণ দিবে মোর কুরে ।
অশ্রু চন্দন মালা দিবে হলধরে ॥
আদর গৌরব করি বসি মোর পাশে ।
মাতা পিতা বারতা পুছিবে অভিলাষে ॥
পথের বারতা বৃষ্টি ভোজবংশ আদি ।
আমার গমন জিজ্ঞাসিবে গুণনিধি ॥
মনের মানস যত করিব পেক্ষর ।
অন্তর্যামী সেই কৃষ্ণ গুণের সাগর ॥
এতেক ভাবিয়া রথ চালাইয়া চলে ।
হুঃখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৬৯ ॥

অক্রুরের ত্রিকৃষ্ণানুধ্যান ।

লগ্নে রাজকরমাণ অক্রুর গোকুলে যান
আনিবারে রামনারায়ণ ।

দিব্য রথে আশুসরি আপন প্রশংসা করি
প্রেমভরে বরষে নয়ন ॥

আজ বড় শুভ দিন ফলিল তপের চিহ্ন
অন্ন জল দিল মহা দান ।

সেই ফল হৈতে মোরে আদেশিল কংসাসুরে
দেখিব সে প্রভু ভগবান ॥

পূর্ব কৈলু বড় পুণ্য জীবন জনম ধন্য
ধন্য ধন্য এই কলেবর ।

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে ধ্যানে না দেখয়ে তাঁরে
আনিবারে আমি অহুচর ॥

শীতল সে শ্রামপদ জগৎগরলচ্ছেদ
বাণী পদ্মা সেবয়ে যতনে ।

অর্চনা করিয়া যায় প্রজাপতি নাহি পায়
সদাশিব পঞ্চমুখ গানে ॥

দেব সিদ্ধ মনিগণে যাহারে না পায় ধ্যানে
সে পছ গোপালবালা সঙ্গে ।

তারে গোপী অহুরাগে কুচেতে কুঙ্কুম দাগে
লয়ে খেলে রসের তরঙ্গে ॥

হেন হরি শিশু সনে দেখু রাখে বৃন্দাবনে
গোষ্ঠ মধ্যে দেখিব কৃষ্ণেরে ।

পদচিহ্ন অবনীতে নিরখি লুটিব তাতে
তরে যাব এভব সংসারে ॥

সে হরি জগতগুরু নাম বাহ্যকল্পতরু
সেই জানে যার যোবা মন ।

তাঁরে কিবা অবদিত অনন্ত অচ্যুত নিত্য
অন্তর্ধামী সেই নারায়ণ ॥

সে হরি চরণাঙ্কুরে ভক্তিভাবে যোবা ভজে
তারে দেই চরণে শরণ ।

এই বড় অভিলাষ কৃষ্ণের দাসের দাস
হব আমি জনমে জনম ॥

এত মনে বিচারিয়া চলে রথ চালাইয়া
কৃকপদ ভাবিয়া অক্রুর ।

শ্রীকুরুচরণ মনে ছঃখীশ্রাম দাস ভণে
গোবিন্দমঙ্গল স্তমধুর ॥১৭০॥

অক্রুরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও
কৃষ্ণান্বেষণ ।

রাগিণী করুণা ।

কোথা গেলে পাব শ্রাম জীবন আমার ॥ ক্র ।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত ।

শুনিতে স্নন্দর কথা কর্ণেতে অমৃত ॥

এ কথা যোবা শুনে শ্রদ্ধা ভক্তিহ্রসে ।

ইহলোকে তরিয়া বৈকুণ্ঠপুরে বৈসে ॥

রথ চালাইয়া তবে চলিল অক্রুর ।

নদী পার হৈয়া গেল বৃন্দাবন পুর ॥

কৃষ্ণরূপে গদ গদ আনন্দ হৃদয় ।

বৃন্দাবনে প্রবেশিল মধ্যাহ্ন সময় ॥

আপনা আপনি মনে করয়ে বিচার ।

কোন স্থানে দেখিব সে নন্দ্রের কুমার ॥

রথ চালাইয়া যায় যমুনা পুলিনে ।

চঞ্চল কারিয়া আঁখি চাহে চারি পানে ॥

চাহিয়া বেড়ায় বনে নন্দ্রের নন্দন ।

দেখিতে না পায় বনে গোপাল গোধনে ॥

গোষ্ঠেতে না পেয়ে ভেট চলিলা বাথানে ।

জিজ্ঞাসা করয়ে তবে ব্রজ শিশুগণে ॥

ব্রজ শিশু বলে চল এই পথ বাই ।

বাথানে দোহেন দেখু কানাই বলাই ॥

এত শুনি অক্রুর চলিল আনন্দিতে ॥

দেখিল গোবিন্দপদ চিহ্ন অবনীতে ॥

একে সে যমুনা তট মনোহর স্থল ।

তথি প্রভু পদচিহ্ন করে ঝলমল ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কু চিহ্ন পাতি পাতি ।

শব্দবর কুতচক্ৰ ধ্ব আছে তথি ॥

সৌন্দর্য ত্রিকোণ যব উর্ক রেখা তায় ।
 রথ ত্যজি ভক্তিভাবে ধরণী লোটার ॥
 পদচিহ্ন নিরখি করয়ে দণ্ডবত ।
 প্রেমে পুলকিত তহু আকুল সতত ॥
 পদরেণু বিভূষিত স্বর্ষ কলেবর ।
 নয়নে বরিষে প্রেম যেন জলধর ॥
 প্রেমাতুর হৈয়া রথে করে আরোহণ ।
 কত দূরে দেখে গিয়া সুরভি দোহন ॥
 বাথানে অক্রুর দেখে যত শিঙগণ ।
 একই বন্ধানে দেখে সুবার বরণ ॥
 কিশোর মুরতি সব দেখিতে সুন্দর ।
 গলে গুঞ্জমালা সব চুড়া মনোহর ॥
 বাছুরী ছান্দিয়া ধেহু দোহে সবে মেলি ।
 মম ধরে ডাকে ধেহু ধবলা শ্রামলী ॥
 মন সিদ্ধ কলরব তরঙ্গ লহরী ।
 গোধন দোহন শব্দ শুনিতে মাধুরী ॥
 সমান বরস বেশ দেখি সবাকারে ।
 সেখানে গোবিন্দ রাম চিনিতে না পারে ॥
 তবেত অক্রুর ভাবে গোবিন্দচরণ ।
 জানিয়া ভক্তি ভাব প্রভু নারায়ণ ॥
 তবে কৃষ্ণ অক্রুরের হইলা সদয় ।
 যুগল সৌদর নীল ধবল অব্যয় ॥
 দোহে দেখি দণ্ডবৎ করেন অক্রুর ।
 হৃৎখীণ্যাম দাস গায় সংগীত মধুর ॥ ১৭ ॥

অক্রুরের রামকৃষ্ণ দর্শন ।

রাগ বরাড়ি

গোধন দোহন রাম নারায়ণ
 করে গো কটক পাশ ।
 রোহিণীন্দন রূপ অকুলন
 পরিধান নীলবাস ॥

নীল পাগ মাথে নানা ফুল হাতে
 কপালে কতুরী সাজে ।
 সুরজিম আঁখি মধুপানে সুখী
 মুখ দেখি শশী লাজে ॥
 ইন্দু কুন্দ সিত বরণ নিন্দিত
 গলে দোলে হার মণি ।
 বলে বলবন্ত পুরুষ অনন্ত
 শিরে শোভে সাত ফণী ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল
 যেন পরচণ্ড রবি ।
 হরি জিনি কটি বেশ পরিপাটী
 কাম মোহে হেরি ছবি ॥
 বুলয়া অঙ্গদ ভুজে বাজুবন্ধ
 গো-রজ ভূষিত অঙ্গে ।
 গো রস রাখিয়া বাছুরী ছান্দিয়া
 ধেহু দোহে কত রঙ্গে ॥
 বলহির বাম পাশে ঘনশ্যাম
 সুরভি দোহন করে ।
 দেখিতে সুন্দর তহু মনোহর
 মোহে কত ফুলশরে ॥
 চিকণিয়া চুড়া তাহে গুঞ্জ বেড়া
 বরিহা চক্রিকা উড়ে ।
 অলকা তিলক অধিক বলক
 রস চুম্বনইয়া পড়ে ॥
 ভুরু সুরজিম নয়ন রজিম
 নাটুয়া খঞ্জন কিবা ।
 নাসাপর মতি নিন্দি দিনপতি
 শ্রবণে কুণ্ডল শোভা ॥
 শরতের চান্দ জিনিয়া সুকান্দ
 বদনমণ্ডল রাশি ।
 বাতুলী অধরে বিজুরী সঞ্চারে
 মনোহর মুহুহাসি ॥

নব জলধর* জিনিয়া স্নান
কিশোর মুরতি শ্রাম ।
অঙ্গদ-কঙ্কণ নানা আভরণ
অঙ্গে অঙ্গে অলুপম ॥
নীল কলেবরে শোভলী ধূসরে
পরাগ কি ইন্দীবরে ।
রামরস্তা উরু কিকিণী সূচাক
পিয়ল বসন পরে ॥
বন্ধিম নুপুর বাজয়ে মধুর
সোণার খড়ম পায় ।
হাস্য রব দিয়া বাছুরী ছান্দিয়া
ধেহু দোহে শ্রামরায় ॥
নীল ধবল মুরতি যুগল
দেখি অপক্লপ অতি ।
মনের মানস প্রিল সরস
অক্রুর আনন্দ মতি ॥
রথ তেয়াগিয়া ক্ষিতি লোটাইয়া
পড়ে সে দৌহার পায় ।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
শ্রীমুখনন্দন গায় ॥ ১৭২ ॥

অক্রুরের অভ্যর্থনা ।

রাগিণী শোহিনী ।

রাঙ্গা পাণ কি আর বলিব আমি ।
কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি ॥ ৫ ॥

সাক্ষাতে অক্রুর দেখে রাম দামোদর ।
নীল গিরিবর কিবা প্রজত ভূধর ॥
যত ব্রজশিশু মেলি গৌ দোহন করে ।
সবা মধ্যে শোভা করে রাম দামোদরে ॥
দৌহার লাভণ্য রূপ তহু মনোহর ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈল উভয় আশ্রয় ॥

রথ হৈতে নামি পড়ে প্রেমাতুর হৈয়া ।
গোবিন্দচরণে পড়ে অঞ্জলি প্রিয়্য ॥
অবনী লোটায়ে পড়ি দণ্ডবৎ করে ।
কোলে করি নারায়ণ তুলিল অক্রুরে ॥
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ।
মাস্ত কুটুম্ব হেন কর কি কারণ ॥
পুনরপি অক্রুর পড়য়ে পদতলে ।
শ্রাবণের জলধারা ভাসে প্রেমজলে ॥
বামপাশ চাপি ভূমে পড়য়ে নির্ভরে ।
রামের চরণতলে দণ্ডবৎ করে ॥
অনন্ত পুরুষ দেব সদস্য হৃদয় ।
কোলে করি অক্রুরের তুলিল দয়াময় ॥
অক্রুর অবশ তহু দুইপদ ধরি ।
ওষ্ঠ কম্পে ঘনরবে ডাকে হরি হরি ॥
পুনঃ পুনঃ পদ ধরি করয়ে প্রণতি ।
আজ সে নিস্তার পাইহু দেখি লক্ষ্মীপতি ।
আপনা না জানে ভাবে হইয়া বিভোর ।
দেখিয়া ভকত ভাব যুগল কিশোর ॥
কোলে করি অক্রুরে তুলিল বনমালী ।
সুশীতল জলে রাম বদন পাখালি ॥
মুখানি মুছিল শ্রীঅঙ্গের গামহায় ।
আপনি গোবিন্দ ব্যজে বসনের বায় ॥
সুহৃ করি অক্রুরের রাম বনমালী ।
দুই ভুজ দুই স্বক্কে দুই ভাই তুলি ॥
দৌহে মেলি কোলে করি অক্রুরের তরে
পদব্রজে চলি গেল নন্দর মন্দিরে ॥
নন্দকে কহিল কৃষ্ণ মধুর বচনে ।
পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে নন্দ আইল আগনে ॥
অতিথি আচার করি নন্দ ব্রজরাজ ।
পাটশালে বসাইল সিংহাসন মাঝ ॥
বিবিধ কুসুম মালায় স্তব্ধ চন্দন ।
কুসুম কলসী করে করিয়া স্বেদন ॥

ভোজন সামগ্রী কর বলে শ্রামরায় ।
গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্রাম দাস গায় ॥ ১৭০ ॥

কৃষ্ণকৃত অক্রুরের সেবা ।

রাগ মল্লার ।

প্রতিপদ ॥ জয়া ॥

আনিয়া অক্রুরে আদর করি ।
উল্লসিত মন রাম মুরারি ॥
ধূপ দীপ মাণ্যে আদর করি ।
ভুঙ্কারে ভরিয়া স্নগন্ধি বারি ॥
আসন উপরে বসায় তারে ।
তবে বনমালী চলিলা ঘরে ॥
ওদন লইয়া অশ্রু করে ।
আপনি পরশি অন্ন অক্রুরে ॥
স্বত লয়ে দিল রোহিণীসুতে ।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন কমলানাথে ॥
বারে বারে পরশি অক্রুর প্রতি ।
খণ্ড ক্ষীর দিল রেবতীপতি ॥
স্বত হুললিত মিষ্টক নানা ।
নারিকেল জল মিঠাই ছানা ॥
দুগ্ধ দধি পূর্ণ ভোজন দিয়া ।
আচমন সারি অক্রুরে নিয়া ॥
আসন উপরে বসায় তায় ।
তাঘূল যোগায় গোবিন্দ রায় ॥
পালক উপরে বসায় তারে ।
ভক্ত পদযুগ আরোপি উরে ॥
চরণ চাপেন কমল করে ।
আপনি মাধব সুধীর প্রীরে ॥
সুসিদ্ধ করিয়া অক্রুর তনু ।
তবে কহোড় করিয়া কাহ্ন ॥
কুশল বারতা পুছিতে সাছে ।
হুঃখীশ্রাম কহে অক্রুর নাচ ॥ ১৭১ ॥

কৃষ্ণের নিকট অক্রুরের
সংবাদ দান ।

রাগ ধাননী ।

কৃষ্ণের আদর দেখি অক্রুর অনেক সুখী
অন্তরে উল্লাস অভিষয় ।
যে কিছু করিয়া মনে আইল গোবিন্দ স্থানে
সে রূপে পূজিল দয়াময় ॥
পাইয়া প্রভুর প্রীতি অক্রুর সে আনন্দিত
করযোড়ে কহে বিদ্যমান ।
নন্দে করি বিষ্ণুমায়া অক্রুরে করিয়া দয়া
বারতা জিজ্ঞাসে ভগবান ॥
কহে প্রভু চক্রপাণি অক্রুর শুনহ বাণী
মায়া কুটুম্ব তুমি হও ।
মথুরা নগরে তথা আছে মোর মাতা পিতা
তাহার কুশল কথা কও ॥
উগ্রসেন আদি করি ভোজ্যবংশ অধিকারী
কহ না কুশল সমাচার ।
কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়া যুগলপাণি
অক্রুর করয়ে পরিহার ॥
কি কহিব বিদ্যমান শুন প্রভু ভগবান
কংস আছে জীয়ন্তে ভূতলে ।
ধরণী কম্পিত তরে দেবাসুর নর ডরে
সে থাকিতে কি আর কুশলে ॥
শুন শুন পদ্মভাঁষি বহুদেব দৈবকী
বড়ই বিপদ দৌহাকার ।
পশুঘাতকের স্থানে যেন বন্দী পশুগণে
তেন ঘোর সঙ্কট তাহার ॥
অরিষ্টাদি দৈত্য বধ শুনি নৃপ ইহা ক্রো
বহুদেবে কাটিবারে নিল ।
হেনকালে দৈবগতি নারদ আসি উপনীতি
কংস করে ধরিয়া রাখিল ॥

বন্ধকটে নীর্ণ গাত্র তোমাকে দেখিতে মাত্র
প্রাণ রাখিয়াছে হুই জন ।

উগ্রপ্রসেন নরপতি একান্ত তোমাতে মতি
না জানি প্রভু নারায়ণ ॥

হের দেখে বিদ্যমান কংস দিছে ফরমাণ
আমাকে করিয়া অহুচর ।

ধনুর্শয় যজ্ঞ তার যাবে তুমি দেখেবার
রথ পাঠাইল নৃপবর ॥

বসিবারে রঙ্গ সভা করিছে ভুবনলোভা
মণি মুক্তা মুকুর খঞ্জিত ।

নরপতিগণে আর বসিবার তরে তার
হেন শতমঞ্চ ঝুনির্শিত ॥

সিংহদ্বার সন্নিকট ধনুর্গৃহে রত্নঘট
উপরে পতাকা মনোহর ।

মহা মহা মল্লগণে রাখিয়াছে স্থানে স্থানে
দ্বারে কুবলয় করিবর ॥

রঙ্গ সভাতলে তার চাহুর মুষ্টিক আর
অষ্ট মল্ল তাহার সংহতি ।

তোমা দৌহে তার মধ্য প্রকাশিবে মল্ল যুদ্ধ
রঙ্গ দেখিবেক নরপতি ॥

করি এই দিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ
কহ মোরে কিবা আজ্ঞা হয় ।

তোমা বিনে বহুদেবে পরিব্রাণ নাহি পাবে
এই কথা কহিল নিশ্চর ॥

জনক জননী দুই শুনি প্রভু অশ্রুমুখ
হুই ভাই রাম নারায়ণ ।

ক্রন্দন সখরি দূরে মনেতে প্রতিজ্ঞা করে
কল্পতরু কমললোচন ॥

প্রবেশিয়া মধুপুর বিনাশিব কংসাহর
বাগ মায় করিব উদ্ধার ।

ধনুর্যজ্ঞ ভঙ্গ করি মল্ল কুবলয় মাঘি

উগ্রসেনে বিশ্ব রাজ্যভার ॥

এত বলি চক্রেপাণি নন্দকে ডাকিয়া আনে
অক্রুর নিকটে ততক্ষণ ।

অক্রুর নন্দে করে কয় পয় পড় মহাশয়
কংস রাজ্য দিয়াছে লিখন ॥

দুঃখ দখি শত ভার রাম নারায়ণ আর
শীঘ্র লয়ে চল মধুপুরে ।

গৌবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হুল্লভ কথা
শ্রীমুখনন্দন পায় সারে ॥ ১৭৫ ॥

নন্দকে কংসের নিমন্ত্ৰণ পত্র দান

রাগ ভাটিয়ারি ।

এমন কে বা জানে গো

এমন কে বা জানে ।

পিরীতি ছাড়িবে প্রিয়া

না জানি স্বপনে ॥ ৫ ॥

নন্দকে অক্রুর দিল রাজ্যের লিখন ।

রাজপত্র কৈল নন্দ মন্তকে বন্দন ॥

পত্র পাঠ করি নন্দ জানিল কারণ ।

অক্রুর বলয়ে নন্দ শুনহ বচন ॥

ধনুর্শয় যজ্ঞ করে ভোজ অধিপতি ।

দেখিবারে আইল সকল নরপতি ॥

গ্রামে গ্রামে বৈসয়ে যতক প্রজাগণ ।

যজ্ঞ দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥

ধনুর্শয় যজ্ঞ করে বস্ত্র অলঙ্কারে ।

রত্ন আভরণ দিয়া পুজিবে রাজ্যারে ॥

তুষ্ট হৈয়া নরপতি করিবে সম্মান ।

প্রজাগণে দিবে বস্ত্র নানা রত্ন দান ॥

রামকাহ্ন দেখিবারে হইয়াছে মন ।

তবে মোরে পাঠাইল করিয়া যতন ॥

নন্দ যশোমতি সঙ্গে রাম নারায়ণ ।

শত ভার গৌরস লইয়া পোষণ ॥

শকটে পুরিয়া দ্রব্য চল শীঘ্রগতি ।
বিলম্ব হইলে ক্রোধ করিবে নৃপতি ॥
এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে ।
মথুরা চলিব বলি ডাকিল গোপেরে ॥
দধি ছুগ্ন ক্ষীর ছানা সাজ শতভার ।
ব্রজনী থাকিতে সবে কর আশুসার ॥
অক্রুর আইল রথে লইতে কৃষ্ণেরে ।
পড়িল চকার শব্দ গোকুলনগরে ॥
তবে সব গোপগণ নিজ গৃহে গিয়া
মথুরা প্রভাতে যাব ভার সাজাইয়া ॥
কৃষ্ণ যাবে মথুরা শুনিল ব্রজনারী ।
ভূমি ধরি বসি কান্দে হাহাকার করি ॥
বেই কৃষ্ণ আগা সব প্রাণের দোসরা ।
তা বিনে কেমনে প্রাণ ধরিব আমরা ॥
জাল হৈয়া আইল কংসের অহুচর ।
রথে করি নিবে কৃষ্ণ মথুরা নগর ॥
কৃষ্ণ না দেখিলে প্রাণ ধরিব কেমনে ।
গোপীন্দ্রে নিষ্ঠুর বিধি হৈল এত দিনে ॥
হিয়ার পুতলি কৃষ্ণ নয়নের তারা ।
তিলে না দেখিলে যেন কত যুগ হারা ॥
আকুল হইয়া কান্দে গোপিকাসকল ।
দ্রুতী শ্রামদাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণের বিচ্ছেদনিমিত্ত গোপিকা
গণের বিলাপ ।

রাগিণী করুণা ।

কৃষ্ণ যাবে মথুরী শুনিয়া ব্রজের নারী
মোহমতি অকুল সাগরে ।
সাত পাঁচ একতরলি শ্রামওণে শোকাকুলী
অশ্রুধারা বিরস অন্তরে ॥

শুন ওগো প্রাণসই তোমাতে স্বরূপ কই
অক্রুর আইল রথ লৈয়া ।
রাম কৃষ্ণ রথে করি লৈয়া যাবে মথুরী
আমা সব অনাথ করিয়া ॥
ওহে নিদারুণ বিধি কান্ন হেন গুণনিধি
ঘটাইয়া আমা সবাকারে ।
যেন চক্ষু দান দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া
অন্ধ দম্ব করিয়া গোপীন্দ্রে ॥ .
এ বা কি বড়াই তৌর প্রাণ কাড়ি নিল মোহ
গুণনিধি চিকণ কালিয়া ।
তিলে না দেখিলে যারে পরাণ আকুল করে
তারে তুমি লটলৈ হরিয়া ॥
দ্রোহ লৈয়া শিশুসনে রাম কান্ন যায় বনে
পথ নিরখিয়া সবে থাকি ।
শিশু সঙ্গে রাম কান্ন গৃহে আইসে লৈয়া দ্রোহ
প্রাণ পাই চাঁদমুখ দেখি ॥
কহ সখি কি করিব চল সবে মেলি যাব
শ্রাম বন্ধ লৈয়া পলাইয়া ।
কংস কি করিতে পারে রহ কান্ন গোপপুরে
দৈত্য কাঁপে যার ভয় পাইয়া ॥
নন্দে বিধি বাম ভেল রাজ লেখা করে নিল
না বুঝিয়া অশ্রুরের মায়া ।
যশোদা নাজানে ইহা কান্নরে কংসেরে দিয়া
কেমনে সে বান্ধিবেক হিয়া ॥
চল সবে ঘাই তথা অক্রুরে আছয়ে যথা
রথ ভাঙ্গি খেদাড়িষ তায় ।
গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছল ভ কথা
শ্রীমুখনন্দন রস গায় ॥ ১৭৭ ॥

অক্রুরের নিকট গোকুলবাসিনী- গণের অনুরোধ ।

রাগ বরাড়ি ।

আজু বড় হুংখ উঠে মনে ।

ভজিতে না পাইছ রাঙ্গা হুথানি চরণে ॥ ৫ ॥

গোকুলের যত গোপী একত্র হইয়া ।

বিচ্ছেদ নিরস তনু বন্ধুর লাগিয়া ।

যেই কাহ্ন না দেখিলে প্রাণ নাহি রয় ।

কেমন করিয়া তাতে পাসরণ হয় ॥

বৃন্দাবনে গোবিন্দ সংহতি ক্রীড়া করি ।

তিলেক বিচ্ছেদে ঘের হারাই মুরারি ॥

তিলেক হারায় কত করি যে রোদন ।

চাহিয়া বেড়াই কত কাননে কানন ॥

যুগ ণত বহি গেল নিমেষ গোচরে ।

আপনার পরাভব মানিল অন্তরে ॥

তথ গুণনিধি কাহ্ন হবে দিল দেখা ।

গোবিন্দ দর্শন মাত্র সবে পাই রক্ষা ॥

হেন জন অক্রুর লইয়া যাবে রথে ।

মথুরার নাগরী দেখিবে প্রাণনাথে ॥

রসবতী বৈদগধি মথুরার নারী ।

তাহার মানস পূর্ণ করিবে মুরারি ॥

দরশনে মোহিবেক মথুরা বনিতা ।

তাহে সে গোবিন্দ রাম রতিরসে জিতা ॥

কমল কাননে যেন ভ্রমর উল্লাসে ।

বরবধু গোবিন্দ রমিব রঙ্গ রসে ॥

আমা সবাকারে বিধি করিল নৈরাশ ।

মথুরা নগরে শ্রাম চন্দ্র পরকাশ ॥

অনেক বিলাপ করে যত ব্রজনারী ।

কান্দিয়া কহেন অক্রুরের বরাবরি ॥

অক্রুর তোমার রাগ সংসার ভিতর ।

ক্রুর কথা করিয়া কংসের অহুচর ॥

মথুরা লইতে চাহ নন্দের দক্ষন ।

কাহ্ন বিনা জীব নাহি ব্রজবগ্গণ ॥

আমা সবাকারে তুমি দেহ প্রাণদান ।

গোকুল নগরেতে রাখহ রাম কান ॥

কাহ্নর পিরীতে বংশ আমরা সকল ।

ধৈর্য বরিতে নারি পরাণ বিকল ॥

তুমি সে আপনি বাহ মথুরা নগরে ।

কৃষ্ণ না আইল বলি কহ কংসাহুত্রে ॥

এত শুনি কংস রাজা যদি কোপ করে ।

তবেত আমরা না রহিব গোপপুরে ॥

বনবাস করিব লইয়া প্রাণনাথে ।

তবুত কৃষ্ণেরে নাহি দিব কংস হাতে ॥

এত শুনি অক্রুর কহেন ক্রোধভরে ।

তর্জন করিয়া কিছু নন্দের গোচরে ॥

শুন নন্দ জান ভাল কংসের গরিমা ।

ইঙ্গিতে মজিবে তোর গোপপুর সীমা ॥

যদি মহারাজা কংস মনে কোপ করে ।

বহিতে নারিবে কেহ কানন ভিতরে ॥

কংসের প্রতাপ বাণী কহে নন্দ যোষে ।

হুংখী শ্যামদাস মজে গোবিন্দের রসে ॥ ১৭৮ ॥

নন্দের মথুরা গমনার্থ অক্রুরের

দাড়া ।

অক্রুর বলেন বাণী শুন ব্রজশিখরমণি

কহি তোমার বরাবরি ।

এ তিন ভুবনে রাজা কংসাহুত্রে মহাতেজা

মথুরা নগরে দণ্ডধারী ॥

দেবে যার নামে ডরে হেন রাজা মধুপুরে

ধনুর্ময় বজ্র আরঙিল ।

নানা দ্রব্য উপহার নিমন্ত্রণ দিয়া আর

নরপতিবশে আনাইল ॥

যত প্রজা যত দেশে সর্বাকৈ ডাকিয়া পাশে | তিলেক বাহুর মুখ না দেখিলে মরি।
 দান দিবে বস্ত্র অভরণ। | কেমনে পাঠাব কৃষ্ণ কংস বরাবরি ॥
 সেনাপতি নৃপগণে পূজা করি নানা ধনে | শিকরের শুক বাহু নয়নের তারা।
 গন্ধ মাল্য কপূর চন্দন ॥ | কোলে করি থাকি হেন মনে বাসি হারা ॥
 তোমায়ে দিলেন লেখা, না গেলে নাহিক রক্ষা | কাহু না দেখিলে প্রাণ কেমনে ধরিব।
 স্মরিতে সাজহ ত্রজবর। | অঙরি অঙরি গুণ বুঝিয়া মরিব।
 আমার বচন ধর শীঘ্র শত তার কর | পুতনা রাক্ষসী আদি অনেক অহুর।
 সর্গিস্ নবনী শর ক্ষীর ॥ | তা সবা মারিয়া কাহু ভয় কৈল দূর ॥
 যদি বা না যাবে তুমি নিশ্চয় কহিহু আমি | কালি দলি করিল অমৃতময় জন।
 রাম কাহু সঙ্গে লয়ে বাই। | যে পুত্র ধরিয়া করে পিবই অনল ॥
 গৌরব আপন হাতে সূর্য্যোদয় না হইতে | সে পুত্র লইয়া যাবে কংস অহুচর।
 বেগে চল রাজপথ বাই ॥ | আজি গৃহ গৃহ মোর গোবিন্দনগর ॥
 ভোজপতি বরাবরে গেলে রাম দামোদরে | অনেক কামনা করি হর আরাধিহু।
 দিবে রাজ্য বস্ত্র অলঙ্কার। | পুণ্যফলে কাহু হেন পুত্র কোলে পাইহু ॥
 তোমার গোবিন্দ রাম সর্বগুণে অহুপম | বলাই বিক্রমে সিংহ সর্বগুণে ধীরে।
 মনে সন্ম না কর বিচার ॥ | চাপড়ে সংহার কৈল প্রলম্ব অহুরে ॥
 নন্দ এত কথা শুনি রাজ আজ্ঞা মনে গণি | গুনিয়া দাক্ষণ কংস মন অহঙ্কারে।
 নিজ পুরে কৈল আশুসার। | ধরিতে নারিল দোহে নানা পরকারে ॥
 না হইতে নিশি শেষ শীঘ্র কর সমাবেশ | এবি অক্রুরের হাতে রথ পাঠাইয়া।
 গোপগণ কৈল অজ্ঞকার ॥ | না জানি কি করে পুত্রে মধুপুরে নিয়া ॥
 রামকৃষ্ণ সঙ্গে লয়ে যশোদার পাশে গিয়ে | সেই ভয় মনেতে আছিল অহুক্ষণ।
 কহিল সকল বিবরণ। | সে ভয় আনিয়া বিধি করিল ঘটন ॥
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দ্বর্লভ কথা | তিলেক যে চাঁদমুখ না দেখিলে মরি।
 বিরচিত শ্রীমুখনন্দন ॥ ১৭৯ ॥ | কেমনে পাঠাব তাঁরে কংস বরাবরি ॥
 কৃষ্ণের জন্ম যশোদার বিলাপ। | শুন কাহু তোরে উপদেশ বলি আমি।
 রাগিনী করুণা। | তিলেক বলাইয়ের সঙ্গ না ছাড়িহু তুমি ॥
 কাহুরে করিয়া কোলে কান্দে নন্দরাণী। | পরদেশ মথুরা থাকিবে সাবধানে।
 হেঁদেদে দারুণ বিধি কি কর না জানি ॥ | স্মরিতে আসিবে কংসে দিয়া দরশনে ॥
 ওই ভয় মনেতে আছিল নিরস্তর। | দেখিবে মথুরাপুরী বিচিত্র চিত্রিত।
 বধবধি আসে দার কংস অহুচর ॥ | নানা ধাতু মনোহর অপূর্ব্ব নিশ্চিত ॥
 | রোহিণী দুন্দরী কান্দে রামলৈয়া কোলে।
 | সর্দার ভিত্তিল তাঁর নয়নের জলে ॥

প্রাণভয়ে পুত্র লয়ে লুকাইয়া ছিহ্ন ।
 এবে ডালি সাজাইয়া কংস হাতে দিহ্ন ॥
 হেদেরে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে ।
 কেমনে ধরিষ প্রাণ পুত্রের বিহনে ॥
 অনেক বিলাপ করে ব্রজবধুগণ ।
 ছুঃখীশ্রাম কহে ভজ গোবিন্দচরণ ॥ ১৮০ ॥

অক্রুরের নিকট যশোদার অনুযোগ

রাগিণী পঠমঞ্জরী ।

আকুল পরানী যশোদা রোহিণী
 কান্দে পুত্র করি কোলে ।
 লজ্জা পরিহারি তবে নন্দ নারী
 অক্রুরে কিছু বে বলে ॥
 শুনহ রাজন মোহে মুগ্ধ মন
 নন্দ যশোমতি রাণী ।
 অক্রুর নিকটে কহে বরপুটে
 অশ্রুক্ষেপে মৃদুবাণী ॥
 বধেন উত্তর শুন অল্পচর
 নিবেদন করি আমি ।
 দেহ প্রাণদান রাখ রাম কান
 মধুপুরে যাহ তুমি ॥
 অন্ধের যে নড়ি অধনের কড়ি
 যে পল্ল প্রাণের প্রাণ ।
 কেমন করিয়া ধরিব এ হিয়া
 কংস করে দিয়া দান ॥
 ভিলে না দেখিলে মরি শোকানলে
 যে পুত্র চক্ষুর তারা ।
 কোলে করি থাকি হেন মনে লখি
 পাছে নিধি হই হারা ॥
 এই রাম কান গোকুলের প্রাণ
 আকাশে যবের মণি ॥

করিয়া কামনা পাইহু কালসোণা
 বিধি কি করে না জানি ॥
 করিয়া করুণা রাখহ বাসনা
 বোষণা সংসার মাঝে ।
 নিজ ধর্ম দেখে বিবোধ বিবেক
 পরিহর ব্রজরাজে ॥
 গুনিয়া অক্রুর কুপিত প্রচুর
 বচন বলস্বৈ নন্দে ।
 থাক স্থির হৈয়া মোর সঙ্গে দিয়া
 বলরাম শ্রামচাঁদে ॥
 বিধি করে যাহা কে খণ্ডিবে তাহা
 অবোধ আহারী জাতি ।
 আপন কুশল করহ কেবল
 রাজকার্যে দেহ মতি ॥
 বিলম্ব না সয় নিশি শেষ হয়
 সাজাহ গোরস ভার ।
 নিশা কর্ম সারি লৈয়া রাম হরি
 গ্রথে কর আশ্রমার ॥
 গুনি দৃঢ় বোল চিত্ত উত্তরোল
 গোকুলে বসতি যত ।
 ছুঃখীশ্রাম গায় কিবা ভয় তায়
 কংস বধ লাগি এত ॥ ১৮১ ॥

কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোগ ।

রাগিণী করুণা ।

কেবা লয়ে যায় কাহ্ন জীবন আমার গো ॥
 গুনিয়া বচন হৃদ সারথির মুখে ।
 শেলবাজি গেল নন্দ যশোদার বুকে ॥
 নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী ।
 পড়িল চকার শব্দ গোকুল নগরী ॥
 সর্বমুখে গুনি কৃষ্ণ করিবে গমন ।
 গোবিন্দ বিচ্ছেদে কান্দে নৌদাননা ॥

পাপিষ্ঠ অসুর কংস পাঠাইল চর ।
 রথে করি লয়ে বায় মথুরা নগর ॥
 ধনুর্ময় বস্ত্র নাম প্রচার করিয়া ।
 আপনা সাক্ষাতে শিশু নিবেক ধরিয়া ॥
 আনাইয়া আছে রাজা মহা মল্লগণে ।
 তার সব সঙ্গে যুঝাইবে রাম কানে ॥
 কুবলয় করিবর রাখিয়াছে দ্বারে ।
 চিরিয়া মারিবে দস্তে রামদামোদরে ॥
 এমন প্রকারে হরি যাইবে মথুরা ।
 এত দিনে অনাথিনী হইলাম আমরা ॥
 ব্যাকুল হইয়া কান্দে গোয়ালার মেয়ে ।
 কেমনে ধরিব প্রাণ কাহু না দেখিয়ে ॥
 এমন প্রকারে গোপী কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 নগরে নগরে ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া ॥
 কেহ মারে করাঘাত মস্তক উপরে ।
 কেহ ভূমি ধরে ক্ষণে শোকের সাগরে ॥
 কেহ কল্পে অধরা মুচ্ছিতা হৈয়া পড়ে ।
 ফুকরিয়া কান্দে কেহ ক্ষিতিতলে পড়ে ॥
 অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ ।
 কান্দিয়া করিল গোপী নিশি জাগরণ ॥
 অক্রুর বলেন নিশি হৈল অবসান ।
 নিতাকর্ষ সারি ওহে সাজ রামকান ॥
 বিলম্ব হইলে রাজা ক্রোধী হবে মোরে ।
 শকট সাজাহ হুঙ্ক দধি শত ভারে ॥
 শীঘ্র সাজ নন্দঘোষ বশোমতি সঙ্গে ।
 মল্লযুদ্ধ দেখিবে মথুরাপুরী রঙ্গে ॥
 আহীর ডাকিয়া নন্দ কৈল অঙ্গীকার ।
 শীঘ্র চল গোরস লইয়া শত ভার ॥
 রামভেট দ্রব্য লহ শকট ভরিয়া ।
 পুরমুখে চল সুরিত করিয়া ॥
 পাইয়া নন্দেই আঁজা বস্ত গোপগণ ।
 শকট সকল ভার করিয়া সাজন ॥

রজনী রহিতে বেগে নিত্য কর্ষ সারি ।
 সর স্রীর দধি ছানা হুঙ্ক ভার ভরি ॥
 গোয়াল সাকল ভার শকট সাজাইয়া ।
 উপনীত হইল নন্দেই আগে গিয়া ॥
 তবেত অক্রুর বলে গুন রামহরি ।
 তোমরা ছুভাই সাজ রত্ন বাস পরি ॥
 তবে রাম গোবিন্দ সারিয়া নিজ কাজ ।
 বেশ বানাইতে গেল আগারের মাঝ ॥
 অভ্যন্তরে বেশ ভূষা করে রাম কাহু ।
 হুঃখীশ্রাম দাস মাগে রাজাপদরেণু ॥ ১৮২ ॥

কৃষ্ণ বলরামের মথুরা যাত্রা ।

অক্ষয় উদয়কালে রামকৃষ্ণ কুহলে
 অবিলম্বে নিত্য কর্ষ সারি ।
 অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া বাছিয়া বসন লৈয়া
 পিয়ল ধবল ধড়া পরি ॥
 চারু চিকণীয়া চূড়া গুঞ্জ মণি হার বেড়া
 বিবিধ কুসুম গাভা তার ।
 শ্রাম প্রেম অমুরাগে রাম বান্ধে নীল পাগে
 বন্ধার আমোদে অলি ধায় ॥
 অলক প্রেমের ভাঁতি তিলক বিচিত্র তথি
 ক্র ভঙ্গ জিনিয়া কামধনু ।
 রাজা আঁখি মনোহর বরিষে মদন শয়
 যুবতী ধরিতে নারে তহ ॥
 না লাগে যুকুতা ছবি ওষ্ঠ নিম্নে উষা-রবি
 বিমল বদন ষোলকলা ॥
 কুণ্ডলে কেয়ুর হার শ্রীবৎসকৌমুভ তার
 ভুজদণ্ডে রত্ন তাড়বালা ॥
 সাজনি কাহনি করি করতলে বেণু ধরি
 তবে রাম অম্বর গোপাল ।
 সুদাম শ্রীদাম দ্বন্দ্ব তোক কৃষ্ণ বহুদাম
 ডাকি রত সঙ্গের ছাড়িয়া ॥

গোপগণে ডাকি আনি নন্দঘোষ বলে বাণী
শকট সাজ্যহ সবে বেগে ।

ক্ষীর ছানী ননৌ আর দ্রুত দধি শত ভার
তোমরা সকলে চল আগে ॥

অক্রুর ডাকয়ে বন আইস রাম নারায়ণ
শুভযাত্রা কারলা মাধব ।

সহ সে অগ্রজ সাথে গোবন্দ বিজয় রথে
গুপ্ত বধে কৌতুকে বাসব ॥

অক্রুর বলেন তবে লহয়া গোয়ালা সবে
আগে চল নন্দ মহাশয় ।

কারয়া যোজিত বাজা রথের অগ্রেতে সাজি
পবন গমনে চার হয় ॥

ছাড়ল নন্দের দ্বার স্বারত গমনে যার
অক্রুর চালায় রথ থান ।

এত দোখ ব্রজনারা গৃহকন্ম পারহার
আতশর কাতর পরাণ ॥

লজ্জা পারহার দূরে কেহ গয়ে রথ ধরে
কেহ বলে কোথা যাহ কাহ্ন ।

গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্রাম দাস ভাষে
ব্রজবালা আকুল যে তহ্ন ॥

কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা দর্শনে
গোপীগণের খেদ ।

রাগিণী করুণা ।

কে লয়ে যায় মোর প্রাণধন কাহ্ন ।

কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বিহ্ন ॥ ৫ ॥

বধে কাহ্ন লয়ে যায় কে ।

গোপীর বধের ভাগী সে ।

বৈরী হৈয়া আইল অক্রুর ।

আজি শূন্য হৈল গোপপুর ॥

শুড়রি সে গুণরাশি রাশি ।

কাহ্ন লাগি হব বনবাসী ॥

কৃষ্ণ লাগি ভ্রমি দেশ দেশ ।

কোথা পাব কাহ্নর উদ্দেশ ।

দুঃখীশ্রাম বলে শুন রাই ।

কংস বধি আসিবে কানাই ॥ ১৮৪ ॥

গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথ ধারণ ।

অক্রুর সহিত রথে কানাই বলাই ।

ব্যাকুলা ব্রজের বালা রথ পাছে ধাই ॥

কান্দিয়া কান্দিয়া কেহ কাহ্ন বলি ডাকে ।

রহ কাহ্ন বলি কেহ রথ ধরি থাকে ॥

কেহ বলে কোথা যাহ তাজিয়া গোপিনী ।

কুকান্দিয়া কান্দি কেহ শিরে কর হানি ॥

কেহ বলে প্রাণপতি গোপপুত্র রহ ।

পাপিষ্ঠ কংসের বোলে কি লাগিয়া যাহ ॥

হংসা করি লয়ে যায় মারিবার তরে

অনাথ কারয়া কেন যাহ গোপকারে ॥

রাখতে নারব প্রাণ তোমা না দেখিয়া ।

দাসা করি প্রভু কেন যাহ তেয়াগয়া ॥

রথচাকা ধার গোপী রহিল পড়িয়া ।

কে চালাবে চালাও রথ গোপারে বধিয়া ॥

সঙ্গে করি লয়ে চল আমা নারাগণে ।

বঞ্চিত না কর প্রভু রাধহ শরণে ॥

তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি ।

তুমি পতি তুমি গতি তুমি শিরোমণি ॥

অনেক কামনাফলে তোমারে পাইহ্ন ।

তোমার লাগিয়া জাতি কুল মজাইহ্ন ॥

তোমার লাগিয়া গুরু গুণে নিরবধি ।

তুমি কি না জান তাহা শ্রাম শুণনিধি ॥

এই নিবেদন করি যোগপুত্রে থাক ।

মিনতি করিয়ে হে বারেক বোল রাখ ॥

দেখিয়া গোপীর হুংথ কমললোচন ।
 প্রবোধ করিয়া কহে সরস বচন ॥
 শুন গোপীগণ চিন্তা না করিহ মনে ।
 মধুপুরী বাব আমি নৃপ সন্তাষণে ॥
 রথ পাঠাইল রাজা করিয়া আদরে ।
 ক্রোধে চড়ি যাব আমি কংস বরাবরে ॥
 মধুপুরী দেখিয়া ভুসিয়া নরপতি ।
 চারি দিনে আসিয়া হইব উপনাতি ॥
 মনে হুংথ না করিহ শুন গোপীগণ ।
 আমি প্রতি হৃদয়ে চিন্তিহ অহঙ্কণ ॥
 আমার চরণে মন তুচ্ছ করি লও ।
 অবশ্য পাইবে আমি কহিহু নিশ্চয় ॥

হেনকালে অক্রুর চালায় রথখান ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুংথাম দাঁস গান ॥ ১৮৫ ॥

কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের
 অঙ্গীকার ।

রাগ কল্যাণ ।

লৈয়া রাম গোপীনাথ অক্রুর চালায় রথ ॥
 দেখিয়া কাতর গোপীগণ ॥
 আছাড় থাইয়া পড়ে সবনে নিখাস ছাড়ে
 রথ ধরি কহে কোন জনা ।
 কেহ কহে ওহে কান কেন দেহ সমাধান
 এবা কি বড়াই কর হরি ।
 হাম্ অভাগিনীগণে মুরছিয়া যাহ কেনে
 নিদারুণ রসিক মুরারি ॥
 তুয়া দরশন বিহু কেমনে ধরিব তুহু
 কি কীরিব বলহ উপায় ।
 তিলে না দেখিলে যারে পরাণ কেমন করে
 কেমনে স্নে পাসরিব তায় ॥

নিশ্চয় জানিহ হরি হইলে বধের ভারী
 তব শুণে ত্যজিব পরাণ ।
 ওহে নাথ কর দয়া সঙ্গে করি চল লৈয়া
 কহিহু তোমার বিদ্যমান ॥
 শুনিয়া অক্রুর ক্রোধে রথ বাহে অতি বেগে
 দেখিয়া বিকল ব্রজনারী ।
 বিষম নিখাস ছাড়ি কান্দিয়া অবনী গড়ি
 মুচ্ছিত সে ভাবিয়া মুরারি ॥
 দেখিয়া গোপীর হুংথ বিষাদে বিনরে বুক
 তাহারে প্রবোধ করিবারে ।
 হিত উপদেশ বাণী শ্রীধমে ডাকিয়া আনি
 বলে কও গিয়া গোপিকারে ॥
 কই গিয়া গোপাগণে মধুপুরী চারি দিনে
 দেখিয়া আসিব গোপপুরে ।
 গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে শ্রীদাম ত্বরিত হয়ে
 কহিল গোপীর বরাবরে ॥
 শুন গোপাগণ বলি আজ্ঞা দিল বনমালা
 মনে হুংথ না কর বিচার ।
 গিয়া কৃষ্ণ মধুপুরী নৃপ দরশন করি
 শ্লোকুলে আসিবে পুনর্বার ॥
 নিরখিয়া থাক পথ চারিদিনে গোপীনাথ
 আসিবে কহিল সত্য বাণী ।
 শুন শ্রীদামের বোল চিন্তে গোপী উত্তরোল
 পরিবোধ না মানে পলাণী ॥
 গোবিন্দমঙ্গল পোষা ভুবনে হুঁত কথা
 শ্রবণে অমিয়া সুখরাশি ।
 হুংথাম বিরচিত আকুন্স গোপীর চিত
 অক্রুর চালায় রথে বসি ॥ ১৮৬ ॥

গোকুলবাসিনীগণের কৃষ্ণদর্শন শেষ

রাগিনী তুড়ি ॥

শুক নারদে মহিমা গায় ।

রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ৬ ॥

শুকদেব বলে রাজা শুন সাবধানে ।

সাদরে শুনিলে যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥

এ বড় চর্লভ কথা অতুল মহিমা ।

সমাধি সাধিয়া যারে নাহি পায় ব্রহ্মা ॥

শিব শুক নারদ তম্বুর হনুমান ।

বলি ব্যাস অশ্বরীষ যারে করে ধ্যান ॥

ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণ গণি সবাকার ।

নামে জিনে যম দারুণ সংসার ॥

কষ্টতপে গোপীনী পাইল প্রাণনাথ ।

হেন জনে অক্রুর লইয়া যায় রথে ॥

চালাইয়া দিল রথ হ্রিত গমনে ।

হাহাকার করি কান্দে গোপাঙ্গনাগণে ॥

কৃষ্ণ গেলা বলি কেহ মুচ্ছা হই পড়ে ।

রথধ্বজ দেখিবারে কেহ বৃক্ষে চড়ে ॥

দেখিতে দেখিতে রথ চলে থরতর ।

গোবিন্দ বিচ্ছেদে গোপী পরম কাতর ॥

প্রাচীরে মন্দিরে কেহ অটোলিকা চড়ি ।

নিরখিয়া দেখে রূপ যায় দড়বড়ি ॥

দৃষ্টিপথে রথধ্বজ ছিল যতক্ষণ ।

চিত্র পুত্তলিকা প্রায় চাহে গোপীগণ ॥

অবোল অচেত অঙ্গ অন্তর বিকল ।

কৃষ্ণ সঙ্গে গেল ব্রজবৈভব সকল ॥

যখন সে রথধ্বজ অদৃশ্য হইল ।

নিরাশ হইয়া গোপী গৃহে বাহড়িল ॥

পরম কাতর গোপী গোবিন্দের শুণে ।

কেমনে ধরিব প্রাণ স্নেহ কান্না বিহনে ॥

সদা স্নেহে শ্রাম সঙ্গে আছিহু যখন ।

হৃৎথের সাগরে হৈল গোপীর মরণ ॥

অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ ।

সদাই শ্রুত্রে গোপী গোবিন্দচরণ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ।

অক্রুর চালায় রথ হ্রিত গমন ॥

পবন গমনে রথ দিল চালাইয়া ।

অক্রুর সারথি মনে উল্লাসিত হৈয়া ॥

স্বর্গে থাকি কুসুম বরিষে পুরন্দর ।

গোবিন্দবিজয় রথে মথুরা নগর ॥

উত্তরিল গিয়া দৌহে যমুনার কূলে ।

অক্রুর কহেন তবে কৃষ্ণ পদতলে ॥

যদি আজ্ঞা কর মোরে প্রভু ব্রহ্মরাশি ।

মকর কুমারী নীরে স্নান করি আসি ॥

রথ মধ্যে তরুতলে থাক রাম কান ।

শীঘ্রগতি আসিহু বলিল ভগবান ॥

অক্রুর মজিল গিয়া যমুনার জলে ।

হৃৎখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৯৭

যমুনা জলে অক্রুরেরাশ্রীকৃষ্ণ দর্শন ।

রাগিনী ধনত্রী ।

গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া অক্রুর আনন্দ হৈয়া

নাঘে গিয়া যমুনার নীরে ।

নিজ মন অনুরাগে যমুনার মধ্যভাগে

দেখে সে গোবিন্দ হলধরে ॥

জলে দেখি রাম কান অক্রুর চঞ্চল প্রাণ

বলে বিধি কি করে না জানি ।

রথ রাখি তরুতলে আমি যে নামিহু জলে

দেখিহু গোবিন্দ হলপাণি ॥

হেন মোর মনে লয় জানিয়া কংসের ভয়

রথেতে বসিয়া মায়াহলে ।

তরুতলে রথ রাখি পলাইল পদ্ম আঁধি

জলমধ্যে প্রবেশে গোপালে ॥

কেমন করিয়া আর যাব রাজনরবার

কি বলিব নৃপতির স্থানে ।

শির তুলি সচকিতে তরুতলে দেখে রথে

বসিয়াছে রাম নারায়ণে ॥

মনে কঁরে অহুমান কি দেখিছ বিদ্যমান

স্বপন সমান লাগে মোরে ।

কি মায়া করিল হরি গোবিন্দ মাধব আরি

সঙ্কল্প বিহীন স্থান করে ॥

পুনরপি স্থানকাণ্ডে দেখে সে যমুনা জলে

স্বর্ণ মন্দির মনোহর ।

কনক কলস চূড়ে নেতের পাতাকা উড়ে

দার চারি বিচিত্র চশ্বর ॥

রত্ন ধাতু নানা জাতি মণি মরকত তথি

ঝারক হীরক গজমতি

মুকুর কত লাগিয়াছে শত শত

মণ্ডপ সহিত নানা ভাতি ॥

সে মণ্ডপ মধ্যস্থলে ললিত নলিনীদলে

দেখে সে মাণিক্য সিংহাসন ।

গোবিন্দমঙ্গল পোণা ভুবনে ছলিত কথা

• ছঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৮৮ ॥

অক্রুর কর্তৃক জলমধ্যগত

কৃষ্ণবলরামের রূপ নিরীক্ষণ ।

রাগিণী সিদ্ধুড়া ।

ওহে নাথ এমন মহিমামিথি কে ॥ ১ ॥

তন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন ।

অক্রুর দেখয়ে জলে মন্দিরমোহন ॥

বিচিত্র চিত্রিত মণিমণ্ডপের মাঝে ।

অক্রুর অঙ্গুষ্ঠের সিংহাসন সাজে ॥

তথি মধ্য অনন্ত সুসজ্জিত ভগ্নরাথ ।

অক্রুর অনেক ভাষণে দেখয়ে সাক্ষাত ॥

কৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে দেখে বলরাম ।

অনন্ত পুরুষ রূপে মোহে কত কাম ॥

মস্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্ত করে ।

সহস্রেক ফণা ছত্র শোভে তরুণরে ॥

অলক তিলক চারু শোভে ভুরুভঙ্গ ।

মধুর সে মত্ত অলি নয়ন সুরঙ্গ ॥

মকর কুণ্ডল গণ্ডে খণ্ডে রমো ঘোর ।

বদন বিমল চাঁদ জিনিয়া উজ্জোর ॥

গলে গজমতি হার দোলে মনোহর ।

ইন্দু কুন্দ অসিত জিনিয়া কলবর ॥

নীলাম্বর পরিধান কটিতে কিঞ্চিণী ।

রক্ষিম গুলাল গাভা গলেতে সাজনি ॥

অঙ্গদ বলয় ভূজে দেখিতে সূন্দর ।

চরণে বক্ষিমরাজ বাজয়ে মহুর ॥

শিব গিরিবর জিনি দেব সঙ্কর্ষণ ।

তার বামে দেখে কৃষ্ণ রূপের মোহন ॥

গোবিন্দ শরীর জিনি অপরূপ বদান ।

মৃগাল অধিক ভুজদণ্ড চারিখান ॥

শঙ্খ চক্র গদাপন্ন কর মাঝে সাজে ।

কনক মুকুট শিরে অধিক বিরাজে ॥

কঙ্কুরী তিলক ভালে অলকা শোভিত ।

প্রবণে কুণ্ডল দেখি তপন লজ্জিত ॥

সুরঙ্গ নয়ন কোণে তেড়চা চাহনি ।

গজমতি নামাগ্রেতে বিনোদ সাজনি ॥

বদন মণ্ডল জ্যোতি নিন্দে নিশাপতি ।

অধরে মধুর হাসি মোহিনিয়া ভাতি ॥

কম্বু কর্ণে শোভে মণি মুকুতার হার ।

আজাহলম্বিত গলে পারিজাত মাল ॥

স্বর্ণপত্র সবিস্তৃত শ্রীঅঙ্গে বিরাজে ।

শ্রীবৎস কোমল চিহ্ন বক্ষস্থলে সাজে ॥

অতঙ্গী কুহুম জিনি শোভে কলবর ।

করি অরি জিনি সাক্ষাৎ অতি মনোহর

পীতাম্বর পরিধান মেথলা কিঙ্কণী ।
 স্নানান্তি গভীর উরু রামরস্তা জিনি ॥
 কনক নৃপুৰ সাজে রাতুল চরণে ।
 মানসে বসিয়া শশী সেবে নথ কোণে ॥
 তুলনা কি দিব রাঙ্গা চরণারবিন্দে ।
 ভকত ভবর সুখে পিয়ে মকরন্দে ॥
 অচিন্ত্য চরণযুগে যোগীর ধ্যান ।
 তপস্বলে অক্লুর দেখিল বিদ্যমান ॥
 পারিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি ।
 দক্ষিণে স্তম্ভরী লক্ষ্মী বামে সরস্বতী ॥
 সম্মুখে করিছে স্ততি বিনতানন্দন ।
 চারিদিকে বরে স্ততি সুর মনিগণ ॥
 পঞ্চভূতগণ দেখে ব্রহ্মার সংহতি ।
 মহৎ পুরুষ রূপ গুণবান্ নিতি ॥
 অষ্টবমু দিকপতি মণিমাদিগণ ।
 পঞ্চ মুখে নাচে গায় দেব পঞ্চানন ॥
 যীণা ধরি পায় গীত নারদ তর্ঙ্গুর ।
 অপসরা কিন্নরী তান তান্দব মধুর ॥
 সনকাদি মনিগণ তথা ধ্যান করে ।
 চতুর্ভুজ বিরাজিত প্রভুর গোচরে ॥
 কে কহিতে পারে সেই গোবিন্দের মায়া ।
 অক্লুরে দর্শন দিল সদয় হইয়া ॥
 এমন প্রভুর রূপ দেখিয়া সাক্ষাতে ।
 স্ততি করে অক্লুর মুড়িয়া ছুটি হাতে ॥
 হেন প্রভু রূপ গুণ ধ্যান করে মনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল ভাষীশ্রাম দাস ভণে ॥ ১৮৯ ॥

অক্লুর কৃত-কৃষ্ণের দশাবতারাতি

মহিমা বর্ণন ।

রাগিণী করুণা ।

জলে দেখি রামকায় অক্লুর অবশ্য ভয়
 কর যুক্তি করয়ে স্তবন ।

জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপয়ারণ
 কৃপা করি দিলেন দর্শন ॥
 অনাদিনিধনদাতা বিশ্বরূপ জগৎ কর্তা
 প্রকৃতি পুরুষ পুরাতন ।
 সত্ত্ব রজ তম আর ত্রিগুণ ভূষিত যার
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ॥
 অচিন্ত্য অনন্ত রূপী সর্বঘটে আছে ব্যাপী
 হস্তা কর্তা তুমি ভগবান ।
 ধ্যান ধরি প্রজাপতি না জানয়ে তব ভক্তি
 প্রকৃতি পালন গুণবান ॥
 মহৎ চেতনা আর ত্রিচশম অহঙ্কার
 ধর্মাধর্ম বিকার কারণ ॥
 বেদপতি যজ্ঞ গুরু ভকত বলপতর
 দীনদাতা ঠরিত নাশন ॥
 তুমি ত্রিদশের সার জনলাগি অবতার
 তুমি তপ জপ মুখ্যজ্ঞান ।
 তুমি মৎস্য রূপ ধরি জলে শঙ্খাসুর মারি
 বেদ বিধি কৈলে পরিত্রাণ ॥
 তবে কুর্কুরূপে আর বহিলে অবনীভার
 বরারপে মেদিনী উদ্ধারি ।
 প্রহ্লাদ বচনে হরি নরসিংহ রূপ ধরি
 হিরণ্য কশিপু ক্ষয়কারী ।
 বামন মুরতি ধরি গঙ্গা আনি বহুক্ষরী
 বলি ছলি রাখিলে পাড়ালে ।
 ভৃগুপতি রূপ ধরি পৃথিবী নিম্নত করি
 রাজধর্ম প্রকাশ ভূতলে ॥
 অবতারি রঘুকুলে সিদ্ধ বান্ধি স্কন্ধোশলে
 সীতাছলে রাবণ সংহারি ।
 বলরাম রূপ ধরি লাললে অবনী চির
 তথি জয় মকরকুমারী ॥
 তবোবুদ্ধরূপে আর জগজ্জন মোহিবার
 কল্পরূপে চোচ্চের বিনাশ ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে চুল্লভ কথা
বিরচিল হুঃখীশ্রাম দাস ॥ ১৯০ ॥

অক্রুর কৃত কৃষ্ণের বিভূতি তত্ত্ব
বর্ণন ও স্তব ।

রাগিণী গৌরী ।

হামারেকো রাখ দয়াল হরি ॥ ৬ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত সঙ্গীত মধুর ।
জলেতে মজিয়া স্তুতি করয়ে অক্রুর ॥
হুই কর ঘড়ি বলে গদ গদ মনে ।
কৃষ্ণপদে করে স্তুতি মহাতত্ত্ব জানে ॥
তোমার মহিমা কৃষ্ণ কি কহিতে পারি
ত্রিজগত তোমাতে জগতে তুমি হরি ॥
হুই বিশ্ব মরতি অনন্ত রূপধর ।
আদ্যের দেবতা তুমি নাম বিশ্বম্ভর ॥
এ তিন ভুবন বৈসে তোমার শরীরে ।
অতুল তোমার নাম অখিল উপরে ॥
এ চারি ষিগ্রহ তুমি বেদের ভিতর ।
কৃষ্ণ রাম কাম অনিরুদ্ধ অবতার ॥
সর্বভূতে ব্যাপ্ত তুমি ত্রিগুণ ধারণ ।
প্রকৃতির পর তুমি জীবের জীবন ॥
তোমার মুর্ধা সে প্রভু সুরেকা শিখর ।
কেশভার তোমার গগনে জলধর ॥
তোমার নাসিকা দেশে প্রকাশে পবন
শূন্য স্থিতি বেদ চারি বাহাতে জনম ॥
চন্দ্রার্ক জিনিয়া তব প্রচণ্ড কিরণ ।
অপার ইন্দ্রিত তব বার তিথিগণ ॥
তব ভুজদণ্ড হরি দশদিকপাল ।
ব্রহ্ম চন্দ্রিকা বাণী অমিয়া রসাল ॥
তোমার বগ্নরলোম তরু লতাগণ ।
ঔষধি তোমার নাম কাশ নিবারণ ॥

তোমা দয়ামোদ গিরি মলয়জ নাম ।
তব অস্তি ধাতু মণি জ্যোতি অহুপম ॥
তোমার উদরে বৈসে বাড়ব অনল ।
তব তনু ছায়ামায়া ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥
সরিং সারদা শিবা নদ নদীপণ ।
নথরেক কুলিশ আয়ুধ হৃদর্শন ॥
গগন অম্বর ক্ষিতি পাতাল অবধি ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডধারী তুমি কৃপানিধি ॥
তোমার মহিমা কৃষ্ণ কে জানিতে পারে ।
বিবিধ বিধানে বিধি জপয় যাহারে ॥
যথা বিধি বৃষ্টি হয় প্রবেশে সাগরে ।
তেন সর্ব দেব সেবে আশ্রয় তোমাতে ॥
মুণ্ডি মুঢ় তব নাম না জপিব আনে ।
সুধা ত্যজি ধায় মন যুগতৃষ্ণা পানে ॥
এ মোর মনের বাঞ্ছা আছয়ে ছদয়ে ।
ও পদপঙ্কজে মোরে রাখ দয়াময়ে ॥
কি মোর কামনা কত ছিল পূর্বকালে ।
দেখিহু দয়াল হরি যমুনার জলে ॥
দণ্ডবৎ শত শত বিবিধ বিধানে ।
নিজ রূপ অক্রুর দেখয় বিদ্যামানে ॥
জলে হইতে গোবিন্দ হইল অন্তর্ধান ।
কৃপাময় নিজ রূপে কূলে অধিষ্ঠান ॥
তবে ত অক্রুর জল হৈতে উঠি কূলে ।
দণ্ডবৎ স্তুতি করে গোবিন্দ গোপালে ॥
হাসিয়া দয়াল হরি অক্রুরের বলে ।
বিলম্ব এতেক কেন কি দেখিলে সলিলে ॥
অক্রুর বলয় কিবা জিজ্ঞাস আমারে ।
জলমধ্যে কৃপানিধি দেখিহু তোমাতে ॥
তুমি কি না জান প্রভু মনের আকৃতি ।
শীত্বেগতি বাহ রথ বলে লক্ষ্মীপতি ॥
উদ্ভাসিত অক্রুর কৃষ্ণের দয়া হৈতে ।
রথ চালাইয়া দিল মথুরার পথে ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত পরম সাদরে ।
 অক্রুর স্তবনে হর্ষ ব্রীহরি অন্তরে ॥
 যমুনা হইল পার রামকানু রথে ।
 হৃৎখীণ্যামের মন রহ সে রথের সাথে ॥১৯১॥

রামকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ ।

রাগিণী করুণা ।

জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।
 শিব নাচে গায় হুগা দেয় করতালি ॥প্র॥

অক্রুর সারথি রথে মধ্যে রাম কান ।
 যমুনা হইয়া পার চণ্ডে রথখান ॥
 পবন গমনে রথ দিল চাগাইয়া ।
 মথুরা নিকটে রথ উত্তরিণ গিয়া ॥
 এমন সময় দিন হৈল অবশেষ ।
 রামকৃষ্ণ আসি মধুবন পরবেশ ॥
 গড়দ্বার সন্নিকট মধুবন নাম ।
 মিষ্টফল দিব্য জল স্থল অল্পপম ॥
 সুখদ সুগন্ধ কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর ।
 শুক পিক'নাদ পুরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
 দেখিয়া কৌতুক বাড়ি গোবিন্দের মনে ।
 রজনী বঞ্চিব আজি এই মধুবনে ॥
 তবে কৃষ্ণ অক্রুরের বলয়ে বচন ।
 রথ লয়ে বাহ ভুমি রাজার সদন ॥
 কংস-কহ গিয়া কৃষ্ণ আইল মথুরা ।
 আজি মধুবনে বাসা করিলেন তারা ॥
 গোরস গোয়ালা আদি নন্দ যশোমতি ।
 পিছে আছে তারা আসি হবে উপনীতি ॥
 আজিকার রজনী বঞ্চিব মধুবনে ।
 প্রভাতে করিব কালি নৃপ সস্তাষণে ॥
 ইহা শুনি অক্রুর যুগল ঝোড় করে ।
 প্রণতি করিয়া কৃষ্ণে গোবিন্দ গোচরে ॥

যদি কৃপা কর কৃষ্ণ করি নিবেদন ।
 আমার মন্দিরে আজি করহ গমন ॥
 আশ্রয় পবিত্র হবে পিতৃলোক স্থখী ।
 জনম সফল মোর শুন পঙ্কজাধি ॥
 এত সব কথা শুনি প্রভু পীতবাস ।
 অক্রুরে কহেন কৃষ্ণ করিয়া আশাস ॥
 শুনহ অক্রুর কহি স্বরূপ বচন ।
 আগে আমি করিব নৃপতি সস্তাষণ ॥
 কংসে তোষ করিব মনের অভিলাষে ।
 মাতা পিতা দরশন করিব হরিষে ॥
 তবে ত তোমার গৃহে করিব গমন ।
 সংহতি করিয়া নিব ভাই সঙ্কর্ষণ ॥
 অন্যথা না কর মনে কহিহু নিশ্চয় ।
 অক্রুর বলেন প্রভু যেবা আজ্ঞা হয় ॥
 এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদায় ।
 অক্রুর প্রণতি করে রাম শ্যাম পায় ॥
 রথে চড়ি অক্রুর চলিল কংস স্থানে ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীণ্যাম দাস গানে ॥ ১৯২

পথিমধ্যে গোপগণের মধুবনে অবস্থিতি ।

রাগিণী ধানশ্রী ।

মধুবনে রাধি'হরি রথ আরোহণ করি
 অক্রুর আনন্দ হৈয়া মনে ।
 রথ রাধি সিংহদ্বারে চলি গেলা অভ্যস্তরে
 জানাইল ভোজপতি স্থানে ॥
 রাজদীতি ব্যবহারে কহেন যুগল করে
 ভোজপতি কর অবধান ।
 তব আজ্ঞা জানাইয়া রথমধ্যে বসাইয়া
 মথুরা আনিহু রাম কান ॥

নন্দ যশোমতি আদি শত ভার হৃৎ দধি
শকট সংহতি গোপগণে ।

সঙ্কেত সবার মনে স্থিতি করি মধুবনে
একত্র হইব সর্বজননে ॥

আজ্ঞা দিল বনমালী নৃপতি ভোটব কালি
আজি বাসা নিলা মধুবনে ।

এতেক বচন শুনি হরষিত নৃপমণি
অক্রুরে দিলেন আলিঙ্গনে ॥

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধমালা উপহার
ক্লেম করি দিল পঞ্চগ্রাম ।

কংসেরে বদার করি রথমধ্যে আগুসরি
অক্রুর চলিল নিজ ধাম ॥

হেথা কৃষ্ণ মধুবনে নন্দ আদি গোপগণে
একত্র হইলা সবে আসি ।

ভূতা করি বিদ্যমান আজি বাসা মধুবনে
হাসিয়া কহেন ব্রহ্মরাশি ॥

মধুবন রম্য স্থল সুগন্ধি শীতল জল
কর সর্বো রক্ষন ভোজন ।

কালি উষাকালে গিয়া উপহার দ্রব্য নিয়া
কংসেরে করিব দরশন ॥

এত শুনি কৃষ্ণমুখে গোয়ালা সকল সুখে
উত্তরিলো মনোরম্য স্থানে ।

রাজভেট দ্রব্য যত একত্র রাখিয়া তত
মন দিল রক্ষন ভোজনে ॥

তবে কহে শ্রাম ধাম শুন ভাই বলরাম
ঐদামাদি বত শিশুগণ ।

কংসের মথুরাপুরী আছয়ে মণ্ডলী করি
চল আসি করিয়া দর্শন ॥

এত শুনি সঙ্কর্ষণ সঙ্গে সব শিশুগণ
দেখিতে চলিল মথুর ।

রাধাকৃষ্ণদরসে, ঐযুধ নন্দন ভাষে
গোবিন্দমঙ্গল সুমধুর ॥ ১৬৩ ॥

রামকৃষ্ণ ও ব্রজবালকগণের মথুরা
নগরী দর্শন ॥

মথুরা দেখিতে যাব বলে রামকান ।

তার সঙ্গে সাজি রঞ্জে সব শিশুগণ ॥

তবেত যশোদা দেবী যুগল নন্দনে ।

সর ক্ষীর ওদন ভুঞ্জায় রামকানে ॥

সঙ্কের বালক সব করিল ভোজন ।

মথুরা দেখিতে সবে করিলা সাজন ॥

চিকণ কালীয়া অক্ষ ত্রিভঙ্গিম ভাতি ।

ফটাঝটা পরিপাটী চূড়া রম্য অতি ॥

অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী ।

পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিস্থলী ॥

নানা বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া ।

প্রবেশে মথুরাপুরে বেণু বাজাইয়া ॥

যাইতে প্রথমে দেখে গড়দ্বার খান ।

নানা ধাতু বিরচিত বিচিত্র বন্ধান ॥

দেখিতে মথুরাপুরী অতি মনোহর ।

দ্বারখান পরিসর বিচিত্র চহর ॥

হুই পাশে রম্য বন নানা তরুগণ ।

কোকিল কাহালকুল ডাকে ঘনঘন ॥

নানা তরু নানা ফুল নানা ফল ফলে ।

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পশু চরে পালে পালে ॥

বরাহ মহিষ মেঘ নানা জন্তুগণ ।

কৃষ্ণের মুরতি দেখি তুলিল বদন ॥

বন ত্যজি গোবিন্দ নগরে পরবেশে ।

শিশু সনে প্রবেশিল মথুর দেশে ॥

কৃষ্ণ আইল মথুরা সকল মুখে শুনি ।

দেখিতে আইল সব পুরুষ কামিনী ॥

একে সে মথুরা কংস করিছে মণ্ডন ।

তাহাতে করয়ে শোভা কৃষ্ণ দরশন ॥

প্রতি গৃহ উপরে কলস কুন্ত সাজে ।

পতাকা শোভিত আ স্বপ্নময় বিরাজে ॥

আরোপিল শুবাক নারিকেল দ্বারে দ্বারে ।
 সকল প্রাক্ষণে রস্তাতরু থরে থরে ॥
 বিচিত্র বসন সব চান্দোয়া শোভন ।
 প্রবাল মুকুতা ঝারা খঞ্জিত দর্পণ ॥
 নগরিয়্য শিশু যত দেখিয়া কৃষ্ণের ।
 রূপ দেখি রহিল সে না যায় মন্দিরে ॥
 ব্রজশিশু গায় গীত কেহ পূরে বেণু ।
 তার মধ্য নবরঞ্জে নাচে রাম কান্থ ॥
 যেই দিকে চাহে কান্থ মদনমোহন ।
 দেখিয়া লাভণ্য রূপ মোহে সর্বজন ॥
 অভ্যন্তরে রহে যত কুলবধুগণ ।
 শুনিল মথুরা এলো রাম নারায়ণ ॥
 অহর্নিশ যার গুণ শুনিতাম শ্রবণে ।
 হেন কৃষ্ণ আইল চল দেখিব নয়নে ॥
 অবশ হইয়া সবে দেখিবারে যায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ১২৪ ॥

মথুরাবাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন ।

রাগিণী ধানত্রী ।

মথুরানগরে হরি দেখিবারে নব নারী
 আগ্রচিত হৈয়া সবে ধায় ।
 শ্যাম দরশন আসে অন্তরে অবশ রসে
 আউনড় কেশে কেহ যায় ॥
 যতেক কুলের নারী কুলকর্ষ পরিহরি
 উনগন্ত কৃষ্ণ দেখিবারে ।
 ভোজন সঙ্কলি কেহ হস্ত না পাখালি সেহ
 এলোকেশা ধাইল নগরে ॥
 যে ছিল রঞ্জন স্থানে রামকৃষ্ণ নাম শুনে
 দেখিবারে চলে ত্বরাতরি ।
 তৈল আমলকী মাখি নদীকূলে শুনি সখী
 চলে সবে দ্বান পরিহরি ॥

এমন কহিব কত মধুপুর নারী যত
 নগরে দেখিতে যায় হরি ।
 সাত পাঁচ সখী মেলি দেখিবারে বনমালী
 চলে তারা ধৈরজ্ঞ না ধরি ॥
 আপন অঙ্গের ছায়া না দেখি যে সব জায়া
 পতিব্রতা বাহারে বাধানি ।
 নানা অলঙ্কার পরি নগরে চলিল নারী
 দেখিতে মুকুন্দ হলপাণি ॥
 কুলের কামিনীগণে ভয় লজ্জা নাহি মানে
 নগরেতে নিরখিল হরি ।
 অন্ধজন বন্ধু করে ধরিয়া চলিলা ধীরে
 দিব্যজ্ঞানে দেখিতে মুরারি ॥
 নগরের দুই পাশে দেখে লোক রঙ্গরসে
 চলি যায় স্তম্ভের গোপাল ।
 অগ্রজ বলাই সঙ্গে চলে কৃষ্ণ নানা রঙ্গে
 করতালি দেয় বজবাল ॥
 সবে ধস্ত ধস্ত করে এই দুই সহোদরে
 ধন্য কক্ষে ধরিল জননী ।
 দেখিয়া ও চাঁদমুখ পাইল সকল সুখ
 তার পুণ্য কহিতে না জানি ॥
 দারুণ কংসের ডরে গোপপুরে নন্দ ঘরে
 লুকাইয়া ছিল দুই জন ।
 বাড়িল বিক্রমে হরি অঘা বকা আদি করি
 লীলায় মারিল দৈত্যগণে ॥
 রোহিণীনন্দন রাম রূপে মোহে কত কাম
 শশিমুখ তুষার বরণ ।
 ধেনুকা নিধন কহি চাপড়ে প্রলম্ব মারি
 মধু রসে বক্ষিম নয়ন ॥
 যন্ত বে ব্রজের বাসী দেখে দোহা রূপবাসি
 সকল জীবন তা সবার ।
 কংস কুট করি তাতে আনিল অঙ্গুর হাতে
 মঙ্গল সঙ্গে শিশু যুঝাবার ॥

আমা সবা পুণ্য ফলে দক্ষিণ দৈবের বলে
 দ্বারে বসি দেখি রাম কান ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত মধুপুর আনন্দিত
 শ্রীমুখনন্দন রস গান ॥ ১১৫ ॥

রজক বধ ।

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ।
 শিশু সঙ্গে মথুরা বিহরে নারায়ণ ॥
 ভূই পাশে উকি দিয়া চাহে নরনারী ।
 নাচি নাচি যায় কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥
 কেহ পুরে শিক্কা বেণু কেহ গীত গায় ।
 কুলের কামিনী সব উকি দিয়া চায় ॥
 পুরানগরে আনন্দের ওর নাই ।
 দেখিতে সকল লোক দিছে ধাওয়া ধাই ॥
 নবরত্ন রসে কৃষ্ণ শিশুর সংহতি ।
 হেনকালে রজক হইল উপনীতি ॥
 কংশের বেশের বাস কাচে সেই ভালে ।
 পাখালিয়া আনে নিত্য যমুনার জলে ॥
 আগে বাজে ভয়শঙ্খ পাছে বাজে ঢোল ।
 রক্ত লৈয়া যায় সে করিয়া কোলাহল ॥
 তারে দেখি রাম কৃষ্ণ হৈল আশ্চর্যান ।
 শিশু সঙ্গে রজকে বেড়িল রামকান ॥
 হাসিয়া দয়াল হরি কুহেন তাহারে ।
 কে তুমি কি লৈয়া বাহ কহ না আমারে ॥
 রজক বলেন আমি রাজার কিস্কর ।
 বস্ত্র দিতে লৈয়া যাই কংসবরাবর ॥
 রাজার সেবক আমি বৃত্ত ভূমি পাই ।
 রাজবস্ত্র নিত্য নিত্য কাচিয়া যোগাই ॥
 তোমার কি লাগি মোরে অশ্রুগলিলে পথে ।
 আপন গৌরব রাখ আপনার হাতে ॥

কৃষ্ণ বলে রজক শুনহ মোর বাণী ।
 আমা দৌঁহাকারে দেহ বস্ত্র ছইখানি ॥
 আমা দৌঁহাকারে তুমি নিরখিয়া চাহ ।
 ইহার উচিত নীল পীতধরা দেহ ॥
 আমা দৌঁহে রাম কাহু রাজার ভাগিনা ।
 আমা লাগি ধনুপূজা যজ্ঞ আরাধনা ॥
 সহজে রজক জাতি অন্ন বুদ্ধিদারী ।
 লখিতে নারিল সেই কৃষ্ণের চাতুরী ॥
 ক্রোধ হৈয়া রজক বাঁলিল কুবচন ।
 বনচর সহজে তোমরা গোপগণ ॥
 ধর্ম্য কর্ম লঘু গুরু না কর, বিচার ।
 গোপ গোপীগণে যেন কৈলে অব্যভাচার ॥
 গোষ্ঠে থাক দেখু রাখ শঠ কথা কহ ।
 হেন গর্ব করহ রাজার বস্ত্র চাহ ।
 গোকুলে না যাবে পুনঃ হেন কর চিন্তে ।
 গজদন্তে মর কিবা চাহুরের হাতে ॥
 এত শুনি কোপে কৃষ্ণ কম্পিত শরীর ।
 চাপড় প্রহারে ছিণ্ডে রজকের শির ॥
 রজক ত্যজিল প্রাণ কর পরশনে ।
 বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
 রজকের সঙ্গী প্রাণ লৈয়া পলাইল ।
 হাসিয়া বলাই বাস পেঁড়া যে খুলিল ॥
 নীল পীত ধড়া নিল রাম নারায়ণ ।
 নানা বস্ত্র পরে বৃত্ত বস্ত্র শিশুগণ ॥
 হেনকালে ছিল বস্ত্র কংস বেশকারী ।
 করঘোড়ে কহে সে কৃষ্ণের বরাবরি ॥
 অবগতি কর প্রভু মোরে যদি দয়া ।
 আন্তা হৈলে দেই দৌঁহে বস্ত্র পরাইয়া ॥
 বেশকারি বিনয়ে গোবিন্দ অবধান ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃৎকীড়া দাস গান ॥ ১১৬ ॥

কংসের লুঠিত বস্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ

রাগ সারেক

মথুরানগরে হরি রজক নিধন করি

বসন নুটিল শিশুগণ ।

ছিল কংস বেশকারি রামকৃষ্ণ বরাবরি

বলে দৌহে পরাব বসন ॥

কৃষ্ণের ভঙ্গিম কাটি পরাইল পীত ধটি

নীল ধুতি রোহিনীনন্দন ।

করি কত পরিপাটী দ্রোহারে পরায় ধুতি

অঙ্গে দিল অগন্ধি চন্দন ॥

কৃষ্ণের তেড়চা চূড়া বিবিধ কুহুম বেড়া

কস্তুরী তিলক দিল ভালে ।

রামের মস্তক নীল পাগড়ি বান্ধিয়া দিল

দোলয়ে কুণ্ডল শ্রতিমূলে ॥

অবেশ করিয়া দৌহে প্রণতি করিয়া রহে

তারে কৃষ্ণ দিল আশীর্বাদ ।

চিরকাল গ্রুথে থাক বহু পুত্র নাতি দেখ

অন্তে পাবে মোর পদ্মপাদ ॥

রাক্ষা লাঠি ধরে রাম মোহন মুরলী শ্রাম

শিক্ষা বেণু পুরে শিশুগণ ।

নানা রঙ্গে বনমালী নাচি নাচি যায় চলি

দেখে যত মধুপুরগণ ॥

লোক করে অহুমান জলদবরণ কান

রোহিণী নন্দন এই রাম ।

ইন্দু কুন্দ সিত তিলু ভ্রতঙ্গ কুহুম ধনু

রাক্ষা আঁখি রূপে মোহে কাম ॥

পাপিষ্ঠ কংসের ডরে এত দিন নন্দ ঘরে

রহিয়া বাড়িল গুপ্তবেশে ।

প্রলম্বাদি দৈত্যগণে হেলায় বধিল প্রাণে

ঐ ছই জয় বিষ্ণু অংশে ॥

লোকে ইহা বিচারয় রামকৃষ্ণ চলি যার

উপনীত অধর্ম্যর দ্বারে ।

ছাখীশ্রাম সুবচন ধন্য মধুপুরজন

সুধর্ম্মা বসিয়া পান্ন ঘরে ॥ ১৯৭ ॥

মালাকারের পূজা গ্রহণ ।

রাগিণী ভাটিয়ারি ।

আজু বড় শুভ দিন রে ।

আমার যাদব এলো ঘরে ॥ ধ্রু ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।

শিশু সঙ্গে সুধর্ম্মা মন্দিরে কৃষ্ণ গেলা ॥

গোবিন্দ দেখিয়া সে সুধর্ম্মা হরষিত ॥

পাদপদ্ম তলে পড় বনিতা সহিত ॥

প্রভু পদ পাখালিল সুবাসিত জলে ।

কুন্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে ॥

পাদোদক পান কৈল পরম সাধরে ।

স্বকুটুম্ব সহিত শুচিল ঘরদ্বারে ॥

বিচিত্র মন্দির মধ্যে আনন্দিত মনে ।

সিংহাসনে বসাইল রাম নারায়ণে ॥

ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আহোদনে ।

মঙ্গল আরতি করি হরি সঙ্কর্ষণে ॥

শিশু সঙ্গে পূজা কৈল বিবিধ বিধানে ।

নানা উপহার দ্রব্য থুইল বিদ্যমান ॥

নানা রূপে মালা পরাইল রাম কানে ।

স্বরঙ্গ সন্দর গাভা দিল শিশুগণে ॥

অগন্ধ তাম্বুল গুয়া কপূর মিশালে ।

সুধর্ম্মা যোগায় লৈয়া কৃষ্ণ পদতলে ॥

বিনয় করিয়া বলে প্রভু পদতলে ।

দণ্ডবৎ স্তুতি করি ভাসে প্রেমজলে ॥

কি মোর তপের কল কামনা আছিল ।

আপনি আসিয়া কৃষ্ণ অঙ্গপ্রস্থ কৈল ॥

যে পদ দেখানে বসি ভাবে মোগিগণ ।

সে পদ দেখিল মোর মার্ক কীকন ॥

এই নিবেদন মোর শুন চক্ষুধর ।
 তোমার চরণে মন রহ নিরন্তর ॥
 যত যোনি মধ্যে জন্ম হয় মহীতলে ।
 সে দেহে রহিবে ভক্তি তব পদতলে ॥
 তুমি হরি জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন ।
 আপন সেবক করি রাখ নারায়ণ ॥
 ভোজনে গমনে আর শয়ন স্বপনে ।
 তব পদাশুজে ভক্তি রহ রাত্রি দিনে ॥
 • হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার ।
 মোর কথা শুনহ সুধর্ম্মা মালার ॥
 জানিলাম তোমার মন আমাতে কেবল ।
 অন্তকালে পাবে মোর চরণকমল ॥
 ইহলোকে সুখে থাক পাবে ফল অতি ।
 মনঃ বুদ্ধি হবেক অনেক পুত্র নাতি ॥
 জন্মে জন্মে সুখী হবে মোর আশীর্বাদে ।
 লোকে মান্য করিবে বঞ্চিত অপ্রমাদে ॥
 দেউলমণ্ডপ তীর্থ যাত্রা দেবস্থলে ।
 সব সুখী হবে তুমি পুণ্য যোগাইলে ॥
 সুধর্ম্মারে অহুগ্রহ করি রাম কানে ।
 চলিল মথুরাপুরী সে সব সন্ধান ॥
 শিশুগণ গীত গায় নাচে ব্রহ্মরাশি ।
 সুখে রত দেখে যত মধুপুরবাসী ॥
 অনগরে নাগর যায় দেখে যেই জন ।
 নয়ন মিলিতে নারে না চলে চরণ ॥
 নানা রঙ্গে শিশু সঙ্গে নাচে শ্রামরায় ।
 হেনকালে কুঞ্জী সুগন্ধ লৈয়া যায় ॥
 কুঞ্জী দেখিয়া রসে কহে যত্নরায় ।
 গোবিন্দবিজয় হুঃখীশ্রাম দাস পায় ॥ ১৯৮ ॥

কুঞ্জাকে সুরূপ দান ।
 রাগিনী ধানশ্রী ।
 শুন পরীক্ষিত রায় কুবুজা চলিয়া যায়
 যোগানে সে ভোজপতি স্থানে ।
 গন্ধ ডালি বাম কাঁখে চলি যায় তিন বাঁকে
 পথে সে দেখিল রাম কানে ॥
 সহজে না হয় উজ পিঠে তার তিন কুজ
 হস্ত পদ বিরুতি বন্ধান ।
 দাণ্ডাইতে নাহি পারে বাড়ি ধরি চলে ধীরে
 তারে দেখি হাসে ভগবান ॥
 কুজার বন্ধান দেখি হাসিয়া অম্বুজ আঁখি
 বারতা জিজ্ঞাসে নারায়ণ ।
 গন্ধ লয়ে যাহ কোথা কহ মোর সে বারতা
 পৃষ্ঠে তোর কুজ কি কারণ ॥
 কার নারী কিবা জাতি কহ দেখি আমা প্রতি
 দেহ কিছু অশুভ চন্দন ।
 কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়া যুগল পাণি
 কুবুজা করয়ে নিবেদন ॥
 শুন হে দয়াল হরি চরণে গোচর করি
 জন্ম মোর গন্ধকারী কুলে ।
 দেখি অম্বুজের শোভা কেহ না করিল বিতা
 বিপরীত করম বিফলে ॥
 ভোজপতি কংসরায় সুগন্ধ যোগায় তার
 ক্ষেম করি দিছে তিন গ্রাম ।
 অনেক বৈভব মোর চরণে গোচর তোর
 জন্ম হৈতে কুজা মোর নাম ॥
 এ গন্ধ চন্দন রঞ্জে লেপিব তোমার অঙ্গে
 হেন সাধ আছে মোর মন ।
 কংস কি করিবে মোরে আশ্রয় বলিল তোরে
 তুমি সে আমার প্রাণধন ॥
 বলিয়া সরস বাণী অশুভ চন্দন আনি
 দোহা অঙ্গে করিলা লেপন ।

গোবিন্দমঙ্গল ।

তবে প্রভু চক্রপাণি কুজার অন্তর জানি
অনুগ্রহ করিল তখন ॥

হাসিয়া দয়াল হরি গ্রীবা ও চাবুক ধরি
পৃষ্ঠ পরে দিয়া পদ্মপাদ ।

সন্ধানে টানিলা অতি কুজা হৈল রূপবতী
গোবিন্দে বাড়িল তার সাধ ॥

উৎসাহে ঘুতাচা রক্তা জিনিয়া কুজার শোভা
লজ্জা ত্যজ ধরে কৃষ্ণ করে ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হ্রস্ত কথা
হুঃখাত্ম্য দাস গায় সারে ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতি কুজার প্রেম ।

রাগিণী শোহিনী ।

বড় রে দয়ালনিধি হরি ॥ জু ॥

অপূর্ণ গোবিন্দলীলা শুন নরপতি ।
কুজারে করিল কৃষ্ণ নবান যুবতী ॥
কুজার রূপের কি বালতে পারি শোভা ।
নয়ন সন্ধানে কত মনমথ লোভা ॥
অঙ্গে নানা আভরণ পরে নাল বাস ।
কমল বদন চাকু মন্দ মৃদু হাস ॥
তিরশ সন্ধান করি ধার কৃষ্ণ করে ।
মিনাত করিয়া কহে কৃষ্ণ বরাবরে ॥
তুমি প্রভু বিদগদ সুন্দর সুজন ।
দাসা কার কিন মোরে দেহ প্রাণদান ॥
কি জানি কি কৈলে তুমি আমার পরাণে ।
এ মন মজিল মোর ও রাজ্য চরণে ॥
দিব্য গৃহ আছে মোর নানা উপহার ।
তিলেক বিপ্রায় কর করি পরিহার ॥
এত শুনি জগৎমোহন বনমালী ।
সুচকি হাসিয়া স্বামী কুবুজারে বলি ॥

কৃষ্ণ বলে শুন কুজা স্বরূপ বচন ।
আজি তুমি মন্দিরে করহ আগমন ॥
আজি আমি নাহি যাব তোমার ভবনে ।
নির্বন্ধ বচন বলি শুন সাবধানে ॥
আমারে আনিলা রাজ্য রথ পাঠাইয়া ।
তুষিবে রাজ্যারে আগ্নে দরশন দিয়া ॥
তবে তব গৃহে আমি করিব গমন ।
সংহতি আছেয়ে দেখে তাই সঙ্কষণ ॥
কুবুজা বলয়ে কৃষ্ণ কর অবধান ।
তোমার বিরহে মোর আকুল পরাণ ॥
তোমাতে নূতন প্রেম বাড়িল আমার ।
বারেক বিনয় রাখ করি পরিহার ॥
কৃষ্ণ বলেন শুন কুজা স্বরূপ বচন ।
তোর গৃহে যাব না করিব অন্য মন ॥
চিস্তিতে প্রবোধ করি চলহ মন্দিরে ।
কুজা বলে অনুগ্রহ হইল আমারে ॥
কুজারে বিদায় দিয়া প্রভু বনমালী ।
সে সব সংহতি মথুরার মধ্যে চলি ॥
কুবুজার রূপ দেখি বিস্ময় মানিল ।
এই কৃষ্ণ বাল সবে অন্তরে জানিল ॥
সব লোক ধায় সে গোবিন্দ দেখিবারে ।
মহা কোলাহল হৈল মথুরানগরে ॥
গৃহে বাস দেখে কেহ বুকের উপরে ।
নাচি নাচি যায় রঙ্গে রাম দামোদরে ॥
ধনুগৃহ নিকটে মিলিল ভগবান ।
ধনুগৃহ দেখে অতি অপূর্ণ বন্ধান ॥
স্ফটিকা হাটক নানা স্তম্ভ সারি সারি ।
সুবর্ণ কমল শোভা মন্দির উপরি ॥
নেতের পতাকা তথি রেখিতে স্তম্ভান ।
নানা ধাতু বিরাজিত দ্বার চারিধীন ॥
গৃহ মধ্যে শোভা করে ধনুকের জ্যোতি ।
নানা রত্ন ধারা নাখিয়াছে পঙ্কজতি ॥

ধনুক দেখিতে কক্ষ গেল দ্বার পাশে ।
রক্ষক আবারে দ্বার দুঃখীশ্যাম ভাষে ॥

রামকৃষ্ণের ধনুর্গৃহে প্রবেশ

রাগ সারঙ্গ ।

পুরাণ বচন শুনহ রাজন

রাম গোবিন্দের লোলা ।

এক চিত্ত মনে যেবা শুনে ভণে

তরে ভববন্ধ জালা ॥

রাম কক্ষ রঙ্গে, ব্রজ শিশু সঙ্গে

গেলা ধনু দেখিবারে ।

কংসের প্রহরী আছিল দ্বারী

দ্বার নাহি ছাড়ে তারে ॥

কহে দামোদরে শুন অশুচরে

রাজার ভাগিনা আমি ।

কহি সারোদ্ধার ছাড়হ দ্বার

ঘরের সেবক তুমি ॥

মোর লাগি রাজ্য করে ধনুপূজা

আদি যজ্ঞ আরাধনে ।

অক্রুরের হাতে পাঠাইয়া রথে

আনিগ বড় যতনে ॥

কোপে অশুচর বলিছে উত্তর

জানিলাম তব ঠাঁট ।

রাজ আজ্ঞা বিনে কাহার পরাণে

খুলিতে পারে কপাট ॥

এ নহে গোহুল করিবে কি বল

অবোধ আহীর জাতি ।

তোমা দোহাকারে মারিবার তরে

আনীল নরপতি ॥

প্রাণ দিবে কেন শুন রাজন

বাহুড়িয়া বাহ ঘর ।

এত শুনি কোপে অতি বীর দাপে

আগ্নে আদি হলধর ॥

কর পদাঘাতে রাম গোপীনাথে

বধিল রক্ষকগণে ।

মারি বহু শাট ভাঙ্গিল কপাট

পুষ্প বর্ষে দেবগণে ॥

ব্রজশিশুগণ আনন্দ বদন

শিক্ষা বেগু স্নান পুরে ।

হরষিত মনে রাম নারায়ণে

প্রবেশে ধনুক ঘরে ॥

ভুবন পাবন এ সব কখন

প্রবণে হরিত নাশে ।

গোবিন্দ-মঙ্গল কারুণ্য কেবল

শ্রীমুখনন্দন ভাষে ॥ ২০১ ॥

ধনুর্ভঙ্গ ।

ললিত প্রবন্ধ ।

ধনুর্গৃহে প্রবেশি বিনোদ বনমালী ।

অতি রস রঙ্গে বলরাম সঙ্গে

ব্রজ শিশুগণে মেলি ॥

প্রবল বল শ্যাম ধনুক করি বাম

দিল গুণ ধরি ভূজ দণ্ডে ।

শতেক বল যায় টাঙ্কার দিল তার

ধনু ভাঙ্গি কৈল দুই খণ্ডে ॥

ধনুকের শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধে

কম্পিত দশদিক প্রান্তে ।

কংসের সভাতল করয়ে টলমল

ভয়ে কম্পিত ভোজমণি ॥

শুনি শব্দ রাজন চমকিত জীবন

প্রবণে লাগিল ভাল ।

ধরধর ভূধর কংস কলেবর

শুনি মনি মন হয় ভোলা ॥

সাগর উথলিল পর্বত টলমল
ধ্বনি শুনি পূরজনা কাঁপে ।
কংসের বল যত ধাইল শত শত
কেহ কারে আয়ুধ কাপে ॥
দেখি দহুজল মাধব বীরবল
ভয় ধনুক ছুঁ ছুঁ ধরি ।
কার পদ তুণ্ডে কার বপু মুণ্ডে
সংগ্রামে রিপুগণ মারি ॥
বজ্র ভয় করি বলে রিপুগণ মারি
বাহির হরি হলপাণি ।
হরি হরষ মন যত মধুপূরজন
দহুজ পরাভব মানি ॥
তবে বল মাধব সঙ্গে শিশু সব
চলি গেলা মধুবন পাশে ॥
শুনি সব ভারতি কল্পে ভোজপতি
চঃখীশ্রাম রস ভাবে ॥ ২০২ ॥

কংসের অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন ।

রাগ হিলোল ।

কে জানে রামের নাম
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ৬ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ।
শিশু সঙ্গে রামকৃষ্ণ গেল মধুবন ॥
দেখিয়া যশোদা দেবী যুগল নন্দনে ।
সর ক্ষীর ওদন ভুঞ্জে রাম কানে ॥
আচমন সারি জোপ তাইল কর্পূরে ।
ছড়াই গুলি দিয়া পালক উপরে ॥
ওথা কংস শুনিয়া কৃষ্ণের ঢগ বাণী ।
বিষাদে বিষয় অভি মনে ভয় খানি ॥
পাত্র মন্ত্রী লয়ে যাজ্ঞিক যজ্ঞে বিচারি ।
কাল হৈয়া প্রায়ঃকাল কংসের কয়ার ॥

মথুরা প্রবেশ হৈল দৌড়ে রামকানে ।
বস্ত্র লুটি সংহারিল রজকের প্রাণে ॥
কুঞ্জীর পাশে নিল অঙ্কুর চন্দন ।
তাহারে করিল কৃষ্ণ রমণী রতন ॥
কি সাধন না জানি জানয়ে রামকান্দ ॥
কেমনে ভাস্কিল মোর শত বল ধন ॥
বজ্র নাশ কৈল মোর মারি অহুচর ।
কি বুদ্ধি করিব কহ কাঁপে কলেবর ॥
রজনী প্রভাতে কালি রামনারায়ণে ।
মল্লযুদ্ধে মারিলে সন্তোষ মোর মনে ॥
হেন রূপে গেল রাজা শয়ন মন্দিরে ।
সভয়ে বসিলা দিব্য পালক উপরে ॥
সুবর্ণের কাথে দেখু নিজ অঙ্গ ছাই ।
নিরখি বিষয় মতি স্কন্ধে মুণ্ড নাই ॥
মুকুর ধরিয়া দেখি বদন মণ্ডল ।
মস্তক না দেখি প্রাণ বড়ই বিকল ॥
হেন রূপে ভোজপতি করিলা শয়ন ।
নিদ্রায় দেখয়ে রাজা বিরূপ স্বপ্নন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ মাতঙ্গ কৃষ্ণ সার ।
রুক্মের উপরে উঠি চরে পালেপাল ॥
ডাকিনী ঘোগিনী দেখে পিচাশিনীগণ ।
মৃত শব কোলে করে কুধির ভক্ষণ ॥
শিয়রে দেখয়ে দেবী বদন করাল ।
রাক্ষা বস্ত্র রাক্ষা গাভা গলে মুণ্ডমাল ॥
আয়ুধ ধরিয়া কেহ দক্ষিণেতে ধায় ।
মৃত কোলে করি কেহ কান্দে উভরায় ॥
কাংস পাত্রে মদমাংস লৈয়া ব্রহ্মচারী ।
হেন অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে দণ্ডধারী ॥
নিদ্রা নাহি হয় তার চকিত পরাণ ।
হেন রূপে নিশি শেবে হইল বিহান ॥
গৃহের বাহির হৈতে ভোজ নৃপাণি ।
প্রাচীরে উলক দেখে শঙ্কিত গহিনী ॥

ধন্য ভ্রমর চিল মাথার উপরে ।
 রণ কুহুর কান্দে নগরে নগরে ॥
 দেখি অন্তরে অন্তর ভোজপতি ।
 সারি সভা করি বৈসে ভরাতি ॥
 মিত্র পুরোহিত যত বহুজন ।
 আনি বলে রাজা সরস বচন ॥
 ধর মঞ্চ শত সাজাহ সত্বর ।
 মধ্যে বসিয়া দেখিবে নৃপবর ॥
 কয় আনহ বত নরপতিগণে ।
 মধ্যে বসিয়া দেখিবে সর্বজন ॥
 যে নির্মাণ কৈল নানা ধাতু দিয়া ।
 বসিল রক্ত সঁজা সাজাইয়া ॥
 গানি আজ্ঞা দিল ত্বরিত বিদায় ॥
 ত সকলে হেথা আনহ ত্বরায় ॥
 কে চলিল কংসের অহুচর ।
 রে যত বৈসে যথা নৃপবর ॥
 গিয়া জানাইল নরপতিগণে ।
 নৃপতি সব কংস নিমন্ত্রণে ॥
 সে নৃপতি যত কংস অহুচরে ।
 শ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২০৩ ॥

কংসের রক্ত সভায় দর্শক
 রাজাগণের আগমন ।

ললিত প্রবন্ধ ।

দুত গিয়া জানাইল নরপতিগণে ।
 নিজ আসন চলে সব রাজন
 কংসের পিরীতিগণে ॥

এক আরোহণে মধুপুর তবনে

আইলা রাজা ভরাসক ।

সমবেশ নন্দন চলিয়া ছাইলা

কংসের শিখরে ॥

কলিক নৃপবর চলিয়া সত্বর
 রথ রথী বাহিনী সঙ্গে ।
 লইয়া দলবল চলিয়া নৃপ নল
 সেনাপতি হুত্রিশ রঙ্গে ॥
 বকি ধন্য কব ধরিয়া সত্বর
 ভীষক আইলা রথে ।
 সাত্যকি জ্যেণ কর্ণ চলিয়া হর্ষোদন
 শত ভাই লইয়া সাথে ॥
 বলে বলবন্ত সাজিয়া ত্বরিত
 মিলিয়া মধুরাপুরে ।
 রথে রথী বাহিনী লৈয়া চলে আপনি
 ক্রপদ আদি নৃপবরে ॥
 কাশী রাজা সম্বর নরক নরেশ্বর
 বজ্রনাভ বিরোচন বেগে ।
 বিদেহ নরবর বিরাট উত্তর
 কীচক চলে বীরভাগে ॥
 বিবিধ বানর কালযবন বীর
 ক্ষত্রিয় শূর রাজাগণে ।
 আসি মিলে মধুপুরী কংস আদর করি
 পূজিয়া বসায় বরাসনে ॥
 তবে ভোজরাজন করয়ে নিবেদন
 যত সব নৃপতির স্থানে ।
 রাম গোবিন্দ পদ ভবতারণ পথ
 হুঃখীশ্যাম দাস রসগানে ॥ ২০৪ ॥

রক্ত সভাস্থগণ সমীপে কংসের
 কোপহেতু কখন ।

রাগ ভাটিয়ায় ।

পরমদি রাম কানাক্রি ।

সহজে হাওয়াল অহুরের কাল

হেন দেখি ভনি নাই ॥ ১ ॥

আইলা নৃপতি সব কংস নিমন্ত্রণে ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সে পূজিল জনে জনে ॥
 হুবর্ণের মঞ্চ মধ্যে রত্নসিংহাসন ।
 একে একে বসাইল নরপতিগণ ॥
 রত্নসভা উপরে বসিলা কংসাসুর ।
 রত্নসভাতলে মল্ল মুষ্টিক চানুর ॥
 বন্দীঘর হৈতে আনি বহু দৈবকীরে ।
 আর এক মঞ্চ মধ্যে বসায় দৌহারে ॥
 তবে নন্দ যশোদায় আনায় ত্বরিতে ।
 তাহারে বসান বহু দৈবকী সহিতে ॥
 তবে কংস কহে কথা নরপতিগণে ।
 নৃপতি সকল লোক তনু সাবধানে ॥
 ভগ্নীপতি বহু মোর দৈবকী ভগিনী ।
 অবিশ্বাস করি মোরে হুঃখ দিল আনি ॥
 দৈবকী অষ্টম গর্ভে মোর যত্ন জানি ।
 নারদ কহিল তব পূর্বনীতি বাণী ॥
 তবে বন্দী কৈলু আমি বহু দৈবকীরে ।
 হরিজন্ম হৈল তবে মোর কারাগারে ॥
 ভাঙিল আমারে দৌহে নিশ্চয় কহিল ।
 অহুচর দিয়া কিছু করিতে নারিল ॥
 তারে কোলে করি বহু গেল গোপপুরে ।
 যশোদার কন্যা দিয়া ভাঙিল আমারে ॥
 সে কন্যা ধরিতে গেল হাত পিছলিয়া ।
 বুঝিতে না পারি কিছু দেবতার মায়ী ॥
 নন্দ্রের মন্দিরে রিপু বাড়ে দিনে দিনে ।
 পুতনাদি দৈত্যগণে মারে জনে জনে ॥
 প্রজা হৈরা নন্দ্রবোষ মোরে নাহি মানে ।
 যজ্ঞ আরম্ভিলু আমি জুখিল কারণে ॥
 অক্লুরে পাঠায়ে রথে আনিহু দৌহারে ।
 মধুরা অবেশমাত্র রজক সংহারে ॥
 বহু লুঠ কৈলু মোর ভাঙিল ধনুক ।
 সেনা অহুচর দিগ দিল বড় হুঃখ ॥

তেকারণে রত্নসভা করিল হুমসজ ।
 ধারেতে রেবেছি কুবলয় করীরাজ ॥
 চানুর মুষ্টিক কাছে রাম নৌপাঠে ॥
 যুদ্ধ করি নিপাতিব তনু সর্বজন ॥
 বহুদেব নন্দ্রবোষ ছজন্যর জায়া ।
 পুত্রের মরণ যেন দেখে দাণ্ডাইয়া ॥
 দূত আনি আদেশিল ত্বরিত গমনে ।
 রামকৃষ্ণ আন গিয়া সভা বিদ্যামানে ॥
 ত্বরিত কংসের দূত মধুবনে যায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্রাম দাস গায় ॥ ২০৫ ॥

কংসের রত্নসভায় রামকৃষ্ণের
 আনয়ন ।

রাগিণী শোহিনী ।

চলিল কংসের দূত মধুবনে উপনীত ।
 জানাইল রামনারায়ণে ॥
 অহুচর রাধি হরি বেগে নিত্য কৰ্ম সারি
 দান দান করিলা ভোজন ॥
 যত মধু দুগ্ধ দধি মিষ্টান্ন অনেক বিধি
 রামকৃষ্ণ করিলা ভোজন ॥
 আচমন সারি বেগে তাহুল কপূর ভোজ্যে
 সেই রূপে যত শিঙগণ ॥
 তবে রাম দানোদর পরি নীল পীতাম্বর
 মল্লবেশে করিল সাজনি ॥
 ফোটা কাটা পরিপাটা হীরা নীলা রত্ন কাটি
 মুখহবি কত চন্দ্র জিনি ॥
 রাজা লাঠি ধরে রাম মোহন যুরলী স্তাম
 শিলা বেগু পুরে শিঙগণ ॥
 বিবিধ বিনোদ্য রেশে প্রবেশে মধুরা বেশে
 আগে দূত করিল গমন ॥

বনে চলে রাম কাহ্ন ব্রজশিশু পুরে বেণু
 কেহ নাচে কেহ গীত গায় ।
 কেহ দেব করতালি নাচি বায় বনমালী
 ছপাশে রহিয়া লোক চায় ॥
 কি দিব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভ
 অপূর্ণ মুরতি ছুটি ভাই ।
 অথবা নগরে বসে নর নারী শত শত
 দেখিবারে দিছে ধাওয়াধাই ॥
 গৃহ অট্টালিকা বৃক্ষে প্রাচীরে উঠিয়া দেখে
 রজসে চলে রাম কাহ্ন ।
 অগাধ ইজিতে কত মনমথ মুরছিত
 নাগরী ধরিতে নারে তত্ব ॥
 নগরের ছই পাশে বলরাম ছবীকেশে
 দেখি লোক করে অহুমান ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোষা ভুবনে ছলত কথা
 শ্রীমুখনন্দন রস গান ॥ ২০৬ ॥

রজসভা ফারে রামকৃষ্ণের আগমন ।

রাগিণী টোড়ী ।

বঙ্গিয়া ভঙ্গিয়া কাহ্ন সঙ্গে বলরাম ।
 মুখছবি নিরখি মুগধ কোটি কাম ॥ ক ॥
 গৈয়া কহেন রাজা শুকের বচন ।
 কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন ॥
 শুকদেব বলে রাজা শুন-সাবধানে ।
 রজসভা দ্বারে গেল রাম নারায়ণে ॥
 দেখিলেন কীরবর কুবলয় দ্বারে ।
 অযুতেক মত্ত মাতঙ্গের বল ধরে ॥
 উপরে মাহত সে দেখিল রাম কানে
 দশির করিল করী মারিবার মনে ॥
 ধুশাণ ছই মত্ত দেখি দাসে ॥
 দেখিয়া ছঃখিত লোক অত অন্যে কর ॥

এই ছই শিশু কি করিল কংসরায় ।
 কোন অপরাধে শিশু মারিবারে চায় ॥
 লাভ্য মুরতি দৌহে কোমল অবয় ।
 হেন শিশু চিরিয়া ফেলিবে কুবলয় ॥
 কেমনে সহিবে ধর্ম কংস স্পবরে ।
 উচিত বচন কেহ না বলে রাজ্যারে ॥
 অহিংসক বাংলাকে বধিবে যে সংগ্রামে ।
 উচিত না হয় বসি এ রাজ্যার প্রাণে ॥
 মাহতে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ।
 দ্বার ছাড়ি দেহ আমি ভেটিব রাজন ॥
 ক্রোধে সে মাহত পদে ঠেকে গজদন্তে ।
 দত্ত পসারিয়া রহে মারিবার রন্তে ॥
 কৃষ্ণ বলি মাহত জানিহু তোর রীতি ।
 আমারে মারিবে হেন দেখি তোর মতি ॥
 দ্বার ছাড় নহে পাঠাইব যমঘরে ।
 তোমার সংহতি কুবলয় করীবারে ॥
 অস্থূল মারিয়া গজে করিল ইজিত ।
 রাম দামোদরে দত্ত মারিতে দ্বরিত ॥
 গজ আক্রোশিয়া আইসে দৌহার উপরে ।
 অনীতি দেখিয়া লোক ধায় দেখিবারে ॥
 তবে গজ কর কিরাইয়া ঘনঘন ।
 গোবিন্দ উপরে ধায় আক্রোশি দশন ॥
 মাহত মাতঙ্গমুণ্ডে অস্থূল প্রহারে ।
 কহে সে দ্বরিত মার রাম দামোদরে ॥
 মাতঙ্গ মুরতি দেখি প্রচণ্ড বক্রান ।
 কুবলয় বধিব ভাবিল ভগবান ॥
 শিশুগলে পিছে রাখি কমললোচন ।
 আশ্রয়ান হইলেন ভাই ছই জন ॥
 কটিধটি বান্ধে দৃঢ় করিয়া কাছনি ।
 মাহতে ডাকিয়া বলে হরি হলপাণি ॥
 সামান্য মাতঙ্গ তোর শুন বোর বোল
 শুনি কোণে মাহত হইল উত্তরোত্তর ॥

কৃষ্ণে মারিবার তরে কুবলয় ধায় ।
গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীশ্রাম দাম্ গায় ॥ ২০৭ ॥

কুবলয় হস্তীবধ ।

ললিত প্রবন্ধ ।

ধাইল যে কুবলয় বায়ে দেখি লাগে ভয়
আগুয়ান হৈল রাম হরি ।
করে ধরি করীবর হইলা সে অন্তর
মুণ্ডেতে মুটকিষাত মারি ॥
করীবর সঙ্গে নানা গতি রঞ্জে
যুখে রাম শ্রীমরায় ।
দশন কুলিশ জহু হেরি নর ভয় মনু
হরিগুণে করে হায় হায় ॥
তবে গজ মহাবলী ধরিবারে বনমাণী
কোপে কর পসারিয়া চলে ।
• মায়ার নরহরি স্নকৌতুক মনে করি
লুকাইল তার পেটতলে ॥
চতুর্দিক খুজে গজ যোগবলে দেবরাজ
দেখে গজ সন্মুখেতে হরি ।
তড়বড় ধায় করী ছড়ি পড়ি ভাগে হরি
ভ্রমে গজ ভ্রমে দস্ত মারি ॥
দশন কষণ পায় উঠি গজবর চায়
আগে হরি দাঙাইয়া আছে ।
ধায় গজ তুলি ধব তবে বলরাম দেব
পুচ্ছ ধরি টানে রহি পাছে ॥
বৎসক পুচ্ছক ধরি শিশু যেন ক্রীড়া করি
খগপতি-নাথ ধরে শুণ্ডে ।
রঞ্জে রাম দামোদর কিরাইল ধরতর
পরিসর বল ভুজরঞ্জে ॥
আগে পিছে চাই করী টান দিল রাম হরি
কুবলয় প্রবন্ধ ।

ধরিয়া ভাহার শুণ্ডে কোপি গজবর মুণ্ডে
মুটকি মারিল ভগবান ॥
প্রাণ গেল ততক্ষণ গাখিল নারায়ণ
রঞ্জে দস্ত উপাড়িল তার ।
দশনের ঘায় তার মাহুতে মারয়ে আর
অনুরে লাগিল চমৎকার ॥
তবে রাম গোবিন্দাই কান্ধে দস্ত ছই ভাই
শিশুগণ পুরে শিকা বেণু ।
ছঃখীশ্রাম দাস কর হেন সাধ মনে লয়
যদি পাই-রাক্ষাপদ রেণু ॥ ২০৮ ॥

রক্তসভাস্থজন কত্ৰক কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপদর্শন ।

রাগ সারেন্দ্র ।

মথুরায় রামকাহ্ন হৈল পরবেশ ।
যার মনে যেই ভার সেইরূপে শ্রামরায়
আনন্দে দেখয়ে সর্বদেশ ॥ ৫ ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিহু তোমায় ।
কুবলয় রাম কৃষ্ণ বধিল হেলায় ॥
দশন যুগল তার উপাড়ি কৌতুকে ।
কান্দে করি চলে দৌহে রক্ত সভাস্থখে ॥
কৃষ্ণের শরীর যেন দলিত অঞ্জন ।
রক্ত বিন্দু বিন্দু তথি করিছে শোভন ॥
বিমল চন্দ্রমা জিনি বলদেব রায় ।
বিন্দু বিন্দু শোণিত শোভিত করে গায় ॥
করীবর বধ দেখি যত পুয়জন ।
প্রশংসিয়া বলে ধন্ত রাম নারায়ণ ॥
অহিংস বালকদ্রোহী হয় কংসানুর ।
বর্ষবলে জিনে শিশু দানব প্রচুর ॥
সর্বলোক ধায় কৃষ্ণ দেখিবার তরে ।
কুবলয় হৈল বধের নগরে ॥

কুবলয় বধ দেখি কংসে লাগে ভয় ।
 চানুর মুটিক রাজ্য আখাসিয়া কর ।
 তোমা দৌছে যদি যশ রাধ মহীতলে ।
 মল্লযুদ্ধে নিগাভহ কৃষ্ণ কামপালে ।
 চানুর মুটিক আছে কৃষ্ণ অরিপণে ।
 মল্লযুদ্ধ স্থানে সে মিলিল রামকানে ।
 কৃষ্ণের অদ্বুত রূপ হৈল সেই থানে ।
 যার যে মনের মত দেখে সর্বজননে ।
 মহামল্ল দেখে সে অশনি তেজধারী ।
 মুনিরা ভাবয় কৃষ্ণ ব্রহ্ম তুল্য করি ।
 নরলোক দেখে যেন রাজরাজেশ্বর ।
 নারীপণ দেখে কাম জিনিয়া স্থন্দর ।
 গোপাঙ্গনাগণ দেখে নিজ প্রাণপতি ।
 নুপ দৃষ্টে শাস্তি কর্তা রাজ চক্রবর্তী ।
 নিজ পিতৃ তুল্য দেখে শৈশব সকল ।
 যুতাসম দেখে ভোজপতি যে বিকল ।
 বিরাটবাগীশ তুল্য দেখে বুধগণে ।
 তব্ধে পরাংপর রূপ দেখে যোগী জনে ।
 কৃষ্ণবংশ দেখে যেন পুরম দেবতা ।
 হৃষ্টের বালক দেখে যেন মাতা পিতা ।
 যার যে মনের ভাব আশর আছিল ।
 সেইরূপে কৃষ্ণ সবাঁকারে দেখা দিল ।
 অগ্রজ সহিত কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ স্থানে ।
 কংসের অন্তরে ভয় দেখি রামকানে ।
 বজ্রদেব দৈবকী আর নন্দ যশোমতি ।
 অজ্ঞানল যুরে দেখি কৃষ্ণের মুরতি ।
 এ ঘোর সঙ্কটে পুঞ্জ না দেখি নিস্তার ।
 হাহা অশ্রুপূর্ণ প্রভু করহ উদ্ধার ।
 পুত্রিয়া পালিয়া পুঞ্জ কৈহু বলবান ।
 দেখিয়া পুঞ্জের মুখ বিকরে পরাণ ।
 চানুর মুটিক বস সঙ্কলের ধাম ।
 ভোজপতি আজি বিকি বাস বাজনা ।

কিরর কিররী গার নাচে বিদ্যাধরী ।
 গজবাজী কলরব পুরে দিগন্তরি ।
 ব্যালিশ বাজনা বাজে মল্লযুদ্ধ স্থানে ।
 গোবিন্দমঙ্গল ছন্দীতাম দাস গানে ॥ ২০২

রঙ্গ ভূমিতে রণ বাদ্য ।

কাঁপললিত প্রবন্ধ ।
 নানাবিধ বাদ্য বাজে কংসের ছায়ায় ।
 চানুর মুটিক বীর নাচে মল্ল ভয়ে ॥ ২০৩ ॥
 দামামার দিল কাঠি তোলপাড় করে মাটি
 টিণ্ডিম ডমরু বোর বাজে ।
 কিকিণী কঙ্কণ করতাল বন বন
 ব্রজবন বন জয় গাজে ॥
 ঘন ঘন কাঠি কাড়া হুড়ি তিন বাজে পড়া
 জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল ।
 সপ্তস্বর জন দংশে করে ধরি রঙ্গ রসে
 না শুনি আপন পর বোস ॥
 হুন্সুতি দগড় দড়ী ঘোড় দশ বাজে ঘড়ি
 শুনি সব জীবগণ জাসে ।
 পাখায়ুজ দড়মস পুরে ধনি দিক দশ
 হরিগুণ গায়ক পিনাসে ॥
 মন্দ মধু মহরি ধন্ত ধনি সুস্বরী
 মুরলী মধুর রস গানে ।
 ডম্ফ মণ্ডল শর ধমক ধমক বোর ।
 রবাব প্রধর পুরে তানে ॥
 বীণা বীণী পিনাকিনী অতিরস বলে বাণী
 ঘোষ ভোল কোঁশল কোঁশল ।
 ঘোড় তিন এক মেলা ছটি কানে লাগে ডালা
 ধনি শুনি অহি পরমায় ॥
 ডুব ডুব ডুবক কাহল সানাই তের
 মন্দিরা বদন কঁকর ॥

শব্দের খোঁ খোঁ ভরবের তৌ তৌ
 শিখা বোড় বলে হরি হরি ॥
 দূরে রাখি নিশান কেহ বোড়ে কামান
 বন্দুক এড়ে ঘোড়া ঘোড়া ॥
 গজবাজী কলরব পুরিল মথুরা সব
 তবকি তবকের সাড়া ॥
 কোন বীর স্থখে রাক্ষা ধূলা মাখে
 পরিধান নীল পীতধড়া ॥
 রাহত মাহত ধাইল ত্বরিত
 কেহ চড়ে তুরকী বোড়া ॥
 ব্যাল্লিশ বাজন। শুনি ভীত হৈলা সর্ক সর্গ
 স্বর্গে সুরপতি কাঁপে ॥
 হুণীশ্রাম দল গায় বলরাম শ্রামরাম
 মল মাঝে পশে বীরদাপে ॥ ২১০

মল্লযুদ্ধের উপক্রম ।

রাগ সারঙ্গ :

ভালি ভালি ভালিরে রঞ্জিয়া কানাই
 ভালি সে বটহ তুমি ।
 না জানি আপন তুমি সে সজ্জন
 ঠাকুরে ভুলাইব আমি ॥ ১ ॥
 রজসভা মাঝে সে মিলিলা রামকান ।
 দৌহে দেখি চানুর মুষ্টিক আশ্রয়ান ।
 মত্ত ভেজ ভরে সে আপনা নাহি জানে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে বলরাম কানে ॥
 হন্দ বন্দ জান দৌহে বলে মহাবলী ।
 আজি দৌহা সংহতি করিব মল্ল কেলি ॥
 মদ্রবিদ্যা বাহবিদ্যা করিব সংগ্রাম ।
 তুবিব রাজার মন ওল স্যাম রাম ॥
 চানুরে যুখে শুনি এতেক উত্তর ।
 ১ উনং চানুরে যুখে শুনি এতেক উত্তর ॥

এ সব বচন বল কোন স্যাবহারে ।
 উচিত না হয় যুদ্ধ তোমার আমারে ॥
 তোমা দৌহে মহামল্ল মুষ্টিক প্রমাণ ।
 শৈশব আমার ছটা তাই রামকান ॥
 সম সম যুদ্ধ করি রহে যশ ধর্ম ।
 হীনবল সহ যুদ্ধে জিনিলে অধর্ম ॥
 জিনিলে প্রতিষ্ঠা নাহি শুদ্ধে কুঘোষণ ।
 সমতার দোষ নাহি স্তনহ কারণ ॥
 এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে ।
 হাসিয়া চানুর কহে রাম দামোদরে ॥
 বালক বলিয়া বল এ নহে উচিত ।
 তোমা দৌহাকার বল অতি অপ্রমিত ॥
 অযুত মাতঙ্গ মত্ত বল কুশলয় ।
 লীলায় বধিলে তারে এ বড় বিষয় ॥
 দত্ত উপাড়িলে তার জীবৎ হাসিয়া ।
 শতবল ধনু ধরি ফেলিলে ভাঙ্গিয়া ॥
 চাপড় মারিয়া কৈলে রজক সংহার ।
 প্রথমে পুতনা মাইলে পিয়া কীর্ত্তার ॥
 তৃণাবর্ত বকা অবা প্রলম্ব ধোহুক ।
 কালিয় দমন কৈলে করিয়া কোতুক ॥
 করে গিরি গোরব্দন ধরিলে হেলায় ।
 পরাভব পাইয়া পলাইল দেবরায় ॥
 ব্যোমকেশী অরিষ্ট বধিয়া বনমাঝে ।
 কেমনে বালক বল না বাসহ লাজে ॥
 আজি আমি তোমা সঙ্গে করিব সংগ্রাম ।
 মুষ্টিকে কহিল তবে ধর বলরাম ॥
 চানুর কানুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে ।
 হুণীশ্রাম ডাকে নাথ উদ্ধার আমারে ॥ ২১১

চানুর মুষ্টিকের সহিত কৃষ্ণবল-
রামের মল্লযুদ্ধ ।

রাগ ধানত্রী ।

রক্তসভা বিদ্যামানে মল্লযুদ্ধ আরম্ভণে

বাহুবল চানুর গোবিন্দ ।

মুষ্টিক চানুর বলী অঙ্গে মাখি রক্ত ধূলি

রাম সঙ্গে সংগ্রাম প্রসঙ্গ ॥

ভুজে ভুজে দৃঢ় ছান্দি চরণে চরণ বান্দি

হৃদয়ে হৃদয় পরিবন্ধ ।

• মস্তকে মস্তক কুর্চি শোণিত ঝরয়ে ফুটি

দেখিয়া লোকের মনে ধক ॥

বহুদেব দৈবকী নন্দ যশোমতি দেখি

যুগ্মে পুত্র মহামল্লী সাথে ।

নয়নে ঝরয়ে বারি ডাকে ত্রাণ কর হরি

ধন করাঘাত মারে মাথে ॥

অনীতি দেখিয়া জন কহে কথা অজ্ঞ অজ্ঞ

এ নহে উচিত ব্যবহার ।

সভায় যে লোক আছে না কহে রাজার কাছে

এই মল্ল যুদ্ধ অবিচার ॥

মেরু তুল্য ছই বীরে শিশু সঙ্গে যুদ্ধ করে

কেমনে সে দেখে সভাজন ।

সভা মধ্যে বসিয়া যে সভ্য কথানা কহে সে

কুস্তীপাকে করিবে গমন ॥

ধর্মশাস্ত্রে যত কয় শুনি মনে নাহি ভয়

কেমনে সে তরিবে সংসার ।

দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ অন্তরে বিদরে বুক

মাতা পিতা জীবে কি না আর ॥

• হেন অহুমান করি ত্যজিয়া মথুরাপুরী

বলতি করিব অস্ত্র দেখে ।

কংসের চরিত্র দেখি

কর কৃষ্ণ বিপত্তি বিনাশে

শুন পরীক্ষিত রায় বিদগ্ধ শ্রামরায়

জানিয়া জগতে গুরু ভার ।

চানুর মুষ্টিক কংস ভাবিল করিব ধ্বংস

শ্রীমুখ নন্দন কহে সার ॥ ২১২ ॥

চানুর মুষ্টিক ও অষ্ট মল্ল বধ ।

রাগ ত্রী ।

চানুর কাহুর সঙ্গে করে মল্ল কেলি ।

মুষ্টিক সহিত বলরাম মহাবলী ॥

• হৃদয়ে হৃদয়ে পরিবন্ধ ছই জনে ।

ভুজে ভুজে ছান্দি ছান্দি চরণে চরণে ॥

পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ।

• প্রমত্তরে বর্ম্ম ঝরে দৌহাকার গায় ॥

পুনরপি উঠি দৌহে বাহ সার্ট মারে ।

পিছু হৈরা পুন গিয়া দৌহে দৌহা ধরে ॥

• মল্ল যুদ্ধে দৃঢ় মুষ্টি দৌহে দৌহাকার ।

তহু ফুটি বহৈ রক্ত কোপে শ্রামরায় ॥

চানুর বধিব হেন ভাবিল মুরারি ।

নিঃশক্তি করিল তারে বজ্র চড় মারি ॥

জটে ধরি ঘুরাইয়া মারিল আছাড় ।

পড়িল চানুর বীর চূর্ণ হৈল হাড় ॥

চক্ষু দিয়া প্রাণ গেল দেখিয়া কৃষ্ণেরে ।

দয়া করি গোবিন্দ মুকতি দিল তারে ॥

চানুর নিপাত দেখি মুষ্টিক কুপিত ।

প্রকাশিল মহাযুদ্ধ রামের সহিত ॥

মুষ্টিক দেখিয়া কোপে বলদেব রায় ।

রণরঙ্গে বর্ম্মরেণু বিস্তারিত কার ॥

• ধরঙ্গী কম্পিত বার চরণের তরে ।

মুষ্টিকের মুগ্ধে বজ্র চাপড় প্রহারে ॥

মুষ্টিকের প্রাণ গেল দেখি রাম কান ।

মুষ্টিপদ দিল তারে প্রভু শঙ্গবান ॥

চানুর মুষ্টিক সঙ্গে অষ্ট মল ছিল ।
 মল্লযুদ্ধ কূট বেগে ছহারে খেড়িল ॥
 মল তোষ দৌহে মল মহা বলধর ।
 দেখিয়া কুপিত মতি রোহিণীকুমার ॥
 মুখল ঘুরায়ে রাম মারিল নির্ভরে ।
 দৃষ্টিমাত্র অষ্ট মল পড়িল সমরে ॥
 মল্লের বিনাশ দেখি কোপে কংসরায় ।
 বলে সভা হৈতে দূর কর দৌহাকার ॥
 গোবিন্দমঙ্গল রসে হৃৎখীণ্যাম ভাষে ।
 উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলি-কলুষে ॥ ২১৩

মর্ম্মাহত কংসের কৃষ্ণ সম্পর্কীয়
 সকলের উচ্ছেদের আদেশ ।

রাগিণী করুণা ।

করি কুবলয়ে হত চানুর মুষ্টিক যত
 মল্লকুল নিধন করিয়া ।
 দৌহার প্রচণ্ড রূপে নৃপতি সকল কাঁপে
 কংস কহেন রুঠ হৈয়া ॥
 শুন শুন অহুচর সভা হৈতে দূর কর
 নীভ্রগতি রাম নারায়ণে ।
 বাকিয়া দৌহারে লৈয়া নগর বাহিরে গিয়া
 ঢাক ঢোল করিয়া বাজনে ॥
 শিশু সঙ্গে নন্দলাল মার লৈয়া তৎকাল
 যমুনা পুলিনে ঘোর বনে ।
 বহুদেব নন্দঘোষে কাটি লৈয়া তার পাশে
 শূলী দেহ রাজা উগ্রসেনে ॥
 যাহ কত অহুচর লুটহ নন্দের ঘর
 যত গোপ বৈসে ব্রহ্মপুরে ।
 গো মহিষ নর নারী ঘন রত্ন রথ ভরি
 বেগে বহি ব্রহ্মপুরে ॥

দেখি কংস মতিমন্ড কান্দে বহুদেব নন্দ
 ব্যাকুল যশোদা দৈবকী ।
 না জানি পুত্রের বল আর আঁখি অশ্রুজল
 ডাকে জাহি কর পদ্মআঁখি ॥
 কংস মুখে কটুবাণী মাতা পিতা কষ্ট জানি
 রাম কৃষ্ণ কাঁপে ক্রোধ ভরে ।
 হৃৎকার পূরে রাম লাকে উঠে ঘনশ্যাম
 যথা কংস মঞ্চের উপরে ॥
 কৃষ্ণ দেখি সরিকটে কোপে কংসাহর উঠে
 করে খড়্গা ধরিয়া রাজন ।
 সঞ্চান সমান বেগে মিলে সে কৃষ্ণের আগে
 রিপু ভাবে করে নিরীক্ষণ ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যেবা শুদ্ধচিত্ত
 পরম কৈবল্য সেই পায় ।
 কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি
 শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২১৪ ॥

কংসবধ ।

রাগিণী করুণা ।

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ৫ ॥

জনক জননী হৃৎ দেখি ভগবান ।
 খণ্ডিতে ক্ষিত্তির ভার কমলনয়ন ॥
 গঞ্জিতে কংসের গর্ভ দেব দেবেশ্বর ।
 কেশরী ক্রোধিত কিবা কুঞ্জর উপর ॥
 দর্পযুক্ত হৈয়া মনে প্রভু ব্রজরাজ ।
 লাক দিয়া উঠে কৃষ্ণ রত্ন সভারাজ ॥
 হিরদৃষ্টি রাজা সব রহিল চাহিয়া ।
 কংস দেখে যম যেন এলো মৃত্যু লৈয়া ।
 ক্রোধভরে উঠে রাজা করে খড়্গা লৈয়া ।
 সবদৃষ্টে কৃষ্ণ মুখস্বয়ং নিরখিয়া ॥

কৃষ্ণের লাগ্য মুখ মোহন বদান ।
রিপু ভাবে অহর্নিশ করিয়া ধিয়ান ॥
কৃষ্ণ মুখ দেখি কর পদ নাহি চলে ।
প্রাণ গেল উজ্জ্বলে কৃষ্ণ অঙ্গে চলে ॥
কৈবল্য মুক্তি তাহে দিল গদাধর ।
বিমানে চাপর। গেল বৈকুণ্ঠনগর ॥
মাধার মুকুট তাঁর পড়িল খসয়া ।
কেশভার লাগে গোবিন্দের পদে গিয়া ॥

মঞ্চ হৈতে নামে কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ স্থানে ।

গড়াগড়ি যান কংস কৃষ্ণের চরণে ॥

দেখিয়া নৃপতি সব কোপিত বদন ।

মুখল ঘুরায়ে সবে মারে সঙ্ঘর্ষণ ॥

প্রাণ লৈয়া নৃপতি সকল দিল ভঙ্গ ।

কংস বধ দেখিয়া দেবতা মনে রঙ্গ ॥

মুগ্ধবৃত্তি করে স্বর্গে হর্ষ দেবগণ ।

বিদ্যাধরী নৃত্য করে কিম্বরা গায়ন ॥

দশদিক এসম হইল ত্রিভুবন ।

এসম হইল যত নদ নদীগণ ॥

এসম নক্ষত্র বহে পবন শীতল ।

অতি আনন্দিত ভেল অবনীমণ্ডল ॥

দেখিয়া উষত যত মধুপুর জন ।

সবে বলে ধ্বজ ধ্বজ দৈবকানন্দন ॥

শিশু লঙ্কে রঙ্গে কৃষ্ণ ভকতবৎসল ।

পদ হৈতে খসাইল কংসের কুন্তল ॥

বহুদেব দৈবকীর খসায় বদন ।

দ্রুপ দেখি কমলকর কমললোচন ॥

দেখিয়া কৃষ্ণের মুখ বহু দৈবকী ।

দিব্যজ্ঞান জনমিল প্রেমে বুঝে আঁখি ॥

গোবিন্দবদন হৃদযাত্রা দাস গার ।

শমন সধনে পার কর প্রায়সরি ॥ ২১৫ ॥

রামকৃষ্ণের প্রভাব দর্শনে বহু

দৈবকীর হৃদয়োচ্ছ্বাস ।

রাগণী করণা ।

কৃষ্ণের বদন দেখি বহুদেব দৈবকী

কড়বুড়ি করয়ে স্তবন ।

জয় জয় নারায়ণ তুমি ব্রহ্ম সনাওন

আজু ভেল বিপদ নাশন ॥

তুমি ব্রহ্ম নিরাকার জীব লাগি অবতার

ত্রিভুবন কারণ তারণ ।

দেবের দেখিয়া হৃৎক জনমিলে পঙ্কমুখ

অবনী করিলে উদ্ধারণ ॥

সকল জনম আজ তোমা দেখি ব্রজরাজ

শীতল হইল ছুটি আঁখি ।

তবে প্রভু চক্রপাণি বলরামে বলে বাণী

দৌহার ভকতি ভাব দেখি ॥

দৈবকী বহুদেব শুদ্ধভাবে করে স্তব

পুত্রভাব ছাড়িয়া আমারে ।

খণ্ডিতে ক্ষিতির তার হইলাম অবতার

বিষ্ণুমায়া জড়িত সংসারে ॥

এতেক ভাবিয়া মনে নয়ন সন্ধান বাণে

মাতা পিতা মোহিত করিল ।

বহু দৈবকীর প্রেমে কোলে করি কৃষ্ণ রামে

মুখে লক্ষ লক্ষ চুষ দিল ॥

কান্দে হেরি পুত্রমুখ ভোমীর লাগিয়া হৃৎক

হুই কংস মহাকষ্ট দিল ।

স্বাজি তোমা দৌহা দেখি প্রাণ বুড়াইল আঁখি

সকল আপদ দূর গেল ॥

হেন রূপে সর্বজন পরম আনন্দ মন

ভবে বহু পাইল মরারি ।

হেথা মূগ অত্যন্তরে প্রাণ ত্যজে নরবরে

তুলিল সকল কংস নারী ।

কান্দিয়া আকুল হৈয়া বৃণহুজে স্নেহে গিয়া
পতি লৈয়া করয়ে ক্রন্দন ।
গোবিন্দমঙ্গল পাখা ভুবনে হুল্লভ কথা
হৃৎযন্ত্রাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ২১৬ ॥

কংসমহিষাগণের বিলাপ ও কৃষ্ণের প্রবোধ দান ।

রাগিনী-করণা ।

কোথা গেলে পাব শ্রাম জীবন আমার ॥ ১ ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণগুণ বাণী ।
শ্রবণে হরিত নাশে তরে তরঙ্গিনী ॥
অভ্যন্তরে ছিল যত পূরনারীগণ ।
শুনিল সংগ্রামে রাজা ত্যজিল জীবন ॥
কান্দিয়া ধরণী পড়ে শিরে মারে ঘাত ।
কেশাবশে গেল যথা আছে প্রাণনাথ ॥
মৃত পতি কোলে করি কান্দে কংসনারী ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে ভূমে হস্ত মারি ॥
কান্দিয়া ধরণী পড়ে মহাশোকতরে ।
অজ্ঞের বসন তিতে নয়নের জলে ॥
আজি শূন্ত গৃহ মোর মধুরানগর ।
অনাখিনী করি কোথা গেলে নৃপবর ॥
রথ রথী গজ বাজী আদি রাজ্যখণ্ড ।
তোমার বিহনে সব হৈল লণ্ডভণ্ড ॥
মাথার মুকুট কারে দিলে দণ্ডহাতা ।
কোথা গেল বরাসন বৈভব বনিতা ॥
আপনার ভাল মন্দ না জান আপনি ।
অতি দুষ্টমতি হৈয়া ত্যজিলে পুরানী ॥
ইচ্ছা-কৃত্য ভোগ করি না পুরিল সাধ ।
হস্তী হৈয়া করিলে কেশরী সঙ্গে বাদ ॥
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ নাম ব্রহ্মরূপি ।
হেন জনা সঙ্গে বাধ কর দিবানিশি ॥

সংসার রক্ষক কৃষ্ণ চক্রে লয়ে করে ।
শান্ত সাধু প্রতিপালে হর্জন সংহারে ।
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে তুমি অরিভাব করি ।
ইন্দ্ৰিতে ত্যজিলে প্রাণ কুজ বুদ্ধি ধরি ॥
কান্দয়ে কামিনীগণ কাতর হইয়া ।
দেখিয়া কৃষ্ণের মনে উপজিল দয়া ॥
অখিল ভুবন বল্লি যার মারাবশে ।
করণ বদনে গেলা কংসনারী পাশে ॥
সান্ত্বাইতে রমণী বদনে দিলা জল ।
শীতল গামছা ধরি ভকতবৎসল ॥
সবাকার বদন মুছিয়া নঃহরি ।
হিত উপদেশ বলে পরিবোধ করি ॥
শুন মাতুলানি আমি রাজার ভাগিনা ।
মোর লাগি বাপ মায় দিলেক যন্ত্রণা ॥
দৈব দোষে জন্ম মোর হৈল বন্দী ঘরে ।
প্রাণ লৈয়া পলাইছ মাতুলের ডরে ॥
তথা সে পুতনা বিষন্তন পিয়াইল ।
ধর্ম মোর রক্ষা কৈল পুতনা মরিল ॥
গরু চরাইয়া পেট পূরি নন্দ ঘরে ।
নানা রূপে দৈত্য পাঠাইল মারিবারে ॥
অনেক সঙ্কটে ঠাঁচিলাম পুণ্যফলে ।
অক্রুর পাঠারে রথে আনিল কৌশলে ॥
কুবলয় আদি করি মহামন্ত্র সনে ।
আমি কোঁহা যুঝাইল মারিবার মনে ॥
আমি তাহে রক্ষা পাইছ সে সব মরিল ।
তবেত কংসের মনে দয়া না জন্মিল ॥
কোটালে কহিল লয়ে আমারে কাটিতে ।
নন্দ বহুদেব উগ্রসেনের সহিতে ॥
তবে আমি কোণ শান্তাইতে কংস রায় ।
নন্দ উঠিলাম ধরিবারে তাঁর পায়ে ॥
ধড় লয়ে দাঁড়াইতে ধরে আমি চলে ।
পলাইতে কোঁহে পড়িলাম মহীতলে ॥

মোর সঙ্গে কোপ চিত্ত ভীতে না ছাড়িল ।
আমি প্রাণে বাঁচিলাম হাতুল মরিল ॥
এ সব জগত যত জড়িত মায়ার ।
যশ-অযশ থাকে লোকে জীব আইসে যায় ॥
তোমা সবাকারে বলি উপদেশ বাণী ।

উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক ।

রাগিণী করুণা ।
কহে নারায়ণ করুণা বচন
শুনহ কংসের নারী ।
তাজি অভিযোব মন কর তোষ
কহি তোমা বরাবরি ॥
এ তিন জগত মায়ার মোহিত
দেবাত্মর নরমণি ॥
সংসারসাগরে গতায়ত করে
দেহ রহে যায় প্রাণী ॥
ভাল মন্দ লোকে যশ-অযশ থাকে
এ সব বিষ্ণুর মায়ী ।
জলের বিষক চঞ্চল অধিক
স্বপন সমান কায়ী ॥
পরিহর মোহ জগজন মেহ
কেহ নহে আগনার ।
এতেক বলিয়া করে চৌর লৈয়া
মুখ মুছি সবাকার ॥
মধুর বচন বলি নারায়ণ
প্রবোধিল কংসনারী ।
মায়ার হয় অভ্যস্তর পুরী
পাঠাইল হুয়া করি ॥
উগ্রসেনে হরি তবে প্রজ্ঞা করি

রান আচরিয়া সর্বজন লৈয়া
জানাইল গদাধরে ॥
তবে নন্দলাল সঙ্গে কামপাল
বরাসনে গিয়া বসি ।
অনুগ্রহ মনে রাজা উগ্রসেনে
জানাইল ব্রহ্মরশি ॥
অপূর্ব বসন রাজ আভরণ
অধিবাস করি তার ।
রাজ পুরোহিত অশ্ব গজ রথ
ছাতা নবদণ্ড আর ॥
ভাণ্ডার সঁপিল রাজ্যখণ্ড দিঙ্গ
অধিকার উগ্রসেনে ।
গৌরীচন্দ্রমঙ্গল কারণ্য কেবল
হঃখীশ্রাম দাস গানে ॥ ২১৮

নন্দবিদায় ।

রাগ ভাটিয়ারি ।

আমার জীবনধন হরি ॥ ৫ ॥
শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।
তবে নন্দ নিকটে গোবিন্দ রাম গেলা ॥
মধুকুচি মোহন বচন বনমালী ।
আশাস করিয়া নন্দ যশৌলারে বলি ॥
শুন মাতা পিতা চল গৌকুল ভুবনে ।
তোমার লাগিয়া তৃণ না খায় গোধনে ॥
আমা সবাকার হেথা বিলম্ব দেখিয়া ।
গোপ গোপীপণ আছে পথ নেহালিয়া ॥
তত্ব বোলে প্রবোধ করিহ তা সত্যের ।
রাজা হৈয়া পাল প্রজা গৌকুলনগরে ॥
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়া ।
পালিহ গোবিন্দ কংস বধন করিয়া ॥

দিন কত বিহার করিয়া মধুপুরে ।
 তবে পুনরপি বাব গোকুলনগরে ॥
 শ্রীদাম সুদাম দাম নন্দ যশোদারে ।
 মোহন বচনে বোধ করিল সবারে ॥
 তবে নন্দ শকট সাজারে শত ভার ।
 গোকুলনগর মুখে কৈল আগুসার ॥
 কহিল কৃষ্ণের আজ্ঞা গোপ গোপীপুণে ।
 দিন চারি অন্তরে আসিবে রামকানে ॥
 আনন্দে বৈসেন নন্দ গোকুল ভুবনে ।
 কৃষ্ণের লাবণ্য নিশি দিন পড়ে মনে ॥
 নন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীমধুসূদন ।
 উগ্রসেনে চক্রপাণি বলেন বচন ॥
 যহবংশ বৃষ্টিবংশ যত বহুগণ ।
 কংসভয়ে স্থান ত্যজি গেছে সর্বজন ॥
 লোকে পত্র লিখি পাঠাইল দেশে দেশে ।
 বহু করি সবাকারে আনাইল বাসে ॥
 ধীর যেবা জল স্থল বৃত্তি ভোগ আদি ॥
 সবাকারে দিল হরি দয়ার অবধি ।
 সর্বমুখে শুনি কৃষ্ণ মধুরার রাজা ।
 দেখিতে আইল তাঁরে সকল পরজা ॥
 শুকদেব বলে রাজা কহিহু তোমারে ।
 তপফলে বহুদেব পাইল কৃষ্ণেরে ॥
 ভাগ্যবতী দৈবকী পাইল নারায়ণে ।
 নানাবিধ উপহার করিয়া যতনে ॥
 হেনরূপে মধুরানগরে নরহরি ।
 সভামধ্যে বৈসে কৃষ্ণ রাম সঙ্গে করি ॥
 পরম পণ্ডিত যত মধুপুরজন ।
 বেদান্ত সিদ্ধান্ত শ্লোক আদি অধ্যয়ন ॥
 বৈসয়ে পণ্ডিতবর্গ সভার ভিতর ।
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সবস্তা বিস্তর ॥
 পণ্ডিতমণ্ডলী মাঝে শোভে নাহি মূৰ্খ ।
 দেখি শুনি রাম কৃষ্ণ রনে তরুণ হৃৎ ॥

দ্বিতীয় প্রহর বেলা হইল আকাশে ।
 সভা ভাঙ্গি গৃহে গেলা রাম হৃদীকেশে ॥
 মাতা পিতা আগে কৃষ্ণ কহে হৃৎধী হৈরা ।
 হৃৎধীশ্রাম কহে প্রভু মোরে কর দয়া ॥২১৯॥

রামকৃষ্ণের অবস্খীনগরে গমন ।

রাগ বারাড়ি ।

জনক জননী আগে রাম কৃষ্ণ অহুরাগে
 বিরস বদনে বলে বাণী ।
 আজু বসি সভাস্থানে মধুমতী বিদ্যামানে
 পাছে মোর ব্যাকুল পরাণী ॥
 ব্রজপুরে নন্দঘরে ধেনু রাখি বনান্তরে
 গোয়াইহু এ বার বৎসর ।
 বিদ্যা না পড়িহু তথা পণ্ডিতসমাজে এথা
 না পারিহু বলিতে উত্তর ॥
 অবিদ্যাজীবন যেই অকারণে তার দিহি
 নিফল জনম মহীতলে ।
 পণ্ডিতজনের মাঝে মূৰ্খ কহু নাহি সাজে
 বক যেন মরালমণ্ডলে ॥
 বনের মাগতী যেন অকারণে যড়ে জেন
 মূৰ্খের জীবনে কিবা কাজ ।
 আমি সে মধুরামণি বিদ্যারস নাহি জানি
 পাছে লোক মাঝে পাই লাজ ॥
 মধুপুরজন যত বিদ্যারস্তু সুপণ্ডিত
 মোরে বিদ্যা পরম সন্দেশ ॥
 কহিল স্বরূপ কথা শুন শুন পিতা মাতা
 পণ্ডিবারে যাব দূরদেশ ॥
 তবে কহে বহুদেব সুপণ্ডিত আমি বিদ্য
 ঘরে বলি কর অধ্যয়ন ।
 দেখিয়া ও চমকিত পাই যেন মহাবল
 শুন রাম কহিলেন জন ॥

পিতার বচনে শ্রুত বলে হরি সর্ব্বণ

বিদ্যাসিদ্ধি না হয় মন্দিরে ।

আমি, সে রাজ্যের রাজা দেখিতে আইসে প্রজা

চলহ গহন নিরন্তরে ॥

এতেক বলিয়া হরি পিতা মাতা বোধ করি

মেলানি মাগিল ছইজনে ।

তবে বহু দৈবকী শুভযাত্রা কৈল দেখি

বিদায় দিলেন রামকানে ॥

তবে রাম গৌবিন্দাই চলি গেলা ছুটা ভাই

উপনীত অবস্টীনগরে ।

গৌবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দুর্লভ কথা

শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২২০ ॥

কৃষ্ণ বলরামের বিদ্যা অধ্যয়ন ।

রাগ ককণা ।

শুন নৃপবর অবস্টীনগর

রামনারায়ণ গেলা ।

মন্দির নিগমে মুনিবর স্থানে

দেখি দিব্য পাঠশালা ॥

তপোধন স্নেহে অনেক বালকে

অধ্যয়ন সাবধানে ।

সর্ব্বগুণযুত কর্ম করে নীত

জগতে যশ বাখানে ॥

দেখি স্নেহ মনে মুনির চরণে

প্রণমিল রাম হরি ।

আগুন ত্যজিয়া আশীষ করিয়া

দৌহাকারে কোলে করি ॥

অপক্লপ হয় কি কারণে কর

কিবা সে দৌহার নাম ।

কহে মুনিবর গুণ্ডিয়ার ভরে

দৌহারের নাম দ্বিবি ॥

মুনি ভাগ্য মানি সহিত ব্রাহ্মণ

পুত্রস্নেহে অতিরেকে ।

অন্নজল দিয়া যতন করিয়া

দৌহারে পড়ান স্নেহে ॥

পরে রাম হরি করে ষড়্ভি ধরি

অক্ষর করিলেন জ্ঞান ।

সংস্কার সাধি মহা বল বুদ্ধি

ব্যাকরণ করি বাখান ॥

নাটক নাটিকা স্মৃতি প্রতি টীকা

ভাগবত পুরাণাদি ।

নিগম ধ্যানে যোগী নাহি জানে

সে পছ বিদ্যা-অবধি ॥

দশকর্ম্ম পুথি পড়িল ত্রীপতি

ভারত বাখান করি ।

যত কাব্য সব শিখিল মাধব

গুরু তরাসিত হেরি ॥

দীপিকার তন্ত্র শেষগুণ মন্ত্র

গজবিদ্যা অঙ্গভার ।

অবনীর মাঝে যত বিদ্যা আছে

অবিদিত নাহি আর ॥

চৌষাট্টিদিবসে রাম হৃষীকেশে

চৌষটি কলা শিখিল ।

পূর্ণ অধ্যয়ন জানি ছইজন

গুরুর নিকটে গেল ॥

তবে রাম কান গুরু বিদ্যমান

প্রণতি করিয়া কহে ।

মাগহ দক্ষিণা দিয়া ছইজন

যাইব নিজ নিলয়ে ॥

বেই ইচ্ছা মনে মাগ মোর স্থানে

নিশ্চয় ভোমারে দিব ।

সিলম না সম শুন মহাবীর

বেগে মনুপুরে বাব ॥

দৌহার উত্তর ভাবে দ্বিজবর

এ দৌহে মানব নয় ।

বলে যে মাগিব তাহা আমি দিব

এই দেব দয়ামর ॥

দৌহার উত্তর শুনি দ্বিজবর

চলিল ব্রাহ্মণী পাশে ।

গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল

ক্রীমুখনন্দন ভাবে ॥ ২২১ ॥

শম্বাহুর বধ ।

রাগিণী টোড়ী ।

আমার জীবন বাহুমণি ॥ ৫ ॥

হরি বলরাম যবে মাগিল মেলানি ।

মায়া যোহে কান্দি দ্বিজবর বলে বাণী ॥

ভিলেক বিশ্রাম কর শুন হুই জনী ।

ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসিয়া মাগিব দক্ষিণা ॥

এত বলি দ্বিজবর চলিল মন্দিরে ।

কহিল সকল কথা ব্রাহ্মণী গোচরে ॥

হেথা এসো প্রাণপ্রিয়ে বলি হে তোমারে ।

মেলানি মাগিল মোরে রাম দামোদরে ॥

দক্ষিণা মাগিব যাহা তাহা নিতে চাহে ।

শুনিল ব্রাহ্মণী কান্দে বালকের মোহে ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দৌহে কান্দিয়া কান্দিয়া ।

রামকৃষ্ণ সন্নিকটে দাড়াইল গিয়া ॥

দক্ষিণা মাগিব কিবা শুন রাম কান ।

পুত্রের শোকেতে মৌর বিদরে পরাণ ॥

এক মাত্র পুত্র ছিল সর্বদা হৃদয় ।

স্বযুক্তি হবিদ্যাবস্ত শুনের সাগর ॥

হেন পুত্র হারাইয়া উপস্যার কালে ।

ডুবিল মরিল পুত্র হৃদয়ের কালে ॥

নিফল জীবন অগুণ্ডক ক্রিতিমাথে ।

যে পুত্র মরিল তাহা মাগি কোন্ লাভে ॥

না কান্দিহ বিপ্রনারী বলে রাম কানে ।

সেই পুত্র দিব আমি তোমা বিদ্যামানে ॥

যে মাগিল পুত্র তব বধিব সে জনে ।

যম জিনি দিব আমি তোমার নন্দনে ॥

এত বলি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী প্রবোধিয়া ।

সমুদ্রের কূলে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া

মহাক্রোধী হৈয়া কৃষ্ণ যুড়িল সন্ধান ।

তরাসে বরুণ আইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥

বরুণ প্রাণের ভরে থরথর কাঁপে ।

প্রণতি করিয়া কহে গোবিন্দ সমীপে ॥

আমি নাহি মারি প্রভু ঋষির কুমারে ।

যে মাগিল তার বার্তা শুন চক্রধরে ॥

শম্বাহুর স্মৃত পঞ্চজন্তু নাম ধরে ।

ঋষিপুত্র শ্রিলিঙ্কাছে সমুদ্র ভিতরে ॥

বার্তা পেয়ে রাম কৃষ্ণ নাশ্বিল সাগরে ।

চাহিয়া বুলেন পঞ্চজন্তু শম্বাহুরে ॥

জল লক্ষ যোজন গভীর রহাইকর ।

দেখিতে না পাই কোথা আছে শম্বাহুর ॥

চাহিয়া বুলেন জলে রাম নারায়ণ ।

দৌহা দেখি উঠে শম্বা করিরা গর্জন ॥

শম্বা দেখি কোপে কৃষ্ণ ধরেন ধাইয়া ।

পিছলি পড়িছে গায় গেল পিছলিয়া ॥

গহন গভীর জলে প্রাণ লগে লাগে ।

খেদাড়িয়া যায় কৃষ্ণ তার লগে লগে ॥

বিক্রমে কেশরী কৃষ্ণ ধরিল তাহারে ।

শক্তিহীন কৈল তারে গদার প্রহারে ॥

প্রাণত্যাগ কালে শম্বা বলিল বচন ।

যমের জাতার আইল শুকর নন্দন ॥

ভগবান ।

বেকুচ চলিল শম্বা টাটুয়া বিমান ॥

তার নাভিশব্দ কৃষ্ণ নিল নিজ করে ।
শব্দ বধ করি কৃষ্ণ গেল যমপুরে ॥
কৃষ্ণ দেখি পাণিলোক বার মুক্ত হৈয়া ।
হৃৎখীভাম ডাকে নাথ মোরে কর দয়া ॥২২২॥

যমপুরী হইতে মুনিপুঞ্জের
উদ্ধার ।

রাগিণী পটমঞ্জরী ।
শব্দাস্বর বধি জলে রামকৃষ্ণ কুতূহলে
চলি গেল সজীবনী পুরী ।
কৃষ্ণ দেখি প্রেতপতি দণ্ডবৎ করে স্তুতি
বসাইল সিংহাসনোপরি ॥
এসেখে সে যমের পুরী পাপীকে প্রহার করি
কেলাইল পুরীরে কুণ্ডে ।
বড় বড় কাঁট থার চক্ষু মেলি যদি যায়
দূত সে মুগুর মারে মুণ্ডে ॥
গলেতে বড়সী দিয়া কারে গাছে ধাঁচে লৈয়া
কার মুণ্ডে দিয়াছে পাৰাণ ।
ভান্ন নারী তপ্ত করি কার কোলে দেয় ধরি
কুরে মাংস কাটে খান খান ॥
যমের যাড়না বত বলিবারে পারি কত
উচ্চরবে ডাকে পাণিগণ ।
দেখিয়া দয়াল হরি বলে সবে যাহ তরি
পুস্পরথে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥
শুন মহাব্রহ্মণি দয়া করি চক্রেপাণি
পাণিজনে পাঠান বিদানে ।
পন্নম আনন্দ লবে মুক্ত গীত কলরবে
গেলা সবে বৈকুণ্ঠের স্থানে ॥
পাণিলোক বর্ণে বার দেখিয়া হৃৎখীভ তার
চিহ্নগুণ কেমন পূর্ণি পতি ॥

এবড় প্রমাদ ভেল পানী সব স্বর্গে গেল
অকারণে কিবা লিখি পড়ি ॥
কেশব কহিল যম কেন কর মতিভ্রম
ভ্যজহ মনের অভিমান ।
স্বরূপ কহিতু তোরে নয়নে দেখিলে মোরে
পাতকী পাইবে পরিভ্রাণ ॥
মোর নাম ধরে যেবা বৈক্যব করয়ে সেবা
দূত না পাঠাবে তার দ্বার ।
কলি মধ্যে পাণিগণ হইবেক অচেতন
সুখেতে করিহ অধিকার ॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা দিল যবে শুনিয়া শমন-তবে
কহে প্রভু কেন আগমন ।
গেম্বিল বলিল বাণী কোথা আছে দেহ আনি
মোর আগে মূনির নন্দন ॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রেতপতি বাঁতা হৈতে শীঘ্রগতি
দিল আনি দ্বিজের কুমার ।
গুরুপুত্র লয়ে ইরি রথে আরোহণ করি
চলি গেল অবজ্ঞীভাকার ॥
তবে প্রভু ভগবান গিয়া গুরু বিদ্যমান
পুত্র দিল ব্রাহ্মণীর কোলে ।
ভরসা গোবিন্দ পাষ হৃৎখীভাম দাস পাষ
কৃষ্ণরস গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২২৩ ॥

গুরুদক্ষিণা দানপূর্বক রাম কৃষ্ণের
মথুরা প্রত্যাগমন ।

রাগ সারঙ্গ ।
বহু নারায়ণ সুখদাতা ॥১॥
হেনমতে রামকৃষ্ণ অবজ্ঞীনগরে ।
পুত্র লয়ে সমর্পিল ব্রাহ্মণী গোচরে ॥
পুত্র পেয়ে উদ্বলিত ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ।
পুত্রোৎসবে কৈল দান নানা বস্তুদান ॥

জানাজানি হৈল লোক এসব কথনে ।
 যম জিনি আনি দিল গুরু নন্দনে ॥
 ধন্ত ধন্ত রামকৃষ্ণ যোবে সর্বজনে ।
 তবে মুনি আশীষ করিল রামকানে ॥
 নানা রত্ন আভরণে বিচিত্র বসনে ।
 কর্পূব তাম্বুল মালা হুগন্ধি চন্দনে ॥
 মুনি কহে শুন বাণী রাম দামোদর ।
 দক্ষিণা পাইলাম আমি দৌহে বাহ ঘর ॥
 পড়িলে যে সব বিদ্যা হবে লক্ষণে ।
 কীর্তিমন্ত হবে যশঃ ঘূষিবে ভুবনে ॥
 ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ দৌহে দণ্ডবৎ কবি ।
 তবে বাম গোবিন্দ চলিলা মধুপুত্রী ॥
 বাইতে হইল পথে দিন অবশেষ ।
 বামকৃষ্ণ সাবাহে মথুরা পবনেষ ॥
 বাপ মায় প্রণাম কবিল হুইজন ।
 দেখিয়া দৈবকী বস্তু আনন্দ বদন ॥
 দৈবকী বন্ধন কৈল অতি শুদ্ধচিত্তে ।
 ভোজনে বসিল বস্তু রামকৃষ্ণ সাথে ॥
 আচমন করি ভোগ তাম্বুল কর্পূবে ।
 দুই ভাই শুভিলেন পালক উপবে ॥
 শুন বাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে ।
 হেন কপে গোবিন্দ বিহরে মধুপুবে ॥
 কুবজী করিছে আশা কৃষ্ণ ভজিবাবে ।
 তাব ভাব গদাধর জানিল অন্তরে ॥
 উদ্ধব সংহতি করি কমললোচন ।
 কোতুকে চলিল কৃষ্ণ কুবজা ভবন ॥
 কৃষ্ণ আগমন আশে কুবজীর উল্লাস ।
 নানাবিধ মত্ত করি সাজাইল বাস ॥
 বিচিত্র চিত্রিত বস্ত্র অতি মনোহর ।
 চন্দনের হুতা বাঁটি হুধান হুন্দর ॥
 উপরে পতাকা হেঁটে কনকের বারা ।
 খচিত মুকুন্দ মণি গুহাধর বারা ॥

নানা রত্ন বস্ত্র মধ্যে পালক নেহালি ।
 আসে পাশে রাখিয়াছে চিত্রিত পুস্তলি ?
 নানা উপহার আনি হুগন্ধি চন্দন ।
 ভূতাবে ভরিয়া জল অমৃত তুলন ॥
 ঘারে বসি আছে-কৃষ্ণ দরশন আশে ।
 হুঃখীশ্যাম কহে প্রভু গেল তার বাসে ॥২২৪॥

শ্রীকৃষ্ণের কুবজার সহিত বিলাস ।

রাগ ধানশ্রী ।

শুন বাজা পরীক্ষিত কুবজী গৃহে উপনীত
 উদ্ধব কবিতা কৃষ্ণ সঙ্গে ।
 কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে অঞ্জলি করিয়া উঠে
 প্রেমভাবে পুলকিত অঙ্গে ॥
 কুবজীব অধিব মতি দণ্ডবৎ করি স্তুতি
 বসাইল রত্ন সিংহাসনে ।
 আনি সুশীতল বারি পাদ প্রক্ষালন করি
 পাদোদক খাইল শুদ্ধমনে ॥
 কর্পূব তাম্বুল গুয়া কর্পূরী চন্দন চূরা
 ধূপ দীপ গন্ধ আমোদনে ।
 নানা উপহার আনি কটাক্ষ সন্ধান হাঙ্গি
 দাঙাইল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
 অঙ্গ ভঙ্গ হাস্যোন্মাদ নাগরী নাগর পাশ
 বাহ পসারিল দামোদর ।
 আলিঙ্গন দিয়া মুখে চুসন করিয়া মুখে
 বসাইল পালক উপর ॥
 রত্নরসে স্পৃগুত রত্নসে সরস চিত্ত
 বেন অলি কমল কুহুমে ।
 বোপীক সুশীতল বারে বিরানে না পার জাপ্ত
 কুবজী সঙ্গে রসসমাসনে ॥ ৭
 অপাঙ্গ ইতিভ্যং বদনে বিদ্যে হান
 উদয়িল কেবল পদাংক

কুঞ্জী বড় ভাগ্যবান দণ্ড করি ভগবান
বলিলেন মাগি লহ বর ॥

কুঞ্জী বলে শুন হরি চরণে গোচর করি
পূরিতোব না হইল মন ।

ভজিতে লালসা ভোরে দিন চারি মোর ঘরে
কৌতুকে বঞ্চিবে নারায়ণ ॥

ভক্তিমতী অভিলাষে আরতি পিরীতি রসে
রহে কৃষ্ণ চতুর্থে দিবস ।

• রাধাকৃষ্ণ পদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে
গোবিন্দমঙ্গল মধুরস ॥ ২২৫ ॥

—

কৃষ্ণের অক্রুরগৃহে গমন ।

রাগিনী টোড়ী ।

কে জানে রামের নাম ।

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ৫ ॥

মুনি বলে শুন রাজা কুঞ্জী গৃহে হরি ।

রঙ্গরস কৌতুকে রহিলা দিন চারি ॥

কুঞ্জীর অভাগ্যকথা শুন নৃপবর ।

কামে মত্ত হৈয়া না মাগিল অন্ন বর ॥

অখিল শরণদাতা দয়া কৈল তারে ।

প্রেমভক্তি না মাগিয়া মাগে কাম বরে ॥

সইজে সামান্য বুদ্ধি গোবিন্দের মায়্যা ।

ঐকান্তী বিহনে নাহি পায় পদছায়া ॥

পরম দুর্ভাগ্য সেই গোবিন্দ ভজন ।

বোঝার মনের মত দেন নারায়ণ ॥

কুঞ্জীর মানস পূর্ণ করি দামোদর ।

উদ্ধব সংহতি পেল অক্রুরের ঘর ॥

কৃষ্ণ আগমন শুনি অক্রুর বিতোর ।

কে কহিতে পাইল তার আনন্দের ওর ॥

প্রেমভরে পুলকিত গদ গদ অঙ্গ ॥

কৃষ্ণ দরশনে কৃষ্ণ প্রেমের স্বরস ॥

দণ্ডবৎ করে ভূমি অবনত শিরে ।

অশ্রুজল বরে আঁধি কম্পিত অধরে ॥

সিংহাসনে বসাইল শ্রীমধুসূদনে ।

সুশীতল জল আনি পাখালি চরণে ॥

পাদোদক পান করি সর্বগ সহিতে ।

মঙ্গল আবতি কৈল দেব জগন্নাথে ॥

ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উগাহাবে ।

যড়ঙ্গে করিল পূজা ত্রিংশ ঈশ্বরে ॥

পূজিল উদ্ধব তবে বিবিধ বিধানে ।

নানা আভরণ দিল বিচিত্র বসনে ॥

উদ্ধব বিষয় অক্রুরের ভাব দেখি ।

বসিল অবনীতলে আসন উপেক্ষি ॥

তবেও অক্রুর কর যুগল করিয়া ।

হরিপদে স্তব করে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥

রূপা কব জগদীশ করি নিবেদন ।

জন্মে জন্মে পাই যেন ও রাঙ্গা চরণ ॥

এই মোর নিবেদন শুন দয়াময় ।

কণ্ঠ অমুসারে যথা তথা জন্ম হয় ॥

সে দেহে যেমন ভক্তি রহে তব পদে ।

সেবক করিয়া রাখ নিজ পরসাদে ॥

অক্রুরের ভাব দেখি কমল নয়ন ।

হাতে ধরি তুলি তারে দিল আলিঙ্গন ॥

কৃষ্ণ বলে অক্রুর শুনহ মোর বাণী ।

গৌরব কুটুম্ব ভূমি হেন কণ্ঠ কেনি ॥

অক্রুর বলয়ে হরি না করিও মায়্যা ।

শীতল হইতে চাই দেহ পদছায়া ॥

অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিদ্ধ ।

কেবল কৰুণাময় পতিতের বন্ধ ॥

সংসারমাগরে পড়ি মায়ার মোহিত ।

সর্ব রসে রসী তব ভজনে বঞ্চিত ॥

কি কহিতে পারি এত তোমার মহিমা ।

চরণে শরণ দিয়া কিনিলে হে আমা ॥

শ্রীকৃষ্ণ সদয় দেখি অক্রুরের ভক্তি ।
 ইহলোকে মুখে থাক অস্ত্রে পাবে মুক্তি ॥
 অক্রুরেরে অহুগ্রহ করি নরহরি ।
 উদ্ধব সংহতি কৃষ্ণ খেলা নিজ পুত্রী ॥
 গুন পরীক্ষিত রাজা পুরাণ বচন ।
 ওথা গোপী গোবিন্দে চিত্তে অমুক্ষণ ॥
 গোপীর একান্ত ভাব অন্তরে জানিয়া ।
 উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ আশাস কবিতা ॥
 চল তুমি প্রবোধ করিতে গোপীগণে ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২২৬ ॥

উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন ।

বাগ কল্যাণ ।

গোপীর একান্ত ভাব জানি প্রভু পদনাত
 উদ্ধবে ডাকিয়া কহে হবি ।
 তুমি মোর নিজ জন চল দ্রুত বৃন্দাবন
 প্রবোধ করিতে ব্রজনারী ॥
 যত সব গোপনাবী কুলকর্ষ পরিহরি
 শরণ লইল মোব পায় ।
 আমা বিনে চিত্তে আর অন্য নাই তা সবার
 অহনির্ষ আমাবে দেখায় ॥
 মধুবাগমন দিনে না কহিয়া গোপীগণে
 অক্রুর সংহতি আসি রথে ।
 তাহা দেখি ব্রজজায়া গুরুভর উপেক্ষিয়া
 আমা প্রতি আগুলিল পথে ॥
 কহিল সে গোপীগণে মধুপুরী চারি দিনে
 দেখিয়া আসি ব্রজপুরে ।
 পথ নিরখিয়া খেল আহরে গোপিনীগণ
 ফেরায়ে পাইলি ভোবায় ॥
 দানব করিও খাবী হিত উপদেশ জানি
 প্রাণপণ করিব শত্রুকার ॥

এতেক বলিয়া হরি উদ্ধবে দয়া করি
 বলে চল রথের উপরে ॥
 গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া উদ্ধব আনন্দ হৈয়া
 বিদায় মাগিল পদতলে ।
 কৃষ্ণ অহুচর মতে গোপপুরে প্রবেশিতে
 বৃন্দাবনমুখে বেগে চলে ॥
 আরোহণ করি রথে চলিল হরষ চিত্তে
 যমুনা হইল পথে পার ।
 দিবা শেষে উত্তরিয়া ব্রজপুরে প্রবেশিয়া
 নন্দালয়ে কৈল আশুসার ॥
 উদ্ধব গমন শুনি আগে আইল ব্রজমণি
 পাদ্য অর্ঘ্য লয়ে ততক্ষণ ॥
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হুঃখিত কথা
 বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২২৭ ॥

উদ্ধবের সহিত নন্দ
 যশোদার কথা ।

বাগ কুন্দার ।

দেখ গোবাচাদের বাজাব ॥ ৫ ॥

গুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা ।
 দিবা শেষে উদ্ধব গোবিন্দপুরে গেলা ॥
 সে দিনে গোয়ালাকূলে আনন্দ উৎসব ।
 হেনকালে নন্দালয়ে প্রবেশে উদ্ধব ॥
 রথ বাধি সিংহদ্বারে প্রদত্তজ্ঞে যায় ।
 পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া নন্দ আইল তথায় ॥
 ষড়ঙ্গে করিল পূজা উদ্ধবের তরে ।
 দিবা গৃহে বসাইল পালক উপরে ॥
 আদর করিয়া দিল মধুর ভোজন ।
 কপূর তাম্বুল মাগা হুঃখিত চক্ষন ॥
 নন্দ বলে উদ্ধব কহিবে হুঃখন ।
 কখনাব কহিবে হুঃখন ॥

কান্দিয়া যশোদা নন্দ কহেন উদ্ধবে ।
নিরবধি পোড়ে মন না দেখি যাদবে ॥
ভিলেক যে চান্দ মুখ না দেখিলে মরি ।
আমা সবাকারে মনে না করিল হরি ॥
তার গুণ গণিতে বুরয়ে ছুটী আঁধি ।
সে কান্দ বিহনে সব অন্ধকার দেখি ॥
যতেক প্রবোধি চিন্তে বোধ নাহি মানে ।
অহর্নিশ দেখি কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥

গোধন লইয়া যায় গোপশিশু সাথে ।
কতকূপে আসিবে চাহিয়া থাকি পথে ॥
দেখিয়া সে চান্দ মুখ প্রাণ পাই তবে ।
কেমন করিয়া মনে প্রবোধিব এবে ॥
লালা খেলা ক্রীড়া কর্ত্ত তার রূপ গুণে ।
কুণ্ডলিতে গণিতে তহু বিক্লিলেক ঘুণে ॥ •
অনেক পুণ্যের ফলে নিধি পাইহু কোলে ।
হারাহু হাতের নিধি পাণ কর্ত্ত ফলে ॥
শুনহ উদ্ধব এই অমুরাগে মরি ।
আমা সবাকারে মনে না করিল হরি ॥
নয়নের তারা কিবা পঁরাণ পুতলি ।
বিস্ময়িতে নারি তিলে রাম বনমালী ॥
এই কথা মনে বড় আছিল সন্দেহ ।
মথুরায় গিয়া পুনঃ না কৈল উদ্দেশ ॥
কহিতে কহিতে কান্দে নন্দ যশোদায় ।
বায়স পালিল কিবা কোকিলের ছায় ॥
উড়িয়া চলিল পক্ষী পড়ি রয় বাসা ।
সেই রূপে গেল কৃষ্ণ করিয়া নিরাশা ॥
অনেক বিলাপ করে যশোমতি নন্দ ।
কাতর দেখিয়া উদ্ধবে লগে ধন্দ ॥ •

করকোড় করিয়া উদ্ধব বলে বাপী ।
তোমা সবা প্রবোধে পাঠায় চক্রপাণি ॥
উদ্ধব প্রবোধ করি নন্দ যশোদায় ।
হৃদয়ভায় কহে নন্দ উদ্ধবে মোরে ২২৮

নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধবের
উপদেশ ।

রাগিণী করুণা ।

নন্দ যশোদার পাশে গোবিন্দের ইতিহাসে
উদ্ধব যুগল করে কর ।
তোমা সবাচার তরে পাঠাইয়া দিল মোরে
সেই কৃষ্ণ দীন দয়াময় ॥

শুন যশোমতি নন্দ সেই বাম শ্রাম চন্দ্র
অধিল জীবের সুখদাতা ।
প্রকৃতি পুরুষ পর নিঃশেষ অগোচর
ত্রিগুণ ধারণ মাতা পিতা ॥
সেই ত্রিশের সার জীব লাগি অবতাব
অনন্ত অগ্রজ বলরাম ।

পুঞ্জ স্নেহ ছাড়ি তারে ভক্তিতাবে নিরন্তবে
বদনে বুঝিবে তাঁর নাম ॥ •

যোগীন্দ্র যুনীন্দ্র আদি ধ্যান করি নিরবধি
যে পদ দেখিতে নাহি পায় ।

সে প্রভু মহাব্য রূপে উদ্ধারিতে ভবকূপে
নন্দমুত জগতে বলায় ॥

অনন্ত চরিত্র তাঁর অনন্ত মহিমা যার
অন্ত না পাইল কোন জন ।

১ বাহ্যকমতক নাম প্রণতপালন শ্রাম
ধনকুল কঁরে সংহারণ ॥ •

শয়নে ভোজনে পথে সদাই চিন্তিবে চিন্তে
ভিলেক বিশ্বর পাছে তাঁরে ।

তোমা সবাচার ভাব জানি প্রভু পজনাভ
প্রবোধিতে পাঠায় আমারে ॥

গোবিন্দের আজ্ঞা এই তোমারো কহে
ভাবিলে পাইবে নারায়ণ ।

উদ্ধব সে ভবজালী হিত উপদেশ জানি
প্রবোধ করিল ২২৯

উদ্ধব যশোদা নন্দ কৃষ্ণকথা প্রেমানন্দ
রজনী হইল অবসান ।
কোকিল কাহল পুরে তরুডালে নাদ করে
নিদ্রা ত্যজে গোপিনী গোণ্ডাল ॥
আলস্য ত্যজিয়া নারী মঙ্গল আচার করি
মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিল ।
গৃহ ব্যবহার সারি ছান্দনী মছনী ধরি
বেগে দধি মছন করিল ॥
মছন সারিয়া বেগে ব্রজবালা অহুরাগে
সাত পাঁচ মেলি এক সঙ্গে ।
রত্ন আভরণ পরিঃ কাঁখেতে কলসী করি
হাস্য পরিহাস রসরঞ্জে ॥
যমুনার জলে যায় কেহ কেহ গীত গান
করতালি দেয় কোন জন ।
নন্দ দ্বারে দেখি রথ আলোক করিয়াছে পথ
রত্নমণি উজোর কিরণ ॥
দেখি রথ মনোহরী বেড়ে গোপী সারি সারি
কৃষ্ণ অহুচর মনে জানি ।
গোবিন্দমঙ্গল রসে ছঃষীশ্রাম দাস ভাবে
তার হরি ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ২২৯ ॥

উদ্ধবের নিকট গোপীগণের খেদ ।
রাগ নিম কেদার ।

কাহ্ন গুণে খুরয়ে পরাণ ।
শ্রামবদ্ধ বিনে মবে নাহি জানি আন ॥ ৫ ॥

শুন রাজা কৃষ্ণকথা পরম ছলভ ।
নন্দ যশোদার প্রতি প্রবোধে উদ্ধব ॥
কৃষ্ণকথা অহুরাগে পোহাইল ব্যতি ।
নিজাক্ষর জিহ্বা সারিয়া শীতলভি ॥

বস্ত্র রত্ন পরি রথে কৈল আরোহণ ।
হেনকালে পথে রথে বেড়ে গোপীগণ ॥
উদ্ধব কৃষ্ণের চর জানি অহুমান ।
প্রেমাতুর হৈয়া ভাবে খুরয়ে নয়নে ॥
হাহা কৃষ্ণ বলি কান্দে রথখান বেড়ি ।
করষোড় করি উদ্ধবের পাশ পড়ি ॥
গোপীগণে দেখিয়া উদ্ধব নামে ডলে ।
দণ্ডবৎ করে তারে গোপিনী সকলে ॥
তোমরা সকল গোপী কৃষ্ণ পরায়ণী ।
দণ্ডবৎ কেন মোরে করিলে গোপিনী ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে প্রেমরঞ্জে করিলে সেবন ।
তোমা সবাকারে কৃষ্ণ ভাবে অহুক্ষণ ॥
তোমা সব লাগি হরি পাঠাইল মোরে ।
শুনিয়া কাতর গোপী কহে উদ্ধবেরে ॥
পুলকিত তহু কেহ কল্পিত অধরে ।
অহুরাগ ভরে কেহ কহে উদ্ধবেরে ॥
অক্রুরে পাঠায় রথে পাণ কংসাসুর ।
কপট করিয়া কৃষ্ণে নিল মধুপুর ॥
প্রাণ তেয়্যাগিল কংস কৃষ্ণ দরশনে ।
আমা সবাকারে মনে পড়ে এত দিনে ॥
শুন হে উদ্ধব কৃষ্ণ এত মায়া জানে ।
চারি দিনে আসিব বলিল বিদ্যামানে ॥
পুনরপি না আইল বিশ্বরিয়া আমা ।
কি ভাগ্যে উদ্ধব কৃষ্ণ পাঠাইল তোমা ॥
কহিতে কহিতে গোপী কান্দিয়া বিকল ।
টল টল মুকুতা নয়নে বহে জল ॥
কি কহিব উদ্ধব কাহ্নর প্রেম কান্দ ।
মনোমোহনীরূপ ধরে শ্যামচান্দ ॥
সহজে আমরা সব গোয়ালার ঘেরে ।
ত্যাগিল গোবিন্দ তথা বর বধু পেয়ে ॥
নানা রস কৈরগী সে ধনী সকল ।
ডাহে নটবর শ্যাম কৃষ্ণকথা ॥

তথা নানা রঙ্গে বহু ভুলিল গিরীতে ।
বঞ্চিত আমরা না পাইলু প্রাণনাথে ॥
সে রসে রসিয়া শ্যাম রসবতী নারী ।
কি গুণে আমরা পাব মুকুন্দমুরারি ॥
কহিতে কহিতে গোপী কান্দিয়া বিকল ।
শ্যামসঙ্গে গেল ব্রজ বৈভব সকল ॥
কি কহিব উদ্ধব কহিতে ফাটে বুক ।
যার লাগি গুরুজনে হইল বিযুথ ॥
প্রেমাতুর হৈয়া সবে কহেন উদ্ধবে ।
হৃদীশ্যাম কহে গোপী কৃষ্ণপ্রেম পাবে ॥২৩০

কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অনু-
যোগ ও উদ্ধবের উপদেশ ।:

রাগ কেদার ।

অহুরাগে ব্রজনারী উদ্ধবের করে ধরি।
বসাইল রত্ন সিংহাসনে ।
মঙ্গল আরতি করি *বসিয়াত সারি সারি
কহে কথা কৃষ্ণ শ্রবণে ॥
কৃষ্ণগুণ উনমাদে প্রেমাতুর গদগদে
হৃদি মধ্যে বাড়িল তরঙ্গ ॥
কেহ মোন হৈয়া রহে কেহ উদ্ধবের কহে
বহে অশ্রু পুলকিত অঙ্গ ॥
উদ্ধব গুরু কথা শ্যামগুণে মর্দব্যথা
কহিতে বিদরে বুক প্রাণ ।
কৃষ্ণের এমনি মায়া, আমরা না জানি তাহা
হৃদমতি গোপিনী গোয়াল ॥
চতুর-ব্রজন হরি জানে নানা রঙ্গ করি
তঙ্গে ভুলাইল গোপিকারে ।
প্রথিক জনের রীতি প্রম ত্যজি শীতগতি
ত্যজিয়া চরিত্র নিম্নহরে ॥

কহিও কাছুর পাশে দাসীকে নিবিনি-দোবে
তেরাগিলে কি ধর্ম তাহার ।
দেখিয়া ব্রজন অতি শরণ লইলু তখি
দৈব দিল হৃৎথের পসার ॥
ভাবিতে রমিক রায় দিবস রজনী যায়
তাহে গুরু পুরী শ্রিয়জন ।
একে সে মরম হৃৎথ তাহা দেখি গঞ্জে লোক
জীরঙে থাকিতে সে মরণ ॥
সে পছ আনন্দ রনে মধুপুর বধু পাশে
বৈদগম্বী সে নব যৌবনী ।
আমরা ব্রজের নারী কিবা রূপ গুণ ধরি
তেজি বিশ্বরিল যত্মমণি ॥
উদ্ধব কহেন গুন ভাগ্যবতী গোপীগণ
কেন মনে কর অভিযোনি ।
সে প্রভু দয়াল বড় ভাবিলে পাইবে দৃঢ়
অহুরাগ ভরে দেহ দোষ ॥
গুন সর্ব ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিল চক্রপাণি
প্রবোধিতে তোমা সবাকারে ।
আমার বচনে মনে ভাব তাঁরে রাত্রিদিনে
তবে সে পাইবে গদাধরে ॥
তোমরা পূর্বের কালে অথও শ্রীকল দলে
কাম্য করি পুঞ্জিলে শঙ্করে ।
হৃদ দিল বরদান প্রেমে পাইলে ভগবান
দাসীরূপে ভজিলে-কৃষ্ণেরে ॥
তোমা সবাকার গুণ ভাবে কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ
বারে যোগী ধোয়ানে না পার ।
অনেক বচন করি যোরে পাঠাইল হরি
প্রবোধিতে তোমা সবাকার ॥
উদ্ধব গোপীর লগে কৃষ্ণকথা অহুরাগে
বিনোদিনী আইল তথায় ।
উদ্ধবে দেখিয়া হাসি গোপীর সমাজে বসি
হৃদীশ্যাম দাস রস ধারক ॥

রাধিকা উদ্ধব সংবাদ ।

রাগ বরাহি ।

জনমুখে ধ্বনি শুনি বিনোদিনী

আইল উদ্ধব পাশে ।

চর দরশনে প্রেম বাড়ে মনে

রসের তরঙ্গে ভাসে ॥

বিনোদিনী দেখি আসন উপেখি

উদ্ধব প্রণতি করে ।

রহে ঘোড় করে বসিবার তরে

রাধিকা বলিল তারে ॥

কহ হে উদ্ধব, কুশলে মাধব

আছেন অগ্রজ সঙ্গে ।

আমার করমে কি বিধি ভরমে ।

নিখিল শোকতরঙ্গে ॥

অধমর শ্যাম মধুপুর ধাম

পাইল আনন্দ নিধি ।

মনোগোহনীর শ্যাম চিকণীয়া

তাহে নানা বৈদগ্ধী ॥

কুব্জী তুলন ভাগ্যবতী হেন

না দেখি নাগরী মাঝে ।

মনের হরিষে কোলে করে রসে

পাশে পায় ব্রজরাজে ॥

রসিক স্বজন সেই ভগবান

তুলনা কি দিব তারে ।

কি ভাগ্য না জানি প্রভু শিরোমণি

পাঠাই দিল তোমারে ॥

কহিতে কখন বিদরয়ে মন

বাঞ্ছিতে না পারি হিয়া ।

শ্যাম সঙ্গে যবে বক্সিলাম তবে

না জানি এত বলিয়া ॥

তুমি এত সখ কহেন উদ্ধব

কহিল বলাইলা ॥

তাজহ বিবাদ প্রভুর প্রসাদ

শুন রাধা ঠাকুরাণী ॥

ভিলে ভিলে শ্রায় মুখে রাধা নাম

সদাই শ্রুত্রে তোমা ।

গোবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল

সুচলিত হৃৎখীণ্যমা ॥ ২৩২ ॥

রাধিকার খেদোক্তি ।

রাগ বসন্ত ।

কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই ।

আর কি বা বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই ॥

নয়ন নিমিখে কত যুগ বহি যায় ।

অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন হুংত তায় ॥

তার লাগি জাতি কুলে দিয়া জলাঞ্জলি ।

তবে প্রভু বিস্মরণ রাধা চন্দ্রাবলী ॥

কহিও উদ্ধব সে বন্ধুর রাধা পায় ।

হুংখীণ্যাম কহে গোপী পাবে শ্যামরায় ॥

অহরাগ ভরে রাধা বিনোদিনী কর ।

মর্ষ হুংত শুনহ উদ্ধব মহাশয় ॥

তুমি যে কহিলে কাহু সদা শ্রুত্রে মোরে ।

সে সব চাতুরী জানিলাম দৃষ্টান্তরে ॥

আসিব বলিয়া গেলা সত্য এ বচন ।

পুনরপি বন্ধু না আইল বৃন্দাবন ॥

তার নব অহরাগ আগ্রাসনের ঘর ।

কহিতে তোমাতে যত দগ্ধে অন্তর ॥

এক দিন যাই আমি বমুনীর জলে ।

দেখিল নাগর কাহু কদম্বের তলে ॥

মোরে দেখি রহে পথে বাত পলায়িতা ।

আলিঙ্গন দিতে আসে উৎসাহ হাসিয়া ॥

তার রস লক্ষ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসিয়া ।

হাতে হাতে বলাইলা কহিলি ॥

মোর লাগি রহে কাহ্ন পথে দেখিবারে ।
না খায় সে অন্ন পানী না দেখি আমারে ॥
তার লাগি তেরাগিহু কুল তন্ন লাজ ।
ভাবে বশ হইয়া শুদ্ধিহু ব্রজরাজ ॥
রাধার বসন্ত কৃষ্ণ ঘোষে জগজ্জনে ।
আমার জীবন কৃষ্ণ কেবা নাহি জানে ॥
তোমায়ে কহিব সে কৃষ্ণের রস লীলা ।
হংসীশ্যাম কহে কৃষ্ণ ভবজলে ভেলা ॥২৩৩॥

• উদ্ধব-চৌতিশা ।

• রাগ পাহাড়িয়া ।

করণ কাকুতি বাণী কহে রাধা বিনোদিনী •
কৃষ্ণদুস্ত কর অবধান । •
কহিও কাহ্নর পাশে কামিনী কপালদোষে
কোপ কৈল কমলনয়ন ॥
কত না কহিতে পারি ক্রীড়া যত কৈল হরি
কলতরু কালিন্দীর কূলে ।
কি মোর ভাগ্যের কলে কেশব মথুরা চলে
কুব্জী কিশোর সঙ্গে খেলে ॥ (১)
গুণপতি নাথ হরি খল দানী রূপ ধরি
খায় কীর কাড়িয়া নবনী ।
খিয়া দিয়া যমুনার খেলে রঙ্গে বহুরায়
ক্লীণ তরি ভরিয়া তরুণী ॥ •
• খণ্ড রংস অহুচরে খণ্ড খণ্ড করি তারে
কীর পানে মারিল পুতন ।
খেলে যত শিশু সঙ্গে খায় অগ্নি করি রঙ্গে
কিতিতলে হইল ঘোষণা ॥ (২)
উদ্ধব হে ।
• গজি দেব রায়সার গিরি শ্রোবর্ধন ধরে
ঘোষণা রাধিক সোনার ।

গোহুলের গোপী বত গৃহ পতি হাড়ি উব
গতি কৈহু সেই নন্দলাল ॥
গৌবিন্দের বড় মায়ী গাহ ভাঙ্কে হেলা দিবা
গলা চাপি ভূগাবর্ত মারি ।
অভাগ্য গোপিনীগণে গেলা তেজি অব লনে
গণিতে গণিতে গুণ বুরি ॥ (৩)
ঘর বড় পরমাদ ঘটে নাহি মনসাধ
ঘুষিতে কৃষ্ণের নাম হুখে । •
ঘুচাই সঙ্কট যদি ঘরে পাপ সে নন্দনী
ঘোর দেখি শাওড়ী সমুখে ॥
ঘনশ্যাম নাহি দেখি যুগে জর জর-সখী
ঘূত গেলে বোল কৌন্ গুণে ।
ঘটাইয়া রসনিধি ঘুচাইয়া দিল বিধি
ঘরশূন্য শ্যামচাঁদ বিনে ॥ (৪)
উঠে চিত্তে অহুক্ষণ আর নহে অন্তমন
আমা সবাকার বন্ধু শ্যাম ।
তার পায় আশী করি উত্তম পুরুষ হরি •
অখিল ভুবনে অহুপাম ॥
• উষত আছিল মন অহুক্ষণ দরশন
এত দূর হবে কেবা জানে ।
অক্রুর আসিয়া রথে লয়ে গেল প্রাণনাথে
অন্ধকার গোকুল ভুবনে ॥ (৫)
চিকণ কালিয়া শ্যাম চিতচোর তার নাম
চাহিতে চিত্তন হরে কাহ্ন ।
চরণে বক্ষিম রাজে চলনি গজিমাংগজে
চন্দন চর্জিত শ্যামতনু ॥
চাঁচর চিহ্নর তখ চূড়াটি চিকণ ভাতি
চকল বরিহা তার মাঝে ।
চিন্তামণি নাম হরি চরিত্র লক্ষিতে নারি
চাঁদিমুখে অধা বাকী বাজে ॥ (৬)
ক্রীষতি কদম্বফলে হাওয়ারাল সঙ্কট খেলে
হুঁহা হুঁহা আসিজন ।

ছলিয়া ব্রজের নারী মধুপুরে বৈসে হরি
হার প্রাণ খুব কার তরে ॥

প্রবণে শুনিতাম যদি ছাড়ি যাবে গুণনিধি
ছন্দ করি রাখিতাম মুরারি ।

ছল ছল অহুক্ষণ ছাড়িব সাগরে প্রাণ
ছায়া যদি না ছিল শ্রীহরি ॥ (৭)

যমুনার জলকেলি যতেক যুবতী মেলি
জগতমোহন শ্রাম রাজে ।

যার যেই ইচ্ছা যায় জলকেলি করে তায়
যৌবন চুসন কেহ যাচে ॥

জগদীশ পদ আশে জলের ঈশ্বর বাসে
যহ্নে রাখি নন্দ গোপ জনে ।

জানিয়া তাহার মতি জলে মজি যত্নপতি
জনকের করে ধরি আনে ॥ (৮)

ঝাঁপ দিল যমুনায় ঝাঁপিল ভুজঙ্গ তায়
ঝাঁকারিয়া উঠে ফণিশিরে ।

ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ে যত ঝাঁকারে মস্তক তত
ঝটিত কালিনী স্তব করে ॥

ঝঙ্কাট গোবুল পুরী ঝুরি মরে ব্রজনারী
ঝাট আইস বলে বলরাম ।

ঝাড়িয়া কালির মান কুলেতে উঠিয়া কান
কমল ঘুরায় অহুগম ॥ (৯)

এক দিন কুস্ত কাঁকে একা যাই যমুনাকে
আমাকে দেখিল নারায়ণ ।

ঈষৎ হাসিয়া হরি আইসে মোর বরাবরি
ইচ্ছি দিহু এ রূপ যৌবন ॥

এ চুঃখ কহিতে ঠাঞি এমন ব্যথিত নাই
এপাট পড়সী প্রাণে বৈরী ।

ইঙ্গিতে অবলা মারি এড়িয়া গেলেন হরি
একাকিনী কালিয়া সে মরি ॥ (১০)

টলবল পুসবতি টানেন কমলাপতি
চরণে পুসবতি বান ভাজে ।

টলবল করে ক্রিতি টলি পড়ে দৈত্যপতি
টকার অখিল লোকে লাগে ॥

টান বড় জুবীকেশে টাটকারী দিমা হাসে
রসিয়া রসায় বড় রজে ।

টনক পড়িল শিরে টোটাঁই যশোদা কিরে
পুত্র দেখি বাড়ল তরঙ্গে ॥ (১১)

ঠাকুর কালিয়া কান্দ কদম্বে হেলায় তনু
ঠমক স্তূঠাম কত জানে ।

ঠারি যারে চাহে হরি ঠৈকি রহে সেই নারী
ঠাঞি নাঞি শ্রামপদ বিনে ॥

ঠক বক বধি জলে ঠক বৎস অবহেলে
ঠেকাঠেকি তারে বধ করি ।

ঠাকুরালি তাল বনে থেতুকা বধিল রণে
হুটি ভাই মুকুন্দ মুরারি ॥ (১২)

ভাগবৎপ্রলম্বাসুরে ডাকি ডাকি করে চূরে
ডাকাবুকা সেই শ্যামরায় ।

ডাক দিয় গোপিকায় ডাকাইয়া কংসরায়
ডরে মৈল দেখি দৌহাকায় ॥

ডাকি যদি প্রাণনাথে ডাকিনী ননদী নাথে
ডুবিয়া মরিতে যায় সাধ ।

ডরে ডরাইয়া মৈহু জর জর ভেল তনু
জানাব কি মোর অপরাধ ॥ (১৩)

ঢল ঢল শ্যাম তনু স্নগড় নাগর-কান্দ
ঢলি রত্নরসে কুঞ্জবনে ।

বেড়ি গোপী মহাবাহু ঢুলায়ে চামর কেহ
কেলি কলা অকথ্য কথনে ॥

ঢাকাইয়া মহাবিবে বিধির লিখন বশে
প্রাণনাথ গেলেন ছাড়িয়া ।

ঢামালি চরিত্র তার বিচারিতে অনিবার
বিদুরিয়া যায় মোর হিরাণ ॥ (১৪)

অচ্যুত অলেকু আঁকা উপমা বাহিক পোতা
অজুল অখিল যৌকন্যারে ॥

এমন জনের সঙ্গে আশ্রয় পোতা বরজ
 আন চিন্তিতে হৈল আন কাজে ॥
 আমি একে অভাগিনী আর তাহে অনাধিনী
 অপরাধী অনেক জনমে ।
 আশা কৈল যার তরে বিধাতা না দিল মোরে
 আশ্রয়ভাষী হইব সঙ্গমে ॥(১৫)
 তপনভনয়। তীরে ত্রিভঙ্গ মুরতি ধরে
 তিরস্চ চাহিয়া হরে প্রাণ ।
 তেয়াগিয়া গৃহপতি তার পদে দিয়া মতি
 স্বরিতে যৌবন দিহু দান ॥
 তা বিনে না জানি আন তার গুণে পুড়ে প্রাণ
 তবু প্রভু গেল তেয়াগিয়া ॥
 তার বিহু কার নহি তোমাকে বিনয় কহি
 পদাধুজে জানাইষে গিয়া ॥(১৬)
 থাকি আমি গৃহে বসি স্থির নহে তার বাঁশী
 স্থান হিতি না বুঝিয়া ডাকে ।
 থরহর করে তহু স্থির নহে ভেট বিহু
 উপহাস করে যত লোকে ॥
 স্থিতি কৈহু যার পায় যদি সে ছাড়িয়া যায়
 খুব প্রাণ আর কার লাগি ।
 খাল দণ্ড করি হাতে থাকিব সন্ন্যাসী পথে
 শ্রম নামে হইব বৈরাগী ॥(১৭)
 দয়াল ঠাকুর হরি দধি মাগে কর ধরি
 দেখে ব্রজপুর নরনারী ।
 দিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন দেই মুখে চুষন
 দিল জাতি কুল ডালি করি ॥
 দিনে দিনে বাড়িছে হৃৎ না দেখিয়া চাঁদমুখ
 দগধসি অন্তরে আমার ।
 দৈবকীনন্দন হরি দাসীরূপে সেবা করি
 দেখা দিতে কি মোর তীহার ॥(১৮)
 দেখু রাগে কবে বনে ধার ব্রজশিশু সনে
 মধু বনে কীটকে খেলান ।

ধরিয়া অরিষ্ট যারে ব্যোমকেশী অঘাসুরে
 ধরণী পাইল পরিভ্রাণ ॥
 ধন্য ধন্য তাঁরে বলি ধৃত বড় বনমাণী
 ধরে বেশ ভূবনমোহন ।
 ধৈর্যজ কুল শীল ধর্ম কর্ত্ত বত ছিল
 রাজা পায় কৈহু সমর্পণ ॥(১৯)
 নিষ্ঠুর নন্দের পো নাহি তাঁর মায়া মো
 নিল বস্ত্র রতন হরিয়া ।
 লাজে নারীগণ মরে না দেখি অশ্রু তারে
 নানা গদ্য করে নীপে গিয়া ॥
 নির্লজ্জ দেখিয়া হরি নিল বস্ত্র চুরি করি
 নিকুঞ্জে করিল প্রেম দান ।
 নৃত্য গীত কলরবে নিরন্তর মহোৎসবে
 নানা স্বয়ং সঙ্গে ভগবান ॥(২০)
 প্রিয়া পরালয়ে গিয়া পাসরিল প্রেম লেহা
 পেয়ে তথা পরম পদ্মিনী ।
 পরিহাস রঙ্গ রসে প্রভু বঞ্চে তার পাশে
 পাইল তারা পরম সুমণি ॥
 পূর্বে খণ্ড ব্রত কৈল প্রভু পদ না সেবিল
 পাব কোথা সেই গোবিন্দাই ।
 পাপিনী গোপিনী যত প্রাণ পুড়ে অবিরত
 প্রভু বিনে কেহ জানে নাঞি ॥(২১)
 ফুটিল কুসুম বঁত ফুলে অলি উনমত্ত
 খাঙন বসন্ত ঋতু বায় ।
 ফুলের দোলায় দে'লে কাণ্ড ধেলে পদতলে
 ফুল শর যুড়ে শ্যামরায় ॥
 ক্ষুর্তি নাহি বিহু হরি কাঁকর গণিয়া মরি
 ফুকরিয়া কাঁদি শোকাঁকূলে ।
 ফলিগ করম শুণি কাটে নাহি ক্ষিতি কেনি
 প্রবেশিয়া যাইব পাতালে ॥(২২)
 বাসাই বিবিধ বেশ ক্লাবনে পরবেশ
 বিহার বিনন্দ বধু সঙ্গ

বিনাধরে মল্ল হাসি বংশী করে সুধারামি
বিধু নিমিষ বিমল বদনে ॥

বিনগদ্য দামোদর বনমালা রেণুধর
বাহু পসারিয়া প্রেম বাগে ।

বিধি বাম ভেল মোরে বন্ধু সে রহিল দূরে
বিনয় বলিহ তার আগে ॥ (২৩)

ভজিতে আছিল সাধ ভেল তাহে পরমাদ
ভগবান গেলেন ভাঙিয়া ।

ভুলিলাম কৰ্মদোষে ভাল ফল পাৰ কিসে
ভাব বুঝি ভরম ভাঙ্গিয়া ॥

ভাগ্যবতী দৈইবকী ভুঞ্জে সুখ পুত্র দেখি
ভাগ্যহীন যশোদা শ্লোপিনী ॥

ভাব ভক্তি পরকার ভজন না পাই তাঁর
ভয়ে ভয়াকুল ভেল প্রাণী ॥ (২৪)

মাধব মহিমা নিধি মহাসুখ নিরবধি
মরকত জিনি শ্রামতহু ।

মণিমণ্ডপের মাঝে মণিময় রত্ন সাজে
মধ্যে সিংহাসনে রাখা কাহু ॥

মণ্ডলী মণ্ডল অতি মধুর মঙ্গল গীতি
মদঙ্গ মুরজ সখী ধরে ।

মন্দ মন্দ সমীরণ মুকুলিত তরুণ
মত্ত ময়ুরী নৃত্য করে ॥ (২৫)

যোজনেক বুড়ি বৃক্ষ বার তলে লক্ষ লক্ষ
যোগেশ্বাদি মূনির ধ্যানান ।

যোগমায়া স্বজি হরি তথা রাসকীড়া করি
জানে নাহি যোগেশ্বর বরান ॥

জ্যোৎস্নার যেমন জ্যোতি বয়না বোটিত তখি
যোগেশ্বরে স্থল চিন্তামনি ।

জিতানন্দ গদগদ বহে সেবে গোপীকুল
জলদ জড়িত সোদামিনী ॥ (২৬)

রসিম অক্লান্ত শ্রাম রাঙ্গা আঁখি অল্পশর
রহিব রসন কটি সাজে ॥

রসনা কিঞ্চিৎ সাজে রতন মঞ্জীর রাজে
রাঙ্গা পাঁচ বুলু বুলু বাজে ॥

রমণীরতন রঙ্গে রাস রস শ্রাম সজে
রসময় তরু লতাগণ ।

রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ হেলি রহে প্রভু বনমালা
রজিয়া নাপর নারায়ণ ॥ (২৭)

লক্ষ লক্ষ সুরজ্ঞম নীল পীত সুকুমার
ললিত ধবল চাকুড়ালে ।

নাথ্যে ঝাড়া থরেথর মণিরত্ন মনোহর
নানা চিত্র মুকুতা প্রবালে ॥

নীলময় শ্রাম বন্ধু কেবল করুণাসিদ্ধ
লাবণ্য মুরতি নটবেশ ।

ললিতাদি সখী নানা লগজিতা স্থলকণা
প্রাণনাথে সেবয়ে বিশেষ ॥ (২৮)

বৃন্দাবনী হরিপ্রিয়া বিশাখা শ্রামলা প্রিয়া
বল্লভী স্থলভী স্থনাগরী ।

বিপুল পুলক অঙ্গে বাহু বাহু ধরি রঙ্গে
অঙ্গনা অঙ্গনা মধ্যে হরি ॥

বাচল বহুত রঙ্গ বহে কত প্রেম গঙ্গ
বরিষে অমিত্রা নবধনে ।

বুঝিতে না পারি মায়া বন্ধু বড় বিনোদিত
বেশ শেষ বিজুরি কিরণে ॥ (২৯)

শ্রীকৃষ্ণ গুণের সিদ্ধ শ্রীমুখে মলিন ইন্দু
শ্রবণে মকরবর দোলে ।

শ্রীবৎস কৌন্তভ হার শ্রীবৎস লাঞ্ছন আর
সেবয়ে সুরভি রতিপালে ॥

সুখময় বনশ্রাম সর্বগুণে অল্পশর
বোল কলা পূর্ণ সেই হরি ।

সত্যভামা আদি বত স্থনাগরী শত শত
শ্রাম সজে শোভে সারি সারি ॥ (৩০)

সমান বরজ বেশ সমান সিক্ত রস
সমান সেবয়ে সবার সাজে ॥

সেঁউতি মল্লিকা কুন্দ শিরীষ চম্পক গন্ধ
সুধাসিত পারিজাত মালা ॥

সন্তান সুকলভর সুবন্ধ মেরুয়া চাকর
সরোবাসনে সুনির্মিত অতি ।

সলিল জিনিয়ামৃত শতদল সুধাসিত
বটপদ পীযুষ লুক্ক মতি ॥ (৩১)

সারীশুক ডাকে ডালে সুস্বর কোকিল কূলে
সদাই সুখদ বৃন্দাবন ।

সে সব কৌতুক খেলা সমাধান দিয়া গেলা
সুন্দরিতে শোক সর্বক্ষণ ॥

সে হরি সবার প্রাণ সখা সেই ভগবান
সারথি নাহিক শ্রাম বিনে ।

স্রোতের সিউলী যেন সঘনে চঞ্চল মন
সমাধি লাগিল রাতি দিনে ॥ (৩২)

হাম-হীনমতি নারী হরি গেল পরিহরি
হইল সকল রস ভঙ্গ ।

হিয়া মোর নহে স্থির - অহর্নিশ মেলে চির
হানে বাণ দারুণ অনঙ্গ ॥

হরিকে কহিও তুমি হতাশ হইতু আমি
হিমে যেন কমলের নাশ ।

হেন গতি গোপিকার দেখা দিবে একবার
হয় তবে রজনী প্রকাশ ॥ (৩৩)

কণেক নী দেখি মুখ অলক্ষণ বাড়ে হুঃখ
কি করিব এ পাগ পরাণে ।

খেদমাত্র আছে সার স্মরিতে নারী তাঁহার
কমা দিব এ ধর করণে ॥

লক্ষীদেবী যে গোবিন্দে বন্ধে রাখি পদদ্বন্দ্ব
তবু ভায় না পাণ্ডল অভয় ।

কীটমতি গোপীগণ পাব কোথা নারায়ণ
সেই হরি যারায় অনন্ত ॥ (৩৪)

উদ্ধব চৈতন্যভক্তি করকোড়ে কহে বাকী
চিত্ত মিত্র কর প্রবেশন ।

তোমা সব প্রেমগুণ সদা স্মরে নারায়ণ
হৃৎবাণী দাস হরচন ॥ ২৩৪ ॥

উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম
কথন ।

রাগ কৌশিক ।

তুমিয়া এসব কহেন উদ্ধব
দূর কর অভিমান ।

তোমা সবাকারে বোধ করিবারে
পাঠাইয়া দিল কান ॥

সেই বিশ্বস্তর আশ্রয় কিবা পর
নাহিক তাঁহার মান ।

ত্রিঙ্গগতে যত করিল বসত
সর্বভূতে মতি জান ॥

শুন মোর বাণী সর্ব ঠাকুরাণী
অধিক বলিব কিবা ।

পরম হরিষে প্রভু পেয়ে পাশে
করিলে অনেক সেবা ॥

তঁার আজ্ঞা এই সাদরে সদাই
অন্তরে আকৃতি করি ।

হৃদে অভিয়ার রূপ গুণ নাম
বলিবে দদন ভরি ॥

নিতি সে নূতন প্রেম পুনঃ পুনঃ
পরম আনন্দ মনে ।

ধ্যান ধরি লয় কহিহু নিশ্চয়
প্রবেশিলা নারায়ণে ॥

তোমা সবাকারে পাসরিতে নারে
পুরুষবর মুরারি ।

আমি কি করিব ধন গোপী সব
ধন ধন ভজনারী ॥

উদ্ধবের বোলে গোপিকা সকলে
ভাসিল প্রেমের জলে ।

লোহ পুছি করে অরুণ অধরে
পুনরপি কিছু বলে ॥

আনন্দিত মনে যেবা শুনে ভগে

উদ্ধব গোপী সম্বাদ ।

হৃৎধীশ্রাম বাণী সুখে সেই প্রাণী
প্রবেশিবে পদ্মপা ॥ ২৩৫ ॥

উদ্ধব বারমাসি ।

ভাজ মাসে হরি জন্ম ভারবভারণে ।

ভববিত্তিকির ভাব করিতে পালনে ॥

ভাগ্যবন্ত নন্দগৃহে দেখি শ্রামরায় ।

ভাব কৈহু ভজিব কৃষ্ণের রাঙ্গা পায় ॥

উদ্ধব ! ভরম ভাসিল ।

ভকতবৎসল হরি মথুরায় রহিল ॥ ১ ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা এই তিন পুরে ।

আমরা আরোপি ঘট যমুনার তীরে ॥

অখণ্ড শ্রীফলদল অঙ্কুর চন্দনে ।

অনেক আরতি কৈহু গৌরী ত্রিলোচনে ॥

উদ্ধব ! অনেক ভাগ্যের ফলে ।

অম্বর হরিয়া আজ। দিলা গোপীকূলে ॥ ২ ॥

কার্তিকেতে কমতরু মূলে চিন্তামণি ।

কুঞ্জকৌড়া কোতুক কহিতে নাহি জানি ॥

কত রঙ্গ জানে কৃষ্ণ কিশোর শরীর ।

কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির ॥

উদ্ধব হে ! কহ কি করি উপায় ।

কনকলোচন-কৃষ্ণ কৃপা করে বার ॥ ৩ ॥

মার্গেতে গমন বনে প্রিয়ার বিচ্ছেদে ।

আকুল হইয়া কুশি শোক গণ-পথে ॥

আপনি আপনা গুণে প্রিয়া দিলা দেখা ।

অনঙ্গ সাগরে হে আমরা পাতু রক্ষা ॥

উদ্ধব ! আর কি গোকূলে ।

আশা পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে ॥ ৪ ॥

পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে ।

পাতিয়া পঙ্কজপত্র শুভি মহীতলে ॥

প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি ।

প্রতিবোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী ॥

উদ্ধব ! প্রিয়া গুণনিধি ।

পাইহু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি ॥ ৫ ॥

মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণিমন্দিরে ।

মহারঙ্গে রমিষ মানস নিরন্তরে ॥

মাধবী মল্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে ।

মনে না-জানিল হরি যাবে মধুপুরে ॥

উদ্ধব ! মরি হে ঝুরিয়া ।

মনে করি মরিষ মাধব অঙরিয়া ॥ ৬ ॥

ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে ।

ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে ॥

ফুলের দোলায় দোলে শ্রাম নটরায় ।

ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গায় ॥

উদ্ধব ! ফাটিয়া বাম হিয়া ।

ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম অঙরিয়া ॥ ৭ ॥

চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু ।

সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বন্ধু ॥

চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যাধায় ।

চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায় ॥

উদ্ধব ! চিত্ত ছল ছল করে ।

চঞ্চল চড়ই যেন পড়িয়া শিঙরে ॥ ৮ ॥

বৈশাখে বিবেক বাণে মল্লের বায় ।

বিরহী বিকল করে কোকিলের বায় ॥

বারা ভাঙ্গি বলকী করিব তোরে দূর।
বহুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর ॥

উদ্ধব হে! বিস্ময়ন নয়।
বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয় ॥ ৯ ॥

জৈষ্ঠেতে যমুনা জলে যাদব সংহতি।
জলকেলি করে রঞ্জে বতেক যুবতী ॥
জল কেলি মারে গোপী গোপালের গায়।

যৌবন চূষন ধন যাচে যদ্বার ॥
উদ্ধব! বত হুংখ উঠে মনে।
জীৱন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ বিহনে ॥ ১০ ॥

আবাচে আকিনা রসে আছিহু ভুতিয়া।
আমার শিরেরে আসি শ্যাম বিনোদিয়া ॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত।
ভীষ্মি আকুল হৈহু কোথা প্রাণনাথ ॥

উদ্ধব! অনেক যন্ত্রণা।
অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা ॥ ১১ ॥

প্রাণে সরস রস বরষা বিপুলে।
সরসিজ বিকশিত বটপদ হিলোলে ॥
হুংখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে।
মুগুরি মুগুরি কান্দি এভব তরঙ্গে ॥

হুংখীশ্যাম দাস গায়।

চিহ্ন চুটাইলে গোপী পাথে শ্যামরায় ॥ ১২ ॥ ২০৬ ॥

উদ্ধব বিদায়।

রাগিনী ধানত্ৰী।

অহুরাগে ব্রজনারী আদর কাকুতি করি
মালখি রাখি উদ্ধবেরে।

যে বা লীলা যেরূপে হাসে সবে মেলিয়া বনে বনে
দেখাইল কখন অহুরে ॥

এই বুলাবন কুঞ্জ নানা রঙ্গ রস পুঞ্জ
সরসুজ শ্যামচাঁদ বিনে।

কহিতে অকথা হয় অহুরাগে তহু দয়
জানাইও রাভুল চরণে ॥

গোপী উদ্ধবের যত কৃষ্ণকথা সুখামৃত
অধিক আমোদ দিনে দিনে।

তবে সে উদ্ধব ভাবে কহেন গোপিকা সবে
উপদেশ মধুর বচনে ॥

শুন কহি সবাকারে সেই কৃষ্ণ নিরন্তরে
দৃঢ়ভক্তি ভাবিয়া যতনে।

মনের মানস রঞ্জে প্রেমশিবে কৃষ্ণ অঙ্গে
অহুরাগ না করিহ মনে ॥

অনেক প্রকার করি রাধা আদি ব্রজ নারী
প্রবোধ করিয়া সবাকারে।

কহেন যুগল করে আভা দেহ মোর তরে
যাব আমি মথুরা নগরে ॥

এত শুনি গোপীগণ নানা বস্ত্র আভরণ
পুষ্প মাল্য কপূর তাহুল।

বিদায় করিতে চরে ভাসিল প্রেমের নীরে
কৃষ্ণরসে পরম আকুল ॥

নিবেদিয়ে তৃণদন্তে জানাইও প্রাণনাথে
গোপীগণে দিবে পদছায়া।

অনেক বিনতি যেন মনে আছে তার সেবা
স্বরণে রাখিও ব্রজভাষা ॥

উদ্ধব অঞ্জলি করি প্রবোধিয়া ব্রজনারী
মেলানি মাগিল সবাকারে।

পরম আনন্দ চিন্তে আরোহণ করি রথে
চলিল চিহ্নিয়া গদাধরে ॥

পথে নদী হৈয়া পার রথে কৈলু আশ্রয়
উপনীত মধুরানধরে।

গোবিন্দ নিকটে সিঁদা শতদণ্ডবৎ হৈয়া
বিনতি করয়ে দানোদরে ॥

উদ্ধবে জিজ্ঞাসা করি কহেন দয়াল হরি
কহ কহ গোপের কুশল ।
দুঃখীশ্যাম শিশুমতি ভাবা হৃদয়ে করি পুথি
গীত কৈল গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৩৭ ॥

আনন্দ সকল মধুরামণ্ডল
সুখে দেখে প্রজাগণে ॥
শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত
তবে যে করিল হরি ।
দুঃখীশ্যাম ভণে নারায়ণে
যদি যাবে ভব তরি ॥ ২৩৮ ॥

উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোকুল-
সংবাদ শ্রবণ ।

রাগ বেলওল ।

উদ্ধবে দেখিয়া আশ্বাস করিয়া
কহেন কমল আঁখি ॥
নন্দ আদি করি যত ব্রজনারী
কহ কি আইলে দেখি ॥
যোড় কর করি প্রভু বরাবরি
উদ্ধব বলেন বাণী ।
ব্রজপুরে যত দেখিলাম কত
কহিব কিবা না জানি ॥
তুমি কি না জান যেবা যার মন
ভোমাতে সবার মতি ।
নন্দ যশোদার আকুতি অপার
ঝুরয়ে দিবস রাত্তি ॥
গোপীগণ মনে করুণা সঘনে
বিনোদিনী সে আকুলী ।
নরশন বিহু জর জর তহু
শুন প্রভু বনমালাী ॥
চর সুখে শুনি ভাবে অহুমানি
মনে পড়ে বৃন্দাবনে ।
তবে যহুগতি উদ্ধবের প্রতি
প্রোমে দিল আলিঙ্গনে ॥
কহেন কৃষ্ণকৈ মধুপুর বেধে
কৈলেন নারায়ণ ॥

জরাসন্ধের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ ।

রাগিনী চৌড়ী ।

শুক নারদে মহিমা গায় ।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ১ ॥
পরম আনন্দ রসে শুন পরীক্ষিত ।
তবে মধুপুরে কৈল যতেক চরিত ॥
কংসনারী আদি যত ছিল মধুপুরে ।
স্বামীর বিচ্ছেদে গেল পিতার মন্দিরে ॥
জরাসন্ধ মহারাজা মগধ ঈশ্বর ।
কান্দিয়া কহিল গিয়া পিতৃবরাবর ॥
বহুদেব-সুত কৃষ্ণ কৈল হৈন গতি ।
কংস আদি করি মাইল যত সেনাপতি ॥
উগ্রসেনে রাজ্য করি ভুঞ্জে নানা সুখ ।
তোমা বিদ্যমানে তনয়ার এত দুঃখ ॥
কহিতে কহিতে কড়া কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
মারিব কংসের রিপু কহিল কন্ডারে ॥
আজ্ঞা দিল জরাসন্ধ সাজিতে বাহিনী ।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ তেইশ অর্কোহিণী ॥
কালযবনেরে রাজ্য পাঠাইল চর ।
স্বরিতে সাজিয়া আইসে মধুরানগর ॥
তুমি আমি ইন্দিতে বধিব নারায়ণে ।
তবে রাজ্য বিভাগ করিব সুখ মনে ॥
এত বলি সাজে জরাসন্ধ নরপতি ।
মধুপুর আসিল বেধিল বীজপতি ॥

অর্থ গজ কপারব হুহুতি ঘোষণ ।
দেখিয়া কুঞ্জিল যত যুগ্মরূপণ ।
হাসিল গোবিন্দ তনি জরার গমন ।
হুই ভাই প্রবেশিল করিবারে রণ ॥
দারুক সাজিয়া রথ আনে বিদ্যমানে ।

রথে চড়ি সংগ্রামে প্রবেশে রামকানে ॥
কৃষ্ণ দেখি জরা করে বাণ বরিষণ ।
রাম ধরে মুঘল গোবিন্দ স্মদর্শন ॥

শঙ্খধ্বনি করি হরি প্রবেশিল রণে ।
হুই ভাই কাটে সেনা নানা তীক্ষ্ণ বাণে ॥
উগ্রসেনে ধার রণে সর্বদল লৈয়া ।
হুই দলে যুদ্ধ করে মহাকৃষ্ণ হৈয়া ॥
রথী রথী যুদ্ধ করে ধাতুকী ধাতুকী ।
দণ্ডকার দণ্ডকার যুদ্ধে ক্রোধমুখী ॥

আগুয়ান হৈয়া যুদ্ধে রাম নারায়ণ ।
জরার উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
গলা চক্ক ঘরি রাম কৃষ্ণ করে রণ ।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া পড়ে যত সেনাগণ ॥
প্রাণ ভেয়াগিয়া পরে দৈন্য যে সকল ।
শোণিতে বহিছে নদী ধরনী উজল ॥
সৈন্য সামন্ত সব রণে গেল কাট ।
উঠিয়া কংক কত তথা করে নাট ॥

রথধ্বজ গজ বাজী যত সেনাপতি ।
কণেক অন্তরে পড়ে লোড়হুইয়া ক্ষতি ॥
সংগ্রামে প্রথর কৃষ্ণ মহা যুদ্ধ জিনিণ ।
তিনি প্রহরে নিপাতিল ডেইশ অকৌতুহল ॥
রণে ভয় দিয়া জরা বার পলাইয়া ।
যতুল ধার পাছে চীৎকারি দিয়া ॥
প্রাণ লরে জরাসন্ধ বীর নিজ বেশে ।
রণ জিনি রথ কক কোচুক বিশেষ ॥
হেনমতে সারক জরা অষ্টাদশ বার ।
মথুরা প্রবেশ করি প্রদ্যুম্ন সংহারি ॥

কৃষ্ণ কিনি বুদ্ধে কৃষ্ণ জৈলোকা ঠাকুর ।
পরাতপ পেরে জরা গেল নিজপুর ॥
পুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ পরম হরিবে ।
গোবিন্দমঙ্গল হুখীভাম দাস তাবে ॥ ২০৯ ॥

দ্বারকাপুরী নিৰ্ম্মাণ ।

রাগিণী করুণা ।

জরাসন্ধ রণে জিনি উগ্রসেনে ডাকি আনি
বিচারে বসিল রাম হরি ।
নিবেশি মথুরা স্থানে খেবড়ের অঙ্গুরণে
বন্ধি সংগ্রাম কত করি ॥
আজি হৈতে জরাসন্ধ লইয়া অমর বৃন্দ
সাজিল সে অষ্টাদশ বার ।

ইথে নাহি স্তব্ধ লেশ ত্যজিয়া মথুরা দেশ
অন্যত্র করিব আশ্রয় ॥
সাগরে বাচুঞা করি করিয়া দ্বারকাপুরী
বসতি করিব সেই স্থানে ।

দ্বারকা ভুবনে রৈয়া অর্জুন সংহতি লৈয়া
প্রকারে বধিব দৈত্যগণে ॥
এতক বলিয়া হরি রথে আরোহণ করি
শেল কৃষ্ণ রত্নাকরকূলে ।

কৃষ্ণ আগমন দেখি জনধি পরম সুখী
পূজা কৈল গোবিন্দ ধোপালে ॥
কৃষ্ণ কৈল জলরাজ হন দেহ সিদ্ধমাত্র
বসাইব দ্বারকানগর ।

সিদ্ধ বলে আমি কিবা করিব চরণসেবা
তনু প্রভু ত্রিংশ লক্ষ ॥

বিধকন্দে ডাকি আনি আজ্ঞা দিল চক্রপাণি
নিৰ্ম্মাণিতে দ্বারকা নগর ।

বিধকন্দ বিহায়ান উঠিল সে বীপ খান
সৌদামনী যোজন যোজন ॥

গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়া বিশ্বকর্মা ছুটি হৈয়া
 পুরী নির্মাইতে দিল মন ।
 পঞ্চাঙ্ক করিয়া স্থান আরম্ভিল গড়খান
 আড়ে দীর্ঘে ছত্রিশ যোজন ।
 গড়ের সে চারি দ্বার মধ্যে নির্মাইল তার
 প্রাচীর মন্দির মনোহর ।
 গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে
 সাজাইল দ্বারকানগর ॥ ২৪০ ॥

কৃষ্ণের দ্বারকায় বসতি ।

বিশ্বকর্মা গড়ে পুরী দেখিতে সুন্দর ।
 প্রভুর রহিতে কৈল ঘোড়া বাস ঘর ॥
 আসে পাশে নির্মাইল প্রকার অবদ্বন্দ্ব ।
 দ্বার পীড়া পরিপাটি অপূর্ণ বৃন্দ ॥
 কৃষ্ণের মন্দির কৈল অতি সুশোভিত ।
 গৃহোপরি রত্ন কুন্ড পতাকা নির্মিত ॥
 প্রতি প্রতি সাজাইল নানা রম্য স্থান ।
 দিবা স্থল রম্য জল করিল নির্মাণ ॥
 বস্তু দৈবকীর গৃহ কৈল সুশোভিত ।
 উগ্রসেনে বাড়ী ঘর করিল নির্মিত ॥
 অক্রুর উদ্ধব আদি যত যত্নবল ।
 ক্রমে ক্রমে সাজাইল সবাকার স্থল ॥
 গো মহিষ গৃহ কৈল হস্তী ঘোড়া শাল ।
 সুরঙ্গ মণ্ডপ কৈল বসিতে গোপাল ॥
 নগর চত্বর কৈল বসিতে সুঠান ।
 জন প্রজা গৃহ হৈতু করিলা নির্মাণ ॥
 দেখিতে বিচিত্র পুরী হৈল পরিসর ।
 গোলক দোসর কিবা বৈকুণ্ঠ নগর ॥
 দেখিয়া কৌতুক বড় গোবিন্দের মন ।
 বিশ্বকর্মে আশীর্বাদ দিল আলিঙ্গন ॥

তবে আজ্ঞা দিল কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনে ।
 মথুরা-বৈভব আন দ্বারকা ভুবনে ॥
 আজ্ঞা দিল উগ্রসেন ডাকিয়া কিঙ্করে ।
 রথে ভরি সর্ব দ্রব্য আন দ্বারকারে ॥
 যত্নবৎ রক্ষিবৎ কৃষ্ণভক্ত জন ।
 সর্বান্তে চলিল সে দ্বারকা ভুবন ॥
 বিমুগ্ধপ্রিয় লোক যত সুবে চলে সাথে ।
 শকট পুরিয়া দ্রব্য কেহ লয় রথে ॥
 ধন রত্ন যত সব ছিল মথুপুরে ।
 চালাইয়া দিল সব দ্বারকানগরে ॥
 আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বারকা ভুবনে ।
 অঙ্গুরী করয়ে নৃত্য কিম্বদী গায়নে ॥
 কালযবন সাজি আইল হেন কালে ।
 ছঃখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৪১ ॥

কালযবনের আক্রমণ ।

রাগিনী সিদ্ধা ।

ওহে নাথ এমন মহিমা নিধি কে ॥ ১ ॥

কহেন রাজার আগে ব্যাগের নন্দন ।
 পরম কারণ কথা শুনহ রাজন ॥
 দ্বারকা নগরে বৈসে দেব নারায়ণ ।
 দেখিতে সুন্দর কোটি মদনমোহন ॥
 শ্রীবৎস কৌন্তভ মণি পিরল বসন ।
 চরণে নৃপুর বাজে গজেন্দ্রগমন ॥
 হেনকালে সাজি আসে কালযবন ।
 দেখিলা কৃষ্ণের রূপ ভরিয়া মরন ॥
 কিশোর মুরতি কৃষ্ণ কমললোচন ।
 শত চক্র গগন পদ্ম অতি সুশোভন ॥
 মকর আকৃতি বৃক্ষ কুণ্ডল প্রবল ॥
 ইন্দ্রবর নিধি ভাঁবি অজয় হরকল ॥

কনক মুকুট শিরে অতি মনোহর
অলক তিলক তুর মোহে ফুলশর ॥
বহনমণ্ডল চন্দ্র জিনিয়া স্নানর ।
ভুবনমোহন হাসি বাজুলি অধর ॥
শ্রীবৎস কোমলত বগি ছন্দয়ে বিরাজে ।
সুনাতি গভীর কটি পীত খটি সাজে ॥
ভুলনা কি দিব কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ।
চরণে নুপুর বাজে অতি মনোহারী ॥
কৃষ্ণরূপ দেখিয়া যবন ভাবে মনে ।
নারদ বলিল পূর্বে যে সব লক্ষণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সে বটে এই বসুর নন্দন ॥
চতুর্ভুজ বনমালা শ্রীবৎসভূষণ ॥
ইহাঙ্ক সংহতি আজি আমার সংগ্রাম ।
হারি জিনি তবে সে রহিবে যশ নাম ॥
এতেক ভাবিয়া মনে সে কালযবন ।
আশু হৈয়া বলে যুদ্ধ দেহ নারায়ণ ॥
যবন সহিত কৃষ্ণ সংবাদ না করি ।
জল তাজি বন মুখে পলাইল হরি ॥
যবন বলিল কৃষ্ণ কেমন করিল ।
সংগ্রাম না দিয়া মোরে ভয়ে পলাইল ॥
ধাইয়া ধরিকৃষ্ণে বধিব পরাণে ।
কর্তৃদূর যাবুক আমার বিদ্যামানে ॥
এত বলি ধায় সে গোবিন্দ ধরিবারে ।
হৃৎখীণ্ডাম ডাকে নাথ পার তর মোরে ॥২৪২॥

কালযবনের নিধন ।

রাগিণী ধানত্রী ।
কালযবনের মতি বুঝিয়া ভুবনপতি
বনমুখে ধায় নারায়ণ ।
প্রশান্তে যবন ধার হাতাহাতি লাগে পার
ঠেঁকাঠেঁকি চরণে চরণ ॥

হেন রূপে ভারে লৈয়া প্রবেশ করিল গিয়া
মহাধোর গহন কানন ।
বন এড়ি গিরিবরে গেল শুধা অন্ধকারে
পাছে ধায় সে কালযবন ॥
গোহে গিয়া তুরাত্তরি অন্তর হইল হরি
পুরুষ এক করিছে শয়ন ।
যবন বলয় হরি শুয়ে আছে মায়া করি
প্রাণ ভয় না করে এখন ॥
শুনিলু পণ্ডিত স্থানে চিয়াইতে নিদ্রা জনে
পাপ হয় শাস্ত্রনিবন্ধন ।
বধিব সে শত্রু জনে পাপ নাহি কোন স্থানে
ক্রোধ হৈয়া প্রহারে চরণ ॥
চরণ বাজিতে বৃকে শিহরী উঠিয়া দেখে
দৃষ্টি-অগ্নি প্রজ্বল আছিল ।
গোবিন্দের মায়া হেতু যেন মহামুকেতু
যবনেরে তন্মরাশি কৈল ॥
এ সব বচন শুনি পরীক্ষিত নৃপমনি
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে ।
গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে
তার হরি দারুণ শমনে ॥ ২৪৩ ॥

মুচুকুন্দ উপাখ্যান ।

রাগ ভীটিয়ারি ।
হরিকথা বড়ই মধুর ।
শুনিলে শ্রবণমুখ পাণ বায় দূর ॥

রাজা বলে স্ননিবর বিষয় হইল ।
গিরিগুহা ভিতরে নিদ্রার কেবা ছিল ।
কোন বংশে জন্ম কোথা কাহার নন্দন ।
তাঁহার ষোচনে অগ্নি কেমন কারণ ॥
কোপদৃষ্টে চাহিতে যবন ভয় হৈল ।
কহ কহ মুনি মোরে সন্দেহ নাহি ॥

শুনিয়া হুঁসিয়া শুক কহেন রাজারে ।
 স্বর্ঘ্যবংশে মাহাতা নৃপতির কুমারে ॥
 মুচুকুন্দ নামে রাজা মহাপরচণ্ড ।
 ভূজবলে ভোগ করে সর্ব ক্ষিতি খণ্ড ॥
 হেন কালে তারকাদি অম্বরের ডরে ।
 স্বর্গভ্রষ্ট হৈয়া দেব ভ্রমেন সংসারে ॥
 ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ ।
 রাজারে লইয়া গেল করিবারে রণ ॥
 দেব-উপকারে রাজা অম্বর সংহতি ।
 ষষ্ঠীশত বর্ষ যুদ্ধ কৈল নরপতি ॥
 অম্বর সংহার করি সংগ্রাম জিনিলা ।
 পরম আনন্দে দেবে স্বর্গভোগ দিল ॥
 বর মাগি দেবগণ কহেন রাজারে ।
 অনেক দিবস রাজা যুঝিলে সমরে ॥
 তোর বংশে পুত্র পৌত্র যতেক জন্মিবে ।
 চিরকাল রাজ্য ভূজি বৈকুণ্ঠে যাইবে ॥
 বর মাগি নরপতি বলে দেবগণ ।
 এত শুনি মুচুকুন্দ বলেন বচন ॥
 রাজ্যভোগ বিপুল করিতে নাহি মন ।
 মহা নিজা আসিয়া করিল আকর্ষণ ॥
 মহা নিজা হইবে কহিল তোমার ঠাঞি ।
 দিব্য স্থল করি দেহ নিশ্চিন্তে নিন্দাই ॥
 এত শুনি দেবগণ হরষিত মনে ।
 রাজা লৈয়া প্রবেশিল গিরিগুহা স্থানে ॥
 দিব্য স্থল সাজাইল অপূর্ব আসন ।
 পালক নেহালি আদি বিচিত্র বসন ॥
 বিচিত্র আসনে সাজাইল নৃপবর ।
 অশ্লিষ্ট খাচিয়া ইন্দ্র দিল অগ্নি বর ॥
 তনু তনু নরপতি স্থখে নিজা যাও ।
 অনেক দিনের নিজা-আলস এড়াও ॥
 হেন মোর নিজা চিরাইবে যেই জন ।
 তোর কৃষ্ণবস্ত্র পরে হবে ভক্তকণ ॥

এত বলি স্বর্গপথে গেল হেবগণ ।
 এ সব বৃত্তান্ত মনে জানে নারায়ণ ॥
 পালক উপরে নিজা গড়িল রাজন ।
 তাহা রাখি গেল সবে স্বর্গের ভবন ॥
 এই সব বৃত্তান্ত জানেন নারায়ণে ।
 হেনমতে ভ্রম্য কৈল সে কালযবনে ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ।
 অচিন্ত্য গোবিন্দলীলা জানে কোন জন ॥
 তবে মুচুকুন্দ উঠি চতুর্দিকে চায় ।
 কেবা ভ্রম্য হৈল কিছু না জানিল রায় ॥
 কৃষ্ণের শরীর জ্যোতি আয়োদ অপার ।
 উজ্জ্বল করিছে গিরি গুহা অন্ধকার ॥
 চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী ।
 সাক্ষাতে দেখিল কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥
 করঘোড় করিয়া জিজ্ঞাসে পদতলে ।
 হুঃখীগ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৪৪ ॥

মুচুকুন্দের কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি ।

রাগ বরাড়ি ।

কৃষ্ণের শরীর আভা তুলনা নাহিক শোভা
 চাক চতুর্ভুজ সুপ্রকাশ ।
 অপাক অনঙ্গ ফাঁদে ভুবনমোহন ছাঁদে
 শ্রীবৎস লাহন পীতবাস ॥
 সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি নিমিত্ত না চলে আঁখি
 ছির চিতে চাহে নরনাথ ।
 ভাবে ভক্তি উপজিল অন্তরে উষত ভেল
 প্রেমভরে হর অঙ্গপাত ॥
 পুলকিত কলেবর দুগল করিয়া কর
 জিজ্ঞাসর বিনয় মঙ্গল ॥
 দেখিয়া ব্রহ্মানন্দার না চলে নরন মোর
 পরিচয় দেয় কৃষ্ণ সবার ॥

মুচুকুন্দে করি দয়া কহে কৃষ্ণ আশাসিয়া
মোর জন্ম কর্ম কিছু নাই ।

ভবতর বিমোচনে জন্ম দৈত্যা নিবারণে
নিগমে মহিমা জানে নাই ॥

আমার নামের ভেদ না জানে যে ভব-বেদ
সমাধি সাধনে যোগী ধ্যায় ।

দেবাসুর নর বিধি তত্ত্বজ্ঞানে নিরবধি
ভাবিয়া দেখিতে নাহি পায় ॥

কেবল একান্ত মনে থাকে মোর নাম গুণে
সদয় হৃদয়ে হরে দিন ।

পিরীতি প্রেমের ভোরে পাসক্রিত নারি তারে
নাম মোর ভকত অধীন ॥

পূর্বকালে দেবতার করিয়াছ উপকার
রাজ্যভোগে না করিলে মন । ১১

সে সকল পুণ্যফলে সম দৃষ্টি কুতূহলে
গাইলে তুমি আমার দর্শন ॥

এবে মোর আজ্ঞা লৈয়া বদরিকাশ্রমে গিয়া
তপ কর মুক্তি পসার ।

বিপ্ররূপে এক জন্মে প্রকাশিয়া নাম কর্মে
প্রবেশিবে শরীরে আমার ॥

কৃষ্ণমুখে এত শুনি আপনারে ধত্ত্ব মানি
স্তুতি করে দৃঢ় ভক্তিমনে ।

ফলিল পূর্বের পুণ্য আজি মোর জন্ম ধত্ত্ব
তব পদ দেখিয়ে নয়নে ॥

এই মোর নিবেদন শুনি প্রভু নারায়ণ
অন্ত মুখে নাহি প্রয়োজন ।

তব প্রেম ভক্তি বিনে মর্ত্যে জন্ম অকারণে
তব ভক্তি মাগি অহঙ্কণ ॥

আপনার অহঙ্করে রাখ রাজ্য পদছাড়ে
এই মোর মনে আকিঞ্চন ।

আনিয়া রাখার মন আজ্ঞা দিল নারায়ণ
জন্মান্তরে পাইবে চরণ ॥

কৃষ্ণমুখে এত শুনি মুচুকুন্দ আনন্দ মানি
নৃপমণি মাগিল বিনায় ।

প্রভুর আশাস পেয়ে বদরিকাশ্রমে গিয়ে
কর্মতত্ত্ব ত্যজে ভগভায় ॥

বন নিধন করি মুচুকুন্দ মোচন হরি
তবে গেল দ্বারকাভূবন ।

রেবতীর বিভা এবে শুনি রাজা ভক্তিভাবে
হরচিহ্ন শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৪৫ ॥

রেবতীর নিমিত্ত বর অশ্বেষণ ।

রাগ ভাটিয়ায় ।

জয় রাধাকৃষ্ণ নাম বল ॥ ৩৭ ॥

শুকদেব বলে শুনি রাজা পরীক্ষিত ।

এক মন হৈয়া শুনি কৃষ্ণের চরিত ॥

চন্দ্রবংশে সুবিখ্যাত রেবত নৃপতি ।

রেবত নগরে রাজা করেন বসতি ॥

রূপে অহুপমা কীড়া হৈল তাঁর ঘরে ।

রেবতী রাখিল নাম আনন্দ অন্তরে ॥

দিনে দিনে বাড়ি কন্যা অতি রূপবতী ।

হেন কথা কারে দিব ভাবে নরপতি ॥

পুছিব ব্রহ্মাকে গিয়া কন্যা দিব কারে ।

তনয়া সহিত রাজা গেল ব্রহ্মপুরে ॥

দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া নৃপমণি ।

আজ্ঞা কর কারে কন্যা দিব পদ্মযোনি ॥

ব্রহ্মা বলে মুহূর্তেক থাক নৃপবর ।

সন্ধ্যা করি আসি তবে কহিব উত্তর ॥

এত বলি গেল ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিবারে ।

মুহূর্তেক মাঝে রাজা আছে ব্রহ্মপুরে ॥

ব্রহ্মার মুহূর্তীবাটি সহস্র বৎসর ।

ব্রহ্মপুরে থাকিয়া না জানে নৃপবর ॥

হেথার রাখার বংশ অনেক পুরুষে ।

চিরকাল রাজ্য ভক্তি গেল ব্রহ্মপুরে ॥

সন্ধ্যা করি তবে বিধি আইল মন্দিরে ।
 করঘোড় করি রাজ্য রহে বরাবরে ॥
 নৃপতি দেখিয়া তবে হাঙ্গে পদ্মমোনি ।
 এত দিন আমি লাগি আছ নৃপমণি ॥
 তব বংশে পুত্র পৌত্র জন্মিল অপার ।
 বৈকুণ্ঠ চলিল করি চির অধিকার ॥
 মর্ত্যে যুগ বহি গেল কহি যে তোমায় ।
 তোমার কন্যার বর করিহু উপায় ॥
 ভারাবতারণে কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন ।
 তাহার অগ্রজ ভাই দেব সঙ্কর্ষণ ॥
 তারে কন্যা দান কর শুনহ নৃপতি ।
 দ্বারকানগরে তুমি চল শীঘ্রগতি ॥
 কৃষ্ণ অবতার প্রভু ব্রহ্মাণ্ডের সার ।
 অনেক স্মৃতি যশ রহিবে তোমার ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মারে রাজা দণ্ডবৎ করি ।
 তনয়া সংহতি গেল দ্বারকানগরী ॥
 উত্তরিল গিয়া রাজা কৃষ্ণের সম্বনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২৪৬ ॥

বলরামের বিবাহ ।

রাগ মল্লার ।

বিরিকির বচনে নৃপতি শুক্তিমনে
 সঙ্গে লৈয়া তনয়ারে ।
 ত্যজিয়া ব্রহ্মপুর চলিলা সড়র
 গেল দ্বারকানগরে ॥
 রেবত আগমন জানিয়া নারায়ণ
 আপনে হৈল আগমন ।
 অস্ত্রাঙ্ক প্রণিপাত করেন নরনাথ
 দেখিয়া প্রভু ভগবান ॥
 নৃপতি প্রতি হরি প্রেম আগ্রহন করি
 বসে প্রেমভক্ত্যন্তরে ।

মধুর ভোজন কুহুম চন্দন
 ভুষণে ভূষি রাজ্যারে ॥
 তবে সে নৃপবর করিয়া ঘোড়কর
 কহেন কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
 দৈব নির্বন্ধনে রেবতী সঙ্কর্ষণে
 বিবাহ দেহ ভগবান ॥
 রাজার বাক্য শুনি অগ্রজে ডাকি আনি
 কহেন সকল বিষয়ণ ।
 দৈবকী বহুদেবে কহিয়া বহু সবে
 বিভার করি আয়োজন ॥
 হরষ নান্নায়ণ ডাকিয়া মুনীগণ
 করিল স্বয়ম্বর স্থান ।
 কস্তার অধিবাস করেন মুনি ব্যাস
 যে কিছু বেদের বিধান ॥
 রেবতী সঙ্কর্ষণ একই দুইজন
 মিলিলা অতি শুভক্ৰমে ।
 কস্তার কাছে হল দিলেন কামপাল
 কুহুমহার পালটনে ॥
 আছিল যত মুনি করিল দেবধ্বনি
 জয় জয় দিল নারীগণ ।
 মৃদঙ্গ পড়া বাঁশী সানাই বাজে কাসি
 দগড় হুন্সুতি ঘোষণ ॥
 তবে সে কন্যা বর চলিলা বাসবর
 বঞ্চিলা এ মধু ঘামিনী ।
 আনন্দময় রীত দ্বারকা পুর যত
 দেখয়ে পুরুষ কামিনী ॥
 রেবত নৃপতিরে কহেন রে
 কি জাজ্ঞা হয় মোর তরে ।
 সৈন্ত বাজী গজ দিলেন রথধ্বজ
 চলিলা রৈবত নগরে ॥
 শুনহ পৱীকিত চরিত্ত তাম্রবত
 দ্বারকানগরে হুরারি ।

কল্পিণী স্বরস্বর শুনহ নৃপস্বর
হেলে তরিতে ভববারি ।
বিদর্ভ নাম দেখে ভীষ্মক নৃপ বৈসে
ভাবেন কত্তার কারণে ।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
হৃৎকীড়া দাস পানে ॥ ২৪৭ ॥

কল্পিণী হরণ প্রসঙ্গ ।

রাগ কামোদ ।

বিদর্ভ নামেতে দেখে ভীষ্মক নৃপতি বৈসে
কুলে নীলে পূজ্য নরেশ্বর ।
কল্পী নামে পুত্র তার কল্পিণী তনয়া আর
রূপে গুণে লক্ষ্মীর সৌন্দর্য ।
ঐশ্বর্য-যোবনা কহা এ তিন ভুবনে ধৃষ্টা
দেখিয়া ভাবেন নৃপমণি ।
আমার কত্তার বর যোগ্য দেব দামোদর
দৈবেতে ঘটায় যদি আনি ॥
চিন্তে এত অহুমানি • কল্পীয়ে ডাকিয়া আনি
কল্পিণীর বিভার কারণে ।
স্বরস্বর স্থান কর পাঠাইয়া অহুচর
আনিহ সকল রাজগণে ॥
স্বরস্বর স্থান টেকল নারিকেল আরোপিল
গুবাক কদলী থরে থরে ।
রত্নকুণ্ড প্রতি গৃহে নেতের পতাকা শোহে
বাদ্যোদ্যম উৎসব নগরে ॥
হৃৎযুগে বার্তা শুনি আইল যত নৃপমণি
জরাসন্ধ আদি শিশুপাল ।
সবাকারে পূজা কৈল অন্ন পানী নিবোধিল
বসিতে স্নান পাটশাল ॥
তবে সে ভীষ্মক রায় নরপতি সবাকার
করিয়া অনেক সমাদর ।

কল্পুরী চন্দ্র চুয়া কর্পূর তাম্বূল গুয়া
জিজ্ঞাসিল সবার গোচর ।
চিন্তের মানস আছে কহি যে সবার কাছে
যদি আজ্ঞা কর কৃপা মনে ।
কল্পিণীয়ে দান দিতে চাহি দেব জগন্নাথে
স্থিতি যার দ্বারকা ভুবনে ॥
ভীষ্মক রাজার বোলে কোপে জরাসন্ধ জলে
কহে সে নিন্দিয়া গদাধরে ।
গোবিন্দমঙ্গল পোখা • ভুবনে চূর্ণভ কথা
ত্রিমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২৪৮ ॥

কল্পিণীর যোগ্য বর বিচার ।

রাগিণী করুণা ।

৭৬ হুঃখ উঠে মনে ।

ভজিতে না পাইহু রাজ্য হুঁখানি চরণে ॥ ক্র ॥
ভীষ্মক রাজার বোলে কাঁপে জরাসন্ধ ।
অহঙ্কার করি কহে নিন্দিয়া গোবিন্দ ॥
কল্পিণীর বর ভাল বাহিলে আপনি ।
কিবা জাতি সেই কৃষ্ণ স্থিতি নাহি জানি ॥
কত বীর্ঘ্য বলি বনে পালিল গোপাল ।
বনচর হইয়া বেড়ায় সর্বকাল ॥
পথে দান সাধে কান নৌকায় কাণ্ডার ।
কামবশ হৈয়া বহে গোপিনীর ভার ॥
নীচবৃত্তি আচারে বসতি সিঁহুকূলে ।
আমরা না রব হেথা তারে কহা দিলে ॥
নামা মায়্য ধরে যেন রাজ্যদার ভাতি ।
পাছে চুরি করে আসি কল্পিণী যুবতী ॥
ইহা বলি জরাসন্ধ মোনভাবে রহে ।
কোপে কল্পী কবিয়া বাপের আগে কহে ॥
কল্পিণীর বর বে বাহিলে মহাশয় ।
কল্পিণীর যোগ্য কৃষ্ণ কোন মতে নয় ॥

বজ্রহীন সেই কৃষ্ণ যত্ন নন্দন ।
 গৌরব না করে তারে ক্ষত্র রাজগণ ॥
 হেন জনে কন্যা দিতে চাহ কি কারণে ।
 কল্পিণীর বর যোগ্য আছে এই স্থানে ॥
 কুলে শীলে মহামুখ্য দমবোহ রাজা ।
 সকল নৃপতিগণ করে তার পূজা ॥
 অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ তনয় তাহার ।
 শিশুপালে দেহ কন্যা ঘৃষিবে সংসার ॥
 সভা মধ্যে কল্পী এত বকিল বচন ।
 ধন্য ধন্য তাহারে বাঞ্ছনে সর্বজন ॥
 কল্পী বাক্য ভীষ্মক করিতে নারে আন ।
 কহিল কল্পিণী শিশুপালে দিব দান ॥
 সভা মধ্যে বৈল রাজা নির্ণয় বচন ।
 প্রভাতে করিব কালি কন্যা সমর্পণ ॥
 জানাজানি সর্বমুখে এই শব্দ শুনি ।
 বিষাদে বিষন্ন মতি কান্দয়ে কল্পিণী ॥
 শ্রীকৃষ্ণ শরিয়্য দেবী ছাড়িল নিখাস ।
 হাহা জগদীশ মোরে করিলে নিরাশ ॥
 তোমার চরণে মোর আছে অভিলাষ ।
 বাল্যকাল হৈতে মনে করিয়াছি আশ ॥
 শিশুপাল মোরে বিভা করিবে বধন ।
 আশ্রয়ভাষী হব প্রাণে কিবা প্রয়োজন ॥
 সঘনে নিখাস ছাড়ে কান্দিয়া বিকল ।
 সখীগণ মেলি তার মুখে দেয় জল ॥
 আশ্বাস করিয়া সখী কহেন কন্যারে ।
 কৃষ্ণ বিনা তোরে বিভা কে করিতে পারে ॥
 ব্রাহ্মণ পাঠায়ে দেহ দ্বারকানগরে ।
 শীঘ্রগতি আনিতে গোবিন্দ হলধরে ॥
 তোমা লয়ে যাবে কৃষ্ণ রথে বসাইয়া ।
 লক্ষ নৃপসঙ্গে জরা রহিবে চাহিয়া ॥
 কৃষ্ণ করে অঙ্গপদ অকিঞ্চিন্দাম ।
 বীট তুল্য নহে বস্তু রাজগণ ॥

সখীর বচনে দেবী মনে আহুমানি ।
 কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ভাক দিয়া আনি ॥
 শুন বিজয়র মোরে দেহ প্রাণদান ।
 দ্বারাবতী গিয়া আন প্রভু ভগবান ॥
 অন্তর্ধামী সেই হরি জানেন সকল ।
 মোরে হরি লবে কৃষ্ণ ভকতবৎসল ॥
 বিভা পূর্বদিনে যাব গৌরী পূজিবারে ।
 পথে হৈতে গদাধর হরিবে আমারে ॥
 এত বলি ব্রাহ্মণেরে দিলেন বিদায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল দুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ২৪৯ ॥

কল্পিণীর ব্রাহ্মণ-দূত সংবাদ ।

রাগ সারঙ্গ ।

কাঁড়র কল্পিণী দেখি বিজয়মণি
 গমন ত্বরিত করি ।
 দ্বারকা ভুবনে গিয়া সে নয়নে
 দূর্শন করিল হরি ॥
 ব্রাহ্মণ দেখিয়া আশু বাড়াইয়া
 গিয়া প্রভু ভগবান ।
 বড়জে পূজিয়া অন্ন পানী দিয়া
 করিল অনেক মান ॥
 তবে নারায়ণ মায়ার মোহন
 করিল যুগল পাণি ।
 কোমি প্রয়োজনে দ্বারকা ভুবনে
 আগমন বিজয়মণি ॥
 কহে বিজয়র শুন, দামোদর
 আমা পাঠাইল কল্পিণী ।
 ছুট কল্পী বোলে রাজা শিশুপালে
 সযত্ন করিল আনি ॥
 ভীষ্মক বৃষ্ণতি দিল অহুবাতি
 কালি কল্পিণীর বিকটি ॥

ইহা দেখি তুনি কুরমে কুঞ্জিনী
 জীয়ে কি না জীয়ে কিবা ॥
 কি বলিব আমি তুমি অন্তর্ধারী
 রাখহ কুঞ্জিনী মান ।
 শুনি দ্বিজমুখে হাসিলা কোঁতুকে
 প্রতিজ্ঞা পূরণ কান ॥
 বিদর্ভ নগরী যাব রথোপরি
 কুঞ্জিনী আনিব হরি ।
 এতেক ভাবিয়া দারুকে ডাকিয়া
 রথ স্তম্ভন করি ॥
 তবে চক্রপাণি বলরামে আনি
 কহিল সব চরিত ।
 শ্রীগুরুচরণে হৃঃখীশ্যাম ভণে
 গোবিন্দমঙ্গল গীত ॥ ২৫০ ॥

বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণের আগমন ।

প্রতিপদ ধূয়া ।

বিজবর বচনে শুনি ভগবানে,
 দারুক সাজারে রথ আনে বিদ্যমান ॥প্র॥
 বলরাম সাজিল আপনি দিব্য রথে ।
 আনন্দেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বিজ লৈয়া সাথে ॥
 সারথি সন্ধানে রথ দিল চালাইয়া ।
 বিদর্ভনগরে রথ উত্তরিল গিয়া ॥
 শুনি-দ্বিজ কহ গিয়া কুঞ্জিনী গোচরে ।
 রাম কৃষ্ণ আইল রবে বিদর্ভনগরে ॥
 ভৌমা হরি নিবে কৃষ্ণ সভা বিদ্যমানে ।
 বিজা করিবেন লৈয়া দ্বারকা ভুবনে ॥
 আজ্ঞা পাইয়া বিশ্র বেগে করিলা গমন ।
 কহিল কৃষ্ণের কথা কুঞ্জিনী সদন ॥
 পাইয়া প্রভুকে আজ্ঞা ভীষ্মকনন্দিনী ।
 নানা রত্ন বস্ত্র দিল প্রদানে আমি ॥

বিবাহ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে ।
 সখীগণ সঙ্গে দেবী স্তবেশ বে করে ॥
 তবে রাম কৃষ্ণ গেল বিদর্ভনগরে ।
 উপনিত হৈল রথ রাজার ছায়ে ॥
 সভা মধ্যে গেলা যবে তাই ছই জন ।
 দেখিয়া বিরষ মতি ছষ্ট রাজগণ ॥
 কুশ করে করিয়া ভীষ্মক নৃপমণি ।
 বেদীতে বলয়ে বাক্য সঙ্গে লৈয়া মুনি ॥
 কৃষ্ণে দেখি কহে রাজা নরপতিগণে ।
 নিমন্ত্রণ বিনে কৃষ্ণ আইল আপনে ॥
 ভাল হৈল আইল যদি সভা বিদ্যমানে ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৃষ্ণে বসাঁও আসনে ॥
 ভীষ্মকবচনে রুষ্ট ছষ্ট রাজগণ ।
 কেমনে আইল কৃষ্ণ বিনা নিমন্ত্রণ ॥
 দণ্ড ছত্রধারী নহে নৃপতিকুমার ।
 কেমনে বসিবে সঙ্গে আমি সবার ॥
 দেখিল আদর না করিল কোন জন ।
 মরমে পঞ্চম হৃঃখী হৈল নারায়ণ ॥
 অভিমানে জলে কৃষ্ণ কমলগোচন ।
 পদনথরেখা ভূমে দেন ঘনেন্দ্রবন ॥
 মনে মনে গুরুড়েরে করিল স্মরণ ।
 কুশদ্বীপে ছিল বীর বিনতানন্দন ॥
 গোবিন্দস্মরণ মনে জানি ধগপতি ।
 পবন গমনে বীর চলে শীঘ্রগতি ॥
 পাকশাটে উখাড়িল পর্বত সকল ।
 হৃঃখীশ্যাম দাস গান গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৫১ ॥

গরুড়াগমন ।

ললিত প্রবল ।

গোবিন্দ বিমান মনে জানিয়া স্মরণ ।
 পাথে সমীরণ পকাশ পূরে গণ ।
 ধগপতি ক্রোধিত মন ॥

শাকসাটে পরুত উড়ি পড়ে কত শত

তরুর উখড়িয়া পড়ে ।

নাশা খর খাসে সিদ্ধুনার উচ্ছ্বাসে

তরঙ্গ তর তর বাড়ে ॥

প্রচণ্ড খগবর পরশই অম্বর

গগণে উড়িয়া চড়ে ।

বিদর্ভনগরে প্রবেশিতে সমীরে

ঘর তরু ছড় ছড় পড়ে ॥

হুলি উড়ি আন্ধার না দেখি ঘর দ্বার

উড়ি গেল মণ্ডপ ছায়া ।

খাট পাট সহিতে উলটে ভূমিতে

দৈত্যগণ পড়ে মোহ গিয়া ॥

ধরণীতলে পড়ি রাজগণ গড়ি গড়ি

ভরে অঁাধি মেলিতে নারে ।

প্রলয়ের কালে যেন মেঘমালা

হুর্জর বড় বহে জোরে ॥

ছিল যে অম্বর মুনি বেদ পুঁথি ধরি পানি

পলাইল ইজিত জানি ।

পন্নগাশ্বন পুনঃ গর্জয়ে ঘনে ঘন

কম্পয়ে ত্রিজগত প্রাণী ॥

প্রভু পদগোচরে পুলকিত শরীরে

রহে খন্ড করি পুটপাণি ।

হেরিয়ে সব রূপ কৃতকৌশিক নৃপ

নিবেদয়ে গদ গদ বাণী ॥

বিনতি শুনহ হার চল অরবিন্দ পুরী

মানস রাখহ মোর ।

গোবিন্দ পদ পাত হৃৎখীভাম হুরচিত

হাম শরণ হরি ভোর ॥ ২৫২ ॥

কৌশিক-গৃহে কৃষ্ণের অভিষেক ।

রাগিনী টোড়ী ।

শুক নারদে মহিমা গায় ।

রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ৫ ॥

সভা মধ্যে আছিল যে কৌশিক রাজন ।

চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা বিষ্ণু পরায়ণ ॥

দণ্ডবৎ প্রণতি করিল নরেশ্বর ।

কৃষ্ণের চরণে কহে করি বোড় কর ॥

চিত্তের মানস মোর রাখহ মুরারি ।

পদরজ দিয়া শুদ্ধ কর মোর পুরী ॥

বুঝিয়া রাজার মন দেব নারায়ণ ।

বলিল তোমার গৃহে করিব গমন ॥

গোবিন্দ গুরুদেহ কৃতকৌশিক রথে ।

নিজ দল লৈয়া চলে রামকৃষ্ণ সাথে ॥

উপনীত হৈল গিয়া অরবিন্দ দেশে ।

অভ্যন্তরে লৈয়া গেল রাম হৃদীকেশে ॥

বিচিত্র আসন মধ্যে কৃষ্ণে বসাইল ।

হৃদীতল জল আনি পদ পাথালিল ॥

পাদোদক পান কৈল আনন্দ বিহ্বলে ।

স্বকুটুম্ব সহিত পড়িল পদতলে ॥

ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প মঙ্গল আরতি ।

অভিষেক করিতে আইলা প্রজাপতি ॥

ইন্দ্র আদি করিয়া যতোক দেবগণ ।

দণ্ড ছত্র দিতে আইল যত তপোধন ॥

আপনি বসিল বিধি বেদের বিধানে ।

পঞ্চ তীর্থ জল আনি পরল যতনে !

অভিষেক কৈল কৃষ্ণে স্বর্গরক্ষানীয়ে ।

ইন্দ্র আদি হত্র ধরে গোবিন্দের শিরে ॥

বেদ পাঠ করে বিধি মুনিন্দ্র লৈয়া ।

পবন চামর ঢুলার কৃষ্ণরূপ চাইয়া ॥

কিন্নর কিনরী গায় নাচে বিদ্যাধরী ।

আনন্দে অমর স্বর্গে পুষ্পধরী করি ॥

কৃতকৌশিক রাজা কৃষ্ণ কৈল পূজা ।
 স্বকুটুম্ব সমর্পিল ধন জন প্রজা ॥
 রাজরাজেশ্বর হৈল আপনি শ্রীহরি ।
 স্বর্গে গেল হরপতি কৃষ্ণ রাজা করি ॥
 এত শুনি পরীক্ষিত বিশ্বয় হইয়া ।
 শুকদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥
 বৈকুণ্ঠাধিপতি কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সার ।
 কি নিমিত্ত দণ্ডছত্র না হৈক তাহার ॥
 কংস ধ্বংস করি রাজা কৈল উগ্রসেনে ।
 আপনি না হৈল রাজা কিসের কারণে ॥
 দুষ্ট অরাসন্থ জিনে অষ্টাদশ বার ।
 কালঘবনেরে কৃষ্ণ করিলা সংহার ॥
 তবে ছত্রধারী রাজা না হইলা কেনে ।
 অরবিন্দ দেশে ছত্র নিল কি কারণে ॥
 ইহার সন্দেহ মোরে কহিবে আপনে ।
 শুনিয়া হাসিয়া মুন কহেন রাজনে ॥
 যযাতি নাম্নেতে রাজা ছিল চন্দ্রবংশে ।
 পরম ধার্মিক রাজা গোবিন্দের অংশে ॥
 দেবযানী বিভা কৈল দৈবের ঘটনে ।
 বৃদ্ধাবস্থা হেতু শাপ দিল পুত্রগণে ॥
 তোমাকে বলিব সে সকল বিবরণ ।
 যত্ববংশে ছত্র নাহি তথির কারণ ॥
 ২১ দিয়া শুন রাজা পুরাণ বচন ।
 গোবিন্দমঙ্গল দ্রুতশ্রাম বিরচন ॥২৫৩॥

কচ-শুক্ল বৃত্তান্ত ।

রাগ পাহাড়ি ।

সত্যযুগ অবশেষে ত্রেতা আসি পরবর্ষে
 দেবাসুর সংগ্রাম সন্তত ।
 নিত্য নিত্য যুদ্ধ করে দেবতা সকল ময়ে
 চিরজীবী হয় বৈজ্য যত ॥

রণে পরাভূত পেয়ে যত দেবগণ গিয়ে
 জীবেরে মাগেন উপদেশ ।
 দেবগুরু বলে বাণী মন্ত্র মৃতসজীবনী
 হেতু জীয়ে অমর বিশেষ ॥
 মোর পুত্র কচ নামে গিয়া দৈত্যগুরু স্থানে
 যদি মন্ত্র করয়ে গ্রহণ ।
 কহিল সবার ঠাঞি মৃতসজীবনী পাই
 তবে রক্ষা পাবে দেবগণ ॥
 এতেক মন্ত্রণা করি কচ ডাকি বরাবরি
 পাঠাইল দৈত্যগুরু স্থানে ।
 দৈত্যগুরু কচ দেখি ভ্রাতারে অনেক সুখী
 অধ্যয়ন করান যতনে ॥
 অমুজ্ঞান নিয়োজনে রাখিল কচের স্থানে
 দেবযানী নামে নিজ কন্যা ।
 বিশারদ সঙ্গ তব্ধে নানা জ্ঞান গুণ মন্ত্রে
 অকুমারী রূপে অতি ধভা ॥
 নিতি নিতি পাঠশালে দৈত্যসুত সঙ্গমেলে
 কচ তথি করে অধ্যয়ন ।
 দৈত্যের কুমার মেলি কচ দেখি কোপেজ্বলি
 যুক্তি কৈল করি সংহারণ ॥
 এতেক ভাবিয়া মনে দৈত্যশিশু এক দিনে
 ছাত্র শালে করি অধ্যয়ন ।
 কচ সঙ্গে ক্রীড়া হলে মন বারিধি জগৎ
 লয়ে গেল মারিবার মন ॥
 এ সব সম্বাদ নিতে ভক্তিভাবে শ্রুতি পথে
 শুন জীব নিকার কারণ ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভূবনে চূর্ণত কথা
 বিরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥২৫৪॥

শুক্রের সঞ্জীবনী মন্ত্র বিবরণ ।

রাগ বরাড়ি ।

জীব দেখে দেখে ভবন ভরিয়া ।

গৌরাজ চাঁদের লীলা ॥ ৩ ॥

হেন মতে দৈত্যহৃত কচ সঙ্গে লৈয়া ।

স্বর্গগঙ্গাতীরে সবে উত্তরিল গিয়া ॥

গন্ধর্ব মারুণী করি কচেরে মারিয়া ।

সুরধুনি পঙ্ক মধ্যে রাখিল পুতিয়া ॥

স্নান দান আচরিয়া দবে গেল ঘর ।

দৈত্যগুরু চাহে ওখা জীবের কুমার ॥

শুন দেবযানী কচ গেলা কোথাকারে ।

দেবযানী বলে গেল স্নান করিবারে ॥

দৈত্যের কুমার সঙ্গে হাইতে দেখিল ।

দৈত্যগুরু বলে কচ কেন না আইল ॥

ছাওয়ালে জিজ্ঞাসা করি ভব নু পাইল ।

ধেয়ানে জানিল শিশু কচেরে মারিল ॥

নদীকূলে গিয়া কচ নামে মন্ত্র জপে ।

উঠিয়া আইল কচ গুরুর সমীপে ॥

সঙ্গে করি দিল ল'য় দেবযানী স্থানে ।

ভোজন করায় বলে কর অধ্যয়নে ॥

হেনমতে জীবপুত্র পড়ে ছাত্রশালে ।

কচে দেখি দৈত্যের কুমার ক্রোধেজলে ॥

আর এক দিন সবে বিচারিয়া মনে ।

স্নান হলে কচে লয়ে গেল ঘোর বনে ॥

ক্রোড়া হলে কচেরে মারিল সবে মেলি ।

শরীর দহিল তার কাঠ অগ্নি জালি ॥

শরীর পুড়িল না পুড়িল নাতিদেহ ।

দেখিয়া কুমারগণ আছিল বিশেষ ॥

ইহা কেলিহাসে কচ ইচ্ছিতে জীয়াব ।

গঙ্গাজল বলি গঙ্গাধারা খাওয়াইব ॥

সে নাতি বাটিয়া তারা গঙ্গোদক করি ।

ভুজারে ভরিয়া দিল শুক্রে বরাবরি ॥

জলপান কৈল শুক্রে মুনি মহাশয় ।

কচ কোথা গেল দেবযানী প্রতি কয় ॥

ছাওয়ালের সঙ্গে গেল দেবযানী কয় ।

কচেরে না দেখি শুক্রে বিস্মিত হৃদয় ॥

স্বর্গ মর্ত্য পাভাল ভরিব্রা যোগবলে ।

কচের উদ্দেশ না পাইল কোন স্থলে ॥

অন্তরে অত্যন্ত হুংখ কচের কারণে ।

কি বোল বলিব আমি বৃহস্পতি স্থানে ॥

কচ লয়ে শিশুগণ করিল কি গতি ।

ত্র স্কযোগ ধেয়ানে বসিল ভৃগুহৃত ॥

কচ প্রতি ভাবিয়া বলয়ে যোগবলে ।

বলে মোরে খাওয়াইল গঙ্গাজল ছলে ॥

কচেরে জীয়াব বলি চিন্তিল হৃদয় ।

তবে দেবযানীরে ডাকিয়া তথা কয় ॥

গঙ্গা জলে বাটি কচে খাওয়াইল মোরে ।

এ বড় বিষয় কথা বলিল তোমারে ॥

মন্ত্রবলে জঠোরেতে জীয়াব শরীর ।

কুক্ষি চিরি কচে তুমি করহ বাহির ॥

তবে এই মন্ত্র পড়ি জীয়াবে আমারে ।

মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দিলেন কল্পারে ॥

মন্ত্রবলে নিশ্বাসিব কচের মুরত ।

তবে দেবযানীরে বলিল ভৃগুহৃত ॥

কক্ষ চিরি কচে কল্পা বাহির করিল ।

সেই মন্ত্র জপি কল্পা বাপে জীয়াইল ॥

কন্যারে বলিল শুক্রে কচের জাগিয়া ।

বিদায় করহ মৃতসঞ্জীবনী দিয়া ॥

তবে দেবযানী কচে দিল মন্ত্র স্নান ।

মন্ত্র দিয়া সত্য কৈল কচ বিদায়ন ॥

মোরে বিভা কুর তুমি তনক গচন ।

তুলিয়া হৃষিক্ত হুচ করে বিরামন ॥

একৈ গুরু কহা ভাবে মন্ত্র দিলে দান ।
 বিভা যোগ্য নহ তুমি জননী সমান ॥
 এত শুনি দেবযানী হুঃখিত অন্তরে ।
 দিলেন সম্প্রদান মন্ত্র না ক্ষুরিবে ডোরে ॥
 মন্ত্র হত হৈয়া কচ গেল নিজ ঘর ।
 দেবযানী দেখি কোপে দৈত্যের কুমার ॥
 বলে মন্ত্র দিয়া কচে দিল পাঠাইয়া ।
 কূপ মধ্যে ফেলিলেক গুরুর তনয়া ॥
 • কূপমধ্যে পড়িয়া রহিল দেবযানী ।
 হেন কালে যযাতি নায়েতে নৃপমণি ॥
 নিত্যকর্ম করে রাজা অথ আরোহণে ।
 • গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীভ্রাম দাস ভণে ॥ ২৫৫ ॥

যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ ।

রাগিণী ধানত্রী ।

উৎপত্তি সোমবংশে কেবল কৃষ্ণের অংশে
 যযাতি নামেতে নৃপমণি । •
 মহা রাজ চক্রবর্তী ভুজ বলে ভুজে পৃথী
 যার বশ জগতে বাধানি ॥
 আরোহণ পক্ষরাজে স্নান পঞ্চ তীর্থে মাঝে
 নিত্য কর্ম করে মহাবল ।
 • তবে গিয়া স্বর্গপুরে ত্রিদেব দর্শন করে
 গৃহে আসি পায় অন্ন জল ॥
 পুরাণ বিহিত মত তন রাজা পরীক্ষিত
 পঞ্চ তীর্থে করি স্নান দান ॥
 স্বরিত তুরঙ্গ পরে যার রাজা স্বর্গপুরে
 দেবযানী দেখে বিদ্যমান ॥
 যযাতির নাম ধরি ডাকে উচ্চরব করি
 কূপ মধ্যে পড়িয়া কুমারী ।
 • দেখিয়া কাহ্নি ডার কৈল যবে প্রতিকার
 কুমারীর কণ্ঠ কহে ধরি ॥

তবে দেবযানী বলে কর কেন পরশিলে
 বিভা কর আমি অকুমারী ।
 কর পরশিলে যবে স্বামীত হইলে তবে
 চলহ আমারে সঙ্গে করি ॥
 যযাতি বলেন বাণী হট ছাড় দেবযানী
 তুমি মোর গুরুর তনয়া ।
 দেবযানী বলে ভাল পিতার সাক্ষাতে চল
 তঁহি যে বলিবে বিচারিয়া ।
 হেনমতে ছই জনে গিয়া দৈত্যগুরু স্থানে
 বৃত্তান্ত বলিল দেবযানী ।
 যযাতির ভৃগুপতি বলে তুমি হৈলে পতি
 পরশিয়া অকুমারী পাণী ॥
 দৈবের নির্দ্ধ বাণী যযাতি সে দেবযা
 বিভা করি চলিল মন্দিরে ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দুর্লভ কথা
 শ্রীমুখ নন্দন গান্ধ সারে ॥ ২৫৬ ॥

যজুঃবংশের শাপ বিবরণ ও
 রুক্মিণীর চণ্ডিকা পূজা ।

রাগিণী চৌড়ী ।

কে জানে রামের মহিমা ।
 বেদে দিতে পারে সীমা ॥ ১ ॥
 এমন প্রকারে সে যযাতি নৃপমণি ।
 বিভা করি সংহতি হইল দেবযানী ॥
 নিজ গৃহে গিয়া রাজা দিল দরশন ।
 কুক পুরু বহু নামে পুত্র তিনজন ॥
 একে একে ডাকিয়া বলিল নৃপমণি ।
 দৈবের বিপাকে বিভা কৈহু দেবযানী ॥
 সহজে যে অন্ন অন্ন অর্থকর বয়স ।
 কাম ভোগে কাহ্নি না পায় পরিতোষ ॥

আমাকে যৌবন দিয়া জরাবহা নিদে ।
 চির দিনান্তরে নিজ যৌবন সে পাবে ॥
 পিতার বচন যহু লজ্জন করিল ।
 মনোহুংখে যযাতি যহুরে শাপ দিল ॥
 তোমার বংশেতে জন্ম হবে যত জন ।
 রাজ্য হৈলে বুক কাটি তাহার মরণ ॥
 কনিষ্ঠ নন্দন পিতৃ আজ্ঞা শিরে কৈল ।
 বাপেরে যৌবন দিয়া অধর্ম হইল ॥
 তবে সে যযাতি রাজ্য দেবযানী সঙ্গে ।
 দিন কত বিহার করিল রত্নিরঙ্গে ॥
 পুরুষে যৌবন দিয়া রাজ্য্যপদ দিল ।
 হরিপদে তপ করি বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমাতে ।
 যহুবংশে ছত্র নাহি এইত প্রকারে ॥
 শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ।
 তবে যেন মতে কৈল কুন্তী হরণ ॥
 হেথা সে বিদর্ভ দেশে ভীষ্মকরাজন ।
 রাজগণে স্নানদান করান ভোজন ॥
 স্বয়ম্বর স্থান রাজ্য কৈল হুশোভিত ।
 বিভা কার্য্যে বসিল লইয়া পুরোহিত ॥
 সভা করি বসিল যতেক রাজগণ ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥
 তবেত কৌশিক রাজ্য অরবিন্দ দেশে ।
 ছত্রদণ্ড দিল কৃষ্ণে পরম হরিষে ॥
 রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজ্য সর্বদল বলে ।
 বিভা কার্য্যে বিদর্ভনগরে শীঘ্র চলে ॥
 উপনীত হৈল হরি বিদর্ভনগরে ।
 স্বয়ম্বর স্থানে কৃষ্ণ গেল রথোপরে ॥
 সভামধ্যে বসিয়াছে যত রাজগণ ।
 কৃষ্ণ দেখি অধোমুখে রহে সর্বজন ॥
 রামকৃষ্ণ আইল ব্রজে তনিল কুন্তী ।
 চণ্ডিকা পুজিতে যার ভীষ্মকনি ॥

নানা উপহার দ্রব্য নৈবেদ্য লইয়া ।
 চণ্ডিকা মন্দিরে দেবী উত্তরিল গিয়া ॥
 দেবী-অভিব্যেক করি পুজিল কুন্তী ।
 কৃষ্ণপতি পাবে বর দিল নারায়ণী ॥
 বর পেয়ে রথে চড়ি যার স্বয়ম্বরে ।
 হেনকালে গোবিন্দ দেখিল কুন্তীগীরে ॥
 কুন্তীগী হরিষ হেন ভাবিল মুরারি ।
 হুংখীশ্যাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ২৫৭ ॥

কুন্তীগী হরণ ।

রাগ বেণুগল ।

ভীষ্মকনন্দিনী রথে নিরখি অখিলনাথে
 রথ চালাইল ভগবান ।
 গমন স্থরিত করি কুন্তীগীর করে ধরি
 রথে তুলে কমলনয়ন ॥
 জরাসন্ধ আদি যত নরপতি শত শত
 দাণ্ডাইয়া দেখে সর্বজন ।
 কুন্তীগী লইয়া বলে যেন হরি করী পালে
 বেগে চলে কমললোচন ॥
 সবে করে হার হার কুন্তীগী লইয়া যার
 চোরা কৃষ্ণ সবার গোচরে ।
 জরাসন্ধ বলে বাণী কার বলে কৃষ্ণে জিনি
 আমি জানি গিয়া মধুপুরে ॥
 তিন বিংশ অকোহিণী অষ্টাদশ বার আনি
 প্রাণ লয়ে গেহু পলাইয়া ।
 এখন হুতাই রথে অস্ত্র ধরিয়াছে হাতে
 কে যুঝিবে এ মুখে রহিয়া ॥
 এত সব দেখি শুনি ধর্ম্মশর ধরি পাণি
 লাজে করী হর আগুমান ।
 সর্বদল সঙ্গে লৈয়া কৃষ্ণেরে বেড়িল গিয়া
 বলে বুক দেহ ভগবান ॥

বিপত্তি দেখিয়া কোপে রামকৃষ্ণ বীরদাপে
 বাহুড়িয়া রহিল সমরে ।
 রুক্মিণী রুক্মীরে দেখি সত্ত্বর করুণ মুখী
 . দেখি কৃষ্ণ চতুর্ভূজ ধরে ॥
 হুই করে রুক্মিণীরে চাপিয়া ধরিল করে
 হুই করে ধরে ধনুর্ধরা ।
 তবে সে রেবতীপতি হৈয়া বড় ক্রোধমতি
 মূল ধরিয়া আশ্রয়ান ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যেবা শুদ্ধচিত
 পরম কৈবল্য পদ পায় ।
 কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি
 ত্রিমুখ মন্দন রস গায় ॥ ২৫৮ ॥

রুক্মীর সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ

রুক্মিণী রুক্মীরে দেখি ভয়ে কম্পমান ।
 তা দেখিয়া চতুর্ভূজ হৈল ভগবান ॥
 দ্বিভূজে রুক্মিণী ওবে ধরি নারায়ণ ।
 হুই করে অস্ত্র ধরি করে মহারণ ॥
 তবে রুক্মী ধনুক ধরিয়া কোপমনে ।
 . চোখ চোখ খর বাছি বিকে নারায়ণে ॥
 ধনুক ধরিয়া কোপে দেব গদাধর ।
 রাজার নন্দনে বিদ্ধি করিল অর্জর ॥
 মূল ধরিয়া বলদেব করে রণ ।
 . ষষ্ঠ খণ্ড হৈয়া পড়ে বত সেনাগণ ॥
 ভবেত গোবিন্দ করে ধরি চক্রবাণ ।
 রুক্মীর নৈস্তরে কাটি করে খান খান ॥
 . সহিতে না পারি সেনা রণে দিল ত্ত্বন ।
 বোর রণে পড়ে সেনা নাভক তুরন ॥
 . আপনার বৈজ্য বীর রাখিতে না পারে ।
 স্থির নাহি রহে সেনা প্রথর সমরে ॥

রুক্মীরে দেখিয়া তবে কৃষ্ণ বলরাম ।
 কাটিল রথের অখ হাতের ধনুধান ॥
 বিরথী হইয়া রুক্মী হইলা কাতর ।
 হাতে গলে বান্ধি রথে তুলে গদাধর ॥
 অখপুচ্ছে বান্ধে তারে মস্তক মুণ্ডার্যা ।
 তবে রাম কৃষ্ণে কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
 এত বড় শাস্তি কেন দিলে বহুজন ।
 প্রাণে না মারিয়া মুণ্ডাইলে কেশ কেনে ॥
 রুক্মীরে রুক্মিণী দেখি করুণ নয়ন ।
 তাঁর মন বুঝি কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥
 তবে হরি তাহার বন্ধন খুচাইল ।
 প্রাণ লয়ে বাহ বলি বিদায় করিল ॥
 লাজে অধোমুখ বীর না পেল মন্দিরে ।
 কৃষ্ণ অরি হৈয়া রহে ভোজকোটপুরে ॥
 তবে কৃষ্ণ রণ জিনি রুক্মিণী লইয়া ।
 দ্বারকা নগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
 দেখিয়া সে আনন্দ দৈবকী ভাগ্যবতী ।
 যতনে করিল কৃষ্ণে মঙ্গল আরতি ।
 পরম আনন্দে কৃষ্ণ ডাকি বহুজন ।
 বিভা হেতু শুভক্ষণ করিল গণন ॥
 ভীষ্মক রাজারে কৃষ্ণ পাঠাইল চর ।
 নানা রত্ন লয়ে আইল বিদর্ভ ঈশ্বর ॥
 দ্বারকা নগরে ধেলা ভীষ্মক নৃপতি ।
 অধিবাস দ্রব্য লয়ে ব্রাহ্মণ সংহতি ॥
 অনেক আদর কৈল দেব চক্রপাণি ।
 বিভা কার্যে মনিগণে ডাক দিয়া আনি ॥
 স্বরস্বর স্থান কৈল অতি মমোহর ।
 বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকানগর ॥
 নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ সকল ।
 হৃৎখীড়ার দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৫৯ ॥

রুক্মিণীর বিবাহ ।

রাগ মঙ্গল ।

শুনহ মহীপতি আনন্দ দ্বারাবতী

মঙ্গলধ্বনি সুপ্রকাশ ।

রুক্মিণী নারায়ণে বিবাহ শুভক্ষণে

শ্রবণে বিদ্ব হয় নাশ ॥

আনন্দ বহুদেব আনিয়া যুনি সব

করিল স্বয়ম্বর স্থান ।

রত্নবেদী তাহে সুবর্ণ কুস্ত শোহে

যে কিছু বেদের বিধান ॥

প্রাক্ষণে আরোপিত গুবাক নারিকেল

রস্তা তরু থরে থর ।

চন্দনে আশোদিত চান্দ্রা সুশোভিত

ঝালর পরশ পাথর ॥

ভীষ্মক লয়ে বাস কস্তার অধিবাস

করিল অতি শুভক্ষণে ।

মহী গন্ধ দিল সন্তুবাচ কৈল

প্রভু পায় আরাধনে ॥

তবে সে নারায়ণে করিল শুভক্ষণে

মঙ্গল গন্ধ অধিবাস ।

মুকুট স্রমণ্ডন রতন আভরণ

কিরণে জগত প্রকাশ ॥

রুক্মিণী দেব হরি শুভ মিলন করি

মালা করি বদলনে ।

হৃন্দতি বাদ্য বাজে শঙ্খ মোহরি গাজে

পুষ্প বয়বে দেবগণে ॥

মৃদঙ্গ ভেরী ঝিঞ্জি, কংসাল যন্ত্র পীণা

কিন্নর কিন্নরী গায় ।

অপ্সরা মৃচ্য করে গন্ধর্ব তাল ধরে

আনন্দের গুর নাহি তার ॥

তবে সে দেব হরি রুক্মিণীয়ে বাসে করি

বসিতা হই বৌদিয়ারে ॥

ভীষ্মক আনন্দিত শাস্ত্র বিহিত মত

কস্তা সমর্পিল ব্রজরাজে ॥

মণিমন্দির মাঝে কুসুম শয্যা সাজে

বকিলা এ মধু রজনী ।

চন্দ্র চকোর সঙ্গে অম্বুজ অলি সঙ্গে

কৌতুক কহিতে না জানি ॥

শুনহ পরীক্ষিত আনন্দ অপ্রমিত

দ্বাদশকা নগর উদ্বাস ।

গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল

রচিল হৃৎকীর্ণাম দাস ॥ ২৬০ ॥

কৃষ্ণের রুক্মিণী সহবাস ।

রাগ বরাড়ি ।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া

বল রাম নারায়ণ ॥ ৫ ॥

হেন মতে রুক্মিণীহরণ করি বলে ।

বিভা কৈল লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা মণ্ডলে ॥

ভীষ্মক রাজার ভাগ্য ছিল পূর্বকালে ।

কস্তাদান কৈল রাজা কৃষ্ণ পদতলে ॥

নানা রত্ন নিছনি করিয়া নারায়ণে ।

কিবা আজ্ঞা হয় বলি রহে বিদ্যমানে ॥

ভীষ্মকে করিল কৃষ্ণ আদর অপার ।

আলিঙ্গন দিয়া বলে তুমি সে আমার ॥

ইহ লোকে সুখে থাক পাল প্রজাগণ ।

অন্তকালে যাবে মোর বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

এত বলি মেলানি করিল নৃপবরে ।

আনন্দে চলিল রাজা বিদর্ভনগরে ॥

তবে কৃষ্ণদেব বৈসে দ্বারকা ভুবনে ।

রুক্মিণীর বোবন বাড়য়ে দিনে দিনে ॥

পরম সুন্দরী দেবী লক্ষী সন্তোষ ।

কে কহিতে পারে গুণ রহিত তাহার ॥

স্বপ্নমণ্ডপে মূর্তি রত সিন্ধবাসনে
কোতুকে খেলেন থামা কল্পী নারায়ণে ॥
নিতি নিতি ক্রীড়ারূপে বিহরে গোবিন্দ ।
হৃৎখীপ্রাণ মাগে রাধা চরণাবিন্দ ॥ ২৬১ ॥

কামদেবের জন্ম ।

রাগ আসিয়া ।

আনন্দ দ্বারকা দেশে কল্পিণী রতসরসে
বৈসে কৃষ্ণ কমল লোচন ।
শুভক্ষণে শুভ দিনে ঋতু স্থান নিবন্ধনে
কৃষ্ণ সঙ্গে রজনী বঞ্চন ॥
দৈবের নির্বন্ধ গতি তাহে গর্ভ হৈল স্থিতি
কামদেব জন্মিলা জঠোরে ।
দিনে দিনে অতিশয় কল্পিণীর রূপ হয়
দেখি কৃষ্ণ হরিষ অন্তরে ॥
দশ মাস দশ দিন হৈল আসি সম্পূরণ
কষ্ট ব্যথা জানায় তখন ।
কেবল মাহেন্দ্র ক্ষণে প্রদবিল শুভ দিনে
পুত্র হৈল অভিন্নবদন ॥
আনন্দিত দৈবকী কৃষ্ণের কুমার দেখি
প্রসূগৃহে মঙ্গল আচরি ।
জালিয়া রতন বাতি নাভিচ্ছেদ করে ধাত্রী
জয় জয় দিল পুরনারী ॥
শুন রাধা হেনকাণ্ডে সম্বর নৃপতি স্থলে
নারদ আসিয়া উপনীত ।
দেখি দৈত্য হুট হৈয়া পাদ্য অর্ঘ্যাসন দিয়া
বড়জেতে করিল পূজিত ॥
রাড়ার আদরে-মুনি কহেন সদয় বাণি
শুন দৈত্য কি কর বলিয়া ।
কহি তন বয়সের বয়সায় দ্বারাগুরে
তব রিপু করিল আসিয়া ॥

এই নিমিত্তকালে তারে যদি পার বধিবারে
তব জোর হইবে কুশল ।
নিশ্চয় কহিছ তোর কেবল কামের করে
সবংশেতে মরিবে সকল ॥
অঙ্গুরে কহিয়া এত চলিল ব্রহ্মার স্তত
বীণা গানে নিবেশিয়া চিত্ত ।
গোকিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে
সম্বর হইল সচিস্তিত ॥ ২৬২ ॥

সম্বরাসুর কর্তৃক কামদেব হরণ ।

রাগিণী করুণা ।

কে নিল হরিয়া মোর শ্যাম গুণনিধি ॥ ক্র ॥
নারদের বচন শুনিয়া দৈত্যপতি ।
নিশাভাগ রাতে সে চলিলা দ্বারাবতী ॥
পুরী মধ্যে প্রবেশিল নীগ্রগতি হৈয়া ।
বৃষ্টিতে না পারে কেহ অঙ্গুরের মায় ॥
গ্রন্থ গৃহে প্রবেশিল আপনি সম্বর ।
কোলে করি লৈয়া চলে কুষ্ঠের কুমার ॥
কোলে পুত্র না দেখিয়া কান্দয়ে কল্পিণী ।
কে নিল বালক বলি কান্দে উচ্চ ধ্বনি ॥
দৈবকী রোহিণী আদি পুরনারীগণ ।
ত্বরিতে মিলিল গিয়া কল্পিণী ভুবন ॥
কান্দিয়া কহিল সে সকল নারীগণে ।
কেবা লৈয়া গেল মোর কোলের নন্দনে ॥
কান্দয় কল্পিণী দেবী ক্রিতি লুটাইয়া ।
শিরে বাত মারে দেবী মদনে হারায়্যা ॥
রাত্রিকালে ক্রন্দনের শব্দ কেন ভ্রমি ।
তথা গেল হলধর গোবিন্দ আপনি ॥
সর্ব অন্তর্মুখী কৃষ্ণ জানেন হৃদয় ।
নারীগণে প্ররোষ করিয়া কৃষ্ণ কর ॥
ছিন্নচিত্ত কর তবে কল্পিণী সম্বর ।
পুনঃ পুনঃ জন্ম কৃত্য বধের দ্বারায় ॥

জন্ম হৈলেন মরণ খণ্ডন নাহি বার।
 তব বোলে প্রবোধ করিল সবাকার ॥
 ওথা সে সম্বর রিপু কামদেবে লৈয়া।
 সমুদ্রের জল মধ্যে দিল ফেলাইয়া ॥
 জলমধ্যে কামদেব পড়িলেন গিয়া।
 রাবব গিলিল ভারে আহার বলিয়া ॥
 গোবিন্দের বীর্ঘ্যে সেই অক্ষয় শরীর।
 মংস্তের উদর মধ্যে বাড়ে মহাবীর ॥
 মদন উদরে ধরি মীন ভ্রমে জলে।
 ধীবরের জালে সে পড়িল রাত্রিকালে ॥
 মংস্ত বন্দি করিয়া ধীর হুই মন।
 সেই মংস্ত লৈয়া দিল সম্বর সদন ॥
 মংস্ত দেখি রাজা বড় আনন্দিত মনে।
 বলিল লইয়া দেহ রতির সদনে ॥
 মংস্ত দেখি রতি মনে আনন্দ অপারে।
 স্পৃহাকরণে দিল মংস্ত কাটিবারে ॥
 কাটিলেক সেই মংস্য স্পৃহাকরণ ॥
 মংস্যোদরে শিশু দেখি সবিস্ময় মন ॥
 রাজাকে কহিল গিয়া শিশু কোলে করি ॥
 সম্বর কহিল দেহ রতি বরাবরি ॥
 অপুত্রক রাজা সে যে আছিল সম্বর।
 পুত্রবৎ করিয়া পালিল নৃপবর ॥
 শুন রতি প্রাণপণে পালহ ছাওরালে।
 মহাসুখে রতি সে মদন প্রতিপালে ॥
 হেন রূপে কামদেব সম্বর সদনে।
 দ্বিতীয়র চক্রে যেন বাড়ে দিনে দিনে ॥
 তবেত সম্বর রাজা আনি পুরোহিত।
 অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা ভারে কৈল সুশিক্ষিত ॥
 বার বৎসরের কাম হইল যখন।
 রতি পাশে আইল নারদ উপোদন ॥
 মনি দেখি রতি কৈল প্রবোধ আদর ॥
 ধীরে ধীরে রতিকে কহেন বনিবন্ধ ॥
 বাসিন্দা হই বোলা রাজার ॥

দ্বঃধীশ্বাম দাস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী।
 হেলার ভরিয়া বাবে যোর তরঙ্গিনী ॥ ২৬৩ ॥

রতি কামের মিলন।

রাগিনী কল্যাণ।

সম্বর সদনে আসি রতির নিকটে বসি
 কহেন নারদ মহামুনি।
 শুন রতি কহি তোরে পালন করহ যারে
 এই তোর প্রভু শিরোমণি ॥
 পূরব কালের বাণী শুনহ কামের বাণী
 হরের করিতে তপ তপ ॥
 লৈয়া দেবতার পায় গিয়া শিব বিদ্যমান
 শাপে ভস্ম হইল অনঙ্গ ॥
 দেখিয়া পতির গতি অহুয়তা হবে রতি
 কণ্ড খুলি জালিল আগুনি।
 তোমার একান্ত জানি হইল আকাশ বাণী
 শুন রতি হির কর প্রাণী ॥
 সম্বরের ঘরে গিয়া থাক চিন্তা নিবেশিয়া
 দিন কত সময় বঞ্চন।
 তারাবতারণে হরি কল্পিনীরে বিজ্ঞা করি
 সেই গর্তে জন্মিবে মদন ॥
 তোর বড় শুভদিন কলিল তপের চিহ্ন
 নিজ কান্তে কর পরিচয় ॥
 তবে রতি কামদেবে চাহিল সে রতি ভারে
 প্রাণনাথ বলিয়া বিনয় ॥
 তবে সে নারদ মুনি মদনে বলেন বাণী
 রতি তোর নিজ প্রাণদ্বিনী ॥
 সম্বর সংহার করি রতি লৈয়া দ্বারাপুরী
 শীতলগতি চলহ আপত্তি ॥
 রতি মদনের সঙ্গে রহিল পরম রসে
 চিরদিনে পাইয়া মিলন ॥

এ সকল বিবরণ সম্বরে বলিতে পুনঃ

চলিল নারদ তপোধন ॥

নারদে দেখিয়া রাজা করিল চরণ পূজা

বসাইল রত্ন সিংহাসনে ।

শুন দৈত্য কহি তোরে বিপক্ষ আনিয়া ঘরে
যুহু হেতু করিলে পালনে ॥

পূর্বে আসি তোর স্থলে কহিলাম বাক্য ছে
না পারিলে রিপু বধিবারে ।

সেই আসি তোর ঘরে রতি লৈয়া কেলি করে
আছে মাত্র তোমা বধিবারে ॥

এত বলি গেলা যুনি সম্বর কুপিত শুনি
বলে বুদ্ধি কি করি উপায় ।

সঘনে হুঙ্কার পুরে নানা অস্ত্র করে ধরে
মদনে মাঝি ব বলি ধায় ॥

দেখে গিয়া বিদ্যমানে রতি মদনের স্থানে
বসি আছে কোতুক মিলনে ।

হুঃখীশ্রাম দাস বলে দৈত্য কোপানলে জ্বলে
তারে দেখি হাসেন মদনে ॥ ২৬৪ ॥

সম্বরাসুর বধ ।

রাগ শোহিণী ।

গোবিন্দগুণ গাঁও গাঁও রে শুনি ॥ ১ ॥

মদন মাঝি ব বলি ধায় সে সম্বর ।

তাঁর দেখি কহেন রতিপতি বরাবর ॥

শুন প্রাণনাথ দৈত্য নানা মায়া জানে ।

যোর যুদ্ধ করিবে ছইও সাবধানে ॥

আমি জানি যোগমায়া কহিবে তোমারে ।

জবে তুমি বিনাশিবে সম্বর অসুরে ॥

এত বলি রতি কারম দিলো যোগমায়া ।

এমন সময় দৈত্য সিঁহিল আসিয়া ॥

দৈত্য দেখি ন্যাহির হইল রতিপতি ।

ধনুকে টঙ্কার দিল হৈয়া ক্রোধ মতি ॥

ধনুকে টঙ্কার দিয়া পুঁহিল সন্ধান ।

সম্বরে বিদ্বয়ে বাছি চোখ চোখ বাণ ॥

তবে সে অসুর মায়া করিল সৃজন ।

দশ দিক অন্ধকার করিল গগন ॥

মহা ঝড় বহে হেন প্রবল প্রলয় ।

চতুর্দিকে অঙ্গার হাড়ের বৃষ্টি হয় ॥

অসুরের মায়া দেখি কৃষ্ণের তনয় ।

শরজাল কৈল কামদেব মহাশয় ॥

সম্বরের সেনা যত যুঝে রণস্থলে ।

সকল সৈন্য পড়ে যোর শরজালে ॥

তবেত সম্বর কামে এড়ে নাগপাশ ।

গরুড় বাণেতে কাম তাহা কৈল নাশ ॥

নানা রূপে বাণবৃষ্টি করে ছই জন ।

কেহ কাহে জিনে নাহি একই তুলন ॥

তথেষ্ট কুপিল ক্রাম রণে শ্রম পাইয়া ।

ধনুকে ঝড়িল তবে বিষ্ণুচক্র লৈয়া ॥

দেখিতে উজ্জল চক্র মহা খরশাণ ।

সম্বরের মুণ্ড কাটি করে ছই খান ॥

নৃপতি পড়িল ভঙ্গ যত সেনাগণ ।

দেখিয়া আনন্দ রতি মদনের মন ॥

ধন রত্ন ছিল যত সম্বরের পুরে ।

সকল ভরিল কাম রথের উপরে ॥

তবে কামদেব রথে রতি সঙ্গে করি ॥

চলিল পরম পুথে দ্বারকানগরী ॥

সম্বরের সম্পদ লইয়া কুড়ুলে ।

উপনীত হৈল গিয়া দ্বারকামণ্ডলে ॥

অভ্যন্তরে কৃষ্ণ সঙ্গে

জনযুগে করে পর বিভা বাধ্য শুনি ॥

পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দেবী ছাড়িল নিবাস ।

গোবিন্দবল্লভ পান হুঃখীশ্রাম দাস ॥ ২৬৫ ॥

রতি কামদেবের দ্বারকা প্রবেশ ।

রাগিণী ধানত্রী ।

দ্বারকা ভুবনে রঞ্জে বসিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে

শুনিয়া মঙ্গল বাণ্য ধ্বনি ।

পুত্রকে শ্রিয়্যা ভাবে স্তনযুগে পয়ঃপ্রবে

বামনেত্র করয়ে স্পন্দনি ॥

বিধি মোরে বাম ভেল পুত্র কে লইয়া গেল

রহিলে হইত বিভা দান ।

কে যায় করিয়া বিভা কুহিতে না পারে সব

নিরাধিয়া বিদরে পরাণ ॥

আসি মদনের চর দ্বারাবতী অভ্যন্তর

গোবিন্দে ক্ষরয়ে নিবেদন ।

সম্বর সংহা করি রতি সঙ্গে রথোপরি

আইল কাম তোমার নন্দন ॥

শুনি প্রভু হরষিত কল্লিণী সে আনন্দিত

দৈবকী রোহিণী নারীগণে ।

রচিয়া মঙ্গল খালি বাড়ীর বাহির চণি

পুলবধু করে ধরি আনে ॥

বত কর্ম কুলাচার সকল করিল তার

কল্লি ॥ আনন্দ অতিশয় ।

হেনরূপে দ্বারাপুরে গোবিন্দ বসতি করে

শুন অভিমত্ব্যর তনয় ॥

তবে যে করিল হরি কহি তোমা বরাবরি

পুরাণ বিহিত ইতিহাস ।

মণিহরণের বাণী ভক্তিভাবে নৃপমণি

প্রবণে ছুরিত হয় নাশ ॥

কুলে শীলে স্থপণ্ডিত নাম তার শত্রাজিত

কৃষ্ণ মিত্র করিয়া রাজন ।

দ্বারকা নগরে বৈসে নিজ মন অভিলাষে

চিত্তে কৈল সেবিব তপন ॥

মান শুচিমস্ত দৈব্যা সমুদ্রের কুলে গিয়া

তপ করে বাঁশ বৎসর ।

গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীশ্রাম দাস ভাবে

তপে তুষ্ট হৈল দিবাকর ॥ ২৬৬ ॥

মণি হরণ প্রসঙ্গ—

শত্রাজিতের শ্রমস্তুক মণি লাভ ।

আপনা করি চরণে রাখি হৈ দয়াল ॥ ২৬৭ ॥

তপ করে শত্রাজিত দ্বাদশ বৎসর ।

তপে তুষ্ট হৈয়া তার বশ দিবাকর ॥

সাক্ষাৎ হইয়া আদি নৃপতি গোচরে ।

অবনী লোটায়ে রাজা দণ্ডবৎ করে ॥

পুটাজ্জলি হৈয়া রাজা রহে বিদ্যমানে ।

স্তুতি ভক্তি করে রাজা বিনয় বিধানে ॥

পূর্ণ্যদেহ ভক্ত রাজা দেখিয়া তপন ।

অতিশয় কৃপা কৈল হইয়া প্রসন্ন ॥

শ্রমস্তুক মণি সূর্য দিল তার গলে ।

সে মণি তুলনা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥

মণি দিলে অন্তর্ধান হৈল দিবাকর ।

মণি গলে চলে রাজা দ্বারকা নগর ॥

মহা তেজোময় মণি সূর্যের কিরণ ।

সূর্য আইল হেন করি ভাবে পূরজন ॥

জনরব শুনিয়া জানিল জগন্নাথে ।

শ্রমস্তুক মণি সূর্য দিল শত্রাজিতে ॥

মণি লৈয়া শত্রাজিত গেল নিজ ঘর ।

নিত্য পূজা করে মণি সূর্যের সোমর ॥

নিত্য অষ্ট তার স্বর্গ প্রসবে মণিবর ।

অতি আনন্দিত ভেল দ্বারকা নগর ॥

শুনিয়া মণির কথা দেব চক্রপাণি ।

উদ্ধবে পাঠিয়ে দিল মাগি আন মণি ॥

শুনিয়া নৃপতি বলে উদ্ধবের স্থানে ।

গোবিন্দ মাগিল মণি না তুলি প্রবণে ॥

ছোট তাই এসেনেরে দেখিয়া স্থলর ।
 তার গলে দিল স্তম্ভক মণিবর ॥
 মণি না পাইয়া তবে উদ্ধব চলিল ।
 সকল বৃত্তান্ত কৃষ্ণে গিয়া জানাইল ॥
 গুণিলা না দিল মণি উদ্ধবের স্থানে ।
 উত্তর না দিলা প্রভু রহিগা মউনে ॥
 শুনি রাজা পরীক্ষিত কহিলু তোমারে ।
 গলে মণি এসেন ভ্রময়ে বনান্তরে ॥
 মৃগয়া করিয়া বীর বুলে বনে বন ।
 আচম্বিতে সিংহের সঙ্গেতে দরশন ॥
 মণি দেখি মৃগেন্দ্র সে মনে মনে গণি ।
 পুণ্যদেহ শত্রাজিতে সূর্য্য দিল মণি ॥
 অপবিজ হৈয়া মণি পরিয়াছে গলে ।
 চাপড়ে এসেনে সিংহ মারে সেই স্থলে ॥
 গলে মণি দিয়া সিংহ বনে প্রবেশিল ।
 ভায়ের মরণ শত্রাজিত বার্তা পাইল ॥
 ভায়ের মরণে রাজা শোকাকুল হৈয়া ।
 বলে মণি নিল কৃষ্ণ এসেনে মারিয়া ॥
 লোকমুখে এই বার্তা শুনি চক্রপাণি ।
 ইষ্ট-মিত্র বন্ধুগণে ডাকি দিয়া আনি ॥
 সর্বজন লৈয়া কৃষ্ণ বসিলা বিচারে ।
 দঃখীশ্যাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥ ২৬৭ ॥

বনমধ্যে কৃষ্ণের মণি অন্বেষণ ।

রাগ, সারঙ্গ ।

জনমুখে রব গুণিলা মাধব
 শত্রাজিত কটু বাণী ।
 ইষ্ট মিত্র গণে ডাকি উগ্রসেনে
 বলরামে পাশে আনি ॥
 সবার গোচর করে দামোদর
 বড় দারুণত কথা ।

ভ্রমিতে কাননে কে মারে এসেনে
 দরুশে বাইব তথা ॥
 এই ভাজ্য মাসে চতুর্থ দিবসে
 দেখি চন্দ্র হরিতালি ।
 তথির কারণে কুব্ধ বোষণে
 লোকে দোষে বনমালী ॥
 এত বলি হরি সব সঙ্কে করি
 চলিলা গহন বনে ।
 দেখিল নেহারি এসেন সংহারি
 সিংহপদ সেই স্থানে ॥
 সিংহপদ বাই সবে চলি বাই
 উপনীত কত দূরে ।
 দেখিল নয়নে সিংহে বধি প্রাণে
 স্বক্ষপদ ক্ষিতিপরে ॥
 পদ চারি গিয়া স্থলঙ্গে নামিয়া
 গেলা রসাতলপুরী ।
 তবে সব সঙ্কে বেড়িয়া স্থলঙ্গে
 বিচারে বসিলা হরি ॥
 শুনি সভাজন মণির কারণ
 যাব রসাতলপুরে ।
 তোমরা এখানে এয়োদশ দিনে
 রহিও আমার তরে ॥
 ইথে না আইলে জানিহ পাতালে
 নিশ্চয় মরিল হরি ।
 দ্বারাবতী গিয়া শ্রদ্ধা দান দিয়া
 পালিহ তনয় নারী ॥
 মাতা পিতা স্থানে জানাবে চরণে
 প্রণতি স্তুতি আমার ।
 সবাকারে এত করি পরিমিত
 স্থলঙ্গেতে আগুসার ॥
 স্থলঙ্কের পথে গিয়া গোপীনাথে
 উপনীত রসাতলে ।

শ্রীশুকচরণে হৃৎখীতাম ভণে
গীত গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৬৯ ॥

পাতালে ভল্লকের সহিত কৃষ্ণের
যুদ্ধ ।

রাগিণী ধানত্রী ।

স্বলঙ্গ গমনে হরি গিয়া রসাতলপুরী
উপনীত রাজার ভবনে ।
চঞ্চল করিয়া তাঁখি চৌদিকে চাহিয়া দেখি
মণির উদ্দেশে সেই স্থানে ॥
ঋক্ষপুত্র ষাত্রীকোলে কান্দে সে প্রবোধে বো
হের দেখে শ্রমভুক মণি ।
শ্রমভুক নান শুনি শিশু গলে হৈতে মণি
কাড়ি লৈয়া চলে চক্রপাণি ॥
আন্তে ব্যস্ত হৈয়া নারী ঋক্ষরাজ বরাবরি
কহে মণি চোর লয়ে যায় ।
শুনিয়া ভল্লক কোপে তহুকার পুরি লাকে
কৃষ্ণের পশ্চাৎ বেগে যায় ॥
মরণে না ডর তোর আসিয়া মন্দিরে মোর
লয়ে মণি যাসি কোথাকারে ।
নাম মোর জাম্ববান পাঠাইব যমস্থান
হাসি কৃষ্ণ বাহুড়ে সমরে ॥
ভল্লক সংহতি হরি হাতাহাতি যুদ্ধ করি
কেহ কারে জিনিতে না পারে ।
প্রবল সংগ্রাম তায় তিন নব দিন যায়
গড়াগড়ি অবনী উপরে ॥
হেথা ত স্বলঙ্গ স্থানে রাম আদি উগ্রসেনে
দেখি না আইল দামোদর ।
কান্দে সবে কৃষ্ণগুণে গিয়া সে দারকা স্থানে
জানাইল সবার গোচর ॥

কান্দে বশু দৈবকী ক্লম্বিণী সে চন্দ্রযুধী
বলে বিধি কি কৈলে ঘটন ।
পাপমতি শত্রাজিতে দোষ দিল জগন্নাথে
ডেঞি প্রভু বিপাকে মরণ ॥
প্রহ্লন্ন করিয়া কোলে কান্দে দেবী শোকানলে
কবরী বসন গড়ি যায় ।
স্মরিয়া গোকুলচান্দে দৈবকী রোহিণী কান্দে
পুরীজন করে হায় হায় ॥
উগ্রসেন নরপতি সাক্ষ্য সবার প্রতি
বলে ক্রিয়া কর নান দান ॥
ক্ষৌর কল্প করি তার শ্রদ্ধ পিণ্ড দেহ অন্ন
যে উচিত বেদের বিধান ॥
শুনিয়া সন্তোষ সব শাস্ত্রমত কামদেব
পিণ্ড দিল আনি পুরোহিত ।
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাবে
পিণ্ড পেয়ে গোবিন্দ তৃপ্তি ॥ ২৭০ ॥

ঋক্ষযুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ ।

রাগিণী করুণা ।

শাস্ত্র অহুসারে কামদেব পরে
পিণ্ড দিল নারায়ণে ।
ক্লম্বিণী স্কন্দরী গোবিন্দ স্মরণি
দেখিল শুভ লক্ষণে ॥
বাম নেত্র ভুরু কর বাম উরু
সদন স্পন্দন করে ।
সুপ্রসন্ন মন জানিল তখন
কুশল কৃষ্ণ শরীরে ॥
দৈবকী গোচরে নিবেদন করে
শুন শুন ঠাকুরাণী ।
মোর প্রভু হুখে আছেন কোঁচুকে
হেন মনে অহুমানি ॥

বাম অঙ্গ মোর উষত অন্তর
 সিন্দুর উজ্জ্বল অতি ।
 দৈবকী সে তবে ষট স্থাপি ভাবে
 .পূজে দেবী ভগবতী ॥
 অনেক প্রকারে পুঞ্জিল চণ্ডীরে
 নানারূপে স্তুতি করে ।
 শুন পরাক্রান্ত কৃষ্ণের চরিত
 ওঁথা রসাতল পুরে ।
 কামদেব যবে পিণ্ড দিল তবে
 বল বাড়ে কৃষ্ণ অঙ্গে ।
 ভল্লুকে পাড়িয়া বক্ষেতে বসিয়া
 রামরূপ ধরে রঙ্গে ॥
 তবে জাম্ববান দেখি বিদ্যমান
 কমললোচন হরি ॥
 করয়ে স্তবন সেবকের কেন
 হেন রূপে মায়া করি ॥
 রাম অবতারে বধিলে বালিরে
 স্ত্রীবে করিলে মিতা ।
 অমি জাম্ববান সঙ্গে হনুমান
 উদ্ধারিলাম তব সীতা ॥
 বান্ধি সেতুবন্ধ বধি দশবন্ধ
 বিভাষণে রাজ্য দিয়া ।
 অযোধ্যানগরী রঘুবংশধারী
 .নৃপতি হইল গিয়া ॥
 ভল্লুক বিনয় শুনি দয়াময়
 .দাণ্ডাইল বন্ধ ছাড়ি ।
 ঋকরাজ তবে প্রণমিল ভাবে
 পাদপদ্ম তলে পড়ি ॥
 প্রভু পদ ধরি লৈয়া নিজ পুরী
 করাইল স্নান দান ।
 .ভাবিল অন্তরে দেহ দামোদরে
 .জাম্ববতী শিব দান ॥

স্বয়ম্বর স্থান করিল নির্মাণ
 বিভাষণ্য দ্রব্য আনি ।
 কহে দ্রুপদীশ্বর বল অবিরাম
 মুখে কৃষ্ণগুণ বাণী ॥ ২৭০ ॥

কৃষ্ণের জাম্ববতী বিবাহ ।

রাগিণী শোহিনী ।

বড়রে দয়ার নিধি হরি ॥ ৩৮ ॥

পরম আনন্দমতি ভল্লুক রাজন ।
 স্বয়ম্বর স্থান কৈল অতি সুশোভন ॥
 নারিকেল গুবাক রোপিল থরেথর ।
 দ্বারে দ্বারে রোপিল কদলী তরুণর ॥
 চন্দনের ছড়া ঝাঁটি গন্ধে আগোদিত ।
 রতন তোরণ ঝাঙ্কা মন্দর গঞ্জিত ॥
 বান্ধিল বিচিত্র বেলী নানা ধাতু দিয়া ।
 ঋককুন্ত আত্র ডাল রচিত করিয়া ॥
 কুলপুরোহিত ডাকি আনি মুনিগণে ।
 অধিবাস কত্তার করিল ততক্ষণে ॥
 মহী গন্ধ শিলা ধাতু দুর্বা পুষ্প ফলে ।
 কৃষ্ণে অধিবাস কৈল অতি কুতূহলে ॥
 জাম্ববতী গোবিন্দ মিলিল শুভযোগে ।
 পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র দেব আদ্বি নাগে ॥
 রত্নবেদী মধ্যে কত্তা বর বসাইয়া ।
 ঋকরাজা কত্তা দিল কৃষ্ণে সমর্পিয়া ॥
 যৌতুক করিয়া দিল স্যামস্তক মণি ।
 নানা রত্ন বস্ত্র দিল গোবিন্দেই আনি ॥
 তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল জাম্ববানে ।
 দিব্য রথ বসাইল দেব নারায়ণে ॥
 নানা বাদ্য কোলাহল করিয়া প্রচুর ।
 আশু বাড়াইয়া রথে গেল কৃষ্ণ ॥

পুনঃ পুনঃ প্রণতি করয়ে নারায়ণে ।
 তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিল জাম্ববানে ॥
 মেলানি মাগিয়া গেল রসাতল পুরে ।
 আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ॥
 নগর নিকটে কৃষ্ণ কৈল শত্রুজনি ।
 ধাইল সকল লোক জয়শঙ্খ শুনি ॥
 উগ্রসেন রাম আদি শ্রীবসু দৈবকী ।
 কৃষ্ণগী আনন্দ অতি প্রভুমুখ দেখি ॥
 তবেত দৈবকী দেবী আনন্দিত অতি ।
 রচিয়া মঙ্গল থাঙ্কি জ্বালে রত্ন বাতি ॥
 মঙ্গল আচার করি দেব দামোদরে ।
 করে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে ॥
 নানা বিধ বাদ্য বাজে দ্বারকা নগরে ।
 ভাট বিপ্রে বসুদেব নানা দান করে ॥
 পত্ন ধন্য কৃষ্ণেরে বাঞ্ছনে সর্বজন ।
 শত্রুজিতে নিন্দে শুনি মণির হরণ ॥
 তবেত শ্রীকৃষ্ণ দেব উদ্ধবের হাতে ।
 স্যামন্তক মণি পাঠাইল শত্রুজিতে ॥
 মণি পেয়ে হৈল রাজা লজ্জিত কেবল ।
 ভঃখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ২৭১ ॥

শত্রুজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ ।

রাগ বরাড়ি ।
 তবে শত্রুজিত পরম লজ্জিত
 পেয়ে স্যামন্তক মণি ।
 অনেক ধিকার করে আপনার
 মনে মহা হঃখ গণি ॥
 আপনার দোষে দৈবের যে বশে
 কোনে কিছু নারায়ণে ।
 গোবিন্দমঙ্গল গায় হৈছ দেহ ধরি

যারে দেখিবারে নানা যজ্ঞ করে
 কায় ক্লেশ তপ করি ।
 আমি মুঢ় পণে বঞ্চিত সে ধনে
 বৈহু মণিচোর হরি ॥
 এ পাপ জীবনে গোবিন্দচরণে
 আশ্র নিবেদন করি ।
 কত্না রত্ন লৈয়া রাজ্য পায় দিয়া
 ভজিব ভাবে মুরারি ॥
 এত ভাবি মনে রাজ্য এক দিনে
 ব্রাহ্মণে লইয়া সাথে ।
 কৃষ্ণপাশে গিয়া প্রণতি করিয়া
 দাণ্ডাইল ষোড় হাতে ॥
 পুনঃ পুনঃ স্তুতি করয়ে প্রণতি
 পড়িয়া পৃথিবী তলে ।
 প্রভুপদ ধরি দণ্ডবৎ করি
 করুণ বচনে বলে ॥
 অহোবদরনী তুমি ব্রহ্মরাসি
 অপরাধ কর ক্ষমা ।
 মনের আনন্দে তব পদদ্বন্দ্ব
 সমর্পিব সত্যভামা ॥
 রাজার অন্তর জানি গদাধর
 ভাবে আলিঙ্গন দিল ॥
 তবে শত্রুজিতে কত্না সমর্পিতে
 কৃষ্ণ অহুমতি কৈল ॥
 তবে শত্রুজিত আনে পুরোহিত
 কৃষ্ণে দিতে কত্নাদান ।
 গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
 শ্রীমুখ নন্দন গান ॥ ২৭২ ॥

সত্যভামার বিবাহ।

রাগ বরাড়ি।

রাধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই পরম আনন্দ হৈয়া
কেমনে তরিবে এ ভব সাগরে
ভজ সাধু সঙ্গে রৈয়া ॥ ৫ ॥

হেনমতে শত্রাজিত কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়া।

• মন্দিরে চলিল রাজা আনন্দিত হৈয়া ॥
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল বজ্রজনে।
সত্যভামা বিভা দিব দেব নারায়ণে ॥
স্বয়ম্বর স্থান কৈল অতি সুশোভন।
• প্রাক্ষণে কদলী তরু করিল রোপণ ॥
রত্নবেদী মাঝে ষট করিল স্থাপন।
• স্ত্রীভাক্ষার্থে ডাকিয়া আনিল মুনিগণ ॥
নানা দ্রব্য উপহার করিলা বিস্তর।
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগর ॥
শুভযোগে করিল কস্তুর অধিবাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পরম উল্লাস ॥
তবে কৃষ্ণচক্রে রাজা নিল নিজ ধরে।
ভূষিত করিল নানা রত্ন অলঙ্কারে ॥
শুভযোগে বরণ করিয়া নারায়ণে।
• কস্তাদান কৈল রাজা গোবিন্দচরণে ॥
যৌতুক করিয়া দিল স্যামস্তুক মণি।
নানা রত্ন কৃষ্ণপদে করিয়া নিছনি ॥
• কৃষ্ণ মেলানি মাগিল শত্রাজিতে।
• মন্দিরে চলিল প্রভু সত্যভামা সাথে ॥
দেখিয়া আনন্দ দেবী দেবকী সুন্দরী।
অভ্যন্তরে নিল পূজবধু কবে ধরি ॥
• মঙ্গল আচার কৈল বিবিধ বিধানে।
কুসুম ধরিবে দ্বৈব কিরুরী গায়নে ॥
দ্বারকা নগরে সুখে বিবিধ মঙ্গল।
কন্যাদেব দেবকী বে আনন্দ কেবল ॥

হেনরূপে কৃষ্ণ অবতার দ্বারকার।
ইচ্ছানুযায়ী দেখে লোক রাম শ্রামরায় ॥
শুক বলে শুন রাজা কৃষ্ণগুণবাণী।
শত্রাজিত নৃপে কৃষ্ণ ডাক দিয়া আনি ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত চিন্তে কর আশ।
পয়ার প্রবন্ধে গায় হুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৭৩ ॥

শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন।

রাগ কৌশিক।

তবে দেব চক্রপাণি শত্রাজিতে ডাকি আনি
কহে কৃষ্ণ সরস বচন।
পুণ্যদেহ তোমা জানি স্যামস্তুক মহামণি
কৃপা করি দিলেন তপন ॥
হেন মহামণিবর ধরিবারে সমসর
তোমা বিনে না দেখি সংসারে।
আমার বচন শুন স্যামস্তুক মণি পুনঃ
লৈয়া চল আপন মন্দিরে ॥
যত্ন করি মণিবরে দিল শত্রাজিত করে
সুখে কৃষ্ণ কমললোচন।
গোবিন্দে প্রণাম করি মণিরত্ন লৈয়া পুরী
নরপতি করিলা গমন ॥
হেন রূপে মণি লৈয়া পরম পবিত্র হৈয়া
নিত্য পূজা করে শত্রাজিত।
মণিবর পুণ্যময় রোগ শোক পাপক্ষয়
দ্বারকার সদা আনন্দিত ॥
শুন নৃপ কহি তোরে এক দিন অভ্যন্তরে
কৃষ্ণিণী সহিত নারায়ণ।
তোজন করিয়া সুখে কর্পূর তাম্বুল মুখে
কৌতুকেতে করিলা শয়ন ॥
জীৱন্তনন্দিনী তবে পাশপন্ন লয়ে ভাবে
কহে রাধা চাণোড়য় ॥

আনন্দে বঞ্চিলা নিশি সুপ্রভাতে দূত আসি। শতধনু বলে শত্রাজিত যত কৈল ।

জানাইল গোবিন্দগোচরেণ ॥

পাঠাইল কুরুরাজ চলিবে হস্তিনা মাঝ

শুন প্রভু কলমলোচন ।

অনুচর মুখে শুনি অন্তরে সকল জানি

বলে কৃষ্ণ করিব গমন ॥

উগ্রসেন আদি করি যত্নবল ডাকি হরি

বলে সবে থাকি দ্বারাপুরে ।

আমি আর সন্ধর্ষণ রথে চড়ি হই জন

বাব শীঘ্র হস্তিনানগরে ॥

দারুকে ডাকিয়া হরি রথ সূমণ্ডন করি

রামকৃষ্ণ করিলা সাজন ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দ্বর্লভ কথা

সুচলিত শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৭৬ ॥

রামকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শত-

ধনু কর্তৃক শত্রাজিত বধ ।

হেনমতে রথে চড়ি রাম নারায়ণ ।

হস্তিনানগরে গিয়া দিল দরশন ॥

কুরুপতি ভবনে হইল উপনীত ।

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পরম হরষিত ॥

দ্রুপদ্যোজন রাজা বসিয়াছে বরাসনে ।

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতিগণে ॥

রামকৃষ্ণ দেখি হরষিত সর্বজন ।

দ্রুপদ্যোজন আদি কৈল চরণ বন্দন ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিল বচন হই চারি ।

যার যেবা উচিত সম্ভাষা কৃষ্ণে করি ॥

হেনমতে দিন কত রহিলা তথায় ।

শুন পরীক্ষিত যে হইল দ্বারকায় ॥

শতধনু কৃতবর্ষা হইলেন মিলে ।

অপমান হইয়া অক্রুর প্রহরী বলে ॥

মোরে কত্যা কহিয়া কৃষ্ণেরে দান দিল ॥

ইহ অপমান প্রাণে সহনে না যায় ।

স্বমন্তক মণি আনি কেমন উপায় ॥

অক্রুর বলিল মণি জ্বিতে নাহি দিব ।

শতধনু বলে তারে মারি মণি নিব ॥

এমন প্রকারে তিনে করিলা যুক্তি ।

হেনরূপে শতধনু মহাক্রোধমতি ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যখন অম্বরে ।

মহাক্রোধে যায় শত্রাজিতে মারিবারে ॥

পালকে শুয়েছে রাজা সংহতি রমণী ।

তা দেখিয়া শতধনু পুরে সিংহধ্বনি ॥

দেখিয়া মুরতি ভয় হইল অন্তর ।

শত্রাজিতের গলা কাটি দিলা বম্বর ॥

স্ত্রীর সঙ্গ মহাবীর অধিয়া রাজারে ।

মণি লৈয়া শতধনু চলিলা মন্দিরে ॥

কহিল সকল অক্রুরের বিদ্যমান ।

হেন রূপে নিশি শেষ হইল বিহান ॥

উঠিল ক্রন্দন শব্দ রাজার ভবনে ।

সত্যভামা দেবী কান্দে পিতার কারণে ॥

অনেক বিলাপ করে পিতৃলোক লৈয়া ।

মণি লৈয়া মারি গেল অনাথ করিয়া ॥

পরম কাতর দেবী পিতার কারণে ।

রথে চড়ি যায় দেবী হস্তিনা ভবনে ॥

কৃষ্ণপক্ষে গিয়া দেবী কহিল কান্দিয়া ।

মণি নিল শতধনু বাপাকে মারিয়া ॥

শোকেতে না রহে প্রাণ শুন প্রাণনাথ ।

শুনি কোণে প্রতিজ্ঞা করিল জগন্নাথ ॥

আজি শতধনু মারি করিব সিনান ।

সতী সঙ্গে রামকৃষ্ণ করিল প্রয়াণ ॥

সারথি সুরিত রথ দিল চালাইয়া ।

দ্বারকা নিকটে রথ উত্তরিল গিয়া ॥

কৃষ্ণ আগমনে শতধনু কম্পমান ।
অক্রুরে মাগয়ে যুক্তি হুঃখীশ্রাম গান ॥ ২৭৫

—

শতধনুর পলায়ন ।

রাগিণী ধানত্রী ।

তবে শতধনু সকম্পিত হনু
দ্রোহ করি নারায়ণে ।
মনের তরাসে অক্রুরের পাশে
কহিল কর রক্ষণে ॥
তবে সে অক্রুর কহেন প্রচুর
শুন শুন শতধনু ।
শিগু কাল হৈতে জান ভালমতে
যে করিল রামকীনু ।
কংস অহুচর বধিল বিস্তর
কালিয় দমন করি ।
পুরুহুত মন করিলা গঞ্জন
করে গোবর্দ্ধন ধরি ॥
অক্রুর বচনে শতধনু মনে
পাইল অনেক ভয় ।
মণি অক্রুরেরে দিয়া ভাগে ডরে
যেখানে বাকিছে হয় ॥
নানা অস্ত্র অঙ্গে চড়িয়া তুরঙ্গে
চলিল উত্তর দিগে ।
শতধনু দেখি প্রভু পদ্ম-আঁখি
রথ চলাইল বেগে ॥
নিরখি কৃষ্ণেরে পলাইল ডরে
প্রবেশে মিথিলা বনে ।
অশ্ব পড়ে ছড়ি প্রাণ গেল ছাড়ি
শতধনু ভয় মনে ॥
প্রাণের বিকশে পদব্রজে চলি
থরতর হুঃখীশ্রাম ।

দেখিয়া তাহারে চক্রে ধরি করে
ভূমি উলে বনমালী ॥
পদ চারি গিয়া হুঃকার পুরিয়া
ছাড়ে কৃষ্ণ চক্রবাণ
শত ধনু মুণ্ড করে হুই থণ্ড
হুঃখীশ্রাম দাস গান ॥ ২৭৬ ॥

—

শতধনু বধ ও অক্রুরের পলায়ন ।

রাগিণী প্লাকার ।

সব সুধদাতা শ্রাম রাম ।
বদনে বলহ অবিরাম ॥ ১ ॥
পিছে কৃষ্ণ দেখি শতধনু কম্পমান ।
ততক্ষণে গোবিন্দ এড়িল চক্রবাণ ॥
দেখিতে উজ্জল চক্রে অতি পরচণ্ড ।
মুকুট সহিত কাটে শতধনু মুণ্ড ॥
মস্তক পড়িল তাঁর জলনিধি তটে ।
তবে কৃষ্ণচন্দ্র গেল তার সন্নিকটে ॥
তার অস্ত্রে চাহিয়া না পাইল মণিবর ।
তবে দেব নারায়ণ ভাবিল অন্তর ॥
অকারণে শতধনু বধিলু পরাণে ।
না জানি যে স্যামস্তক আছে কার স্থানে ॥
এত মনে বিচারিয়া শ্রীমধুহৃদন ।
ঐশ্বোপরে গেলা যথা দেব সঙ্কর্ষণ ॥
বলরামে কহিলা সকল বিবরণ ।
কেবা নিল স্যামস্তক আছে কার স্থান ॥
মিছা কাজে নষ্ট কৈলু তাহার পরাণী ।
এত শুনি কৃষ্ণ কহে দেব হলপাণি ॥
শুন কৃষ্ণ স্যামস্তক আছে তোর ঘরে ।
কার হাতে দিয়া মণি পলাইল ডরে ॥
সন্দেহ না কর চল দ্বারকা ভবনে ।
আসি যাক মিথিলা জনক নৃপস্থানে ॥

সতী সঙ্কে গেল কৃষ্ণ দ্বারকা নগর ।
 বিদেহ মন্দিরে গেল দেব হলধর ॥
 বলরামে দেখিয়া নৃপতি হরষিত ।
 নানাবিধ মতে রামে করিল পূজিত ॥
 নিতি নব আদরে অনেক উপহারে ।
 চারিমাস বরষা রাখিল নীলাশ্বরে ॥
 বার্তা পেয়ে তথা গিয়া গান্ধারী-নন্দন ।
 রামের চরণ পূজা করিল-রাজন ॥
 গদাযুদ্ধ তন্ত্র রাম শিখাইল তারে ।
 হেন রূপে কত দিন জনক মন্দিরে ॥
 শতধনু বধি কৃষ্ণ সতী সঙ্কে রথে ।
 দ্বারকা প্রবেশ করে দেব জগন্নাথে ॥
 কৃতবর্ষা অক্রুর মিলিয়া দুইজন ।
 গোবিন্দে করিলা ভয়-মণির কারণ ॥
 মণি না পাইলা কৃষ্ণ শতধনু পাশে ।
 পাছে মোরে মারে বলি ভার্গিল তরাসে ॥
 কাশীপুরে গিয়া চোঁহে প্রবেশিলা ডরে ।
 কাশীরাজা যত্ন করি রাখিল অক্রুরে ॥
 নিত্য পূজা করে সে অক্রুর মুনবরে ।
 সকলিতে আনন্দিত হৈল কাশীপুরে ॥
 অক্রুর ত্যজিল যদি দ্বারকাভূবন ।
 অনেক অরিষ্ট আসি হইল ঘটন ॥
 ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি আর অগ্নিভয় ।
 ইহা দেখি বৃদ্ধলোকে অস্ত্র অস্ত্র কয় ॥
 হৃষীকেশ্য দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী ।
 হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ২৭৭ ॥

অক্রুরের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা
 রাগ ত্রী ।

দ্বারকানগরে যত বৃদ্ধ লোক মেলি ।
 অরিষ্ট দেখিয়া সবে করিল মণ্ডলী ॥
 শুন সবে এ অরিষ্ট হৈল যে কারণ ।
 অক্রুর নাহিক বলি এ ভয় লক্ষণ ॥
 শুন পূর্ব বিবরণ অক্রুর যেমন ।
 কাশীপুরে কাশীরাজা গোবিন্দের জন ॥
 তার দেশে অনাবৃষ্টি কৈল দেবরাজ ।
 ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা কৈল ষষ্ঠ কাষ ॥
 তবেত হইল বৃষ্টি কাশীপুর দেশে ।
 পরম আনন্দে রাজা প্রজাগণ বৈসে ॥
 তার মুখ্য মহাদেবী গর্ভবতী হয় ।
 দশমাস হৈল গর্ভ প্রসব না হয় ॥
 ধরিয়া রহিল গর্ভ বৎসরে বৎসর ।
 সহিতে না পারি কহে নৃপতি গোচর ॥
 পত্নী ক্ষীণ দেখি রাজা পুছিল গর্ভেরে ।
 ভূমিষ্ঠ না হইও কেন কে আছে উদরে ॥
 গর্ভ কহে শুন ভাত করি নিবেদন ।
 শত গাভী করি দান দেহ প্রতিদিন ॥
 তবেত হইব আমি তোমার পুণ্যফলে ।
 দ্বাদশ বৎসর গেলে জন্মিব তুতলে ॥
 হেন রূপে দান নিত্য দেয় নৃপবরে ।
 তবে কত জনমিল দ্বাদশ বৎসরে ॥
 সৌভাগ্য-সুন্দরী কস্তা মহাপুণ্যময় ।
 হেন কস্তা কারে দিব নৃপতি ভাবয় ॥
 যছকুলে মঙ্গল নামেতে বর আনি ।
 কস্তাদান দিল তারে কাশী নৃপমণি ॥
 সে কস্তার গর্ভে হৈল অক্রুরের জাত ।
 অক্রুর থাকিলে দুখ নহিলে উৎপাত ॥
 অবশুখে এত তনি দেব কলধর ।

বরষা অন্তর হৈল রাম আইল ঘর ।
 অক্রুরে ডাকিয়া আনি সবার গোচর ॥
 সবাকার মনে সদ্ধ আছে অশ্রমিত ।
 মণি দেখাইয়া সবে করহ পিরীত ॥
 শ্রমস্তুক মণিবর আছিল বসনে ।
 অক্রুর দেখায় মণি সভা বিদ্যামানে ॥
 মহাভেজোময় মণি স্থর্যের কিরণ ।
 দেখিয়া আনন্দ সবে প্রসন্ন বদন ॥
 তবে সে অক্রুরে কহে দেব চক্রপাণি ।
 তুমি সে রাধিতে যোগ্য শ্রমস্তুক মণি ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় সে অক্রুর মণি লৈয়া ।
 নিত্য পূজা করে মণি শুদ্ধমতি হৈয়া ॥
 পরম আনন্দ স্থখ দ্বারকা ভুবনে ।
 শ্রমণি হরণের কথা যেবা শুনে ভণে ॥০৬৥
 দীর্ঘজীবী সুখী পুত্র হয় পুণ্যবান ।
 অন্তকালে মুক্তিপদ পায় পরিত্রাণ ॥
 তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত ।
 ছায়াশ্রাম দাস গান্ধ গোবিন্দের গীত ॥২৭৮৥

কৃষ্ণার্জুনের যুগয়া ও কালিন্দী

সমাগম ।

রাগ কল্যাণ ।

বাস্যের নন্দন কয় পরীক্ষিত পুণ্যময়
 শুন কৃষ্ণকথা সুধাধার ।
 বলরাম আদি করি রহিলা দ্বারকাপুরী
 হরি গণে কৈলা আশুসার ॥
 রথ চালাইয়া হরি ভরিত গমন করি
 ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া উপনীত ।
 স্তম্ভে কুন্তী বধা কৃষ্ণদেব গেল তথা
 দেখিয়া পাণ্ডব হরষিত ॥
 যুধিষ্ঠির ভীষ্মার্জুন বৃষসেন করি পুনঃ

ভোজন কর্পূর পান করিল অনেক মান
 নিত্য পূজা করে শুদ্ধমতি ॥
 যুধিষ্ঠির বলে বাণী শুন দেব চক্রপাণি
 পিতৃকর্ম সন্নিকট আসি ।
 যদি তুমি কর মন কার্য্য হয় সম্পূরণ
 দিন কত থাক ব্রহ্মরাশি ॥
 তবে কৃষ্ণার্জুন রঙ্গে কিঙ্কর করিয়া সঙ্গে
 যুগয়া করিতে আগমন ।
 শ্রীকৃষ্ণ চৌদ্দিকে রুদ্ধে পার্থ নানা পশু বিদ্ধে
 শকটেতে বহে ভূত্যগণ ॥
 পিতৃশ্রাদ্ধ শুদ্ধ পিতৃ কুরঙ্গ শশক গণ্ড
 নানা পশু বিক্লিষ্ট বিস্তর ।
 শ্রমভরে কৃষ্ণার্জুন তৃষায়ুক্ত হৈয়া পুনঃ
 জলপানে চলিলা সত্তর ॥
 তপনতনয়া নদী নীর নিম্ন সুধা নিধি
 তার ওটে গেল দুইজন ।
 শ্রীকৃষ্ণ রহিল তীরে অর্জুন ভ্রমার করে
 নীর আনিবারে আগমন ॥
 নদী মধ্যে দীপ এক দেখে পার্থ পরতেক
 নবীন তরুণী ডগম্বিনী ।
 রূপের তুলনা দিতে নাহি দেখি ত্রিজগতে
 সহজে বরণ কালিন্দিনী ॥
 দেখিয়া কস্তুর তরে গেল পার্থ বরাবরে
 জিজ্ঞাসিল করিয়া যতন ।
 কে তুমি কিসের তরে তপ কর বন ঘোরে
 কার কস্তা কেমন কারণ ॥
 লজ্জিতা মহুরাননী কহে শুন বীরমণি
 আমি যেবা দিব পরিচয় ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলত কথা
 শ্রীমুখ নন্দন রস কর ॥২৭৯৥

কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহ ও অৰ্জুনের খাণ্ডব দাহন।

রাগিণী টোড়ী।

শুক নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ৫ ॥
অৰ্জুনের বচন শুনিয়া তপস্বিনী।
নিজ পরিচয় দিব শুন বীরমণি ॥
বেদান্ত বচনে স্থল শূন্য রূপে যার।
প্রকাশ বিনাশে নিশি ধোর অন্ধকার ॥
পুরুষ পরমপূর মহিমা গভীর।
মোর পিতা সহস্র-কিরণ তেজোধীর ॥
তীহার আদেশে পূজি হরি পদাযুজে।
কৃষ্ণ স্বামী হবে তপ করি বনমধ্যে ॥
শুনিয়া সন্তোষ পার্থ জ্ঞানাগ গোবিন্দে।
কালিন্দী নিকটে কৃষ্ণ চলি আনন্দে ॥
শুনহ স্তম্ভরী তপ কর যে কারণ।
সাক্ষাৎ হইলাম আমি তোমা বিন্দ্যমান ॥
কৃষ্ণ দরশনে দেবী সলজ্জ বদন।
কোলে কার রথে তুলে কমললোচন ॥
অৰ্জুন সারাথ রথে কৃষ্ণ কালিন্দিনী।
কি দিব রূপের সীমা বলিতে না জানি।
হস্তিনা প্রবেশ হরি যুধিষ্ঠির ঘরে।
বেদ বিধি বিধান কালিন্দী বচন করে ॥
পুরীর্ণনশ্রী হৈল এক বিশ্বকর্মা আনি।
তথি মধ্যে গোবিন্দ রাখিল কালিন্দিনী ॥
হেন রূপে দিন কত পাণ্ডব মন্দিরে।
আইল অনল দেব গোবিন্দ গোচরে ॥
মরুতের যজ্ঞস্থত খাটু অপর।
শরীরে আসিয়া ব্যাধি জ্বলিলাম ॥
খাণ্ডব কানন যদি পুড়ে ধনজয়।
সে ধূম লাগিলে অগ্নি স্রোত নাশ হয় ॥

কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে পার্থ অনল সংহতি।
দহিতে খাণ্ডব বন চলে শীঘ্রগতি ॥
প্রবেশ করিল গিয়া খাণ্ডব কাননে।
অগ্নিবাণ যুড়ে পার্থ ধমুকের গুণে ॥
চৌদিকে বেড়িয়া অগ্নি লাগিল বিপিনে।
ভল্লুকাদি বনজন্তু ভাগে নানা স্থানে ॥
পুড়িল খাণ্ডব বন মৌষধি সকল।
ধূম পান করি স্রুহ হইল অনল ॥
পার্থ প্রশংসিয়া অগ্নি গেল নিজ স্থানে।
চলিল অৰ্জুন বীর কৃষ্ণ দরশনে ॥
দণ্ডবৎ করে পার্থ গোবিন্দচরণে।
সুখে আলিঙ্গন কৃষ্ণ দিলেন অৰ্জুনে ॥
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত।
ক্রীমুখ বন্দন গায় গোবিন্দের গীত ॥ ২৮০ ॥

কৃষ্ণের বিন্দাবতী বিবাহ।

রাগিণী শোহিনী।

শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত
ছারকা নগরে হরি।
ধাবস্তিক গ্রামে বিন্দাবতী নামে
কন্যাদানোদ্যোগ করি ॥
বিন্দারক কন্যা বিন্দাবতী ধন্যা
বিবাহ নির্বন্ধ কৈল।
নরপতিগণে দিয়া নিমন্ত্রণে
নিজ দেশে আনাইল ॥
স্বয়ম্বর স্থান করিল নির্মাণ
আইল নৃপতিগণে।
দূতমুখে শুনি হরি হলপাণি
আইল স্বয়ম্বর স্থানে ॥
কৃষ্ণ দরশন পাইয়া রাজন
আপনাকে ভাগ্য মানি।

২০

স্বাম দামোদরে অনেক আদরে

পূজা কৈল নৃপমণি ॥

আছে মোর পণ শুন নারায়ণ

লক্ষ্য বিক্রিবে যে বীরে ।

রূপে গুণে ধন্যা বিন্দাবতী কন্যা

সুখে সমর্পিব তারে ॥

এত শুনি হরি ধনুক টঙ্কারি

লক্ষ্য বিক্ষে নৃপ মাঝে ।

তবে নরপতি লৈয়া বিন্দাবতী

সমর্পিল ব্রজরাজে ॥

বহ মূল্য ধন নানা আভরণ

দিল গোবিন্দের অঙ্গে ।

অনেক বাজনা রথ রথী সেনা

পদাতিকগণ সঙ্কে ॥

মেলানি মাগিয়া বিন্দাবতী হৈয়া

দ্বারকা প্রবেশে হরি ।

শ্রীগুরুচরণে হৃৎখীশ্রাম ভণে

গোবিন্দ গীত মাধুরী ॥ ২৮১

—

কৃষ্ণের লগ্নজিতা বিবাহ ।

রাগিণী টোড়ী ।

ভালি ভালি রে ঠাকুর দেখি লইছ শরণ ।

কল ফুল ছায়া কেন করহ বঞ্চন ॥ ১ ॥

তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত ।

কৌশল দেশেতে রাজা নাম লগ্নজিত ॥

লগ্নজিতা নামে তাঁর জনমিল কন্যা ।

রূপে গুণে অল্পমম দ্রিভুবনে ধন্যা ॥

এই কন্যা করে দিব ভাবে মনে মন ।

ভাবিয়া নৃপতি এক দৃঢ় কৈল পণ ॥

সপ্ত বণ্ড এক ক্রমে যে জন বান্ধিব ।

নিশ্চয় তাহারে আবি এই কন্যা দিব ॥

স্বয়ম্বর স্থান রাজা অনির্ধিত কৈল ।

রাজগণে নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল ॥

স্বয়ম্বর স্থানে আসি যত রাজগণ ।

যণ্ডের বিক্রম দেখি ভাবে সর্বজন ॥

মহা ধরশাপ শৃঙ্গ শিখা শোভে শিরে ।

ঘন জঙ্ঘার নাদ কুরে ক্ষিতি চিরে ॥

এক বৃষ দেখিয়া কম্পিত বীরগণ ॥

একক্রমে সপ্ত বণ্ড কে করে বন্ধন ॥

জনমুখ রব শুনি দেব নারায়ণ ।

লগ্নজিত দেশে কৃষ্ণ করিল গমন ॥

দেখিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত মনে ।

শ্রীকৃষ্ণে করিল পূজা অতি শুদ্ধ পণে ॥

নৃপদীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহারে ।

অনেক স্তবন রাজা দণ্ডবৎ করে ॥

কর ঘোড় করি রাজ্য করে নিবেদন ।

শুনহ গোবিন্দ বাহা করিয়াছি পণ ॥

এক রজ্জু দিয়া সপ্ত বণ্ড একবারে ।

যে বান্ধিবে লগ্নজিতা সমর্পিব তারে ॥

শুনিয়া হাসিল কৃষ্ণ কমললোচন ।

সপ্ত বণ্ড কাছে হরি করিলা গমন ॥

দেখিয়া যণ্ডের তেজ দেব ভগবান ।

বণ্ড বান্ধিবারে কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান ॥

সপ্ত বণ্ড বান্ধে কৃষ্ণ এক রজ্জু ধরি ।

মায়াযোগে দেখে লোক একই মুরারি ॥

দেখে সর্ব লোক সুখে রাজা লগ্নজিত ।

কন্যা দান দিল কৃষ্ণে হৈয়া আনন্দিত ॥

যৌতুক দিলেন তবে নানা রত্ন ধন ।

রথধ্বজ গজ বাজী অনেক বাজন ॥

রাজারে মেলানি মাগি দেব দামোদর ।

লগ্নজিতা লৈয়া গেল দ্বারকা নগর ॥

দেখি আনন্দিত যত দ্বারাপুর জন ।

পরম হরিব বহু দৈবকীর মন ॥

মঙ্গল আচার করি দেব দামোদরে ।
করে ধরি পুত্রবধু নিল নিজ ঘরে ॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকার ।
গোবিন্দমঙ্গল হৃৎধীশ্যাম দাস গায় ॥ ২৮২ ॥

কৃষ্ণের স্তলক্ষণ বিবাহ ।

রাগিণী যুলতান ।

কহে শুক মহাশয় পরীক্ষিত পুণ্যময়
শুন কৃষ্ণ কথা মুধু রাশি ।
কৃষ্ণে করি বন্ধু পণ নরপতি স্তলক্ষণ
দ্বারকানগর মধ্যে বসি ॥
নৃপতি করিল যুক্তি গোবিন্দ চরণে ভক্তি
শরণ লইতে সুবাসনা ।
দি কৃষ্ণ দয়া করে দান দিব দামোদরে
পরম সুন্দরী স্তলক্ষণা ॥
চিহ্নে এত অল্পসরি পুরোহিত সঙ্গে করি
গেলা রাজা গোবিন্দ গোচরে ।
সেবা দণ্ডবৎ করি আলিঙ্গন দিল হরি
রাজারে পুজিল সমাদরে ॥
বাজা বলে শুন হরি চরণে গোচর করি
মোর কন্যা নামে স্তলক্ষণা ।
সেই কন্যা কুতূহলে ও রাজা চরণ তলে
স্বথেষ্টে করিব সমর্পণা ॥
বিবাহ করিব বালি আজ্ঞা দিল বনমালী
শুন নৃপ চলিলা মন্দিরে ।
লোক লিখা পাঠাইয়া বন্ধু জনে আনাইয়া
আরম্ভ করিল স্বয়ম্বরে ॥
তবে নৃপ আনন্দিতে গৃহে আনি গোপীনাথ
কন্যার করিল অধিবাস ।
কৃষ্ণে অধিবাস করি নানা অলঙ্কার তরি
বাজে বাধ্য হুত্ব উল্লাস ॥

দিব্য বস্ত্র আভরণে কড়া লৈয়া কৃষ্ণ স্থানে
হুই জনে দৃষ্টি শুভক্ষণে ।
বেদমন্ত্রে মুনবরে নৃপ কন্যা দান করে
পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥
স্তলক্ষণা দামোদরে পুষ্পাসনে নিল ঘরে
রজনী বঞ্চিলা কুতূহলে ।
সুপ্রভাতে দেব হরি বেগে স্নান দান করি
মেলানি মাগিল নৃপবরে ॥
তবে নৃপ স্তলক্ষণে নানা রত্ন আভরণে
নিছনি করিয়া নারায়ণে ।
দিব্য রথ সাজাইয়া বর কন্যা বসাইয়া
কোলাহল করিয়া বাজনে ॥
স্তলক্ষণা সঙ্গে হরি সঙ্গে গেল নিজ পুরী
দেখি বসু দৈবকী আনন্দ ।
রাধাকৃষ্ণ পদ আশে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে
গোবিন্দমঙ্গল সুপ্রবন্ধ ॥ ২৮৩ ॥

কৃষ্ণের স্তলীলা বিবাহ ।

রাগিণী দেশ ।

হরি বলরাম গোবিন্দ বল হরি ॥ ধ্রু ॥

শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায় ।
পরম আনন্দে লোক বৈসে দ্বারকার ॥
হেন কালে আইল নারদ ভপোধন ।
দেখিয়া করিল কৃষ্ণ চরণ বন্দন ॥
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন ।
কহ কোন কার্যে প্রভু কৈল আগমন ॥
হাসিয়া নারদ বলে শুন দামোদর ।
মোরে পাঠাইল শ্রুতকৃত নৃপবর ॥
তার কন্যা স্তলীলা নামেতে তব প্রিয়া ।
বিবাহ করিতে চল রথ সাজাইয়া ॥
অমের উত্তর হুত্ব দেশে নরপতি ।
পূরব বৈষ্ণব রাজা তোমাতে ভক্তি ॥

স্মৃতিতে সাজিতে রথে দারুকে বলিল ।
 শুভক্ষণ করি কৃষ্ণ সাজিয়া চলিল ॥
 গরুড়ে যজ্ঞিত করি করিল গমন ।
 উত্তর কুরুতে গিয়া দিল দরশন ॥
 নৃপতি গুনিয়া তবে গোবিন্দাগমন ।
 আগু বাড়াইয়া গেল যথা নারায়ণ ॥
 সেবা দণ্ডবৎ স্তুতি করিয়া আদর ।
 আনন্দে গোবিন্দে লৈয়া গেল নিজ ঘর ॥
 বৃন্দ দাপ গন্ধ পুষ্প ষড়ঙ্গে পুজিয়া ।
 সকুটস্থে সেবা করে ভকতি করিয়া ॥
 স্বয়ম্বর স্থান রাজা স্তম্ভজ করিল ।
 নিমন্ত্রণ দিয়া বন্ধুগণে আনাইল ॥
 পুরোহিত মুনিগণে আনিল ডাকিয়া ।
 বেদী মধ্যে রত্নকুণ্ডে চূত ডাল দিয়া ॥
 আপনি বসিল ব্যাস বেদের বিধানে ।
 সুশীলার অধিবাস কৈল শুভক্ষণে ॥
 মহৌ গন্ধ শিলা ধান্য পুষ্প ফল দধি ।
 গোবিন্দের অধিবাস কৈল যথাবিধি ॥
 ত্রিকৃষ্ণ সুশীলা সঙ্গে শুভ দরশন ।
 পুষ্পরঞ্জন করে ইন্দ্র আনন্দিত মন ॥
 নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি কুতূহলে ।
 প্রস্তুত কন্যা দিল কৃষ্ণ পদতলে ॥
 যৌতুক করিয়া দিল নানা রত্ন ধন ।
 রথধ্বজ গজ বাজী অনেক কাঞ্চন ॥
 তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল নৃপবরে ।
 দ্বিধা রথে বসাইল সুশীলা কৃষ্ণেরে ॥
 সঙ্গে পদাতিক দিল করিয়া প্রচুর ।
 আগু বাড়াইয়া রথে গেলা কত দূর ॥
 তবে কৃষ্ণ রাজ্যে দিলেন আলিঙ্গন ।
 গুন রাজা প্রাটে গিয়া রাজ্যে দেহ মন ॥
 ইহ লোকে সুখে থাক-দয়া করি মোরে ।
 অন্তকালে যাবে মোর প্রকৃত নগরে ॥

গুনিয়া আনন্দে রাজা গেল নিজ ঘর ।
 গোবিন্দ গমন কৈল দ্বারকা নগর ॥
 দেখিয়া দৈবকী বসু আনন্দ অন্তরে ।
 করে ধরি পুত্র বধু নিল নিজ ঘরে ॥
 গুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ।
 হেন রূপে অষ্ট বিভা কৈল নারায়ণ ॥
 তবে যে করিল কৃষ্ণ গুন পরীক্ষিত ।
 কহে হুঃখীশ্যাম দাস গোবিন্দের গীত

নরকাসুরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ।

রাগ কেদার ।

গুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত
 তবে যে করিল হরি ।
 পৃথিবীর সূত নরক যে দৈত্য
 বলে জিনে তিন পুরী ॥
 দেবতা গন্ধর্ব দানবাদি সর্ব
 ক্ষত্রিয় ভূপতিগণে ।
 সাজে যার পরে সেই যায় ডরে
 কেহ স্থির নহে রণে ॥
 এমন প্রকারে জিনিয়া রাজ্যেরে
 নানা জাতি কন্যা আনি ।
 ষোল সহস্রেক অধিক শতেক
 রাখেন ত সময় জানি ॥
 লক্ষ কন্যা যবে বিভা করি তবে
 স্বর্গে হব সুরপতি ।
 ইন্দ্র কম্পমান গিয়া কৃষ্ণ স্থান
 করিল অনেক স্তুতি ॥
 ইন্দ্রে আশ্বাসিয়া বিদায় করিয়া
 ত্রিকৃষ্ণ সাজিল রথে ।
 প্রতিজ্ঞা করিয়া গরুড়ে চড়িয়া
 মারিতে অবনীস্থতে ॥

নরকনগরী প্রবেশিতে হরি
 অনেক অরিষ্ট পথে ।
 সপ্তপুর স্থান জিনে ভগবান
 চক্রে সুদর্শন হাতে ॥
 প্রবেশিতে পুর বিশেষ প্রচুর
 প্রচণ্ড প্রবল আগি ।
 দেখি সেই স্থান জিনে ভগবান
 করে তিন শর ত্যাগি ॥
 পুরে প্রবেশিয়া হুঙ্কার পুরিয়া
 রণ করে ভগবান ।
 ক্ষিতি হুত ধরে সাজিল সমরে
 কৃষ্ণ পাশে আশ্রয়ান ॥
 সৈন্য যেসামন্ত বাজী গজ রথ
 রণে যায় কোটি কোটি ।
 অগ্নি দেখি যেন পতঙ্গ নিধন
 কৃষ্ণ করে শরবৃষ্টি ॥
 এমন প্রকারে কৃষ্ণ কর শরে
 সব দল গেল নাশ ।
 প্রভুর প্রতাপে নরাসুর কাঁপে
 কহে হুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৮৫ ॥

কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র কন্যা বিবাহ

রাগিণী শোহিনী ।

বড় রে দয়ারনিধি হরি ॥ ৫ ॥
 কৃষ্ণের দেখিয়া তেজ কাঁপে নরাসুর ।
 প্রাণ লৈয়া পলাইতে চাহে নিজ পুর ।
 তা দেখি গোবিন্দ চক্রে এড়িল প্রচণ্ড ।
 মুকুট সহিত কাটে নরকের মুণ্ড ॥
 নৃপতি পড়িল ভক্ত মিলি বস্তু সেনা ।
 ভাঙ্গিয়া কেলিল সব বিবিধ বাজনা ॥

পুরী প্রবেশিয়া কৃষ্ণ নিল রত্ন ধন ।
 রথে করি নিল যত রাজকন্যাগণ ॥
 পরম হরিরে রথ দিল চালাইয়া ।
 দ্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
 উগ্রসেন বহুদেব রাম দৈইবকী ।
 আনন্দিত পুরজন কৃষ্ণমুখ দেখি ॥
 তবে আজ্ঞা দিল কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনে ।
 বিভা হেতু শুভলগ্ন করিয়া গণনে ॥
 ব্যাস আদি মুনিগণে আনিল ডাকিয়া ।
 স্বয়ম্বর স্থান কৈল নানা রত্ন দিয়া ॥
 তবে ব্যাস অধিবাস করি কৃত্যগণে ।
 রত্নবেদী মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপনে ॥
 কৃষ্ণ অধিবাস করি আনি স্বয়ম্বরে ।
 ষোল সহস্রেক শত কন্যা একেবারে ॥
 বিবাহ করিল কৃষ্ণ কমললোচন ।
 আনন্দে করয়ে ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ ॥
 কিম্বর কিম্বরী গায় নাচে বিদ্যাধরী ।
 বীণা বাঁশী বাজে কাঁসি মোহরি মোহরী ॥
 বাসম্বরে বিজয় বৈকুণ্ঠ অবিকারী ।
 প্রভুর নিকটে সব কন্যা সারি সারি ॥
 নৃত্য গীত আনন্দ কোতুক কেলি রসে ।
 সবাঁকার মানস পুরল মন তোষে ॥
 হেন মতে নিত্য নিত্য কোতুক বিহার ।
 দশ পুত্র এক কন্যা হৈল সবাঁকার ॥
 হইল ছাপান্ন কোটি যত্নবংশ ধরে ।
 দেখিয়া আনন্দ কৃষ্ণ পুত্র পৌত্রবরে ॥
 হেন রূপে রাম কৃষ্ণ বৈসে দারকায় ।
 লীলাময় অবতার তুলনা না ধার ॥
 ওখা সে নারদ মুনি ভাবিল অন্তরে ।
 নিশিযোগে দরশন করিব কৃষ্ণেরে ॥
 দেখিব কেমন রূপে কৃষ্ণ বিহর ।
 এত মুক্তি মহামুনি ভাবিয়া স্থখ ॥

পুরী মধ্যে প্রবেশ হইল নিশা কালে ।
হংখীশ্যাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৮৬ ॥

নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের রজনী-
বিহার দর্শন ।

রাগিণী শোহিনী ।

• তবে সে নারদ মুনি জদয়ে আনন্দ গণি
প্রবেশ করিল দ্বারকায় ।
• পুরী মধ্যে নিশাকালে একক কৌতুক ছলে
কৃষ্ণলীলা দেখিয়া বেড়ায় ॥
• নিবেশিয়া করে দৃষ্টি রত্ন ময় কোটি কোটি
মধ্যে শোভে রত্নসিংহাসনে ।
• দ্বারে দ্বারে কল্পতরু প্রযুক্ত পল্লব চারি
ভমর কঙ্কার মধুপানে ॥
তথি পূর্ণানন্দ হরি আহা কি বলিতে পারি
উপমা অতুল ক্ষিতি মাঝে ।
উকি দিয়া দ্বারে দ্বারে নিরখি নারদ ফিরে
সর্বস্থানে দেখে শ্যামরাজে ॥
নানা ক্রীড়া নানা স্থানে সেবয়ে সুন্দরীগণে
কেহ প্রসন্ন চন্দন চামরে ।
• কৃষ্ণরূপ প্রতি স্থলে সেবে কল্পা পদতলে
পান পুষ্প বস্ত্র অলঙ্কারে ॥
নানা রূপ নানা ভাতি যুগল কিশোর কান্তি
অপরূপ অকৃত যে লীলা ।
অকথ্য কথন জানি হরিষে বিবাদ মানি
নারদ আনন্দময় সে ভোলা ॥
প্রেমকতুর পদগমে শুভ করে কৃষ্ণপদে
রূপা কর রূপায় নিধান ।
জামি শিশু অসমতি কি জানিত তব ভক্তি
পিতা যার অন্ত নাহি পান ॥

জয় জনার্দন হরি বিপদনাশনকারী
সুজন পালন গুণমণি ।
কেবল করুণাসিদ্ধ প্রণত জনার বন্ধু
সমাধি সাধনে ভাবে মুনি ॥
জয় ব্রহ্ম সনাতন ভক্তজনপরায়ণ
জয় কৃষ্ণ বাঙ্কাকল্পতরু ।
বিষয়বিনাশন করি গোপকূলে অবতরি
অনন্ত মহিমা মহামেরু ॥
জানি নারদের ভাব আশ্রয় দিল পন্ননাত
মনে সঙ্ক না কর বিচার ।
শুনি মুনি ছষ্ট হৈয়া প্রভুপদে প্রণমিয়া
মন্দিরে করিল আগুসার ॥
তবে কৃষ্ণ লীলা রঙ্গে রুঞ্জিল সুন্দরী সঙ্গে
রৈবত শিখরে উপনীত ।
গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হর্লভ কথা
শ্রীমুখ নঙ্গন বিরচিত ॥ ২৮৭ ॥

পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ—
সত্যভামার অভিমান ।
রাগ কৌষিক ।

কত রঙ্গ জান হে কানাই ।
তোমার ভঙ্গিয়া দেখি প্রাণে জীব নাই ॥
এক দিন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকনুতা সঙ্গে ।
বিহারে চলিল সে রৈবত গরি শৃঙ্গে ॥
অপূর্ব দর্শন নানা রঙ্গ ফুল ফল ।
কিবা দিব শোভা তার অতি রম্য স্থল ॥
সদাই বসন্ত ঋতু বহে মন্দ মন্দ ।
সুধার সমান নীর সৌরভ সুগন্ধ ॥
দিব্য রত্ন মন্দিরে বিরাজে লক্ষ্মীনাথ ।
উজ্বলি পত্রিবদ সেবে বার পাদ ॥

কুস্মিনার রস রঞ্জে সঞ্জে সেই স্থানে ।
 কোঁতুকে বসিল দৌহে রত্নসিংহাশ্রন ॥
 হেন কালে ইন্দ্র স্থানে আইলা নারদ ।
 পারিজাত মালা পেয়ে হইলা আনন্দ ॥
 ত্বরিতে চলিলা মুনি রহিবত স্থানে ।
 মালা দিয়া দণ্ডবৎ কৈল নারায়ণে ॥
 পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল কুস্মিনীরে ।
 একে লক্ষ্মী আরে শোভা গোবিন্দ গোচরে ॥
 তা দেখি নারদ মুনি চলিলা সত্তর ।
 সত্যভামা কাছে গিয়া কহে মুনিবর ॥
 সৰ্বলোকে সুবিখ্যাত রাজা শত্রুজিত ।
 চন্দ্রবংশে মুখা রাজা জগতে পূজিত ॥
 তার কন্যা তুমি সে কৃষ্ণের প্রণয়িনী ।
 কিবা রূপ গুণ ধরে ভায়কনন্দিনী ॥
 পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল কুস্মিনীরে ।
 তোমাকে না কৈল মনে কি বলিব কারে ॥
 শুনিয়া সুন্দরী অভিমান ভরে ছলে ।
 অলঙ্কার ঘুচাইয়া ফেলিল ভূতলে ॥
 কাঁচলি বসন ত্যজে পবে ক্ষীণ বাস ।
 কান্দিয়া ধরণী পড়ে সঘনে নিঃশ্বাস ॥
 কবচী বসন খসি পড়ে রোষ ভরে ।
 কুস্মিনীর পাত কৃষ্ণ বলিতে বিদরে ॥
 সত্যভামা সুন্দরী বিষাদ হেন রূপে ।
 কহিতে নারদ গেল গোবিন্দ সমীপে ॥
 গুন প্রভু পারিজাত দিলে কুস্মিনীরে ।
 তাহা গুন সত্যভামা বিরস অন্তরে ॥
 সঘনে নিঃশ্বাস যেন ভুখিল সাপিনী ।
 বিষাদে বিরস মতি ত্যজে অন্ন পানী ॥
 জীয়ে কি না জীয়ে দেবী তুমি অভিমানে
 বিমরিষধুর কর গিয়া তার স্থানে ॥
 মুনির বচন শুনি দেব ভগবান ।
 কুস্মিনী সহিতে রথে করিল প্রয়াণ ॥

দ্বারকানগরে কৃষ্ণ চলিলা সত্তর ।
 কুস্মিনী সুন্দরী গেল আপনার স্বর ॥
 সতীর অভিমান ভঙ্গ করিবার তরে ।
 পদব্রজে গোবিন্দ গমন ধীরে ধীরে ॥
 সতীর সমীপে গেল সখী লক্ষ্য করি ।
 চুঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ২৮৮

কৃষ্ণ কতৃক সত্যভামার
 অভিমান ভঞ্জন ।

রাগিণী বরুণা ।

সত্যভামা স্থানে গেল নারায়ণে
 সখী জন লক্ষ্য করি ।
 দেখিল ভামিনী যেন বিরাগিণী
 রত্নবাস পরিহার ॥
 সখী-লক্ষ্য হৈয়া বিউনি ধরিয়া
 বিচেন পরমানন্দ ।
 প্রকাশে মন্দিরে কৃষ্ণের শরীরে
 সুন্দরী পাইল গন্ধ ॥
 রোষে বলে বাণী গুন গো সজনি
 • এক বিপরীত কথা ।
 কুস্মিনী সুন্দরী সঞ্জেতে ঐহরি
 কি কাষ আমার হেথা ॥
 কহে নারায়ণ মায়ার মোহন
 গুন গুন সত্যভামা ।
 কিঙ্করেরে জানি কোপে ঠাকুরাণী
 অপরাধ কর ক্ষমা ॥
 কিবা রোষ তার পারিজাত হার
 সব সে দিয়াছি তারে ।
 অরপূরে গিয়া সে বৃক্ষ আনিয়া
 স্থাপিব তোমার পুরে ॥

পারিজাত ধনি দিবস রজনী
 পরিবে আপন সুখে ।
 গোবিন্দের বাণী সত্যভামা শুনি
 হাস্য উপজিল হৃৎখে ॥
 নানারস ভাষে সতী মন তোষে
 মায়ায় মোহন হরি ।
 বেগে স্নান দান সারি ভগবান
 বিনতাসুতে হাঁকারি ॥
 সতী সঙ্কে করি গুরুড় উপরি
 চলিলা অমরপুরে ।
 গোবিন্দমঙ্গল কাঙ্ক্ষা কেবল
 হৃৎখীশ্যাম গায় সারে ॥ ২৮৯ ॥

ইন্দ্রপুরী হইতে পারিজাত
 বৃক্ষানয়ন ।

শ্রীরাগ ।

সতী সঙ্কে দেব হরি বিনতানক্ষপরি
 অমর নগরে উপনীত ।
 মধুবনে প্রবেশিয়া পারিজাত উপাড়িয়া
 সঙ্কে করি চলিলা ত্বরিত ॥
 অক্ষক আছিল বনে হরিহর বিদ্যমানে
 জানাইল ত্বরিত গমনে ।
 শুন শুন শচীনাথ লয়ে বৃক্ষ পারিজাত
 যায় সে মহাশয় একজনে ॥
 শুনি শঙ্কে ক্রোধভরে কুলিশ ধরিয়া করে
 ধায় বেগে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ।
 পারিজাত লৈয়া মোর কি লাগি পলায়ু চোর
 হাসিয়া বাহড়ে গোপীনাথ ॥
 ব্রজগত চিন্তামণি হেন প্রভু নাহি চিনি
 মারিল মূল কোপভরে ।

হেরি হরি তার বাণ করিল যে ছই খান
 চক্রে ছৈদি ফেলিল সমরে ॥
 তবে শঙ্কে রুষ্ট হৈয়া হানিল কুলিশ লৈয়া
 বিপক্ষ বিনাশ হেতু মন ।
 এক গুটি পাখা দিয়া দিল তাহা নিবারিয়া
 ততক্ষণে বিনতানন্দন ॥
 তবে কৃষ্ণ কোপভরে শরঙ্গ ধরিয়া করে
 ধায় কৃষ্ণ গুরুড় বাহনে ।
 দেখি শচী পুরন্দর ভ্রান্তরে পাইয়া ডর
 পলাইয়া গেল নিকেতনে ॥
 সংগ্রাম জিনিয়া হরি পারিজাত সঙ্কে করি
 সত্যভামা গোবিন্দ গমন ।
 পবন অগ্নিতে হরি প্রবেশে দ্বারকাপুরী
 গেলা তবে সতীর ভুবন ॥
 তবে প্রভু জগন্নাথ আরোপিল পারিজাত
 লাগিল সে গৌরিন্দ আজ্ঞায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছল ভ কথ
 শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২৯০ ॥

হৃদামাচরিত কথন ।

হরি তোর পতিতপাবন বাণা ॥ ধ্রু ॥
 শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত ।
 ভুবন মঙ্গল কথা কর্ণের অমৃত ॥
 একান্তে যে শুনে ভণে কৃষ্ণের মঙ্গল ।
 সেই পায় মুক্তিপদ বৈকুণ্ঠের স্থল ॥
 সাবধানে শুন রাজা কহি যে তোমারে ।
 হৃদামা নামেতে বিজ রহে কাশীপুরে ॥
 পরম বৈষ্ণব বিজ কৃষ্ণপরায়ণ ।
 না লয় হৃদান সে না করে কুভেদন ॥
 কল্পিণী নামেতে তার পতিব্রতা নারী ।
 বডই দরিত্র বিজ স্বধর্ম আচরি ॥

হুঃখে হুঃখে ভাবি দ্বিজ কৈল অহুমান ।
 শৈশব কালের মোর বন্ধু ভগবান ॥
 অতুল বৈভবদাতা সেই নারায়ণ ।
 দয়া কৈলে হবে মোর হুঃখ বিমোচন ॥
 ব্রাহ্মণীয়ে কহিল সকল বিবরণ ।
 কি লৈয়া দ্বারকা যাব মিত্র সম্ভাষণ ॥
 তা শুনি ব্রাহ্মণী কহে পুটপাণি হৈয়া ।
 সবে সে মন্দিরে আছে খুদ এক পোয়া ॥
 প্রেমযুক্ত হৈয়া খুদ বাকি ছিন্ন বাসে ।
 তাবে ভোর হৈয়া চলে গোবিন্দ সম্ভাষণে ॥
 হরাত্মরি যায় দ্বিজ দ্বারকা ভুবন ।
 কৃষ্ণের চরণারে গিয়া দিল দরশন ॥
 জানাইল দ্বারী গিয়া দেব দামোদরে ।
 সুদামা নামেতে দ্বিজ আইল দ্বারারে ॥
 শুনিয়া সানন্দ কৃষ্ণ কমলা সংহতি ।
 সুদামে আনিল করি মঙ্গল আরতি ॥
 অভ্যন্তরে লৈয়া বসাইল সিংহাসনে ।
 ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আয়োদনে ॥
 স্নান দান করাইল মধুর ভোজন ।
 কপূর তাম্বুল মালায় সুগন্ধি চন্দন ॥
 আদর গোরব করি নিকটে বসিয়া ।
 সুদামে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া ॥
 কহ আমি তোমার মিত্রতা কোন স্থানে ।
 সুদামা বলেন প্রভু করাব অরণে ॥
 মনে পাসরিলে কিবা অবন্তি নগরে ।
 একত্রে পড়ি যে পাঠ মূনির মন্দিরে ॥
 গুরুগৃহে কাষ্ঠ আনি রন্ধনের তরে ।
 তোমার আমার গ্লেয় দণ্ডক ভিতরে ॥
 কাষ্ঠ কাটি বোঝা বাকি আসি নিকেতনে ।
 হেনকালে আইল গণ্ডে ঝড় হরিবনে ॥
 আসিতে নারিছে দৌহে রহিছে সে স্থানে ।
 বটবলে বসি কৈছে নিশি আগরণে ॥

তবে মহাশয় গুরু গঞ্জিয়া ব্রাহ্মণী ।
 তদ্বাস করিয়া আমি হুই জনে আনি ॥
 স্নানদান করাইল মধুর ভোজন ।
 বিদ্যা পড়াইল গুরু করিয়া যতন ॥
 সেই হৈতে তোমার আমার মৈত্রপণ ।
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তুমি নারায়ণ ॥
 তোমার চরণে মোর বহু অভিলাষ ।
 গোবিন্দমঙ্গল গায় হুঃখীজাম দাস ॥ ২৯১ ॥

সুদামার সম্পদ বিধান ।

রাগ বরাড়ি ।

সুদামার বাণী শুনি চক্রপাণি
 তাবে দিল আলিঙ্গন ।
 আনিলে কি বলি লৈয়া খুদ গুলি
 ত্রিগ্রাসে কৈল ভক্ষণ ॥
 ত্রিলোকেতে শক্য কৈবল্য মোক্ষ
 দিল দয়া করি হরি ।
 কৃষ্ণে প্রণমিয়া মেলানি মাগিয়া
 চলে দ্বিজ নিজপুরী ॥
 তবে চক্রপাণি বিশ্বকর্মা আনি
 আজ্ঞা দিল দেব হরি' ।
 আজির ভিতর সুদামার ঘর
 নির্মাহ বিপুল করি ॥
 প্রভুর বচনে স্তবিত গমনে
 কিস্কর সংহতি লৈয়া ।
 কাশীপুর স্থানে সুদামা সদনে
 পুরী নির্মাইল শিখা ॥
 নানা রূপ ঘর করিলা স্নানর
 বিচিত্র প্রাচীর তধি ।
 সপ্তপুর স্থান করিল নির্মাণ
 সিংহদ্বার শোভা অতি ॥

অগ্নিগজ-গৃহ করিল সমূহ
গো মহিষ প্রতি ধাম ।
সুদামের তরে রতন মন্দিরে
মধ্যে করে স্থানিস্থাপন ॥
কিঙ্করী কিঙ্কর হেতু কৈল ঘর
স্থানে স্থানে নানাবিধি ।
ধন ধাত্ত আর বিপুল ভাণ্ডার
রজত কাঞ্চন নিধি ॥
ব্রাহ্মণীর তরে রত্ন অলঙ্কারে
পরাইল নিদ্রাছলে ।
বিচিত্র বসন ভূত্যা দাসীগণ
সেবা করে পদতলে ॥
নিশি মধ্যে এত করি স্থানিস্থিত
বিশ্বকর্মা গেল ঘরে ।
বিবাহানে সুদাম আসি নিজ ধাম
গৃহ চিনিবারে নারে ॥
না দেখি ব্রাহ্মণী চঞ্চল পরাণী
কি হৈল কুটীর ঘর ।
কোন সেনাপতি গৃহ কৈল ইধি
ভাবে দ্বিজ সকাতর ॥
আসিয়া ব্রাহ্মণী ধরি পতি-পাণি
লৈয়া গেল গৃহ বাসে ।
গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল
জুঃখীভাম দাস ভাষে ॥ ২৯২ ॥

উষাহরণ প্রসঙ্গ—উষার

স্বপ্নযোগ ৭

রাগ সারেঙ্গ ।

নবুধি মন্দির প্রতি, সুদামা কাতনু মতি
হেন জানি আইল ব্রাহ্মণী ।

ধরিয়া পতির করে লৈয়া গেল নিজ ঘরে
হাসি হাসি বলে মুহু বাণী ॥
কেবল ক্রকের বর হইল সুন্দর ঘর
হৈল দেখে অমূল্য ভাণ্ডার ।
বৈভব অনেক বিধি দাস দাসী রত্ন নিধি
রূপা কৈল দৈবকীকুমার ॥
সুদামা সম্পদ পেয়ে পরম আনন্দ হয়ে
গোবিন্দ ভজনে দিল মন ।
শুন রাজা পরীক্ষিত পূরণ বিহিত মত
তবে যে করিল নারায়ণ ॥
সুদামা নামেতে পুরী বাণ তথি অধিকারী
মহাতেজা বলির নন্দন ।
ধরি সৈ সহস্র ভূজে সদাই শঙ্কর পুজে
তারে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচন ॥
উষা নামে কত তার রূপ অতুলন যার
গুণময়ী পরম সুন্দরী ।
অশিক্ষিতা সর্ব তত্ত্ব উপাসনা শিবময়
নিত্য পুজে শঙ্কর শঙ্করী ॥
বাণের সে পুত্র আর কুভাণ্ডক নাম তার
তনয়া যোগিনী চিত্রলেখা ।
বিশারদ চিত্রকারী উষার সে পরিবারি
ধ্যানে ধ্যানে দেখয় অস্থিকা ॥
উষাবতী এক দিনে শয়ন স্বপন স্থানে
সুপুরুষ সঙ্গেতে মিলন ।
একত্র শয়ন সঙ্গে চুস্বন রমণরঙ্গে
রস ভেল রমণীর মন ॥
কৌতুকে বক্ষিয়া নিশি উঠিয়া সুন্দরী বসি
না দেখয়ে পুরুষ সুন্দর ।
বিষম নিশ্বাস ছাড়ি কান্দিয়া অবনী গড়ি
হইলেন অতি যে কাতর ॥
গৃহ মধ্যে উষা একা হেনকালে চিত্রলেখা
উষায় আসিয়া উপনীত ।

গোবিন্দমঙ্গল গীত অ্রবণেতে লুললিত
নন্দন সুরচিত ॥ ২৯৩ ॥

চিত্ররেখা কর্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন

রাগ বসন্ত ।

স্বপনে কি পেখিছ প্রিয়া মোর সাথ ।
জাগি উঠে কহ' গেয়ো প্রাণনাথ ॥
আরতি পিরীতি যাচহু কান ।
হঃখ রহিল দিয়া প্রেমদান ॥
তুহি অমৃতরসরস গহি ।
শ্রামসুন্দর অঙ্গ পরশ নহি ॥
কাহে ঘুমায়েছ আপন থাই ।
হঃখীশ্রাম পহ মিলন রাই ॥ ১ ॥

উঠিয়া বসিল উষা দেখিছা স্বপন ।
প্রাণ হরি নিলা প্রিয়া দিয়া দরশন ॥
সে জন না দেখি প্রাণ না রহে শরীরে ।
আকল বিকল উষা কান্দিয়া মন্দিরে ॥
উষার কিঙ্করী স্নেহে কুস্তাণ্ডের সূতা ।
আসিয়া উষার পাশে হৈল উপনীতা ॥
সুন্দরি গুনহ কেন হৈল অভিমান ।
কেবা কি কহিল কেন করুণ নয়ন ॥
উষা কহে চিত্ররেখা গুন কর্মবাণী ।
স্বপনে প্রকৃষ দেখি বিদরে পরাণী ॥
রূপে গুণে অতুল যে রসিক সূঠান ।
তা বিনে না জীব আমি কহিল নিদান ॥
চিত্ররেখা বলে উষা দূর কর মান ।
চিত্রপটে ত্রিজগৎ দেখাব তোর স্থানে ॥
পতি চিনি তুমি তাহা নিবে যোগ ধ্যানে ।
চিত্রে ত্রিভুবন লিখে উষা বিদ্যমানে ॥
অমর অপ্সর বঁক রক্ষ দিকপালে ।
যে প্রকৃষ সুন্দরী না দেখে কোন স্থলে ॥

তবে চিত্ররেখা মনে ভাবিয়া কারণ ।
চিত্রপটে লেখে তবে দ্বারকা ভুবন ॥
কৃষ্ণ কামপাল লেখে প্রহ্লাদ সঙ্গতি ।
তার পুত্র অনিরুদ্ধ দিব্য মূর্তি অতি ॥
তা দেখি বলেন উষা এই মোর কান্ত !
আনিয়া মিলাহ সখি তবে হই শান্ত ॥
চিত্ররেখা বলে উষা গুন মোর বাণী ।
আজু নিশি তব পতি মিলাইব আনি ॥
উষা প্রবেধিয়া রামা রাখিয়া মন্দিরে ।
দ্বারকা চলিলা অনিরুদ্ধে আনিবারে ॥
পুরী মধ্যে প্রবেশিল সেই নিশা কালে ।
অনিরুদ্ধ মন্দিরে প্রবেশে যোগবলে ॥
পালঙ্ক শুতিয়া বীর নিদা যায় স্তখে ।
পালঙ্কে সন্নিহিত তারে তোলে অন্তরীক্ষে ।
উষার মন্দিরে গিয়া হৈল উপনীত ।
অনিরুদ্ধে দেখি উষা পরম পিরীত ॥
উষা সঙ্গে অনিরুদ্ধ হইল মিলন ।
অতি উল্লাসিত মতি হৃজনার মন ॥
উষাগুণ দেখি অনিরুদ্ধ হৈল ভোলা !
বরণ করিল উষা দিয়া বরমালা ॥
পুষ্পবিভা ছই জনে হৈল গুপ্ত গণে ।
ভোজনে শয়নে দৌহে একত্রে মিলনে ॥
উষার বয়স বেশ বাড়ে দিনে দিনে ।
গোবিন্দমঙ্গল হঃখীশ্রাম দাস ভণে ॥ ২৯৪ ॥

অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন ।

রাগ মারুতি ।

নিশাকালে উষা হয়ে দিব্য বেশ ।
পুরুষের সঙ্গ পেয়ে ।
সদেব কিঙ্করী মনে ভয় করি
রাণীরে কহেন গিয়ে ॥

শুন ঠাকুরাণি উষার কাহিনী
 কহিতে করিয়ে ভয় ।
 পুরুষের সঙ্গে রত্নরস রঞ্জে
 পিরীতে করি নিশ্চয় ॥
 তবে নৃপজায়া নিরখি তনয়া
 মরমে পাইল শঙ্ক ।
 উষার কারণে কহিল রাজনে
 কুমারী হৈল কলঙ্ক ॥
 শুন নৃপ কোপে থর থর কাঁপে
 লোহিত লোচন হৈয়া ।
 উষার মন্দিরে চলেন সত্ত্বরে
 করে নাগপাশ লৈয়া ॥
 উষার ভবনে নিরখি নয়নে
 কামসুত অনিরুদ্ধে ।
 কণ্ঠারে গজিয়া ত্বরিত হইয়া
 নাগপাশে তারে বাঁধে ॥
 বন্দী দেখি পতি কান্দে উষাবতী
 অনেক বিলাপ করি ।
 অনিরুদ্ধে লগ্নে কারাগারে থুয়ে
 গেল দৈত্য নিজ পুরী ॥
 পুরাণ বিহিত শুন পরীক্ষিত
 দ্বারকা নগরে ওথা ।
 ব্রহ্মার নন্দন করিল গমন
 কহিতে এ সব কথা ॥
 গোবিন্দের পাশে বসিয়া বিশেষে
 কহেন নারদ মুনি ।
 কহে হৃৎখীড়াম বল কৃষ্ণ রাম
 তরিবারে তরঙ্গিনী ॥ ২৯৫ ॥

বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ ।
 রাগিনী ভাটিয়ারি ।
 বড় সাধ লাগে সে কাহ্নরে দেখিতে গো ॥ ২৯৬ ॥
 গিয়া সে নারদ মুনি গোবিন্দগোচরে ।
 অনিরুদ্ধ বন্দীকথা কহে ধীরে ধীরে ॥
 শুনহ শ্রীকৃষ্ণ কথা শোণিত নগরে ।
 অনিরুদ্ধ বন্দী হৈল বাণের মন্দিরে ॥
 উষা নামে কন্যা তাঁর সঙ্গে রত্ন রমে ।
 শুন নৃপ বান্ধিয়া রাখিল নাগপাশে ॥
 শুনিয়া গোবিন্দ কোপে পুসরে আপনা ।
 আজ্ঞা দিল রথ রথী সাজ সর্জনা ॥
 উগ্রসেন রাজা সঙ্গে যজ্ঞগণ লৈয়া ।
 শোণিত নগরের মুখে চলিল সাজিয়া ॥
 বলরাম কাম সঙ্গে দেব চক্রপাণি ॥
 পবন গমনে চলে কৃষ্ণের বাহিনী ॥
 ত্বরিতে মিলিল গিয়া শোণিত নগরে ।
 বাঁতা জানাইল চর বাণ নৃপবরে ॥
 শুনিয়া নৃপতি বাণ কাঁপে থরে থরে ।
 শীঘ্রগতি গিয়া সে জানাইল শঙ্করে ॥
 শুন প্রভু সদাশিব যোর নিবেদন ।
 টানিল উষার মতি কানের নন্দন ॥
 তে কারণে তাহারে বান্ধিল নাগপাশে ।
 শুনিয়া সাজিল কৃষ্ণ যুদ্ধ সমাবেশে ॥
 কুপিল শঙ্কর উষার সতীত্বের ভঞ্জে ।
 আপনি সাজিল হর রত্নগণ সঙ্গে ॥
 শিব সঙ্গে বাণ আদি যত সেনাপতি ।
 প্রবেশ হইল রণে প্রথম সংহতি ॥
 হরি হর হই জনে বাজে মহারণ ।
 কুভাণ্ডক উগ্রসেন যুঝে হই জন ॥
 রুণকর্ণ কামপাল যুঝে ক্রোধমুখী ।
 রথী রথী যুদ্ধ করে ধাতুকী ধাতুকী ॥

গজে গজে মহাযুদ্ধ অশ্ব অশ্বগণ ।
 কুস্তকার কুস্তকার পত্তি পত্তিগণ ॥
 কৃষ্ণ সঙ্গে যুঝে বাণ রথী মহেশ্বর ।
 বড়ই প্রমাদ যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥
 শূল লয়ে মারে বাণ কৃষ্ণের উপরে ।
 অর্জুচন্দ্র বাণে কৃষ্ণ ত্রিশূল সংহারে ॥
 আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ।
 হরিহর হই জনে প্রমাদ ঘটন ॥
 কুস্তাগুকে উগ্রসেন করিল সংহার ।
 কৃপকর্ণে বিনাশিল কৃষ্ণের কুমার ॥
 পুত্র পৌত্র নষ্ট দেখি বাণ কম্পমান ।
 গোবিন্দে বিদ্ধয়ে যুড়ি পাঁচ শত বাণ ॥
 তা দেখি গোবিন্দ কোপে চক্রবাণ যুড়ে ।
 বাণের সহস্র ভুজ কাটিয়া সে পাড়ে ॥
 সবে মাত্র হই ভুল রহিল তাহার ।
 দেখিয় ক্রুপিত হর হৈল আশ্চর্য ॥
 হরিহর হই জনে হনু মহারণ ।
 দেখিয়া বিশ্বয় মনে সর্ব দেবগণ ॥
 হুঃখীশ্রাম দাস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী ।
 হেলায় তব্বিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিনী ॥ ২৯৬

হরিহরের যুদ্ধ ও তদন্তে ঊষা-
 অনিরুদ্ধের মিলন ।

রাগিণী বেলতল ।
 দেখি বাণে শোকমতি কোপভরে পশুপতি
 কৃষ্ণ বামদেবে হনু রণ ।
 যন পুরে হুঙ্কার ধনুধ ধরিয়া আর
 বাণ বৃষ্টি করে হইজন ॥
 তবে প্রভু শূলপাণি পাণ্ডপত অস্ত্র আনি
 ধনুকেতে পুরিলা সন্ধান ।

তা দেখিয়া দেব হরি হনু গ্রীব বাণ ধরি
 রুদ্ধ অস্ত্র কৈল হইধান ॥
 ব্যর্থ গেল পাণ্ডপত কোপভরে ভূতনাথ
 অগ্নিবাণ যুড়িলেক গুণে ।
 বরুণ বাণেতে হরি অনল নির্বাণ করি
 কোপে যুদ্ধ কবে হইজনে ॥
 কোপ ভরে পঞ্চানন তঙ্কারিয়া রুদ্ধগণ
 প্রথম ডাকিনী দানাগণে ।
 তবে দেব চক্রপাণি নারায়ণী সেনা আনি
 রুদ্ধ ঠাট করিল নিধনে ॥
 দৌহে নানা অস্ত্র ধরে দৌহে মহা যুদ্ধ করে
 কেহ কার জিনিতে না পারে ।
 শূল ধরে ত্রিপুরারী সুদর্শন ধরে হরি
 দৌহে বাণ যুড়িল সমরে ॥
 দেখি রণ দৌহাকার হনু লোক সমংকার
 দশদিকে লাগিল বিশ্বয় ।
 দেখিয়া দৌহার রীতি আদ্যা আসি শীঘ্রগতি
 দৌহা মধ্যে দিগন্তরী হনু ॥
 ত্যাগ করি মহারণ হরিহর আলিঙ্গন
 দূর গেল যত বিসম্বাদ ।
 তবে শিব আনি বাণে সমর্পিলা নারায়ণে
 কৃষ্ণ তারে দিলেন প্রসাদ ॥
 বাণ রাজা আনন্দিতে শিবসঙ্গে জগন্নাথে
 কাম আদি উগ্রসেন করি ।
 যত্ন করি ঘরে লৈয়া নানা উহার দিয়া
 শুদ্ধভাবে পুজে হরহরি ॥
 উষা সঙ্গে কামমুতে দিল লৈয়া জগন্নাথে
 নানা রত্ন অপূর্ব বসন ।
 বুঝিয়া বাণের মতি কৃপাময় যত্নপতি
 বাণ প্রতি দিল আলিঙ্গন ॥
 মেলানি মাগিয়া তারে চলিলা দ্বারকাপুরে
 যত্নবল সঙ্গে নারায়ণ ।

বাণ হই ভূজ ধরি রহিল শোণিত পুরী
 • হর গেল কৈলাস ভুবন ॥
 গিয়া সে দ্বারকা মধ্যে উষা আর অনিরুদ্ধে
 শুভ দিনে বিবাহ মঙ্গল ॥
 আনন্দে দ্বারকাপুরে গোবিন্দ বসতি কবে
 প্রজাগণে কোতুক সকল ॥
 তবে যে করিল হরি প্রবেশি হস্তিনাপুরী
 সেই কথা শুন সম্প্রদীক্ষিত ॥
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে দুর্লভ কথা
 হৃৎখীণ্যাম দাস বিরচিত ॥ ২৯ ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ প্রসঙ্গ

রাগ ভাটরাষ্ট্রী ।

সব সুখ রাখুক নাম ॥ ১ ॥
 দ্বারকানগরে কৃষ্ণ বৈসে আনন্দিত ॥
 শুক বলে পরীক্ষিত শুন এক চিতে ॥
 স্বর্গে গেল পাণ্ডু রাজা কর্ম অহসারে ॥
 শত্রু সপে স্থখে না পাংল বাসবারে ॥
 সপ্ত পাছু তলে পাণ্ডু আছে দাণ্ডাইয়া ॥
 নারদ দেখল তাহা হস্তাগয়ে গিয়া ॥
 সকল কহিল পাণ্ডু নারদ সমীপে ॥
 মুকতি না হৈল মোর ব্রহ্মবধ পাপে ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা যদি রাজসূয় করে ॥
 তবে মুক্ত হৈয়া বাহ বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 এক্ষণে নারদ তাহে পাণ্ডু হৃৎখ জানি ॥
 হস্তিনা নগরে গীত চলিলা আপনি ॥
 দেখি যুধিষ্ঠির রাজা দণ্ডবৎ কৈল ॥
 গাঢ় অর্ঘ্য দিয়া তারে বড়ঙ্গে পুজিল ॥
 ঈকপুট হৈয়া রাজা করে নিবেদন ॥
 হু কোণাকারে মুনি কৈলে আগমন ॥

নারদ কহেন শুন যুধিষ্ঠির রাজ ॥
 দেখিছ পাণ্ডুর বড় হৃৎখ স্বর্গ মাঝ ॥
 সপ্ত পাছু তলে পাণ্ডু আছে দাণ্ডাইয়া ॥
 মোরে দেখি তোমা পাশে দিল পাঠাইয়া ॥
 যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ যদি করে ॥
 তবে মুক্ত হৈয়া বাহ বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
 নহিলে না হয় মুক্তি কহিছ নিশ্চয় ॥
 পুত্র-গুণ কর দান যজ্ঞ ধর্ম্মময় ॥
 যুধিষ্ঠির রাজা কয় নারদের পায় ॥
 রাজসূয় যজ্ঞ করি কেমন উপায় ॥
 নারদ বলিল তোর সখা নারায়ণ ॥
 তাহারে আনিয়া কর যজ্ঞ আরম্ভণ ॥
 কহিয়া চলিল মুনি বীণা বাজাইয়া ॥
 যুধিষ্ঠির করে যুক্তি পাঁচ ভাই লৈয়া ॥
 রাজসূয় বিনা নহে পিতার মুকতি ॥
 কৃষ্ণ আনিবারে ভীম চলৈ দ্বারাবর্তী ॥
 ত্বরিতে চলিল বীর রথ আরোহণে ॥
 দ্বারকানগরে গেলা কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
 শ্রান দান করাইল মরুর ভোজন ॥
 কি নিমন্ত্রে এলে ভীম কহ নিরুপণ ॥
 ভীম বলে অন্তর্ধামী তুমি যত্নপতি ॥
 মোক্ষ না পাইল স্বর্গে পাণ্ডু নরপতি ॥
 নারদ কহিল রাজসূয় করিবারে ॥
 যুধিষ্ঠির পাঠাইল লুইতে তোমাংরে ॥
 হাসিয়া কহিল কৃষ্ণ করিব গমন ॥
 বলরাম কাম আদি যত যত্নগণ ॥
 দারুক সাজায়ে রথ আনিল সত্তর ॥
 সর্ব্বারম্ভে চলে কৃষ্ণ হস্তিনা নগর ॥
 দেখি যুধিষ্ঠির রাজা দণ্ডবৎ কৈল ॥
 গাঢ় অর্ঘ্য দিয়া কৃষ্ণে বড়ঙ্গে পুজিল ॥
 শ্রান দান করাইল মঙ্গল আনতি ॥
 পাদোদক পান কৈল অতি শুদ্ধমতি ॥

দ্রুপদনন্দিনী শীঘ্র করিলা রক্ষণ ।
 রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজা করিলা ভোজন ॥
 কপূর তাম্বুল দিয়া কৈল গোড় কর ।
 প্রণতি করিয়া কহে গোবিন্দ গোচর ॥
 মুক্তিপদ না পাইল পাণ্ডু নৃপবর ।
 নারদ কহিল রাজস্বয় যজ্ঞ কর ॥
 তবে পাণ্ডু পাবে মুক্তি শুনহ রাজন ।
 তোমাকে আনাত্ম তেঞি করিয়া যতন ॥
 রাজস্বয় যজ্ঞ কর তুমি দয়াময় ।
 শুনিয়া হরিষ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরে কয় ॥
 ব্যাস তপোধনে অশ্রু করিয়া যতন ।
 উপহার দ্রব্য কর যজ্ঞ আয়োজন ॥
 কৃষ্ণের আজ্ঞায় হর্ষ যুধিষ্ঠির রাজা ।
 ব্যাস আদি মনিরে আনিয়া কৈল পূজা ॥
 ব্যাসদেব আজ্ঞা কৈল সবার গোচরে ।
 এক লক্ষ বাজা চাতি যজ্ঞ করিবারে ॥
 এক লক্ষ মনি চাতি করিতে বরণ ।
 স্ববর্ণের দ্রব্য সব সোণার আসন ॥
 নৃপতি সকলে আন করিয়া বরণ ।
 কাম্বজ প্রসাদে হবে বহু সম্পূরণ ॥
 চৈত্র মাসে পৌর্ণমাসী যজ্ঞ আরম্ভণে ।
 গোবিন্দমঙ্গল চুঃখীশ্রাম বিরচণে ॥ ২৯৮ ॥

জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ ।

রাগিণী পটমুঞ্জরী ।

গোবিন্দের দয়া হৈতে যুধিষ্ঠির সানন্দিতে
 কৈল রাজা যজ্ঞ আরম্ভণ ।
 চৈত্র মাস পৌর্ণমাসী ব্যাস সঙ্গে লক্ষ ঋষি
 যত্ন করি করিলা বরণ ॥
 রাজগণ নিমন্ত্রণে পার্থীভীমার্জুনে
 দেশে দেশে জানাইল দ্বিগা ।

নানা দেশের রত্ন ধন আইলা মে দুই জন
 চারি সহস্রেক রাজা লৈয়া ॥
 দুহ্যোধন শিশুপাল বিরাট দ্রুপদ আর
 অনাইল যজ্ঞের কাণ্ড ॥
 যুধিষ্ঠির তবে কয় লক্ষ নৃপ যদি হয়
 তবে করি সবার বরণ ॥
 নারদ বহেন কথা ছিয়ানই সহস্র তথা
 রাজা বন্দী জরাসন্ধ ঘরে ।
 ভীমার্জুনসঙ্গে হরি আন গিয়া মুক্ত করি
 প্রবেশিয়া ধাবন্তি নগরে ॥
 ভীমার্জুন সঙ্গে হরি সন্ন্যাসীর বেশ ধরি
 গেলা তিহ ধাবন্তি নগরে ।
 সিংহদ্বারে অহুসরি বিপক্ষ বিনাশ করি
 যদ্য দান নাগিল রাজারে ॥
 শুনি জরাসন্ধ হাসে রণ করিবার রোয়ে
 বাহির হইল ততক্ষণে ।
 কৃষ্ণার্জুন দৌহাকারে দেখি তিরস্কার করে
 ভীম সঙ্গে সংগাম সদনে ॥
 দেখি দৌহে হাতাহাতি মারামারি মাথামাথি
 গদায় গদায় সমসর ।
 দৌহে দেয় সিংহরড়ি রণরঙ্গে দৌহে পড়ি
 গড়াগড়ি অবনী উপর ॥
 দৌহে মহাযুদ্ধ করে দৌহে সম বল ধরে
 কেহ কারে জিনিতে না পারে ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হুর্লভ কথা
 চুঃখীশ্রাম দাস গায় সারে ॥ ২৯৯ ॥

জরাসন্ধ বধ ও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে

কৃষ্ণের বরণ ।
 রাগিণী টোড়ী ।
 শুক নারদে মহিমা গায় ।
 রামনাম ধরি বাণা বাজায় ॥ ৩০ ॥

রক্ষোদর সঙ্গে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ ।
 মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ দৌঁহে বন্ধে বন্ধ ॥
 তই জনে যুঝে দৌঁহে সম বল ধরে ।
 সমগ্র সংগ্রাম কেহ জিনিতে না পারে ॥
 দৌঁতার সংগ্রাম দেখি কৃষ্ণ ভাবে মনে ।
 পথেব ইঙ্গিত ভীম পাসরিল কেনে ॥
 বেণাপত্র চিরি কৃষ্ণ কৈল হুই খান :
 ইঙ্গিত বুঝিলা ভীম চতুর সজ্ঞান ॥
 গদাব প্রহারে তারে ভূমিতে পাড়িয়া ।
 তই পদে ধরি তার ফেলিল চিরিয়া ॥
 পড়িয়া মরিল জরাসন্ধ মহাকায ।
 পুষ্পবৃষ্টি করে স্নর্গে নাচে দেবতায় ॥
 তই স্থানে পোড়াইল অঙ্গ হুই পান :
 মুক্তিপদ দিল তারে প্রহু ভগবান ॥
 জবার সম্পদ যত নুটিয়া ভাঙার ।
 বন্দী মক্ত করাইল সকল রাজার ॥
 বধে করি ধন রত্ন নৃপগণে লৈয়া :
 হস্তিনানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
 দেখি নৃধিষ্ঠির রাজা আনন্দ অপার ।
 প্রভূপদে দণ্ডবৎ করি পরিহার ॥
 নৃপতি সকলে দিল পাদ্যার্থ্য আসন ।
 দিব্য স্থল অন্ন জল কৈল নিয়োজন ॥
 তবে নৃধিষ্ঠির রাজা করপুট হৈয়া ।
 ব্যাসদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥
 কহ উপদেশ প্রভু মজ্জের কারণ ।
 আজ্ঞা কর আগে করি কাহারে বরণ ॥
 ব্যাসদেব বলে রাজা শুনহ বচন ।
 সভা করি বসাইহ যত রাজগণ ॥
 পূর্ব তপ ফলে তোর সধা নারায়ণ ।
 সর্ব আগে কর তুমি গোবিন্দে বরণ ॥
 দিব্য রত্নাদুরী আর বিচিত্র বসন ।
 রচিত্য পুষ্পের মালা অঙ্গস্থি চন্দন ॥

ব্যাসদেব সঙ্গে করি ধর্মের নন্দন ।
 সভা আগে রামকৃষ্ণ করিল বরণ ॥
 তা দেখিয়া মনে মনে ভাবে শিশুপাল ।
 মোরে না বরিয়া বরে গোধন রাখিল ॥
 এই অপমান মোর প্রাণে নাহি সয় ।
 কোপে রাজা শিশুপাল সভা মধ্যে কয় ॥
 গোবিন্দে গঞ্জিয়া বলে শত শত গালি ।
 হুংখীশ্রাম বলে দয়া কর বনমালী ॥ ৩০০

শিশুপাল বধ

রাগিণী গুজ্জরা ।

দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা কোপে শিশুপাল :
 গোবিন্দে গঞ্জিয়া শেয় গালি
 কহে রাজা নৃধিষ্ঠিরে না বরিয়া নৃপবরে
 • কি শুণে বরিলা বনমালী ॥
 নৃপতিনন্দন নহে ছত্রদণ্ড নাহি বহে
 গোধন রাখিয়া গেল কাল :
 কংস আদি রাজগণে গায়াব মারিয়া রণে
 আপনি বাড়ায় ঠাকুরাল ॥
 তার বহে গোপিকার পথে দানসাথে আর
 নোকায় কাণ্ডারী নায়ায়ণ ।
 ভোজবিদ্যা শিক্ষা করি সংগ্রাম জিনিল হরি
 নহে ক্ষত্র গোপের নন্দন ॥
 হেন রূপে নানা ছলে গোবিন্দের মন্দ বলে
 দমবোষ রাজার নন্দন ।
 শুনি তার কটু বাণী ক্রোধভরে চক্রপাণি
 নিরীখেয়ে চঞ্চল নয়ন ॥
 আউ সরা যজ্ঞস্থলে তাহা কৃষ্ণ নিল করে
 দুরীইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড ।
 হৃদর্শন সম হৈয়া অবিলম্বে কাটে শিখা
 শিশুপাল নৃপতির মুণ্ড ॥

বাহির হইয়া প্রাণ শূত্রপথে আগুয়ান
 গেল বেগে বৈকুণ্ঠের স্থান ।
 তথা না দেখিয়া হরি দশ দিক গ ত করি
 যজ্ঞ স্থানে দেখে ভগবান ॥
 নিরখিয়া দামোদরে নানা রূপে স্তুতি করে
 দণ্ডবৎ বিনয় বিধান ।
 দেখিয়া তাহার ভাব দয়া করি পদনাভ
 দিল তারে নিজ দেহে স্থান ॥
 নিবারিয়া তিন জন্ম সাধিল সে নিজ কৰ্ম্ম
 বৈকুণ্ঠেতে বিজয়নন্দন ।
 শুন রাজা পরীক্ষিত - যুধিষ্ঠির যজ্ঞ রীত
 তবে সর্ব রাজার বরণ ॥
 বস্ত্র মাগ্যাঙ্গুরী রত্ন করিয়া অনেক বস্ত্র
 বরণ করিল রাজগণে ।
 সঙ্গে লক্ষ নৃপমণি স্থতিবাচ কহে মুনি
 কুণ্ডে অগ্নি করে আরাধন ॥
 গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যোবা শুদ্ধ চিত
 পরম কৈবল্য গতি পায় ।
 কৃষ্ণকথা মধুরাশি পিয় মনে দিবা নিশি
 শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০১ ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ ।

রাগিণী ভাটিয়ারি ।

হরি মোর সব হৃৎদাতা ॥ জ ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করে ধর্ম্মের নন্দন ।
 লক্ষ মুনি লক্ষ রাজা করিলা বরণ ॥
 স্ববর্ণ আসন সব স্ববর্ণের ব্যারি ।
 স্ববর্ণের ভোজ্য পাত্র স্ববর্ণ অঙ্গুরী ॥
 স্বর্ণ অলকার সব স্বর্ণ যজ্ঞসূত্র ।
 নিত্য নূতন রূপে দেই ধর্ম্মপুত্র ॥

স্ববর্ণ বসন সব পবিত্র উত্তরী ।
 বাটাবাটা যজ্ঞপাত্র সোণার গাগরি ॥
 সকল স্ববর্ণময় সিপঙ্কব আদি ।
 সকল সংগ্রহ কৈল দ্রব্য যথা বিধি ॥
 ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গিরা আচার্য্য ।
 রাজগণে নিয়োজিল যার যোবা কার্য্য ॥
 ক্ষেত্র শুদ্ধ কৈল অজ বৃষ চরাইয়া ।
 কুণ্ড মধ্যে অগ্নি কৈল উড়ম্বর দিয়া ॥
 সমিদাদি কাষ্ঠ আনি অগ্নির কারণ ।
 গুরু বস্ত্র আদি করি যত আয়োজন ॥
 যজ্ঞকুণ্ড বেড়িয়া বসিল মুনিগণ ।
 বেদধ্বনি করি কৈল ব্রহ্মা আরাধন ॥
 যুতক্ষব ভরি ভরি কৈল বেদধ্বনি ।
 পূরম যান্ত্রিক হৈয়া পূজিল আগুনি ॥
 রাজগণ যোগায় যজ্ঞের আয়োজন ।
 শূত্রপথে রহিয়া দেখিল দেবগণ ॥
 কুন্ত ভরি গো ঘৃত গুবাক ফণ দিয়া ।
 লক্ষ মুনি বেদধ্বনি মুখে উচ্চাରିয়া ॥
 যজ্ঞে ঘৃত ঢালেন সকল মহামুনি ।
 মহাজ্যোতির্ম্ময় তেজ উঠিল আগুনি ॥
 রাজসূয় মহাযজ্ঞ কে করিতে পারে ।
 যুধিষ্ঠির করে যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥
 যজ্ঞশেষ হৈল আসি জানি মুনিগণ ।
 যুধিষ্ঠির দ্রোপদীরে করিলা বরণ ॥
 পূর্ণার বিহিত দ্রব্য নিল যজ্ঞস্থানে ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীগ্রাম দাস ভণে ॥ ৩০৩ ॥

যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দান ও দক্ষিণা ।

রাগ মঙ্গল ।

যজ্ঞের বিধিমত উচিত বেদ্য যত
 সকল সংযোগ করিয়া ।

ধর্মের নন্দনে আনে মুনিগণে ।
 দ্রৌপদী সংহতি করিয়া ॥
 সকল মুনি মেলি কুণ্ডে দ্বত ঢালি
 দেয় বিহিত প্রমাণে ।
 পূর্ণার প্রয়োজনে অজ্ঞ সে যজ্ঞস্থানে
 জ্যোতিষের পুরুষ দর্শনে ॥
 সময় স্থলক্ষেণে জানিয়া মুনিগণে
 নৃপতি আনিল নিকটে ।
 দাণ্ডায় নৃপবর দ্রৌপদীর ধরে কর
 যজ্ঞে পূর্ণ দিল করপুটে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপথে সাক্ষাতে হাতে হাতে
 যজ্ঞ সম্পূর্ণ কৈল ।
 কৃষ্ণের পদতলে সমস্তে কুতূহলে
 দণ্ডবৎ প্রণাম করিল ॥
 সকল হুর সঙ্গে বাসবদেব রঙ্গে
 কুশুম্বর বিষণ করে ।
 পাণ্ডু নরপতি পিতৃগণ সাধি
 চলিল বৈকুণ্ঠপুরে ॥
 ব্যাস মুনিবর কহে যুধিষ্ঠির
 ব্রাহ্মণে বিহিত দক্ষিণা ।
 অরতি শত শত মাতঙ্গ হয় বৃথ
 দ্বিজকে শত ভার সোণা ॥
 একপে প্রতিজ্ঞনে তুষিল নানা ধনে
 হরিষ হৈল সর্ব মুনি ।
 আলীষ বেদধ্বনি করিয়া সব মুনি
 চলিলা নৃপতি বাখানি ॥
 তবে সে লক্ষ রাজা যজ্ঞে কৈল পূজা
 বিবিধ বসন ভূষণে ।
 গোবিন্দপদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাবে
 মেলানি হৈল রাজগণে ॥ ৩০৩ ॥

যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত রাজ-
 গণের বিদায় ।
 রাগিনী শোহিনী-সিকুড়া ।
 হরি হর রাম কৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ ।
 গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ৩০৪ ॥
 রাজহুয় যজ্ঞ কৈল যুধিষ্ঠির রাজা ।
 মুনিগণে বিবিধ বিধানে কৈল পূজা ॥
 রাজাগণে পূজিল অনেক রত্ন ধনে ।
 মেলানি মাগিয়া সবে গেল নিজ স্থানে ॥
 রাজহুয় যজ্ঞ কেহ করিতে না পারে
 যুধিষ্ঠির কৈল যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥
 গোবিন্দচরণে রাজা দণ্ডবৎ করি ।
 অনেক স্তবন কৈল পদতলে পড়ি ॥
 তবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিঙ্গন ।
 হারকা চলিল আমি গুনহ রাজন ॥
 তরে রাজা গোবিন্দে পূজিল নানাদনে ।
 হারকা চলিল কৃষ্ণ যত্নবল সনে ॥
 আশু বাড়াইয়া রাজা চলিলা সংহতি ।
 পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি ॥
 তবে কৃষ্ণ রাজাকে অনেক কৃপা করি ।
 মেলানি মাগিয়া গেল হারকানগরী ॥
 তবে রাজা মেলানি মাগিয়া নারায়ণে ।
 নিজ পুরে প্রবেশিল ভাতৃগণ সনে ॥
 নানা কুতূহলে কৃষ্ণ যত্নবল লৈয়া ।
 হারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥
 পরম আনন্দ যত হারকা বসতি ।
 শুক বলে গুন পরীক্ষিত নরপতি ॥
 বসুদেব দৈবকীর বড়ই আনন্দ ।
 বার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ ॥
 তবে যে করিল কৃষ্ণ গুন পরীক্ষিত ।
 হৃদযাত্রা দাস গায় গোবিন্দের গীত ॥ ৩০৫ ॥

কৃষ্ণ কৰ্ত্তক দন্তবক্র বধ ।

রাগিণী পটমঞ্জরী ।

শিশুপাল বধ শুনি দন্তবক্র হুঃখ মানি

সাজিল হইয়া ক্রোধমতি ।

সঙ্গে অক্ষৌহিণী দলে নানাবাদ্য কোলাহলে

দ্বারকা বোড়িল শীঘ্রগতি ॥

দামামার দিল ধ্বনি পুরীখণ্ড কাপে শুনি

বাহির হইল রামহরি ।

রথ রথা শত শত উগ্রসেন আদি যত

বহুবল ধায় ধনু ধরি ॥

পুরীর বাহির হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিয়া

গোবিন্দ হইল আশ্রয়ান ।

দন্তবক্র কৃষ্ণ দেখি হৈয়া মহাক্রোধমুখী

আগে বীর যুড়িল সন্ধান ॥

তুই দল দরশনে যুদ্ধ করে বীরগণে

নানা অস্ত্র ধরিয়া সমরে ।

পরশ মুষণ শেল পাশুপত মহাকাল

অশ্ব গজ বিবিধ প্রকারে ॥

দন্তবক্র ক্রোধভরে মুঘল ধরিয়া করে

ছাড়ে বেগে কৃষ্ণের উপরে ।

অন্ধচক্র বাণে হরি ত্রিশূল সংহার করি

দেখি দৈত্য অগ্নিবাণ ধরে ॥

বক্রণ বাণেতে হরি অনল নির্বাণ করি

চক্র কৃষ্ণ যুড়িল ত্রীকরে ॥

কাটিয়া তাহার মুণ্ড সেনা করি লণ্ডভণ্ড

কত দল পড়িল সমরে ।

আর যত সেনাগণ পলাইয়া সর্বজন

প্রাণ লয়ে গেল নিজ পুরী ।

তবে দেব গদাধরে সেই দুই সহোদরে

বৈকুণ্ঠেতে করিল হুমারী ॥

তিন জন্ম গোয়াইয়া গেলদোহে মুক্তি পাইয়া

শুন রাজা কহি তু তোমার

তবে নৃপ পরীক্ষিত হৈয়া প্রেমে পুলকিত

গদ গদ আনন্দ হিয়ায় ॥

কহ কহ শুনি মূনি তুয়া মুখে শ্রুধা বাণী

তুমি সে কৃষ্ণের অনুচর ।

সদয় ছবয় মনে কৃপা কর অকিঞ্চনে

উদ্ধারিবে এ ভবসাগর ॥

শুনিয়া রাজার বাণী কহে শুক মহামুনি

ধন্য রাজা তোমার জীবন ।

এসব কৃষ্ণের রস ভকত অন্তরে হর্ষ

অনুক্ষণ ভজ নারায়ণ ॥

মহিমাশাগর হরি ভক্তভাবে অনুসরি

ত্রিভুবন তারণ কারণে ।

যুগে যুগে নৃগপতি বোণিজান ঘাঁরে চিত্তি

ধন্য সেবা মজে কৃষ্ণগুণে ॥

তবে কৃষ্ণ করে যাহা পরীক্ষিত শুন তাহ

হরিপদে মজাইয়া মন ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে ছলভ কথা

স্বরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৩০৫ ॥

লক্ষ্মণহরণ বিবরণ ।

রাগিণী করুণা ।

বড় রে দয়াময় হরি ॥ ৩০৬ ॥

শুকদেব বলে রাজা শুনহ কারণ ।

হস্তিনা নগরে বৈসে রাজা দ্রুপদধন ॥

লক্ষ্মণা নামেতে কুরু রাজার কুমারী ।

রূপে গুণে অতুল্য অতি মনোহারী ॥

পরম হুমারী কত্তা ত্রিভুবন জিনি ।

অকুমারী সেই কত্তা শুন নৃপমণি ॥

সাধ নামে ওখা জাহ্নবতীর নন্দন ।

অমিতে অমিতে গেল হস্তিনাভুবন ॥

গুপ্তবেশে লক্ষণা হুন্দরী করে ধরি ।
 রথে বসাইয়া বীর চলে হরাপরি ॥
 লক্ষণা হরণ দেখি কোপে হর্ষোদ্যান ।
 সাম্রাজ্যে রাখিল রাজ্য করিয়া বন্ধন ॥
 তবে সে নারদমুনি দ্বারকানগরে ।
 কহিল এসব কথা গোবিন্দগোচরে ॥
 সাম্রাজ্য শুনি মহা রোষে চক্রাশনি ।
 আজ্ঞা দিল সাজ রথ সকল বাহিনী ॥
 উগ্রসেন সাজিল সকল রথ রথী ।
 যত বৃষ্টিবংশ আদি যত সেনাপতি ॥
 শ্রীকৃষ্ণ কুপিত দেখি রেবতীরমণ ।
 উপদেশ বচনে প্রবোধে নারায়ণ ॥
 কি লাগি আপনি ক্রোধ কর বন্ধুজনে ।
 আমি সে একক যাঁব রথ আরোহণে ॥
 প্রত্নবধু আনিব করিয়া প্রীতি পথ ।
 এত বলি চলে রাম চালাইয়া রথ ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া হস্তিনা ভুবন ।
 হর্ষোদ্যান আদি যত সেনাপতি গণ ॥
 বলদেব দেখি সব লগুবৎ কৈল ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রামে যজ্ঞে পূজিল ॥
 সভামধ্যে কহে রাম গুন হর্ষোদ্যান ।
 বন্ধু বিচ্ছেদ কর্য কর কি কারণ ॥
 সাম্রাজ্য যদি না জানিয়া হরিল লক্ষণা ।
 বন্দী কৈলে কুমারী না করি সমর্পণা ॥
 এত অহঙ্কার কর এবা কি উচিত ।
 হর্ষোদ্যান বলে সাম্রাজ্যে বিপরীত ॥
 এমনে কেমনে কহ করি কন্যা দান ।
 ইহা শুনি বলদেব কোপে কম্পমান ॥
 কুরুকুল বিনাশ করিব অবহেলে ।
 আগলে হস্তিনা তুলি কেলিবে পাতালে ॥
 ক্রোধ করি রাম ভূমে ঠেকাইল হাল ।
 গাঙ্গলে তুলিল কিত্তি কেলিতে পাতাল ॥

টলমল হৈয়া পড়ে হস্তিনা নগর ।
 হর্ষোদ্যান আদি সবে পরম কাতর ॥
 তবে কুরুপতি সঙ্গে ব্রাহ্মণ লইয়া ।
 রামের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
 অনেক প্রণতি করি কহে হর্ষোদ্যান ।
 হুংখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ৩০৬ ॥

সাম্রাজ্যের সহিত লক্ষণার বিবাহ ।

রাম রামকৈলি ।

রাম দেখি কোপমতি হর্ষোদ্যান নরপতি
 সঙ্গে প্রিয় বন্ধুগণ লৈয়া ।
 দণ্ডবৎ শত শত প্রেমে ভরু পলকিত
 নিবেদয়ে বিনয় করিয়া ॥
 সভামধ্যে আথে গিয়া রামের বদন চেয়া
 কুরুক্ষেত্র করে নিবেদন ।
 এত প্রাণী বঁধ কৈলে হইবেক কোন ফলে
 গুন রাম কমলোচন ॥
 প্রত্নবধু আনিবার ইহা চাহ রাখিবার
 তুমি সে অনন্ত গুণমণি ।
 দূরে পরিহর রোষ হর্ষোদ্যানে ক্ষম দোষ
 বন্ধুগণ রাখ হৃদয়পাণি ॥
 সবিনয় শুনি রাম জানি সিদ্ধিভেল কাম
 তুষ্ট হৈল কুরুরাজ বোলে ।
 কৃপাময় কামপাল কহে সম্বরিয় হাল
 কিত্তি বসাইল নিজ স্থলে ॥
 তবে হর্ষোদ্যান রাজ্য রামেরে করিল পূজা
 নানা উপহার দ্রব্যাদি দিয়া ॥
 সুখে সাম্রাজ্যে বসি দিয়া দৌহাকারে
 বন্দ্রামে সমর্পিল লৈয়া ॥
 যৌতুক অনেক ধন নানা বস্ত্র আভরণ
 অথ গজ রথ রথী সেনা ।

মেলানি মাগিয়া রাম আনন্দে চলিলা ধাম
 সঙ্গে বাজে বিবিধ বাজনা ॥
 বহু রথ রথী সঙ্গে দ্বারকা প্রবেশে রঙ্গে
 দেখি কৃষ্ণ কোতুক বিশেষে ।
 উল্লাসিত জাম্ববতী মঙ্গল কলস পাতি
 পুত্রবধূ গৃহে পরবেশে ॥
 আনন্দিত সর্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক
 যথা কৃষ্ণ যতুলনাথ ।
 হোতসব নৃত্যগীত অহর্নিশ আনন্দিত
 তয় ভ্রান্তি নাহিক উৎপাত ॥
 যুধিষ্ঠির বরে হরি গেলেন হস্তিনা পুরী
 একা রথে দৈবকীনন্দন ।
 রাম আদি সেনাপতি রহিলা সে দ্বারাবতী
 গুন রাজা পুরাণ বচন ॥
 কৃষ্ণ মারে শিশুপাল সখা তার ছিল শাস্ত্র
 দ্বারকা বেড়িল মহামুর ।
 গোবিন্দ মঙ্গল রসে হৃৎখীণ্যামদাস ভাষে
 কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর ॥ ৩০৭

শাস্ত্রের সহিত রামকৃষ্ণের যুদ্ধ

শিশুপাল দন্তবক্র বধিল মুরারি ।
 তার মিত্র শাস্ত্র রাজা মনে ক্রোধ করি ॥
 তিন অকৌহিলী সেনা সঙ্গে রথরথী ।
 নিশি শেষে দ্বারকা বেড়িল শীঘ্রগতি ॥
 অগ্ন গজ কলরব হুসুতি ঘোষণ ।
 বিপক্ষ দেখিয়া কাঁপে যত প্রজাগণ ॥
 বলভদ্র গুনিল শাস্ত্রের আগমন ।
 সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হৈল সঙ্গে সেনাগণ ॥
 সর্কারস্তু অবৈশিল করিব তার রণ ।
 তই দল নিশামিষি অস্ত্র বরিষণ ॥

নানা অস্ত্র ধরি যুদ্ধ করে সেনাগণ ।
 রথী রথী যুদ্ধ হয় না যায় কখন ॥
 তবে শাস্ত্র নরপতি দেখি সর্ব্বধে ।
 মহা যুদ্ধ করে দৌহে অতি ক্রোধমনে ॥
 উগ্রসেন কাম আদি যত বীরগণ ।
 অগ্ন গজে আরোহিয়া করে মহারণ ॥
 হোথা কৃষ্ণ হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির স্থানে ।
 মেলানি মাগিয়া চলে দ্বারকা ভুবনে ॥
 পুরী প্রবেশিতে শুনে শব্দ মহামার ।
 কেবা যুদ্ধ করে আসি মন্দিরে আমার ॥
 ভাই বলরাম আছে দ্বারকানগরে ।
 আসিয়াছে কোন বীর মরিবার তরে ॥
 এত বিচারিয়া গেল পুরী সন্নিধানে
 জানিল লাগিছে যুদ্ধ শাস্ত্র রাজা সনে ॥
 তবে কৃষ্ণ গেল যথা শাস্ত্র দৈত্যপতি ।
 কৃষ্ণ দেখি যুদ্ধ করে হৈয়া ক্রোধমতি ॥
 শূল লৈয়া মারে দৈত্য কৃষ্ণের উপরে ।
 হৃদর্শনচক্রে বীর ত্রিশূল সংহারে ॥
 তবে কৃষ্ণ অস্ত্রে বিকিল নানা বাণে ।
 অস্ত্র অস্ত্রী মায়া করিলা সৃজনে ॥
 মায়াতে বস্তুর মুণ্ড আনিল কাটিয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণের রথে মুণ্ড দিল ফেলাইয়া ॥
 দেখিয়া পিতার মুণ্ড কৃষ্ণ কুপাময় ।
 অগ্ন বহে অগ্নি ধন্দে তাবিল হৃদয় ॥
 ভাই বলরাম আছে পুরীর রক্ষণে ।
 তবেত অস্ত্র পিতা কাটিল কেমনে ॥
 এত বলি মনে ভাবে দেব ভগবান ।
 মায়াযুক্ত করে দৈত্য আনিল নিদান ॥
 আদি শাস্ত্র রাজারে পাঠাব ধমাল্য ।
 এত বলি যুদ্ধে কৃষ্ণ হৃৎখীণ্যাম কর ॥ ৩০৮ ॥

শাস্ত্র বধ ।

রাগ কামোদ ।

তবে দেব যদুপতি পরম ক্রোধিত মতি
দেখিয়া শাস্ত্রের মহারণ ।

শাস্ত্র ধ্বনি করি রঙ্গে নিজ বল লয়ে সঙ্গে
নানা অস্ত্র করে বরিষণ ॥

পরশু মুদগর শেল হয় গ্রীব মহাকাল
সূচীমুখ বলীমুখ আর ।

পাণ্ডপত কাল দণ্ড খটাজ মেদিনী ধণ্ড
অর্ধচন্দ্র বাণ কর্ণিকার ॥

ধরিয়া ধনুক বাণ কোপে ক্রুদ্ধ কম্পমান
সর্ব সেনা করিল সংহার ।

ধণ্ড ধণ্ড রথ রথী পড়ে বৃত সেনাপতি
শোণিতে বহিছে নদী ধার ॥

দেখিয়া সৈন্যের নাশ শাস্ত্র রাজা মনে আস
ধায় রাজা মুগল ধরিয়া ।

দেখিয়া দৈত্যের গতি বিস্ময়কর যদুপতি
ধনুকেতে যুড়িলেক লৈয়া ॥

কাটা গেল মুণ্ড তার গড়াপড়ি রক্ত আর
দেখি মোক্ষ দিল নারায়ণ ।

পড়িয়া কৃষ্ণের করে আনন্দে বৈকুণ্ঠ পুরে
শাস্ত্র রাজা করিল গমন ॥

তন রাজা পরীক্ষিত সুরলোকে হরষিত
পুস্তকটি করে পুরস্কর ।

ভারাবভারণে হরি উদ্ধারিতে বহুকরী
দয়ানিধি দেব দামোদর ॥

শেষ ছিল বত সেনা পলাইল সর্বজন
প্রাণ লৈয়া গেল নিজ দেশ ।

রথ তিনি দেব হরি যদুবল সঙ্গে করি
নিজ পুরে করিল প্রবেশ ॥

দারকা বসতি বর্ত নর নারী শত শত
ধন ধন করে সর্বজন ।

দৈবকী শ্রীবল্লভদেব তার মুখ কি কহিব

বীর পুত্র দেব নারায়ণ ॥

এ সব কৃষ্ণের লীলা সংসার সাগর ভেলা
জপিলে জনম নাহি পায় ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে চূর্ণত কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০৯ ॥

দ্বিবিদ বানর বধ ।

আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া

রাম নারায়ণ বল ॥ ৩১০ ॥

শুক বলে শুন পরীক্ষিত নৃপবর ।

শাস্ত্র রাজার মিত্র সে যে দ্বিবিদ বানর ॥

মিত্ররিপু সাধিতে প্রবেশে দ্বারাপুরে ।

নগর বেড়িয়া ফিরে নানা তেজ ধরে ॥

সুগ্রীবের পাত্র বীর মহামুগ্ধ জানে ।

চক্রাকার হৈয়া ফিরে দ্বারকা ভুবনে ॥

গাছ পাথর করে ধসি করে মহা বল ।

রাহির হইতে নারে রমণী সকল ॥

নারীগণ সলিলে ঘাইতে খেদ করে ।

গাগরী ভাঙ্করে সে বসন হাতে চিরে ॥

কৃষ্ণ পাশে গিয়া জানাইল প্রজাগণ ।

দ্বিবিদ বানর জানি রামনারায়ণ ।

নিজ বল সঙ্গে করি রামনারায়ণ ॥

রাহির হইল তবে ভাই হুইজন ॥

কৃষ্ণ দেখি কপিরাজ মহাক্রোধ করে ।

শিলা বৃক্ষ লয়ে বীর মহামুগ্ধ করে ॥

তবেত গোবিন্দ দেখি দ্বিবিদ বানরে ।

সংগ্রামে প্রবর্ত ভেল মহা ক্রোধ করে ॥

কণে কণে রণ হলে কণে শূন্য পড়ে ।

গাছ পাথর খিলী লৈয়া মহামুগ্ধ করে ॥

বানর বিক্রম দেখি দেব চক্রেগাণি ।

বধিব বাসক হেন তাহিল অংশনি ॥

গাছ গাছর কাটিলেন অর্জুচন্দ্র বাণে ।
 চক্র করে ধরি কৃষ্ণ প্রবেশিল রণে ॥
 করে চক্র ফিরাইয়া ছাড়িল প্রচণ্ড ।
 অবিলম্বে কাটে গিয়া বানরের মুণ্ড ॥
 পড়িল বাণর রাজ শ্রীকৃষ্ণের রণে ।
 বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
 বানর বিনাশ করি দেব চক্রপাণী ।
 দ্বারকা প্রবেশে কৃষ্ণ দিয়া শঙ্খধ্বনি ॥
 দেখিয়া আনন্দ বড় দ্বারকা বসতি ।
 ধন্য ধন্য রামকৃষ্ণ যদুকুলপতি ॥
 আনন্দে বৈসয় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে ।
 অহর্নিশ নৃত্য গীত প্রতি ধরে ধরে ॥
 পুষ্পবৃষ্টি করে দেব নাচে বিদ্যাধরী ।
 বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগরী ॥
 বহু দৈবকীর মনে বড়ই আনন্দ ।
 যার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ ॥
 হুঃখীশ্রাম দাস কহে অশ্রু নাহি মতি ।
 শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ পদে রহক তকতি ॥ ৩১০ ॥

বিজয়ের উদ্ধার ।

রাগ কল্যাণ ।

ওক বলে পরীক্ষিত শুন হৈয়া এক চিত
 শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সুখা বাণী ।
 চক্রবংশে মহাতেজা জনমিল যুগ রাজা
 যার যশ জগতে বাধানি ॥
 রাজা বড় পুণ্যবান নিত্য নিত্য দেয় দান
 শত গাভী বৎসক সহিত ।
 স্বর্ণ শূকু গুর বাক্য কপালে গোণার ঢাকা
 লেখে রত চাকর ব্যক্তি ॥
 হেনরূপে দিনপ্রতি পীস ঘেন দরপতি
 শুন রাজকদৈবের বেপতি ॥

ব্রাহ্মণ লইয়া যার ধেনু একগুটি আয়
 রাজগোষ্ঠে আসি উপনীতি ॥
 আর দিন নৃপবরে শত গাভী দান করে
 সেই ধেনু সে পালে আছিল ।
 বিপ্র লৈয়া যার বেগে পূর্ব দ্বিজ দেখে রেগে
 গাভী ছেতু কোদল লাগিল ॥
 তবে দৌড়ে তুরাত্তরি রাজার গোচর করি
 প্রবোধিতে নারিল রাজনে ।
 অন্তকালে যম স্থানে সেই পাপ নিবন্ধনে
 কুকলাস হৈল ডেকারণে ॥
 পাপে স্থল বগু ধরি জন্মমেতে অবতরি
 পিপাসে করিতে জল পান ।
 নাহিয়া সে কুপ মাঝে বন্দী হৈল মহারাজে
 কর্ম দোষ না যায় ছাড়ান ॥
 ওথা রাম কৃষ্ণ রঙ্গে যদুবল লৈয়া সঙ্গে
 যুগয়া করিয়া বলে বনে ।
 ভ্রমিতে নির্জল বনে কুপ দেখি জলপানে
 করেন অদ্রুত দরশনে ॥
 ত্রাস যুক্ত হৈয়া মনে জানাইল নারায়ণে
 কূপে দৃষ্টি দিল দয়ামর ।
 গোবিন্দের দয়া হৈতে চড়িয়া বিমান রথে
 বৈকুণ্ঠেতে চলিল বিজয় ॥
 নৃপতি উদ্ধার করি যদুকুল সঙ্গে হরি
 প্রবেশিল দ্বারকানগরে ।
 আনন্দিতে নর নারী বিবিধ মঙ্গল করি
 পূর্ণ কৃত্য স্থাপিয়া ছয়ারে ॥
 কৃষ্ণ দেখি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
 কিয়র কিয়রী ধার সীত ।
 গোবিন্দমঙ্গল পোখা তুখনে হর্ষত কথা
 শ্রীকৃষ্ণ নন্দন হরচিত ॥ ৩১১ ॥

যঁহুবংশীয়গণের তীর্থ যাত্রা।

শুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমায়ে
হেনরূপে থাকে কৃষ্ণ ষারকানগরে ॥
কামদেব আদি করি বহু যে দৈবকী ।
শ্রীমানন্দবদনে কৃষ্ণ যহুকুল ডাকি ॥
পুণ্য তীর্থ চল গিয়া করিব সিনান* ।
বিপ্রগণে মন ভুজে দিব মহাদান ॥
† অষ্ট রমণীর সঙ্গে পুত্রবধুগণ ।
দারুক সাজায়ে রথ আনে ততক্ষণ ॥
কৃষ্ণ কামপাল রথে করিল সাজন ।
নানা অস্ত্র ধরি ধায় পদাতিকগণ ॥
যহুকুল সংহতি চলিল দেবরাজ ।
উগ্রসেন রাজা রহে দ্বারাবতী মাঝ ॥
কৃষ্ণ আনন্দে গেল মহা তীর্থস্থানে ।
পুণ্য তীর্থ দেখিল সকল মুনিগণে ॥
অস্ত্রিরা অগস্ত্য ঔরস মহামুনি ।
দেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ॥
গৌতম দ্রুপদা গর্গ পুণ্ড্র তাণ্ডব ।
চমস লোমশ দক্ষ ভৃগু আদি সব ॥
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া মুনি আনন্দ অপার ।
মুনিগণে গোবিন্দ করিল নমস্কার ॥
পুণ্যতীর্থে কৈল কৃষ্ণ সিনান তর্পণে ।
মুনিগণে তুলিল অনেক রত্ন ধনে ॥
তবে কৃষ্ণ করিল গোবিন্দটি রত্ন দান ।
তবে বহুবল সঙ্গে কৈল জলপান ॥
তীর্থ যাত্রাস্থানে দেখা হৈল নন্দ সনে ।
যশোদা রোল্লী অঙ্গি ধোণ গোপীগণে ॥

* দান ।

† অষ্টরমণী—১ কল্কি, ২ জাম্ববতী,

৩ সভ্যতামা, ৪ কালিকী, ৫ বিশ্বাবতী,

৬ লম্বজিতা, ৭ ব্রহ্মকণা, ৮ হুশীলা ।

নন্দ দেখি বহুদেব কৈলা আলিঙ্গন ।
রাম কৃষ্ণ কৈল নন্দে চরণ বন্দন ॥
যশোদা আনন্দ মতি কৃষ্ণ দরশনে ।
উল্লাসিত হৈল যত গোপ গোপীগণে ॥
বহুদেব বলে নন্দ তুমি প্রাণসখা ।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের যে রক্ষা ॥
নানা বস্ত্র দিয়া নন্দে কৈল পুরস্কার ।
গোপীগণে কৈল বহু গৌরব অপার ॥
তবে নন্দ মেলানি মাগিয়া বহুরাজে ।
হরিষে প্রবেশ কৈল গোকুল সমাজে ॥
তবে বহুদেব চলে যথা মুনিগণ ।
করযোড় করি বহু করে নিবেদন ॥
তবে বহুদেব বলে মুনিগণ স্থানে ।
পুত্রভাব বিহু না জানিহু নারায়ণে ।
কিরূপে তরিয়া যাব এ ভঁব সংসার ।
উপায়বলহ কিসে পাইব নিস্তার ॥
তুনি মুনিগণ আজ্ঞা দিল বহুরাজে ।
নিস্তার কারণ যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে ॥
তুনিয়া চলিল বহু রামকৃষ্ণ স্থানে ।
গৌবিন্দমঙ্গল হৃদযীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১২ ॥

বহুদেবের তীর্থ-যজ্ঞ ।

রাগিনী মঙ্গলগুজরী ।

বহুদেব বলে বাণী শুন রাম হলপানি
মুনিগণ আজ্ঞা দিল মোরে ।
এই পুণ্য তীর্থ মাঝে বেগে কর যজ্ঞ কাষে
পরলোক তরিবার ভরে ॥
রাম কৃষ্ণ এত তুনি গেল যথা সর্ব মুনি
কহে দৌড়ে করিয়া বিনয় ।
কৃষ্ণ কর বহুরাজে যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে
যজ্ঞব্যব আনিল তথায় ॥

তবে সৰ্ব্ব মুনি মেলি কুণ্ড মধ্যে অগ্নি জালি
যজ্ঞিবাচ করি বেদধ্বনি ।

যজ্ঞের উচিত যত তথা করি উপগত
বরণ করিল সৰ্ব্ব মুনি ॥

গোমুত শুবাক দধি উডুস্বর সমিাদি
কাষ্ঠ দিয়া জালে হতাশন ।

বাসদেব হৈল হোতা অজিরা আচার্য্য তথা
কুণ্ডে কৈল ব্রহ্ম আরাধন ॥

সৰ্ব্ব মুনিগণ মেলি কুণ্ড মধ্যে ঘৃত ঢালি
মহা ভেজ উঠিল আগুনি ।

জানিয়া যজ্ঞের গতি বহু দৈবকীর প্রতি
বরণ করিয়া তথা আনি ॥

যজ্ঞ শেষ হৈল দেখি তবে বহু দৈবকী
কুণ্ড মধ্যে দিল পূৰ্ণাহতি ।

যজ্ঞ বিষ্ণু প্রীতি-পণে সমর্পিল নারায়ণে
পুষ্পবৃষ্টি করে সুরপতি ॥

যজ্ঞ পূর্ণ হৈল যবে বহু দৈবকী তবে
দক্ষিণা দিলেন-মুনিগণে ।

বহু সজ্জ রাম হরি আশীষ প্রার্থনা করি
মুনিগণ গেল তপোবনে ॥

তবে রাম রুক্ষ সজ্জ বহুবল লৈয়া রজ্জ
প্রবেশ করিল দ্বারকায় ।

পুরীধণ্ড আনন্দিত শুন রাজা পরীক্ষিত
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩১৩ ॥

বিপ্রপুত্র ব্রহ্মা বিবরণ ।

মুনি বলৈ শুন রাজা দ্বারকা ভুবনে ।

কৃষ্ণের প্রসাদে স্থানন্দ প্রজাগণে ॥

বিপ্র এক বসতি করয়ে দ্বারকায় ।

শুন পরীক্ষিত রাজা বৈবগতি তৎ ॥

গৃহারন্ত করি দ্বিজ করেন বসতি ।

প্রথমে তাহার নারী হৈল গর্ত্বতী ॥

দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল ।

প্রসব হইবা মাত্র বালক মরিল ॥

তবে কত দিনান্তরে গর্তে পুনর্বার ।

ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মরিল কুমার ॥

হেন মতে অষ্টবার হয় গর্তপাত !

হইল নবম গর্তে শুন নরনাথ ॥

অনেক দুঃখিত মনে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ ।

হেন মতে দশ মাস হইল পূরণ ॥

প্রসব হইবা মাত্র মরিল নন্দন ।

কাতর হইয়া বিপ্র করয়ে রোদন ॥

মৃত শিশু কোলে করি দ্বিজবর যায় ।

রাখিল লইয়া শিশু কৃষ্ণের সভায় ॥

কি মোর করমে হৈল কহ নারায়ণ ।

কহিতে কহিতে দ্বিজ করয়ে রোদন ॥

আছিল অর্জুন বীর সভা বিদ্যামানে ।

প্রতিজ্ঞা করিয়া পার্থ কহিল ব্রাহ্মণে ॥

শুন দ্বিজ চলি যাহ আপন মন্দিরে ।

পুনরপি গর্ত হৈলে ব্রাহ্মণী উদরে ॥

আমাকে কহিবে তুমি প্রসব সময় ।

শরজাল করি শিশু বাঁচাব নিশ্চয় ॥

প্রবোধ করিয়া দ্বিজে করিল মেলানি ।

তবে কত দিনে গর্তে ধরিল ব্রাহ্মণী ॥

দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ ।

অর্জুনে আনিলা দ্বিজ করিয়া বতন ॥

প্রসব সময় পার্থ ধনুশের ধরি ।

দশ দিক করে বন্দী শরজাল করি ॥

ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু গেল শূন্য পথে ।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গজে ধিক্কার পার্থে ॥

সজ্জ হইয়া গেল কৃষ্ণ স্থান ।

এ কি কারণে কহে শুন নারায়ণ ॥

এ লক্ষ্মী সাগরে কৃষ্ণ করহ উদ্ধার ।
হাসি কৃষ্ণ কহেন করিব প্রতিকার ॥
পার্থ সঙ্গে করি চলে রথ আরোহণে ।
গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখীণ্যাম দাস গানে ॥ ৩১৪ ॥

কৃষ্ণের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও
বিপ্রপুত্র আনয়ন ।

রাগিণী বরাড়ী ।

অর্জুন সারথি করি রথ আরোহণে হরি
পশ্চিম মুখেতে আগমন ।
জম্বু দ্বীপ পার হৈয়া সপ্ত দ্বীপ এড়াইয়া
সিদ্ধু পারে দিল দরশন ॥
সপ্ত দ্বীপ হৈতে পার কৈল রথে আগমন
প্রবেশ হইল তমো ঘোরে ।
অন্ধকার এড়াইয়া চলিলা আনন্দ হৈয়া
উপনীত জ্যোতির্ময় পুরে ॥..
পার্শ্বে রাখি সিংহদ্বারে কৃষ্ণ গেল অভ্যস্ত
বধা সে পুরুষ পুরাতন ।
দণ্ডবৎ স্তুতি সেবা আদি নারায়ণ দেবা
ভাবে কৃষ্ণ দিল আলিঙ্গন ॥
কহে ব্রহ্ম সনাতন গুন নর নারায়ণ
ক্ষিতি কম্প অনুরের ভরে ।
ব্রহ্মা আদি সুরপতি ক্ষীর নদী কুলে স্থিতি
অনেক বিনয় কৈল মোরে ॥
তবে আমি নিজ অংশে তোমা সজ্জি হরিবংশে
পাঠাইব ধরণী তারণে ॥
আপনি রহিলে রসে আমি প্রতি অসম্ভাষে
ত্রেণি মারি দ্বিজপুত্রগণে ॥
এমন প্রকারে হয়ে কথোপকথন হয়ে
কে জানিবে সে সব সন্ধান

কহিতে অকণ্ঠ কথা বিপ্র সুভগ্ন তথা
শ্রীকৃষ্ণ দেখেন বিদ্যমান ॥
তবে ব্রহ্ম সনাতন আদি দেব নারায়ণ
মেলানি মাগিল দেব হরি ।
বিপ্র দশ পুত্র সাথে অর্জুন সারথি রথে
বাহির হইল সেই পুরী ॥
পরম আনন্দ হৈয়া দিল রথ চালাইয়া
বায়ুবেগে অশ্বের গমন ।
গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে চলিত কথা
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৩১৫ ॥

বিপ্রের দশ পুত্র ও বসুদেবের
ছয় পুত্র পুনঃ প্রাপ্তি ।

বড় রে দয়ার নির্ধি হরি !
এ ভবসমুদ্রে বিষম তেউ
ভূমি তরাইলে তারি ॥ ক্র ॥
হেন রূপে অর্জুন সারথি কৃষ্ণরথে ।
ব্রাহ্মণের দশ গুটি পুত্র লৈয়া সাথে ॥
শৌভ্রগতি পূর্বমুখে চলে রথখান ।
অন্ধকার এড়াইয়া ত্বরাস্বরী যান ॥
সপ্ত সিদ্ধু সপ্ত দ্বীপ পার হৈয়া স্মৃতে ।
হারকা প্রবেশ কৃষ্ণ হইলা কোতুকে ॥
ত্বরাস্বরী গেল সেই ব্রাহ্মণের ঘরে ।
দশ পুত্র সমর্পিলা ব্রাহ্মণী গোচরে ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তবে পুত্রগণ পাইয়া ।
কৃষ্ণার্জুনে প্রশংসে আনন্দচিত্ত হৈয়া ॥
বহু বহু গোবিন্দ তোমার অবতারে ।
তোমার মহিমা কেবা পারে বলিবারে ॥
তোমার প্রসাদে মোর বংশ রক্ষা হৈল ।
অনেক আদির কহি কহি কহি

অৰ্জুনে তুষ্ণিল অনেক পুরস্কারে ।
 মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চলিলা মন্দিরে ॥
 তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত ।
 এক মন হৈয়া শুন কৃষ্ণের চরিত ॥
 ব্রাহ্মণের পুত্র আনি দিল নারায়ণ ।
 এসব চরিত্রে ভেল সংসারে ঘোষণ ॥
 দৈবকী স্কন্দরী মনে ভ্রংশিত হইয়া ।
 কহেন কৃষ্ণের আগে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
 শুন শুন গোবিন্দ যে ভ্রংশ মোর মনে ।
 কংসাসুর মাইল যে বালক ছয় জনে ॥
 তা সব স্বরণে মোর বিন্দরে পুরাণ ।
 বিদ্যা পড়ি আনি দিলে গুরুপুত্র দান ॥
 হাঙ্গীর দশ পুত্র তাহা আনি দিলে ।
 এ সব ঘোষণ তুমি ভগতে রাখিলে ॥
 সেই সব পুত্র আনি করাহ দর্শন
 এত শুনি রথ সাজ কহে নারায়ণ ॥
 দারুক সাজায়ে রথ আনিলা গোচর ।
 রথে আরোহণ করি দেব গদাধর ॥
 পাতাল বৃহন্দে রথ দিল চালাইয়া
 অসুর ভূপতি গৃহে উত্তরিল গিয়া ।
 দেখিয়া আনন্দ বলি কৃষ্ণেরে লইয়া ।
 সিংহাসনে বসাইল যড়জে পূজিয়া ॥
 ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা আমোদনে ।
 প্রভুপদ পূজিয়া দাণ্ডায় বিদ্যমান ॥
 কি জানি কি ভাগ্য মোর পূর্বে তপফলে
 দেখিতু ও পাদপদ্ম নয়ন যুগলে ॥
 কৃষ্ণ আন্তা দিল বলি শুনহ বচন ।
 কোথা আছে আনি দেহ মম ভাতৃগণ ॥
 আন্তা পেয়ে অসুর ভূপতি ততক্ষণে ।
 ছয় শিশু আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥
 নানা রত্নে পূজা করি দিলেন মেলানি ।
 জ্যেষ্ঠ যড় ভ্রাতৃ সঙ্গে চলে চক্রপাশি ॥

দ্বারকানগরে কৃষ্ণ হইল প্রবেশ ।
 দেখিয়া দৈবকী দেবী আনন্দ বিশেষ ॥
 রূপে গুণে দেখিতে স্কন্দর ছয় জন ।
 বসুদেব দৈবকী স্নেহে করেন পালন ॥
 পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায় ।
 গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীশ্রাম দাস গায় ॥ ৩১৬ ॥

সুভদ্রা হরণ ।

শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন ।
 ব্রহ্মচারী রূপ তথা হইলা অৰ্জুন ॥
 কাষ বাস পরিধান করে দণ্ডধারী
 তীর্থে তীর্থে ভ্রমেন হইয়া ব্রহ্মচারী ॥
 দ্বারকানগরে দিয়া দিল দরশন ।
 বসুদেব দেখি তারে করিলা বতন ॥
 চারি মাস বরিষা রাখিল অতিথিরে ।
 পরিচর্যা করিতে দিলেন সুভদ্রারে ॥
 হেনরূপে রহে পার্থ দ্বারকা ভবনে ।
 অন্ন জল সুভদ্রা যোগায় প্রতিদিনে ॥
 যখন যা চাহে তাহা সুভদ্রা যোগায় ।
 বর্ষা অন্ত হৈল শুন পরীক্ষিত রায় ॥
 সুভদ্রা অৰ্জুনে কথা ইঙ্গিত আকারে ।
 সুভদ্রা লইয়া পার্থ রথের উপরে ॥
 চলিল পার্থের রথ পবন গমনে ।
 সুভদ্রা হইল চুরি জানে সর্দরজনে ॥
 বলরাম দ্বায় রণে যত্নবল লৈয়া ।
 বেড়িল পার্থের রথ শীঘ্রগতি গিয়া ॥
 টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল ধনঞ্জয় ।
 মহা বলবান্ বীর বড়ই নিষ্ঠুর ॥
 শরজাল করি করে বাণ বরিষণ ।
 অৰ্জুন জানিয়া ক্রমা দিলা নারায়ণ ॥
 হাছড়িয়া যত্নবল গেল দ্বারকায় ।
 সুভদ্রা লইয়া পার্থ গেল হস্তিনায় ॥

ধর্মমুখ্য স্থানে পার্থ করিল গোচর ।

বহুদেব সঙ্গে কৃষ্ণে আনে বৃকোদর ॥

অধে যদু রাজ পার্শ্বে দিল কল্যাদান ।

কেবল অর্জুনে সখা দেব ভগবান ॥

তবে যুধিষ্ঠির পূজা কৈল নারায়ণে ।

বহুদেব ভূষিল বিনয় ভক্তি মনে ॥

সুভদ্রা অর্জুন সঙ্গে হৈল পরিণয় ।

সেই গতে জন্ম অভিমহ্য ধর্মময় ॥

শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণ বাণী ।

পাণ্ডু বংশে সদয়-হৃদয় চক্রপাণি ॥

তবে কৃষ্ণ যদু রাজ গেল দ্বারা বতী ।

পরম আনন্দে লোক করয়ে বসতি ॥

অকণ্ঠ কৃষ্ণের গুণ कहने না যায় ।

মানসিক করিয়া মুনীন্দ্র জপে যায় ॥

ক্রমে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত ।

ছাখীশ্রাম দাস গায় গোবিন্দের গীত ॥৩১৭॥

শ্রামাদগের যজ্ঞ ও কৃষ্ণের প্রতি

বৈকুণ্ঠ গমনের সঙ্কেত ।

রাগ কৌশিক ।

কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত শুন বাণী

গোবিন্দ মহিমা গুণরাশি ।

পূর্বে ব্রহ্মমুনিগণে সোপান সরোজ স্থানে

যজ্ঞ হেতু গোষ্ঠী করি বসি ॥

অঙ্গিরা অগস্ত্য কক্ষ বরীচি তুর্কাসা দক্ষ

ব্রহ্মহুত সিদ্ধ নরজন ।

পাশের আদি কারি বামদেব ব্রহ্মচারী

কপিল ভার্গব তপোধন ॥

ভৃগুকে ডাকিয়া আনি কহে সকল মুনি

যজ্ঞ করিয়াছি আরম্ভণে ।

চল এবে সর্গ পুরে ত্রিগুণ পরীক্ষা করে

ডাক দিয়া আন এই স্থানে ॥

দেব সিদ্ধ মুনি মেলা পুণ্যময় যজ্ঞশালা

তবে দিব পূর্ণার আহুতি ।

সব মুনিগণ মেলে যজ্ঞারম্ভ কুতুহলে

শুনি মুনি মানিল আরতি ॥

তবে ভৃগু স্বরাসরি চলিল কৈলাস গিরি

দেখিল গিরিজা ত্রিলোচন ।

মুনি দেখি হর গৌরী আদর গৌরব করি

ভরিতে দিলেন অর্ঘ্যাসন ॥

কহিয়া যজ্ঞের নাম চলল মুনি ব্রহ্মধাম

যথা দেব কমল আসন ।

ভৃগু দেখি প্রজাপতি হইল আনন্দ মতি

মুনির করিল সন্তর্পণ ॥

যজ্ঞ হেতু কহি তারে বাইয়া বৈকুণ্ঠপুরে

দেখিল শয়নে লীলীনাথ ।

নিদ্রার আবেশ অতি হৈয়া মুনি ক্রোধমতি

ক্রতবেগে মারে পদাঘাত ॥

স্বপ্নে বেদনা পেয়া সচকিতে চিয়াইয়া

দেখে কৃষ্ণ সম্মুখে ব্রাহ্মণ ।

ভক্তিযুক্ত হৈয়া মনে বসাইয়া সিংহাসনে

চাপে কৃষ্ণ মুনির চরণ ॥

বিশ্র পদ রেণু চিহ্ন হৃদয়েতে বিভূষণ

তেঞি নাম শ্রীবৎসলাঞ্জন ।

এমন দয়াল হরি যারৈ ভাবে বেদ চারি

ধেয়ানে না পায় যোগিজন ॥

হৃষীয়া মুনির মতি সংহতি ভুবনপতি

গেলা যথা যথা সর্ক মুনিগণ ॥

কৃষ্ণ দরশন পেয়া সবে আনন্দিত হৈয়া

ইন্দ্র করে পুষ্প বরিষণ ॥

দৈব সিদ্ধ মুনি আদি যজ্ঞ কৈল যথাবিধি

ব্রহ্মপূজা করি আরাধন ।

পূর্ণ সিদ্ধ করি কাম গেল সব নিজ ধাম
 শুন রাজ্য পুরাণ বচন ॥ ৫
 তবে কৃষ্ণ কৈল যাহা পরীক্ষিত শুন তাহা
 ওখা শূন্য বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি
 কহিল করিতে আগমন ॥
 দূত গেল শূন্যপথে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল চিন্তে
 প্রেরল হইল যদুবংশ ।
 গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমদ নন্দন ভাষে
 ব্রহ্মশাপ হেতু কৈল ধ্বংস ॥ ৩১৮ ॥

যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের

পদে শরাঘাত ।

রাগিণী টোড়ী ।

কে জানে রামের নাম
 বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ৬ ॥

পরীক্ষিত রাজারে কহেন শুক মুনি ।
 তোমারে কহিছে যত দশমের বাণী ॥
 একাদশে নিজ বংশ নাশিতে শ্রীহরি ।
 কৃষ্ণসুত মুনিকে ভাঙিল টোল করি ॥
 লৌহদণ্ড মুষল হইল ব্রহ্মশাপে ।
 ত্রাসে সবে জানাইল গোবিন্দ সমীপে ॥
 লোহ শিখরে ঘাঁষ সিদ্ধজল দিয়া ।
 জন্মিল এরকা বন ত্রিশির হইয়া ॥
 শেষভাগ কর্কশ ঘষণ নাহি যায় ।
 গৃহে গেল। সবে সিদ্ধজলে ফেলি তায় ॥
 আহার বলিয়া মৌন করিল ভক্ষণ ।
 সে মৌন ধীবর জ্বালে পড়িল বন্ধন ॥
 সে মৎস্য কাটিয়া হাটে চলে ধীবরী ।
 জরা ব্যাধ পেয়ে তা রাখিল খর করি ॥

এখা কৃষ্ণ দ্বারকায় কৈল অস্ত্র মন ।
 ভূমিকম্প ধুম চয় ভৈরব গর্জন ॥
 উৎপাত দেখিয়া কৃষ্ণ ডাকে যদুবল ।
 দ্বারকানগরে আসি হৈল অমঙ্গল ॥
 আজি হৈতে অষ্ট দিন সাগর হিলোলে ।
 দ্বারকানগর ডুবি পড়িবে পাথারে ॥
 বিনাশ লক্ষণ আসি হইল প্রকাশ ।
 সবে মাত্র চিহ্ন রবে মোর গৃহবাস ॥
 চল সবে সর্ব্বারম্ভে করিব প্রয়াণ ।
 প্রভাসের তীরে গিয়া করি স্নান দান ॥
 যদুবল সঙ্গে করি রাম নারায়ণ ।
 প্রভাসের তীরে গিয়া দিল দরশন ॥
 মায়ার মধুবন কৃষ্ণ করিল স্বজন ।
 স্নান দান করিয়া যতেক যদুগণ ॥
 মধুপান করি সবে মহা মত্ত হৈয়া ।
 সেই এরকার বৃক্ষ করে উপাড়িয়া ॥
 আপনা আপনি যুদ্ধ করে সবে মেলি ।
 যদুবংশ মরে রঙ্গ দেখে বনমালী ॥
 হেনরূপে বিনাশ হইল যদুবল ।
 উদ্ধবে করিয়া দয়া ভকত-বৎসল ॥
 কহিল অনেক কৃষ্ণ উদ্ধবের তরে ।
 ভক্তিবোগ বিশ্বরূপ দেখাইল তারে ॥
 বলভদ্র অনন্ত পুরুষ দেবরাজ ।
 যোগবলে প্রবেশিল বৈকুণ্ঠ সমাধ ॥
 তবে কৃষ্ণ উদ্ধবে কহিল কৃপা ছলে ।
 কহিল ত্বরিত চল বদরিকা স্থলে ॥
 মহাব্রত তপস্যা করিয়া আরাম ।
 অন্তকালে প্রবেশিবে আমার চরণ ॥
 নিজ বংশ সংহার করিয়া মহামেক ।
 যোগবলে আরোহণ কৈল নিম্বতরু ॥
 জরা ব্যাধ শরদ্বয় ধরিয়া কাননে ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাস পুলিনে ॥

স্বয়ং বৃক্ষ বেড়ি কুঞ্জ লতার গহলি ।
 ধবী লতার রঙ্গে দোলে বনমাণী ॥
 দখিতে না পায় কুঞ্জে অঙ্গ ত্রিভঙ্গিম ।
 কৈর চরণ পদ অতি সুরঙ্গিম ॥
 দেবের নির্বন্ধ গতি না যায় ছাড়ান ।
 স্বর্ণবলি বীর চালাইল বাণ ॥
 ততক্ষণে বাজে গিয়া গোবিন্দ চরণে ।
 বৃণ বলি ধায় ব্যাধ দেখে নারায়ণে ॥
 চতুর্ভুজ নিজ রূপ দেখি বিদ্যমান ।
 দণ্ডবৎ করে স্তুতি বিনয় বিধান ॥
 ভবে কৃষ্ণ জরা ব্যাধে হইলা সন্তোষ ।
 এসব আমার মায়া তোর নাহি দোষ ॥
 গৌরগতি বাহ তুমি হস্তিনা নগরে ।
 বর্জনে ডাকিয়া আন আমারি গোচরে ॥
 গজা পেয়ে জরা বেগে আনিল অর্জুনে ।
 গোবিন্দমঙ্গল হৃৎখণ্ডাম দাস গানে ॥ ৩১৯ ॥

ক্রোধের যোগমার্গে প্রয়াণ ও পাণ্ডব-
 দিগের স্বর্গে গমন ।

• রাগিনী করুণা ।
 তবে নারায়ণ ভুবনমোহন
 পদে পদে শরযাত ।
 অর্জুনে দেখিয়া কহে আখাসিয়া ॥
 আলিঙ্গন দেহ পার্থ ॥
 সন্তোষে অর্জুন করে নিবেদন
 পরশিতে করি ভয় ।
 তবে অর্জুনেরে বিবিধ প্রকারে
 গর্জিয়া গোবিন্দ কয় ॥
 মারাময় কাহ্ন পার্থ দিল প্রহ
 হল ধরি উঠি বসি ।

নিজ তেজ লৈয়া যোগে মন দিয়া
 অন্তর্ধান ব্রহ্মরাশি ॥
 কৃষ্ণ করি কোলে হৃদয়ে বিকলে
 পাঁচ ভাই মেলি কান্দে ।
 কুস্তী আদি করি গোবিন্দ শ্রুতি
 কেশপাশ নাহি বাঞ্চে ॥
 দেবতা অমরে কহে যুধিষ্ঠিরে
 নিশ্চয় রাখ গোপীনাথে ।
 সংসার অসার ক্রি কর বিচার
 লড়হ উত্তর পথে ॥
 বাড়ব অনল দাহিল সকল
 যত্নবল আদি করি ।
 নিশ্চয় ভাসি জলে লাগিল উৎকলে
 ভোগ হেতু নীল গিরি ॥
 যুধিষ্ঠির বেগে পাঁচ ভাই লগে
 পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ।
 চিন্তি গদাধরে, চলিলা উত্তরে
 দ্রৌপদী সংহতি লৈয়া ॥
 অনেক দুর্গম শিখর জঙ্গম
 হিমালয় পর্বতেশ ।
 প্রথমে দ্রৌপদী হিমাগরে ভেদি
 হইল জীবন শেষ ॥
 তবে চারি ভাই পড়ে ঠাক্রি ঠাক্রি
 প্রাণ দিয়া হিমজালে ।
 একা যুধিষ্ঠির গেল স্বর্গপুর
 ধর্ম আইল হৈন কালে ॥
 রথের উপরে লৈয়া যুধিষ্ঠিরে
 ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
 মঙ্গল আরতি পূর্ণহস্ত পাতি
 কিঙ্গর কিঙ্গরী গান ॥
 ব্রহ্মা শিব আদি দেখি সত্যবাদী
 .. সুরমুনি কৈল পূজা ।

বিমান গমনে বৈকুণ্ঠ ভুবনে
 গেলা যুধিষ্ঠির রাজা ॥
 দেখি দেব হরি আলিঙ্গন করি
 করিল অনেক মান ।
 সন্ধ্যায় মুকতি পাইল নরপতি
 স্বেত দ্বীপে দিল স্থান ॥
 শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত
 তোমার বংশের বাণী ।
 তবে পরীক্ষিত প্রেম পুলকিত
 নিবেদয়ে পুটশাণি ॥
 করি নিবেদন শুন তপোধন
 বিনয় তোমার আগে ।
 শ্রীশুর চরণ বৈষ্ণব শরণ
 তঃখীশ্যাম লাস মাগে ॥ ৩২০ ॥

শুকদেবের জন্ম কথা—

গোলোক চিত্র ।

রাগিণী শোহিনী ।

আজি বড় শুভদিন রে ।

আমার যাদব আইল ঘরে ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণশ্রী শ্রীমদ রাজা প্রেমে পুলকিত ।
 শ্রীমদ চরণ ধরি কহে পরীক্ষিত ॥
 ধন্য ধন্য গোসাঞি তোমার অবতার :
 এতব সঙ্কটে মোরে করিলে উদ্ধার ॥
 রূপা করি ভাগবত শুনাইলে মোরে ।
 নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে ॥
 আদ্য হৈতে ভাগবত একাদশাবধি ।
 কহিলে কৃষ্ণের কথা সুধায়স নিধি ॥
 আগম নিগম নহে তোমার আগোচর ।
 চিত্তের বাসন পূর্ণ কর নিবারণ ॥

তোমার মুখের বাণী ভারত পুরাণ ।
 আপনি আপনা কথা কহিবে নিদান ॥
 ভূমিত মনুষ্য নহ দেব অবতার ।
 কহ কোথা স্থান স্থিতি জনম তোমার ॥
 গুনিয়া রাজার বাণী কহে তপোধন ।
 ধন্য ধন্য রাজা তুমি গোবিন্দের জন ॥
 এ বড় দুলভ কথা জিজ্ঞাসিলে তুমি ।
 কেবল নিগূঢ় কথা যে বলিব আমি ॥
 দ্বাদশ ব্রহ্মের কথা নিত্য সুধানন্দ ।
 শ্রবণে বদনে মনে পিয় মকরন্দ ॥
 আগম নিগমে যার অন্ত নাহি জানে :
 দেবের দুলভ কথা শুন মোর স্থানে ॥
 চৌদ্দ ভুবন পরে গোলক শিখর ।
 চিত্তশ্রী নামে স্থান নিত্য পরাংপর ॥
 যোগপীঠে কল্পতরু সপ্তমাবরণ ।
 সুরমি লগুপ মাঝে রত্ন সিংহাসন ॥
 কিঙ্কর কণিকা শোভে রত্ন বলমলি ।
 মধ্যে শ্রীমদ ভূপাশে রাধিকা চন্দ্রাবলী ॥
 মন্দির সন্তান কল্পতরু শোভা করে ।
 রত্নঝারা মুকুতা প্রবাল থরে থরে ॥
 স্বেত রক্ত নীল পীত লতার শোভন ।
 স্বরতরু শত শত বিচিত্র কানন ॥
 কিশোর কিশোরী শ্রীমদ সঙ্গ সুধাননী ।
 হস্ত লাস্ত্র কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ।
 নিদ্রিত নিকুঞ্জ বেড়ি কালিন্দীর শোভা ।
 জলফুল সৌরভ ভ্রমর মনোলোভা ॥
 ডাহক ডাহকী হংস হংসী চক্রবাক ।
 নানা রূপ জলচর দেখি লগ্নে লগ্ন ॥
 কালিন্দীর কুল শোভা হৃদয় অল্পম ।
 পাতিয়া প্রেমের হাট রসময় শ্রীমদ ॥
 বিহরে হৃদয়ী রাধা সঙ্গে হৃদয়গর ।
 নৃত্য পীত ভাল তরু রসের সাগর ॥

কপূরীকিতে এ সংবাদ গঙ্গাতীরে ।
৭. হৃৎধীশ্রাম ডাকে নাথ পার কর ঘোরে ॥ ৩২১ ॥

গোলোকে রাধাকৃষ্ণের নিত্য বিহার

রাগিণী ধানশ্রী ।

এ সব নির্মল কথা শুদ্ধ ভাগবত গাথ
ভুলিলে আপদ দূরে যায় ।

অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড পর নিত্য সুখ নিরন্তর
যথা রাধা শ্রাম নটরায় ॥

শ্রাম বড় রসনিধি কেলিকলা নিরবধি
রসময়ী রাধা চন্দ্রাবলী ।

অষ্ট দলে অষ্ট সখী ষোল দলে শশিমুখী
শ্রাম মুখে মোহন মুরলী

১৫. তরুণ কিশোররাজ বিলাসে বিপিন মাঝ
নৃত্য গীত রসের সন্ধান ।

চারিদিকে যুথে যুথে স্ননাগরী শত শত
একা কালু সবার পরাণ ॥

গোপ কত্তা মনি কত্তা শ্রুতি কত্তা অতি ধন্তা
দেবকত্তা আদি নারীগণে ।

সমান বয়স বেশ সমান সকল রস
মনিসে সেবয়ে স্থানে স্থানে ॥

ব্রঙ্গাণ্ড অনন্ত কোটি যোগমায়া বলে ঘটি
কোটি কোটি স্ননাগরী সঙ্গে ।

অঙ্গনা অঙ্গন মাঝ বিলাসে রসিকস্বাজ
লীলাময় লাভণ্য তরঙ্গে ॥

১৬. রাই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মদন তরঙ্গ রঙ্গে
দৌঁছে মুখ দৌঁছে দৌঁছে তোর ।

অপদ ইজিত রস অধরে মধুর হাস
একি প্রাণ কিশোরী কিশোর ॥

১৭. নিগূঢ় রসের স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ কতকালে
নিজা গুণ রসের আলসে ।

আমি শুক তরুডালে না জানিহু নিশাকালে
মোর মনে অরুণ প্রকাশে ॥

নিজাভঙ্গ হইজন কোপ ভরে নারায়ণ
মোরে শাপ দিল তঁতক্ষণ ।

গোবিন্দমঙ্গল পোখা ভুবনে হুলস্ত কথা
স্বরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ৩২২ ॥

শাপগ্রস্ত শূকের মর্ত্যলোকে জন্ম

রাগ হিরাণ্য ।

ও হরি তু' বড় সুখদাতা ॥ ক্র ॥

নিজাঙ্ঘলে ছিল রাধা কাহু নিধুবনে
নিশি শেষ হৈল হেন বুঝি অনুমানে ॥
মুঞি শব্দ করিতে ডাকিল পক্ষীগণ ।

কোপভরে শাপ মোরে দিল নারায়ণ
হেদেরে পাপিষ্ঠ শুক কি তোর বাভার
রব করি নিজাভঙ্গ করিলি আমার ॥

এই অপরাধ তোর হইল এ স্থলে
ব্যাধ রূপ হইয়া জন্মহ মহীতলে ॥

সম্পাত পাইয়া তবে কহিত প্রভুরে
না জানিয়া ঠেকহ দোষ ক্ষমহ আমারে ॥

শাপান্ত বচন প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে
মুক্তি পাইবে তুমি তিন জন্মান্তরে ॥

এক জন্ম ব্যাধ হইয়া মরতে জন্মিবে
যে মিলে আহার তাহা মোরে দিয়া থাকে ॥

সে দেহ অন্তরে জন্ম হবে বিপ্রকুলে
শুকদেব মণি নাম অবনীমণ্ডলে ॥

মোর নাম গুণ প্রকাশিয়া মহীতলে
তবেত আসিয়া শুক হবে এই স্থলে ॥

এই আজ্ঞা দিল মোরে গোবিন্দ আপনি
বিহু ব্যাধ নামে আসি জন্মিহু অবনী ॥

যখন যে পাই করি কৃষ্ণ নিবেদন ।

পদপঙ্কী মাঝি করি কাল নিবারণ ॥

এক দিন আমারে সে দৈব মায়া কৈল ।
 বড়িত ভুজঙ্গ পথে প্রথমে মিলিল ॥
 তাহা বিনা ভক্ষ্য বিছু না দিল গোসাঞি ।
 ভক্ষিহু সে মাংস কৃষ্ণে সমর্পিহু নাই ॥
 অমৃত অধিক তাহা সুস্বাদ বদনে ।
 হেন বস্তু প্রভুরে না দিহু মূঢ় পণে ॥
 শরাসনে গলা কাটি মরিতে নিশ্চয় ।
 করে ধরি নোরে রূপা কৈল দয়াময় ॥
 কৃষ্ণের প্রসাদে সে শরীর হৈল পাত ।
 তবে ব্যাসদেবের মন্দিরে লইহু জাত ॥
 দ্বাদশ বৎসর যে রহিহু মাতৃগর্ভে ।
 বিষ্ণুমায়ী রাখিয়া জন্মিহু ভূমিভাগে ॥
 পূর্বকথা কহি আমি তোমার যে স্থানে ।
 শুকদেব নাম মোর এইত কারণে ॥
 শুন পরীক্ষিত রাজা কহিহু নিদান ।
 ইহ শোকে পরলোকে বন্ধ ভগবান ॥
 শুনিয়া সন্তোষ রাজা শুকমুখে বাণী ।
 ভাগবত কৃষ্ণরস প্রেমতরঙ্গিণী ॥
 শুনিলে আপদ নাশ বৈকুণ্ঠেতে বৈসে ।
 পড়িবে শুনিবে প্রাণী কৃষ্ণ ভক্তিরসে ॥
 প্রথম হইতে কথা দ্বাদশ অবধি ।
 কহিল রাজার আগে শুক কৃপানিধি ॥
 মহা পুণ্য গ্রন্থ কথা ভক্তির বিশ্বাসে ।
 রাজারে কহিল শুক এ সপ্ত দিবসে ॥
 মহাবজ্র ব্রত তপ আদি কথাদান ।
 পুণ্য উপদেশ নাহি ইহার সীমান ॥
 কেবল কলুষ নাশ মোক্ষের কারণ ।
 ইহলোকে পরলোকে পায় উদ্ধারণ ॥
 হৃষীকেশ দাস মজে গোবিন্দের রসে ।
 বারেক তারহ ইরি এ কলিকলুবে ॥ ৩২৩ ॥

পরীক্ষিতের বৈকুণ্ঠে গমন ।

রাগ ভাটিয়ারি ।
 জয় রাধা কৃষ্ণ বল রে ভাই
 জয় রাধা কৃষ্ণ বল ।
 মায়া ঘোরতর তিমির সংসার
 হরি নাম কর সার ।
 অনেক জনমে কামনা করিয়া
 পেয়েছ চূর্ণভ তনু ।
 ভাবি দেখ ইতি না পাবে মুকতি
 গোবিন্দ ভজ্ঞন বিহু ॥
 দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হয়ে যায়
 আপনা চিনিয়া চল ।
 আগে না গণিয়া সুপথ ছাড়িয়া
 কুপথে কি রসে ভুল ॥
 গুরু বচনে পরম যতনে
 পরিণাম গণি রৈয়া ।
 কহে হৃষীকেশ্যাম শুন মোর মন
 রাধা কৃষ্ণ নাম লৈয়া ॥ ৩২৪ ॥
 শুকদেব সঙ্গে রাজা কৃষ্ণ কথা রসে ।
 হুর্কাসা আপনি যান নৃপতি সম্ভাষে ॥
 গঙ্গা তীরে তীরে মুনি পদব্রজে যায় ।
 দেখিল বদরী কল ভাসিছে গঙ্গায় ॥
 অকালে অপূর্ব ফল তক্ষক আপনি ।
 দেখিয়া বদরী ফল হাতে কৈল মুনি ॥
 রাজারে আশীষ কৈল সেই কল দ্বন্দ্ব ।
 কল নিল নৃপতি হুর্কাসা সম্ভাষিয়া ॥
 দৈবের নির্বন্ধ যত খণ্ডন নাশিয়া
 প্রসাসিত কল রাজা পরশে নাসায় ॥
 নীসাগ্রে তক্ষক তার করি দংশন ।
 গরল বহিল মুখে চলিল রাজন ॥

১. মনিগণ রাজারে করিল সচেতন ।
 বদনে গোবিন্দ নাম রটন্তি রাজন ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাজার তহু হৈল পাত ।
 হরি ধ্বনি করি মূনি বেড়ে নরনাথ ॥
 বিমান লইয়া আইল পারিষদগণ ।
 নৃপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
 ইন্দ্র আদি দেবতা নৃপতি লৈয়া রথে ।
 কিম্বর কিম্বরী অপসরা বৃন্দ সাথে ॥
 পুষ্প বৃষ্টি করে কেহ চামর ঢুলায় ।
 ধন্য ধন্য পরীক্ষিত ডাকে দেবতায় ॥
 ধন্য পরীক্ষিত সে সফল তোর জন্ম ।
 ধন্য তোর মাতা পিতা ধন্য তোর কৰ্ম্ম ॥
 আরতি করেন ব্রহ্মা শিব আদি করি ।
 রাজারে লইয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
 গোবিন্দ দর্শন কৈল অভিমুখ্য সূত ।
 পরীক্ষিতে দেখি কৃষ্ণ আনন্দ বহত ॥
 সমভক্তি রাজারে দেখিয়া নারায়ণ ।
 নিজরূপ চতুর্ভুজ কৈল তত্ত্বরণ ॥
 বিবিধ অমৃত ভোগ দিলেন রাজ্যারে ।
 দিব্যাক্ষনা দাস দাসী সেবা করিবারে ॥
 একান্ত ভকতি কৈল রাজা পরীক্ষিত ।
 বৈকুণ্ঠ পাইল গোপীনাথে দিয়া চিত্ত ॥
 হেনরূপে ভাগবত দ্বাদশ যে স্বরূপ ।
 ভক্তি ভাবে শুনি রাজা হইল আনন্দ ॥
 ক্ষিত সম কেবা হবে ভাগ্যবান ।
 শুক পরীক্ষিত হৈতে একাধ পুরাণ ॥
 মোক্ষ পাইয়া গেল রাজা বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 উপোবসে গেল স্তব মনিগণ ॥

এই ভাগবত কথা সর্ব শাস্ত্র সার ।
 ভক্তিভাবে শুনি জীব পাইবে সন্তার ॥
 মকরে প্রাণে করে কোটি কন্যা দান ।
 পুণ্য উপদেশ নাহি ইহা সমান ॥
 শত অধমেধ যজ্ঞ রাজহ্ময় করে ॥
 কৃষ্ণ ভক্ত জন তুল্য ফল নাহি করে ॥
 এক ভাবে ভজ প্রাণী দেবতার সম ॥
 ভব কুন্তীপাকে যেন না হও মগন ॥
 দৃঢ় ভক্তি হৈলে হবে গোবিন্দের জন ।
 মহাশয় জন্মের সার ভজ নারায়ণ ॥
 কোন কালে না পাইবে হরি হেন বৃদ্ধ ।
 কৃষ্ণ ভজ হেলায় তরিবে ভব সিদ্ধ ॥
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবারে নাহি চাহি ধন ।
 কৃষ্ণ ভজ সর্বতে পাইবে উদ্ধারণ ॥
 হেন প্রভু না পাইবে অধিল ভুবনে ।
 ভজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি মনে ॥
 হরির হইয়া থাক হিত চিত্ত মনে ।
 হরি বিনা বন্ধু নাই ভব বিমোচনে ॥
 শ্রীগুরু বৈষ্ণবে বার জন্মিবে বিশ্বাস ।
 সে প্রাণী অবশ্য হবে গোবিন্দের দাস ॥
 হুখীশ্যাম দাস বলে আমি অল্প মতি ।
 যে বা পড়ে শুনে এই গোবিন্দের গীতি ॥
 দোষ কমা করিবে বৈষ্ণব গুরুজন ।
 কৃপা কর কৃষ্ণগুণে রহ মোর মন ॥
 ভরসা করিয়া গুরু চরণ যুগল ।
 পুস্তক হইল পূর্ণ গোবিন্দমঙ্গল ॥ ৩২৪ ॥

-শ্রীগোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্ত



